# বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৭ সংখ্যা-১২ ডিসেম্বর - ২০২৪

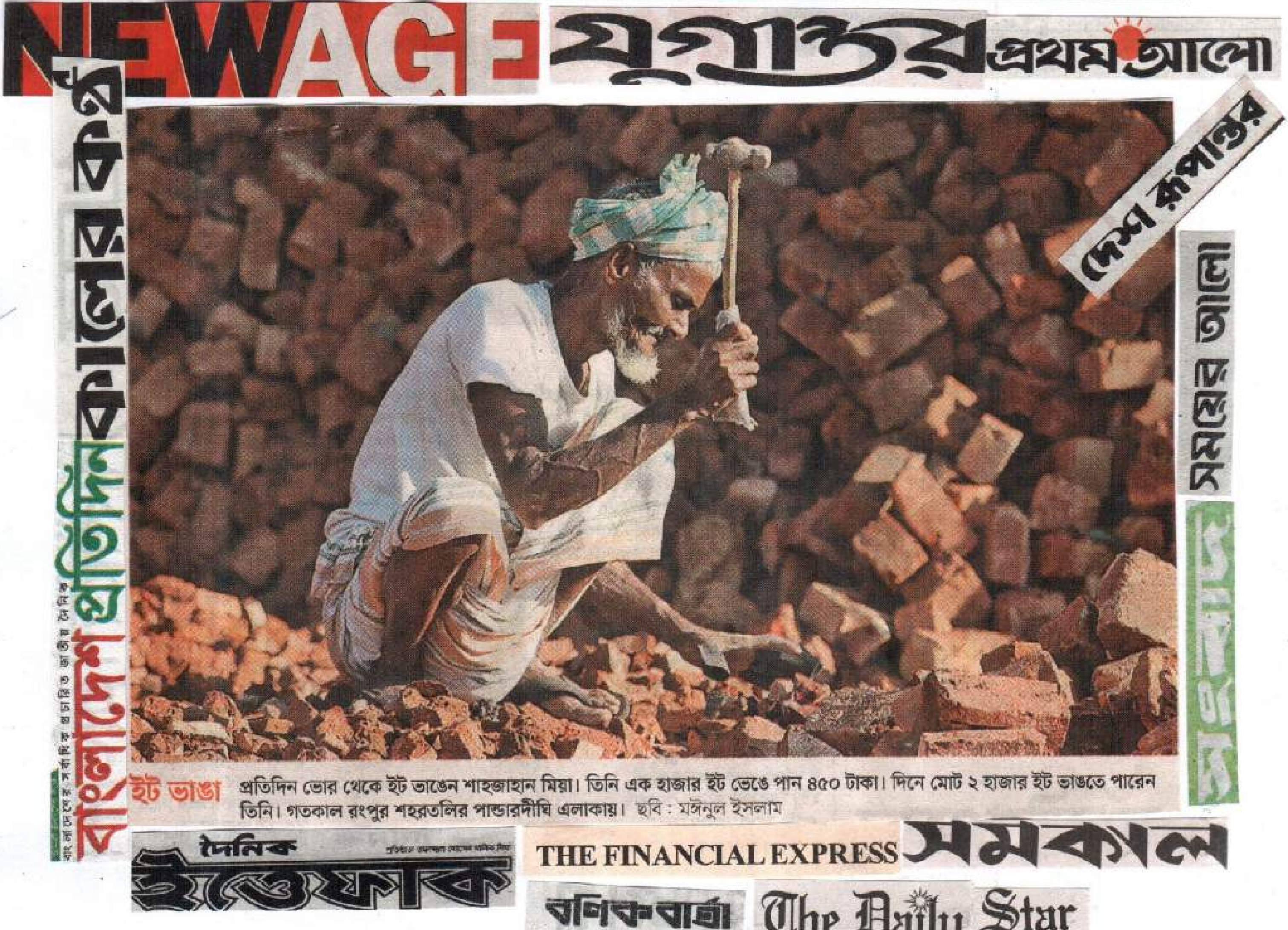


ইট ভাঙা প্রতিদিন ভোর থেকে ইট ভাঙেন শাহজাহান মিয়া। তিনি এক হাজার ইট ভেঙে পান ৪৫০ টাকা। দিনে মোট ২ হাজার ইট ভাঙতে পারেন তিনি। গতকাল রংপুর শহরতলির পান্ডারদীঘি এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম


## বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

| সূচী : | পৃষ্ঠাঃ |
|---|---|
| শোভন কাজ | ০৩ - ৭০ |
| শ্রম বাজার | ৭১ - ১০১ |
| কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা | ১০২ - ১১৯ |
| কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন | ১২০ - ১২৯ |
| আন্দোলন ও ধর্মঘট | ১৩০ - ১৪৬ |
| সংবাদপত্রে বিল্‌স | ১৪৭ -১৫৪ |
| | |

# শুঁটকি চাতালে মজুরি বৈষম্য

● শায়লা পারভীন তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ)

মৎস্য ভান্ডারখ্যাত চলনবিল অধ্যুষিত সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শুঁটকি মাছ উৎপাদনের মৌসুম হিসেবে ধরা হয়। এ সময়টাতে চলনবিলের পুঁটি, চাপিলা, বোয়াল, বেলে, দাড়কিনাসহ হরেক প্রজাতির দেশীয় মাছ শিকার করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি বানানো হয়। চলনবিল অঞ্চলের এসব দেশীয় শুঁটকি মাছের চাহিদা রয়েছে সারা দেশেই। মূলত এই শুঁটকি মাছ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিকরাই বেশি কাজ করে থাকেন। এলাকার গরিব ও অসচ্ছল পরিবারের নারীরা এই কাজ করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। শুঁটকির চাতালে মাছ কাটা থেকে শুরু করে পরিষ্কার করা, ধোয়া এবং মাছ রোদে শুকানোর কাজ করে থাকেন নারী শ্রমিকরা। এখানে প্রতিদিন পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় ৪০০ টাকা। আর নারী শ্রমিকরা পান ২০০ টাকা। অথচ পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম কাজ করেন না নারী শ্রমিকরা। অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরাই বেশি পরিশ্রম করে থাকেন। বারবার পারিশ্রমিক বৈষম্য দূর করার জন্য দেন-দরবার করেও মালিক পক্ষের কাছ থেকে কোনোরকম সাড়া পাননি নারী শ্রমিকরা। তাই বাধ্য হয়েই অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও অর্ধেক মজুরিতে সংসার ফেলে দিনের পর দিন ধরে শুঁটকির চাতালে কাজ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে নারীদের। তাদের এই দুর্দশা দেখার যেন কেউ নেই! এমন পরিস্থিতিতে অবিলম্বে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণের দাবি নারী শ্রমিকদের।

এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে তাড়াশ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মশগুল আজাদ বলেন, তাড়াশ উপজেলায় প্রতি বছর অন্তত ৩০০ টন শুঁটকি মাছ উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে এ বছর বিলে মাছ কম থাকায় এই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। চলনবিলের শুঁটকি মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভারতেও রফতানি করা হয় এখানকার শুঁটকি। এই শুঁটকি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অনেক মৌসুমি শ্রমিক অংশ নিয়ে বাড়তি কিছু আয় করার সুযোগ পান। নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তাড়াশ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মশগুল আজাদ বলেন, নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্যের বিষয়ে চাতাল মালিকদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

> পুরুষের অর্ধেক পান নারীরা
>
> শুঁটকি মাছ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিকরাই বেশি কাজ করেন
>
> প্রতিদিন পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় ৪০০ টাকা। অথচ নারী শ্রমিকরা পান ২০০ টাকা

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়ক ঘেঁষা তাড়াশ উপজেলার মহিষলুটি ও মান্নাননগর এলাকায় একাধিক চাতাল তৈরি করে শুঁটকি মাছ উৎপাদন ও বিক্রির কাজ করেন ২০ জন ব্যবসায়ী। এসব শুঁটকির চাতালে কাজ করেন এলাকার অনেক নারী। কাজের সময় ও শ্রমে বৈষম্য না থাকলেও পারিশ্রমিক নিয়ে চরম বৈষম্যের শিকার হন নারীরা। প্রচণ্ড খাটুনির পরও পুরুষের অর্ধেক মজুরি মেলে নারীদের। শুঁটকি মাছের চাতালে কাজ করা নারী শ্রমিকদের এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে নজর দেওয়ার যেন কেউ নেই!

মহিষলুটি শুঁটকি চাতালে কাজ করেন নারী শ্রমিক আরজিনা খাতুন। পারিশ্রমিক বৈষম্যের বিষয়ে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি। সংসারের পেছনে সময় দিতে পারি না। সংসার ফেলে চাতালে কাজ করে আমাদের দিন কেটে যায়। পুরুষের তুলনায় কোনো অংশেই কম কাজ করি না আমরা। অথচ দিন শেষে আমাদের মজুরি দেওয়া হয় মাত্র ২০০ টাকা। অন্যদিকে একই কাজ করে পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় ৪০০ টাকা। রওশানা খাতুন নামের আরেক নারী শ্রমিক বলেন, এই চাতালে কাজ করে সারা দিনের খাটুনির পর সন্ধ্যায় চাতাল মালিক যখন আমার হাতে মজুরি হিসেবে ২০০ টাকা তুলে দেন তখন নিজের কাছেই খুব অসহায় মনে হয়। মালিক পক্ষকে আমাদের মজুরি বাড়ানোর জন্য অনেকবার আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু মালিকরা আমাদের সেই আবেদন আমলে নেয়নি। আর কোনো উপায় না থাকায় সংসারের প্রয়োজনে অর্ধেক মজুরিতেই আমরা শুঁটকির চাতালে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এদিকে বিগত কয়েক বছরে ধরে চলনবিলে দেশীয় প্রজাতির মাছ খুবই কমে গেছে। আগে প্রতিজন চাতাল মালিক ২০ থেকে ২৫ টন করে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন করেছেন। কিন্তু বিগত ২-৩ বছর ধরে তাদের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে। এ অঞ্চলে বরাবরই নারী শ্রমিকদের মজুরি কম ছিল। চাতাল মালিকরা মজুরি বৈষম্যের সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে।

# দুবলার চরে এখনও বিক্রি হয় শিশুশ্রম

দারিদ্র্যের বেড়াজালে আটকে পড়া শিশুদের শৈশব ধ্বংস করে তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হচ্ছে দুবলার চরে ● সময়ের আলো

● আবুল হাসান মোংলা

সুন্দরবনের দুবলার চরে এখনও অবাধে কেনাবেচা হচ্ছে শিশুশ্রম। শুধু তাই নয়, সেখানে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের কাটাতে হচ্ছে একরকম বন্দি জীবন। এভাবে দরিদ্রতাকে পুঁজি করছেন মহাজনরা। অভিযোগ উঠেছে, শিশুশ্রম কেনাবেচা বন্ধে প্রশাসন থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি তুলেছেন মানবাধিকার কর্মীরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুশ্রমের আইন না জানা ও আইন না মানার প্রবণতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। দারিদ্র্যের বেড়াজালে আটকে পড়া শিশুদের শৈশব ধ্বংস করে তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হচ্ছে। নানা পক্ষ নানারকম যুক্তি দেখালেও এটা স্পষ্ট শ্রম আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

সম্প্রতি দুবলার চরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ১৪ বছরের কিশোর সাব্বির আহমেদ ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে হাবিবুল্লা নামের এক মহাজনের কাছে। মৌসুমের ছয় মাস পুরো সময়টা তাকে থাকতে হবে দুবলার চরে। সে কোনোভাবেই বের হতে পারবে না দুবলার চর এলাকা থেকে। এই বন্দিজীবন আর শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে সাব্বির চেষ্টা করেছিল পালানোর। কিন্তু পারেনি। সাব্বিরের মতো আরেকজন ১৪ বছরের সাগর। ছয় মাসের জন্য মাত্র ৩৫ হাজার টাকায় সাগরকে কিনেছে মিজান নামের এক ব্যক্তি। সংসারের অভাব অনটন মেটাতে দুর্গম চরাঞ্চলে দিন-রাত কাজ করছে এই দুই কিশোর।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পুরো দুবলার চরে তাদের মহাজনকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও দেখা মেলে আরও কয়েকজন শিশুর। তাদের মধ্যে শিহাব উদ্দিনের (১৩) কাছে জানতে চাওয়া হলে সে বলে, সাতক্ষীরা জেলার আছাব উদ্দিন বহদ্দার তাকে নিয়ে এসেছেন দুবলার চরে। পাঁচ মাস এখানে শুঁটকি প্রক্রিয়ার কাজ শেষে তাকে ৩৫ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে। বাবা বেঁচে নেই, তাই সংসারের ঘানি টানতে সে এই চরে এসেছে।

শিশুদের দিয়ে এভাবে কাজ করানো অপরাধ উল্লেখ করে মোংলা মানবাধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি নুর আলম শেখ এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এখনই কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে এই প্রবণতা বাড়তেই থাকবে। এক্ষেত্রে সরকারের শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০-এ যে আইন আছে সেটার পরিবর্তন আনতে হবে।

এ বিষয়ে বন বিভাগের দুবলা জেলে পল্লীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খলিলুর রহমান বলেন, দুবলার চরে অবস্থানকারীদের সঠিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়া, শিশু শ্রম বন্ধসহ বনের অভ্যন্তরে যাতে কেউ অপরাধ করে পার না পায় সে কারণেই এ বছর আইডি কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মৌসুমের প্রথম সপ্তাহ থেকেই জেলেদের আইডি কার্ড প্রদান শুরু করা হয়েছে। এই আইডি কার্ডে দুবলা ফিশারমেন গ্রুপের সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষর থাকবে। আইডি কার্ড না থাকায় বিগত বছরগুলোতে জেলেদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যে যার মতো কাজ ও চলাচল করেছে। কে শিশু আর কে বয়স্ক তাও বোঝা যায়নি। অপরাধ করেও পার পেয়ে গেছে। এখন কার্ডের মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত এই বন কর্তার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবে মিল পাওয়া যায়নি দুবলার চরে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুঁটকি উৎপাদনকারী দুবলার চরগুলোতে এ বছর জেলেদের থাকা ও শুঁটকি সংরক্ষণের জন্য ১৮৫টি ঘর, [illegible] ডিপো ও [illegible] দোকান ঘর স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গত মৌসুমের চেয়ে এবার কিছুটা কমিয়ে আনা হয়েছে এই সংখ্যা। শুঁটকি উৎপাদনের লাইসেন্সধারী ১৭ জন বহদ্দার বা মহাজনের অধীনে দুবলার আলোরকোল, মাঝের কিল্লা, নারকেলবাড়িয়া ও শেলারচর নামক চারটি চরে ১০ হাজারেরও বেশি জেলে ও শ্রমিক অবস্থান করবেন। তারা পাঁচ মাস ধরে সাগরে মৎস্য আহরণ ও শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত থাকবেন এই চরাঞ্চলে।

সময়ের আলো । সোমবার । ২ ডিসেম্বর ২০২৪

সাবান ও কসমেটিকস শিল্প

# নিম্নতম মজুরি ৯ হাজার ৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাবান ও কসমেটিকস শিল্প খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নতুন নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছে সরকার। এতে বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত কারখানার শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার টাকা এবং জেলা শহর ও অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত কারখানায় এ মজুরি হবে ৯ হাজার ৫০০ টাকা।

সর্বশেষ ২০১৭ সালে এ খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন বিভাগীয় ও সিটি করপোরেশন এলাকার সাবান-কসমেটিকস কারখানায় শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৫ হাজার ৯৫০ টাকা এবং জেলা শহর ও অন্যান্য এলাকায় এ মজুরি ছিল ৫ হাজার ৬৪০ টাকা।

সে হিসাবে নতুন কাঠামোতে বিভাগীয় ও সিটি করপোরেশন এলাকায় শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে ৪ হাজার ৫০ টাকা এবং জেলা পর্যায়ে বেড়েছে ৩ হাজার ৮৬০ টাকা। উভয় ক্ষেত্রেই মজুরি বেড়েছে ৬৮ শতাংশ।

গত ১৮ নভেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী 'সোপ ও কসমেটিকস' শিল্প খাতের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রেড ও এলাকাভেদে সাবান ও কসমেটিকস শিল্প খাতে সর্বনিম্ন মজুরি হবে ৯ হাজার ৫০০ টাকা আর সর্বোচ্চ মজুরি ১৪ হাজার ৮৯০ টাকা। মোট চারটি গ্রেডে সাবান ও কসমেটিকস শ্রমিকদের জন্য এই মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রেডে মজুরির ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকা এবং জেলা ও অন্যান্য এলাকা, এই দুই শ্রেণিতে মজুরি ধরা হয়েছে।

দুই শ্রেণিতেই শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি, চিকিৎসা ও যাতায়াতের ভাতা সমান রাখা হয়েছে। তবে বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে ভাতায় পার্থক্য রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা ও যাতায়াতের ভাড়া ১ হাজার টাকা-ধরা হয়েছে।

সাবান ও কসমেটিকস শিল্পের মজুরি-কাঠামোতে সর্বোচ্চ বা প্রথম গ্রেডে আছেন উচ্চতর দক্ষ শ্রমিকরা। ফোরম্যান, মাস্টার টেকনিশিয়ান, ওয়েল্ডার, মেশিনম্যান, বয়লার অ্যাটেনডেন্ট, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রিসহ ১৯ ধরনের শ্রমিক। বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় এই গ্রেডের শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি ধরা হয়েছে ১৪ হাজার ৮৯০ টাকা এবং জেলা পর্যায়ে ১৪ হাজার ৬৪ টাকা। ২০১৭ সালে এই গ্রেডে মজুরি ছিল যথাক্রমে ৯ হাজার ২৫০ টাকা (বিভাগে) ও ৮ হাজার ৭২০ টাকা (জেলায়)।

মজুরি-কাঠামোতে দ্বিতীয় গ্রেডে রয়েছেন সহকারী অপারেটর, সহকারী মেকানিক, বয়লার হেলপার, কার্পেন্টারসহ ১৭ ধরনের 'দক্ষ শ্রমিক'। তাদের জন্য (বিভাগীয় পর্যায়ে) নিম্নতম মজুরি ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৮৫ টাকা। তৃতীয় গ্রেডে আছেন ১১ ধরনের আধা দক্ষ শ্রমিক, যাদের নিম্নতম মজুরি (বিভাগে) ১০ হাজার ৭৯৫ টাকা। আর চতুর্থ গ্রেডে থাকা অদক্ষ সাধারণ শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি (বিভাগে) ধরা হয়েছে ১০ হাজার টাকা।



THE FINANCIAL EXPRESS
December 2, 2024

# LDC graduation needs to be recalibrated

Bangladesh is set to graduate from the United Nations' Least Developed Country (LDC) status in 2026, an achievement initially seen as a significant milestone in its development journey. However, as the much-anticipated transition to a developing nation approaches, some critical questions have come up. Is Bangladesh ready to navigate the post-LDC challenges? After the graduation, the country will lose the trade benefits LDCs are entitled to. This raises concerns about the future of the country's export-oriented industries. Will exporters be able to maintain their competitiveness without these privileges? Can the economy withstand a potential decline in exports as a result of loss of preferential trade benefits in export? The government must carefully consider the implications of the graduation and determine the timeframe for a smooth transition based on economic realities.

In an exclusive interview with The Financial Express, Dr K.A.S. Murshid, the team leader of a 12-member task force formed by the interim government to reframe economic strategies, justified deferment of the country's LDC graduation considering the current economic situation. He categorically stated that Bangladesh is not yet ready to graduate from LDC status and warned that premature graduation could have serious negative consequences. The benefits of tariff preferences and external support are critical for Bangladesh at this juncture. A recent government strategy paper further pointed out that 75 per cent of Bangladesh's exports enjoy duty-free access to international markets due to its LDC status. Once Bangladesh graduates to a developing country, it will no longer be eligible for this preferential treatment. Instead, an average tariff of 20 per cent could be imposed on exports, depending on the importing country. The World Trade Organization (WTO) estimates Bangladesh's export to major markets could decline by at least 14.3 per cent after the loss of tariff preferences. Business leaders while taking part in an event, organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Saturday last, also strongly favoured delayed LDC graduation in view of the current depressed business climate.

*For a smooth transition, the government needs to ensure macroeconomic stability, secure preferential trade facilities with major international trade partners, diversify exports, enhance competitiveness and production capacity*

Nonetheless, while the timing needs to be recalibrated, LDC graduation is inevitable at some point. Bangladesh is one of the last few countries in Asia, alongside Afghanistan and a few island nations, to remain in the LDC category. In 2021, Bangladesh fulfilled all the three eligibility criteria for LDC graduation involving per capita income, human assets, and economic and environmental vulnerability for a consecutive third time. Thus the United Nations General Assembly (UNGA) unanimously passed a resolution on Bangladesh's graduation from LDC category and was given five more years, till 2026, to prepare for the transition to a developing country. But a series of external shocks, such as the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war, coupled with internal political instability and widespread corruption, have hindered the country's growth momentum. Money laundering, estimated at around $15 billion annually in the past decade has left the economy vilnerable. Now, there is a growing call from business leaders and economists for an extension of the LDC graduation timeline.

For a smooth transition, experts think, the government needs to ensure macroeconomic stability, secure preferential trade facilities with major international trade partners, diversify exports, enhance competitiveness and production capacity, and strengthen international cooperation and partnerships. Signing FTAs after careful calculation and maintaining regular dialogue with major trading partners are crucial for smooth trade facilitation in the post-LDC era. Additionally, the government needs to prioritise infrastructure development, port modernisation, reliable utility services, and increased worker productivity for sustainable economic growth. A well-managed transition to middle-income status will be of paramount importance to strengthen the country's economic resilience.

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 02.12.2024

# Diversifying exports: Non-RMG sectors face 11 challenges

EXPORT - BANGLADESH

**TBS REPORT**

Entrepreneurs seeking to diversify their export basket face 11 key challenges, such as inadequate infrastructure, high logistics costs, a shortage of skilled labour, and slow technology adoption, according to the draft of the White Paper on the state of the Bangladesh economy.

Other significant challenges identified include limited access to finance, bureaucratic red tape, exchange rate instability, stringent regulatory compliance, lack of product diversification, and insufficient support for small and medium enterprises (SMEs) in marketing and branding.

At the same time, the White Paper advises that the government should undertake targeted policy interventions for the development of non-RMG sectors.

This may involve reducing tariffs on imported capital goods, offering tax incentives, and supporting technology upgrading efforts to raise productivity and competitiveness.

To enhance the readymade garment (RMG) sector's resilience, the paper suggests promoting diversification into non-cotton and man-made fibre (MMF) textiles and providing financial incentives for compliance with international standards.

It also calls for investments in technology upgrades and the establishment of a green finance fund to support sustainable practices. Additionally, enforcing labour standards and collaborating with global organisations to ensure ethical practices and improve buyer confidence are recommended.

The White Paper, which was handed over to Chief Adviser Muhammad Yunus yesterday, elaborates on the challenges, including poor transportation, inadequate port facilities, and power shortages, which increase logistics costs and cause delays. Limited shipping options and high transportation costs reduce competitiveness in the global market.

Additionally, entrepreneurs face difficulties in securing loans, high interest rates, limited access to financial instruments, and heavy reliance on a few sectors, making them vulnerable to market fluctuations and limiting growth potential.

"Lengthy administrative processes, excessive paperwork, and delays in obtaining necessary permits; small and medium enterprises struggle with limited resources, lack of incentives, and insufficient government support; a shortage of skilled labour in certain industries affects production quality and efficiency; and compliance with international standards and regulations is challenging and costly," it said.

On the other hand, exchange rate mismanagement impacts export earnings, making it difficult to plan and price products competitively. Limited use of advanced technology and innovation hinders productivity and efficiency, and difficulty in establishing a strong international presence due to limited branding and marketing capabilities remains a challenge for non-RMG exporters, according to the White Paper. The paper further mentioned, "Despite initiatives to promote sectors like leather, agro-processing, and light engineering, these industries have faced challenges and remained underdeveloped. The leather industry, contributing 3-4% of exports, struggled with environmental compliance and skilled labour shortages."

"Similarly, the agro-processing sector was hindered by supply chain inefficiencies, insufficient technology adoption, and high tariffs on capital machinery, restricting growth."

The paper also noted that, despite numerous diversification projects undertaken in the past decade, the outcomes have largely remained unsatisfactory.

### Other suggestions for export diversification

The government must remove the relatively "anti-export bias" by reforming the current high-tariff regime, particularly for raw materials and intermediate goods. Additionally, it is important to note that a more strategic rather than wholesale tariff liberalisation policy should be promoted.

"The reinforcement of institutional capacity in data accuracy requires further coordination and integration of technology at the EPB and Bangladesh Bank to reduce discrepancies in reporting related to exports," the White Paper mentioned.

"In this respect, digitalised mechanisms may be implemented for real-time tracking of exports, along with training in data collection and validation to enhance accuracy and transparency."

To prevent capital flight through strengthened trade monitoring, the paper suggests strengthening trade monitoring mechanisms to reduce capital flight through trade mis-invoicing.

This could involve closer collaboration between the National Board of Revenue (NBR), the Bangladesh Bank, and customs authorities to enhance data validation processes, implement advanced digital tracking systems, and regularly audit trade transactions for accuracy. The White Paper recommends that Bangladesh negotiate strategic free trade agreements (FTAs) with its key trading partners in preparation for the possible loss of LDC trade benefits in 2026.

These negotiations should be sectoral, focusing on comparative advantages, with the government building negotiation capacity and strategy to secure favourable terms of trade.

To attract foreign direct investment (FDI), the government should improve the investment climate by addressing infrastructural impediments, reducing red tape, and offering appropriate incentives in high-potential sectors.

Additionally, providing economic zones for diversified industries, aside from the RMG sector, will contribute to making Bangladesh a more attractive destination for FDI and spur sectoral diversification, the White Paper added.

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

দেওয়া হচ্ছে দুই সপ্তাহের মজুরি

## চুনারুঘাটে কাজে ফিরছেন চা শ্রমিকরা

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের লস্করপুর ভ্যালিতে ন্যাশনাল চা কোম্পানির (এনটিসি) ৩টি ফাঁড়িসহ ৭টি বাগানে চা শ্রমিকরা শুক্রবার থেকে কাজে ফিরছেন। বৃহস্পতিবার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তে দেওয়া হচ্ছে দুই সপ্তাহের মজুরি। দুই কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে ভ্যালির সাড়ে ৩ হাজার চা শ্রমিকের ৬ সপ্তাহের মজুরি। এর আগে চলতি বছরের ২২ আগস্ট থেকে ৬ সপ্তাহ মজুরি না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা। প্রায় ৩ মাস ধরে রেশন ও মজুরি না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিল এসব বাগানের শ্রমিকরা। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিপেন পাল জানান, সোমবার শ্রীমঙ্গল শ্রম অধিদপ্তর কার্যালয়ে চা শ্রমিকদের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও ন্যাশনাল চা কোম্পানির যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বকেয়া ৬ সপ্তাহের মজুরি দুই কিস্তিতে দেওয়া হবে। বুধবার দেওয়া হচ্ছে দুই সপ্তাহের মজুরি। মজুরি পেলেই শ্রমিকরা শুক্রবার থেকে কাজে যোগ দিবেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল চা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহমুদ হাসান, এনটিসির মহাব্যবস্থাপক এমদাদুল হক, ডিভিএল নাহিদুল ইসলামসহ শ্রমিক প্রতিনিধি, চা বাগান পরিচালনা প্রতিনিধি এবং সরকারি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি। এ তিনপক্ষের যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্তেই তাদের বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে।

সমকাল | মঙ্গলবার। ৩ ডিসেম্বর ২০২৪

# সরকারি চাকরিতে পৌনে ৫ লাখ শূন্য পদ দ্রুত পূরণের তাগিদ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য ঘুরছেন প্রায় ২৫ লাখ তরুণ-যুবক। অথচ সরকারি দপ্তরগুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌনে ৫ লাখ পদ খালি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ধীরগতি ও জটিলতার কারণে এসব পদ পূরণ করা যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে এসব শূন্য পদে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের চিঠি দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এসব শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগে গতকাল সোমবার এ তাগিদ দেওয়া হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে সরকারি চাকরিতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪ লাখ ৭৩ হাজার ১টি। এসব পদ পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, সব সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) ৪৭তম বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ৩ হাজার ৬৮৮টি শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২৪ লাখ ৩০ হাজার।

চিঠিতে বলা হয়, বিপিএসসি শুধু প্রথম শ্রেণি নন-ক্যাডার এবং সীমিত পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। সরকার থেকে অনুমোদিত অন্য পদগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধীন দপ্তর, সংস্থা, করপোরেশন ও কোম্পানি থেকে পূরণ করা হয়ে থাকে।

**সব মন্ত্রণালয়কে জনপ্রশাসনের চিঠি**

**১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য পাঠানোর আহ্বান**

এতে আরও বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব লাঘবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে বিপুলসংখ্যক শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় অনুমোদিত শূন্য পদগুলো বিধি অনুযায়ী পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শূন্যপদ পূরণে ইতোমধ্যে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, সেসব তথ্য ওয়ার্ড ফাইলসহ চিঠি পাওয়ার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, এই চিঠির আলোকে ব্যবস্থা নিতে সব মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদেরও চিঠি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনতে সব মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার রাজস্ব খাতের শূন্যপদ জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বারবার তাগিদ দেওয়া হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার গতি খুবই কম। কোনো কোনো দপ্তর ও সংস্থার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চার-পাঁচ বছরেও নিয়োগ কার্যক্রম শেষ হচ্ছে না। এতে রাজস্ব খাতের শূন্যপদগুলো বছরের পর বছর শূন্যই থেকে যাচ্ছে। এতে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে।

এ বিষয়ে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সমকালকে বলেন, পদের তুলনায় প্রার্থী অনেক বেশি হলে এবং নিয়োগবিধি-সংক্রান্ত জটিলতায় অনেক সময় নিয়োগে দেরি হতে পারে। আবার আদালতে মামলার কারণেও দেরি হতে পারে। এ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত যোগ্য প্রার্থীর অভাবে, বিশেষ করে কারিগরি পদগুলোতে যোগ্য প্রার্থী অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনে ১০-১২ শতাংশ পদ খালি থাকে। তবে ৫ লাখের মতো পদ খালি হলে সেটা অবশ্যই বেশি। সরকার যৌক্তিক কারণেই জরুরি ভিত্তিতে শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দিয়েছে। পদ খালি থাকলে জনগণ সেবাবঞ্চিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার | ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১ ডিসেম্বর ২০২৪

# বাঘায় কৃষিকাজে সম্পৃক্ত অধিকাংশই নারী শ্রমিক

■ বাঘা (রাজশাহী) সংবাদদাতা

রাজশাহীর বাঘায় কর্মজীবী নারীরা অর্ধেকের বেশি কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। পার্শ্ববর্তী ঈশ্বরদী ইপিজেডে গার্মেন্টসসহ নানা কারখানা গড়ে ওঠায়, সেখানেও কাজে যোগ দিচ্ছেন নারীরা। তবে এটি অতি সাম্প্রতিক প্রবণতা। মূলত এখানকার মেয়েরা কৃষিকাজের ওপরই বেশি নির্ভরশীল।

একটা সময় ছিল যখন নারীরা থাকতেন গৃহবন্দি। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিতেন তারা। কিন্তু এখন যুগের সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। যার বাস্তব চিত্র মিলবে বাঘা উপজেলার দুর্গম পদ্মার চরাঞ্চলে।

বাঘার স্থানীয়রা জানান, এ উপজেলায় নারীরা ধানের চারা রোপণ, জমি থেকে আলু, বেগুন, মুলা, পেঁয়াজ, রসুন উত্তোলন, সেলাই মেশিন চালানো, এমনকি নকশী কাঁথা সেলাই থেকে শুরু করে বাড়িতে ধান সিদ্ধ ও শুকানো এবং আখ মাড়াইসহ তাঁতের কাজ—যেমন গামছা ও লুঙ্গি তৈরি করে চলেছেন।

বাঘার চরাঞ্চলের কৃষক গোলাম মোস্তফা জানান, আমাদের অঞ্চলে তিন ভাগের দুই ভাগ নারী কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমনও লক্ষ্য করা গেছে, অনেক নারী শিক্ষার্থী মৌসুমে স্কুলে না গিয়ে তাদের মায়ের সঙ্গে জমিতে পেঁয়াজ, আলু, রসুন ইত্যাদি উত্তোলনসহ ধান রোপণের কাজ করতে চলে আসে, যা দেখেও আমাদের খারাপ লাগে। কিন্তু কিছুই করতে পারি না। আমোদপুর গ্রামের ফাসেনা বেগম ও শহিদুল ইসলাম জানান, বর্তমানে আমরাসহ অনেকে নারী-পুরুষ শ্রমিক বোরো ধানের চারা রোপণের কাজ করছি। আমরা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাজ করে থাকি। এজন্য একেক জন মজুরি পাই ৩০০ টাকা।

বাঘা উপজেলার বাজুবাঘা গ্রামের রতনা বেগম জানান, আমরা অত্র উপজেলার পার্শ্ববর্তী ঈশ্বরদী ইপিজেডে অবস্থিত বিভিন্ন গার্মেন্টিসে প্রায় দুই শতাধিক নারী কাজ করি। আমাদের ডিউটি সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত। আমি বেতন পাই ১৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া ও রেখে যাওয়া বাবদ (রিজার্ভ) পরিবহনের জন্য ২ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয়। তিনি আরো বলেন, ওখানে সেকশন এবং কাজের অবস্থান বুঝে তারা বেতন নির্ধারণ করে থাকেন।

বাঘা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাম্মি আক্তার বলেন, পৃথিবীর সব দেশেই নারীরা কাজ করে থাকেন। তবে আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যে সংখ্যক নারী চাকরি করেন, তার চেয়ে কৃষি এবং গার্মেন্টিস খাতে অনেক বেশি নারী কাজ করে থাকেন।

NEW AGE TUESDAY, DECEMBER 3, 2024,

# Men's role in fight against gender violence

by Zaziratul Zannat

HOW many women in your life are affected by gender-based violence — your mother, sister, partner, or friend? What if we all took responsibility to protect them? Every day, millions of women live in fear — fear of physical abuse, emotional manipulation, and harassment. Gender-based violence is a silent epidemic, often hidden behind closed doors or disguised as cultural norms. What's often ignored is that, in many cases, the perpetrators are the very men in their lives — partners, family members, or strangers. If we are serious about eradicating GBV, men must not only be held accountable for their actions but must actively participate in the solution. Without their direct involvement, the fight against GBV will remain incomplete.

At its core, GBV is fuelled by toxic masculinity — a set of cultural norms that associates manhood with dominance, control, and aggression. These narrow definitions of masculinity harm women, but they also limit men. Men are often taught to suppress their emotions, avoid vulnerability, and assert power. These norms tell men that real strength lies in aggression, and anything softer is a sign of weakness. By rejecting these outdated ideas of manhood, men can help redefine masculinity in a way that empowers everyone. Real strength lies in compassion, respect, and equality. When men model these values, they become catalysts for change, helping to shift society's broader attitude toward violence.

Men's involvement begins with listening to and supporting survivors of GBV. For too long, the burden of dealing with abuse has fallen entirely on the survivors, who are often dismissed or blamed when they seek help. Men can change this narrative by standing in solidarity with survivors, providing emotional support, and amplifying their voices. Supporting survivors is not just about sympathy; it's about being actively present in their fight for justice. Men can help survivors access resources like legal and medical assistance, ensuring they are believed and treated with respect. This kind of active, empathetic support is crucial to dismantling the stigma that surrounds GBV.

However, men's influence extends far beyond individual interactions with survivors. Peer groups — whether in the workplace, sports, or social settings — hold tremendous power in shaping attitudes. When a man challenges a sexist joke or calls out harmful behaviour, he sends a powerful message that GBV is never acceptable. By speaking out in these moments, men can shift the cultural narrative. This isn't about confrontation but about setting a new standard of respect. Every time a man intervenes, it creates a ripple effect that can change the behaviour of those around him. Men have the power to reshape attitudes by normalising respect and equality, making it clear that GBV is never acceptable.

Perhaps the most crucial role men can play is in preventing violence before it begins. GBV doesn't start with physical violence — it starts with control, manipulation, and the reinforcement of harmful gender norms. Men must be vigilant in identifying the early signs of abuse, whether in relationships or in their own behavior. Men have the ability and responsibility to intervene when they see unhealthy dynamics developing. Whether it's calling out disrespectful behaviour or stepping in to prevent harassment, men must act when they see injustice. By intervening early, they can stop violence before it escalates. Additionally, men should support programmes that help rehabilitate perpetrators, teaching them to understand the root causes of their actions and offering them the tools they need to change.

Men also have a significant role to play in modelling healthy relationships. In their homes and with their partners, men can practice equality, respect, and open communication. Healthy relationships are built on mutual support, not dominance. Men who share domestic responsibilities, communicate openly, and resolve conflicts without resorting to anger or violence set an example that challenges traditional gender roles. When men model healthy relationships in their personal lives, they send a powerful message to those around them. This isn't just about private relationships; it's about creating a culture of respect that can spread to every corner of society.

Furthermore, men must advocate for educational reforms that teach boys and young men about respect, consent, and emotional intelligence. Programmes that engage young men in these discussions can help prevent harmful behaviours from taking root in the first place. It's crucial to teach boys that vulnerability is a strength, not a weakness, and that respect and equality are the foundations of any relationship. Men have a responsibility to support these programmes and engage with the next generation to ensure that the cycle of violence does not continue.

The challenge of ending GBV is not just about women; it's about all of us. Men who take action to address GBV are not just contributing to a safer world for women — they are freeing themselves from the toxic constraints of traditional masculinity. Men benefit when they embrace vulnerability, empathy, and mutual respect. They break free from the narrow definitions of manhood that limit emotional expression and healthy relationships. When men reject harmful stereotypes and take active steps to prevent violence, they create a world where both women and men can thrive, free from violence and fear.

Now is the time for change. Men must no longer stand on the sidelines in the fight against gender-based violence. The responsibility to end GBV lies with all of us, and men must take an active role in challenging harmful behaviours, supporting survivors, and advocating for systemic change. Every action, whether big or small, plays a crucial part in dismantling the toxic masculinity that fuels violence. By embracing equality, empathy, and respect, men can help shape a society where both women and men thrive, free from violence and fear.

The path to a safer world begins with each of us. Speak out, take action, and make a difference today.

*Zaziratul Zannat is a public health scholar and humanitarian aid practitioner in an international non-profit organisation based in South Asia.*

DHAKA TUESDAY DECEMBER 3, 2024
AGRAHAYAN 18, 1431 BS
The Daily Star

# Top transferable skills in today's job market

SHAMS RASHID TONMOY

Transferable skills, a common term in the world of modern job hunting, are best described as proficiencies you can carry from one job to another. Think of them as your professional superpowers—they go wherever you go and make you shine in any job! These include general skills that every employer appreciates, and can come from anywhere: your job, school, internships, or even life experiences.

If you're considering shifting jobs soon, you should ensure you have sufficiently honed these essential skills, so you stand out as a strong candidate in today's competitive job market.

**Communication**

Strong communication is often at the top of every employer's wish list. In a world where AI is doing more and more, the ability to connect with people—whether coworkers, clients, or your boss—is irreplaceable. Forbes puts it perfectly in a 2023 article about transferable skills: "Small talk will win you jobs." Whether you're chatting at a professional event or presenting an idea to your team, having polished communication skills makes all the difference.

**Teamwork**

Teamwork is a cornerstone of success in any workplace. It's more than just working with others—it's about understanding different perspectives, contributing to shared goals, and supporting your colleagues when they need it. As highlighted by a 2024 article from the global career platform Indeed, successful teamwork encompasses empathy, active listening, and clear communication - many of the other skills in this list. Showing a potential employer that you're easy to work with and can handle group dynamics, especially in leadership positions, will instantly make you a stronger candidate.

**Adaptability**

Adaptability is your ability to handle change and thrive in new situations—an absolute must in today's fast-paced world. It's not just about being flexible; it's about showing how you've tackled unexpected challenges and still delivered results. Employers want people who can think on their feet, pick up new skills quickly, and thrive in ever-changing environments.

**Creative thinking**

Creative thinking has become essential in the modern job market, especially in an era where AI is constantly attempting to match human creativity. This humane skill is all about coming up with fresh ideas and finding unique solutions to problems. In a 2023 interview, Apple CEO Tim Cook stated that creativity is one of the key traits he looks for in employees, emphasising that Apple wants people who can "see around the corner." If you can think outside the box, you'll always bring value to any team - explained the tech giant leader.

**Empathy**

Empathy, or emotional intelligence, is the ability to connect with others on a humane level. While often overlooked, this unique skill can make a huge difference in how you build relationships at work. As per Indeed's article on transferable skills, empathy fosters a positive environment, improves collaboration, and helps with managing client relationships. Also, unlike hard skills, empathy is something AI can't replicate, which makes it an increasingly important quality in today's workplaces.

বণিকবার্তা বুধবার, ডিসেম্বর ৪, ২০২৪

## বিজিএমইএতে মতবিনিময় সভা

# সুষ্ঠু শ্রম পরিস্থিতি বজায় রাখার অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মজুরি বা অন্য যেকোনো ইস্যুতে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কোনো দূরত্ব বা দ্বন্দ্ব তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিনিধি মিলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবেন। কোনো ধরনের শ্রম অসন্তোষ যেন না হয়, সে ব্যাপারে সবাই সজাগ থাকবেন।

গতকাল পোশাক শিল্পের চলমান শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে বিজিএমইএ দপ্তরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সব পক্ষ সুষ্ঠু শ্রম পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে অঙ্গীকার করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পোশাক শিল্পের চলমান শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে বিজিএমইএ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ডিসি ঢাকা জেলা, ডিসি গাজীপুর জেলা, ডিসি নারায়ণগঞ্জ জেলা, ডিজিএফআই, এনএসআই, এসবি, ডিবি ও পোশাক কারখানা প্রতিনিধিদের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিজিএমইএর প্রশাসক মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেন নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মো. মঈন খান, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি। আরো উপস্থিত ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহ, পিপিএম। আলোচনা সভায় বিজিএমইএ পরিচালনায় গঠিত সহায়ক কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিজিএমইএর প্রশাসক মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'গাজীপুরসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পোশাক শিল্পসহ সব শিল্প-কারখানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেভাবে ধৈর্য ও বিচক্ষণতা সহকারে কাজ করে যাচ্ছে, যেভাবে দেশের পুনর্গঠন ও অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে লিপ্ত হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

DHAKA TUESDAY DECEMBER 3, 2024
AGRAHAYAN 18, 1431 BS
The Daily Star

# Revitalising Bangladesh's jute industry through pioneering worker training

Bangladesh, historically known as a major player in the global jute industry, has long depended on the "Golden Fibre" as a key economic driver. Yet, in recent years, the sector has faced substantial challenges, ranging from reduced demand for raw jute exports to outdated processing techniques.

Despite being the second-largest producer of jute globally, Bangladesh has struggled to maximise returns from this sector, largely because the focus has remained on exporting raw jute rather than producing higher-value finished goods. This reliance on raw material exports limits the potential for significant economic gains, especially when global demand is shifting towards eco-friendly products.

**A pioneering training initiative**

A recent collaboration between Swisscontact BYETS project and Akij Bashir Group introduces a new approach aimed at addressing these challenges through targeted skills training. Last year, Akij Bashir Group approached Swisscontact to explore opportunities for training jute industry workers, an area that has seen little to no formal development historically. Recognising the potential impact of such an initiative, particularly given the renewed interest in sustainable materials.

"Through our collaboration with the BYETS project, we aim to revolutionise the jute industry by empowering our workforce with the skills necessary to meet evolving global demands. This initiative not only addresses pressing challenges but also strengthens Bangladesh's position as a global leader in sustainable jute products," said Helal Ahmed, Chief Operating Officer of Akij Bashir Group.

This training programme marks a significant step forward in modernising Bangladesh's jute industry. Until now, no structured training framework existed for this sector, leaving a skills gap that has hindered productivity and quality improvement. This initiative aims to fill that gap by providing workers with hands-on training tailored to the specific needs of jute processing.

Unlike traditional training programmes that focus solely on classroom instruction, this initiative employs a workplace-based training (WBT) model where both classroom based theoretical learning and practical learning is employed. This approach allows participants to learn directly within the factory environment, improving their theoretical understanding of the work process and putting the newly gained knowledge into practical application. To date, two batches have participated in the training at Janata Jute Mills at Ghorashal, Narsingdi, with plans to expand the programme further.

The training initiative comes at a time when the global market is increasingly favouring eco-friendly alternatives, with countries across Europe implementing bans on single-use plastics. Jute, being biodegradable, presents a viable alternative. By investing in workforce development, Bangladesh has the opportunity to reposition itself as a leader in sustainable jute products.

Currently, the country exports jute products to over 135 countries, but the potential remains largely untapped. Improving the skills of workers could shift the industry's focus from low-margin raw jute exports to higher-value finished goods, increasing revenue and fostering economic growth.

**Challenges in developing a training module**

One of the main challenges of this initiative was the absence of existing training materials specific to the jute industry. While there are established frameworks for sectors like ready-made garments, there was no equivalent for jute. This required BYETS project, SGS, and Akij Bashir Group to collaborate closely in creating a customised training module from scratch. The result is a programme that not only teaches technical skills but also emphasises quality control and efficient production techniques. The training program is being conducted by SGS. The training currently covers Spreader, spinner, rollwinder and breaker machine processes.

The programme's initial focus is on equipping master trainers within the factories themselves, enabling a self-sustaining training system. The long-term goal is to create a continuous learning environment where workers can upskill and re-skill as needed, ensuring that the industry remains competitive.

**Looking ahead**

The collaboration between BYETS and Akij Bashir Group highlights how partnerships between the private sector and development agencies can drive meaningful change in traditional industries. By focusing on skills development, the initiative addresses one of the key barriers to growth in the jute sector. As the training programme expands, it could serve as a model for other industries in Bangladesh seeking to enhance their competitiveness through workforce development.

বুধবার, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ দেশ রূপান্তর

# মজুরি ১% বাড়াতে রাজি মালিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দর-কষাকষিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট অতিরিক্ত আরও ১ শতাংশ বাড়াতে রাজি হয়েছেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকরা। তার মানে নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত পোশাকশ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ২ শতাংশ, অর্থাৎ ৭ শতাংশ বাড়াতে চান তারা। যদিও শ্রমিকরা এ প্রস্তাবে রাজি হননি। তারা চান, বার্ষিক ১২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি।

ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির চতুর্থ বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল মঙ্গলবার অতিরিক্ত সচিব সবুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ছয়জন প্রতিনিধি।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ নিজেদের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। মালিকপক্ষ ৭ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দিতে রাজি আছে জানালে শ্রমিকপক্ষ আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ১২ শতাংশ দাবি করে। প্রথমে শ্রমিকপক্ষ অতিরিক্ত ১০ শতাংশসহ মোট ১৫ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল। শ্রম মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির তৃতীয় বৈঠকে মালিকপক্ষ নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ১ শতাংশসহ মোট ৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়। তবে আজকের বৈঠকে শেষ পর্যন্ত বার্ষিক মজুরি কত শতাংশ বাড়বে, সেই বিষয়ে সমঝোতা না হওয়ায় আগামী সপ্তাহে শ্রমসচিবের সভাপতিত্বে আবারও কমিটির বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহাম্মাদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুববিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কবির আহম্মেদ।

বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি

শ্রমিকরা চান ১২ শতাংশ, মালিকরা রাজি ৭ শতাংশে

ফজলে শামীম এহসান গণমাধ্যমকে বলেন, 'গত বছর নিম্নতম মজুরি ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। ফলে নতুন করে আবার ১২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করা কারখানাগুলোর পক্ষে কঠিন। শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি যে দাবি করেছেন, সেই দাবি ২০-২৫ শতাংশ কারখানা পূরণ করতে পারলেও বাকিরা পারবে না। ধীরে ধীরে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা ৭ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছি।'

অন্যদিকে বাবুল আখতার বলেন, 'মজুরি বাড়ানোর প্রসঙ্গ এলেই মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। অথচ বছর বছর পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। আবার প্রতিবছরই কিছু নতুন কারখানা হয়, আবার কিছু কারখানা বন্ধও হয় পোশাক খাতে এটা নিয়মিত চিত্র। এ ছাড়া মালিকপক্ষ প্রায়ই বলে, মজুরি বাড়লেও ক্রেতারা পোশাকের দাম বাড়াবে না। অথচ ক্রয়াদেশ পেতে মালিকরা চুপি চুপি কম দামে ক্রয়াদেশ নেন। ফলে আমরা বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেছি।'

গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ার শ্রমিকদের টানা বিক্ষোভ হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত সেপ্টেম্বরে ১৮টি বিষয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের মালিক ও শ্রমিকনেতারা সমঝোতায় পৌঁছান। সমঝোতা অনুযায়ী, ছয় মাসের মধ্যে মজুরি পুনর্মূল্যায়ন এবং নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে প্রতিবেদন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারপর ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সক্ষমতা ও করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে একটি কমিটি করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়। যদিও নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে প্রতিবেদন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সেটি করা যায়নি। গত ৪ নভেম্বর কমিটির দ্বিতীয় সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক মজুরি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন এ প্রস্তাবের পক্ষে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা যুক্তি দেন, পোশাকশ্রমিকদের মজুরি শোভন জীবনযাপনের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জীবনধারণের ন্যূনতম মান বজায় রাখার অনুপযুক্ত মজুরি হওয়ায় এ খাতে বৈষম্য বাড়ছে। সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনেও অপর্যাপ্ত মজুরি অন্যতম কারণ।

বণিক বার্তা বুধবার, ডিসেম্বর ৪, ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ ১৯,

কর্মশালায় বাণিজ্য উপদেষ্টা

# এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে ২০২৬ সালের নভেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে ২০২৬ সালের নভেম্বরেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। এলডিসি উত্তরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যত এগিয়ে যাবে, ততই বিশ্বের আঞ্চলিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে এদেশের ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বিরোধ নিষ্পত্তিসংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। এ অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহা. সেলিম উদ্দিন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের পরিচালক জর্জ ক্যাস্ট্রো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. নাজনীন কাওসার চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন, 'বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বরে এলডিসি থেকে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, যা আমাদের অর্থনৈতিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ পরিবর্তনটি প্রচুর সুযোগ তৈরি করবে, তবে এর জন্য আমাদের ব্যবসায়িক সংগঠন এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।'

এর আগে গত শনিবার ঢাকা চেম্বার আয়োজিত এক বাণিজ্য সম্মেলনে ব্যবসায়ীদের একাংশ ২০২৬ সালে এলডিসি তালিকা থেকে বের হওয়া পিছিয়ে দেয়া যায় কিনা, সেই দাবি তুলেছিলেন। ওই দিন ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) সভাপতি জাভেদ আখতার বলেছিলেন, '২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ার দরকার আছে কিনা, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো নেয়া যাবে কিনা, এখনই তা ভেবে দেখা দরকার। অন্য ব্যবসায়ীরাও এ বিষয়ে একই ভাষায় কথা বলছিলেন।' এলডিসি থেকে উত্তরণ নিয়ে তখন বাণিজ্য উপদেষ্টার জবাব ছিল, 'এটা করতে হবে। ২০২৬ না ২০৩০, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু এটা করতেই হবে। যথাযথ নীতি তৈরি করতে পারলে এটা সম্ভব।'

এলডিসি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী কিছু অভিঘাত বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধার অবসান ঘটবে। অপরদিকে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভের সুযোগ তৈরি হবে।

গতকালের কর্মশালায় শেখ বশির উদ্দিন জানান, বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, 'বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় নিরাপত্তা ও পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা যতই এগিয়ে যাব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) এবং সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় আলোচনায় জড়িত হবে। এছাড়া ইইউ, এসএএসইসি ও আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হবে।'

এ কর্মশালা ডব্লিউটিওর নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করবে এবং তাদের কাজে এ অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার সক্ষমতা উন্নত করবে বলেও মন্তব্য করেন শেখ বশির উদ্দিন।

তিনদিনব্যাপী এ কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা অংশ নিচ্ছেন।

DHAKA WEDNESDAY DECEMBER 4, 2024
AGRAHAYAN 19, 1431 BS
The Daily Star

# Continue reforms to retain tradeafter LDC graduation

## Says ILO assistant director-general in an interview with The Daily Star

REFAYET ULLAH MIRDHA

The reform initiatives taken by the interim government should be continued as these reforms may pave the way towards a more modern, equal and inclusive Bangladesh, said a top official of the International Labour Organization (ILO).

In an interview with The Daily Star in Dhaka, Manuela Tomei, assistant director-general for Governance, Rights and Dialogue at the ILO, said adapting to changes after Bangladesh's graduation from a least developed country (LDC) in 2026 would not be easy for the country as all preferential market treatments would no longer be available.

"That is why the current reforms are so important," she emphasised.

"It is very important that these reforms do not remain on paper but actually pave the way for a journey towards a much more modern, equal, inclusive and high-performing Bangladesh," Tomei said.

### SUGGESTIONS

- Reforms should continue
- Bangladesh should ratify ILO conventions **155** and **187**
- Social dialogue is important for strong industrial relations

### TAKEAWAYS

- Bangladesh ratified eight fundamental ILO conventions so far
- ILO adopted safe and healthy working environment as fundamental convention in 2022
- ILO says labour rights are human rights

Tomei, who came to Dhaka recently to attend meetings on industrial relations, said the ILO will continue to provide the support it has been offering.

She said the support would not be to the government only, rather it would be rendered to social partners with regard to improving the quality of labour laws and the functioning of institutions that are essential to ensure full implementation of those laws.

Another very important part of pre-graduation, which will be absolutely instrumental in ensuring opportunities once Bangladesh graduates from LDC status, is ratifying 10 fundamental ILO conventions, she said.

So far, Bangladesh has ratified eight of them. According to Tomei, Bangladesh should also ratify all the conventions as decided by all states in the 2022 ILO Conference.

Regarding her visit to Dhaka, Tomei said that the interim government in November of this year made an appearance to the governing body of the ILO regarding measures they were about to take in response to a complaint filed against the government of Bangladesh.

The complaint is about Bangladesh's breaching three conventions that the government has ratified -- freedom of association convention, the convention on the right to collective bargaining and the convention on labour inspection to ensure proper respect of labour rights.

She said the ILO received a very encouraging message from the interim government with a clear commitment to act upon the requests made and chart a number of measures with specific timeframes.

"So, my visit here is to express of course the support of the ILO office to the commitments of the interim government as well as the commitment taken by our social partners and the workers and employers organisations to push forward these reforms to deliver on decent work and social justice."

According to her, the purpose of the visit was also to see to what extent, besides the much-needed labour law reforms, the ILO could support ongoing efforts and commitments taken by workers, their organisations and the government to move jointly towards a more effective and transparent social dialogue to maintain and sustain the outcomes of labour law reforms.

Tomei said labour law reforms and implementation are quite important for the post-graduation period because of increasing requirements and expectations in major markets for Bangladesh's exports.

Other countries require compliance with human rights, due diligence and 10 fundamental principles at work, including occupational safety and health, she commented. "This package of rights is regarded as enabling the country to improve the realisation of other labour rights because of freedom of association and collective bargaining."

If you are able to speak with one voice for a large number of businesses or workers, you can reduce transaction costs and negotiate for better wages, Tomei said.

"Change in the law does not guarantee that the law will be implemented or respected, and it is very important to have a tripartite joint commitment to engage in meaningful dialogue to achieve balanced outcomes."

"Because we have the interests of workers, the government and employers, we need to find a middle ground," she said.

"So, social dialogue is very important from that viewpoint," said the top ILO official, adding that another critical issue relates to supporting the efforts the interim government has committed to engaging in, which refers to managing grievances to precisely avoid potential major concerns escalating into strikes or riots.

She advocated for having a mechanism in place that is independent and transparent and allows for properly addressing disputes arising from work and employment relationships.

"So, let me start by saying that labour rights are human rights. Because all these, not only the fundamental principle rights at work, even the right to a living wage recognised by the covenants and social and economic rights, all these rights have been articulated also in the human rights declaration," she added.

"Labour rights and human rights are absolutely essential," she said. "Often, there is a perception that respecting these rights would translate into additional costs and therefore increase production costs for employers, resulting in lower competitiveness for enterprises respecting these rights."

But the evidence actually shows that respecting these fundamental principles, rights and conventions, including freedom of association and collective bargaining, does not compromise a country's competitive position, she commented.

"We have substantial empirical evidence demonstrating this."

Undoubtedly, to reduce labour costs, you need to improve productivity. Better working conditions are essential for enhancing productivity, but you also need other interventions such as skills enhancement to compete, Tomei said.

Bangladesh has already done some work in this respect immediately after the Rana Plaza garment factory collapse in 2013, and the current government is

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

committed to delivering on this particular piece of a broader set of reforms, she added.

"I think there is no doubt about the political commitment and, as I said, the commitment from social partners, workers and employers are absolutely essential for this to work in practice."

Moving towards a new status will also translate into the elimination of several preferential treatments Bangladesh previously had access to as an LDC country.

However, the various reforms being envisioned -- not only in terms of labour law content but also in modernising and improving the industrial relations system, determining national wage policies including the minimum wage and identifying social protection -- are absolutely essential to act as a reference and facilitate the transition, she added.

"So, I am confident that Bangladesh will be able to be up to the task," she also said.

"As I said, there is growing pressure on investors and buyers to do business with countries that uphold certain rights. This is no longer an option."

"This is why investing in labour law improvement, transparency, and a well-functioning and fair industrial relations system is crucial to diversifying the economy.

"I mean Bangladesh definitely needs to diversify and cannot just rely essentially or mainly on the revenue coming from the ready-made garment industry," she added.

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 4 Dcember 2024

# পোশাকশিল্পের মজুরি: মালিকরা বাড়াতে রাজি বার্ষিক ৭ শতাংশ, শ্রমিকরা চান ১২

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দর-কষাকষিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট অতিরিক্ত আরও ১ শতাংশ বাড়াতে রাজি হয়েছেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকেরা। অর্থাৎ নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত পোশাকশ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ২ শতাংশ, অর্থাৎ ৭ শতাংশ বাড়াতে চান তারা। তবে শ্রমিকেরা এ প্রস্তাবে রাজি হননি। তারা চান, বার্ষিক ১২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি। শ্রম মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির চতুর্থ বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল অতিরিক্ত সচিব সবুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ছয়জন প্রতিনিধি।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ নিজেদের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। মালিকপক্ষ ৭ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দিতে রাজি আছে জানালে শ্রমিকপক্ষ আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ১২ শতাংশ দাবি করে। প্রথমে শ্রমিকপক্ষ অতিরিক্ত

> নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত পোশাকশ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়। তবে শেষ পর্যন্ত মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়নি।

১০ শতাংশসহ মোট ১৫ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল। শ্রম মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির তৃতীয় বৈঠকে মালিকপক্ষ নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ১ শতাংশসহ মোট ৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়। তবে গতকাল বৈঠকে শেষ পর্যন্ত বার্ষিক মজুরি কত শতাংশ বাড়বে, সেই বিষয়ে সমঝোতা না হওয়ায় আগামী সপ্তাহে শ্রমসচিবের সভাপতিত্বে আবারও কমিটির বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহাম্মাদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুববিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কবির আহম্মেদ।

এ বিষয়ে বিকেএমইএর ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'গত বছর নিম্নতম মজুরি ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। ফলে নতুন করে আবার ১২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করা কারখানাগুলোর পক্ষে কঠিন। শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি যে দাবি করেছেন, সেই দাবি ২০-২৫ শতাংশ কারখানা পূরণ করতে পারলেও বাকিরা পারবে না। ধীরে ধীরে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা ৭ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছি।'

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাবুল আখতার বলেন, 'মজুরি বাড়ানোর প্রসঙ্গ এলেই মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। অথচ বছর বছর পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। আবার প্রতিবছরই কিছু নতুন কারখানা হয়। আবার কিছু কারখানা বন্ধও হয় পোশাক খাতে এটা নিয়মিত চিত্র। এ ছাড়া মালিকপক্ষ প্রায়ই বলে, মজুরি বাড়লেও ক্রেতারা পোশাকের দাম বাড়াবে না। অথচ ক্রয়াদেশ পেতে মালিকেরা চুপি চুপি কম দামে ক্রয়াদেশ নেন। ফলে আমরা বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেছি।'

গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ার শ্রমিকদের টানা বিক্ষোভ হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত সেপ্টেম্বরে ১৮টি বিষয়ে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকনেতারা সমঝোতায় পৌঁছান। সমঝোতা অনুযায়ী, ছয় মাসের মধ্যে মজুরি পুনর্মূল্যায়ন এবং নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে প্রতিবেদন দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারপর ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়ে সক্ষমতা ও করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে একটি কমিটি করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়। যদিও নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে প্রতিবেদন দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সেটি করা যায়নি।

গত ৪ নভেম্বর কমিটির দ্বিতীয় সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক মজুরি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা যুক্তি দেন, পোশাকশ্রমিকদের মজুরি শোভন জীবনযাপনের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জীবনধারণের ন্যূনতম মান বজায় রাখার অনুপযুক্ত মজুরি হওয়ায় এ খাতে বৈষম্য বাড়ছে। সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনেও অপর্যাপ্ত মজুরি অন্যতম কারণ।

যুগান্তর
শনিবার ৭ ডিসেম্বর ২০২৪
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## বগুড়ায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

বগুড়া ব্যুরো

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া জেলা শাখার দ্বি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার শহরের শহিদ টিটু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মঞ্জুরুল ইসলাম রাজুকে সভাপতি ও প্রভাষক আতাউর রহমানকে সম্পাদক করে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের পূর্ব জেলা সভাপতি নুরুল হুদার সভাপতিত্বে সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ খান প্রধান অতিথি ছিলেন। পূর্ব জেলা সম্পাদক আতাউর রহমান ও পশ্চিমের সম্পাদক জহুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, বগুড়া জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আব্দুল হক সরকার, সেক্রেটারি মাওলানা মনছুরুল রহমান, বগুড়া শহর জামায়াতের আমির মাওলানা আবিদুর রহমান সোহেল, সেক্রেটারি অধ্যাপক আসম আব্দুল মালেক, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল হাকিম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর সভাপতি আলী আজগর আলী, সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, বগুড়া জেলা বাস মিনিবাস ও কোচ পরিবহণ মালিক সমিতির সম্পাদক এরশাদুল বারী এরশাদ।

thefinancialexpress.com.bd December 4, 2024

# RMG annual wage hike impasse drags on

MONIRA MUNNI

Representatives of the country's readymade garment (RMG)-factory owners and workers on Tuesday failed to come to a consensus over annual wage increment, sources said.

At the fourth meeting on the subject held at the labour ministry, factory owners agreed on a 7-percent increment. They had previously proposed a 6 per cent hike from the existing 5 per cent.

On the other hand, labour leaders, who earlier proposed a 15 per cent hike, on Tuesday reviewed their proposal and cut the figure to 12 per cent.

Sources said a consensus might be reached in the next meeting scheduled for December 9 as factory owners sought time to discuss the issue with stakeholders.

When asked, Fazlee Shamim Ehsan, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said, "We proposed an annual wage increment of 7 per cent during the meeting."

The last hike was made a year back with the announcement of a 56 per cent raise and an annual increment of 5 per cent, he said.

He said the industry would not be able to afford an annual increment of more than 7 per cent as the cost of production had increased manifold while a price squeezing pressure was there.

The business leader also claimed that workers would not benefit unless the inflationary pressure was controlled, and the private sector could not take responsibility for it.

Small and medium-sized units comprising 60 per cent of the total factories were facing difficulties because of reduced work orders while biggies were seeing a good flow of that, said Shamim.

Shamim, also a member of the committee on minimum wage review and annual increment, said they had requested to introduce rationing for garment workers and measures to control house rents in industrial zones.

Talking to The Financial Express, Babul Akter, Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation's general secretary, said they agreed on a reduced rate of 12 per cent annual increment from their previous proposal of 15 per cent until the wages were re-fixed.

He said workers' wages historically had not been consistent with the necessities to lead a decent life, while the last reviewed wages were not enough to meet the basic needs amid the high inflationary pressure.

Babul said owners had always raised questions about the industry's capacity at the time of increment since 2006. The industry's capacity had increased over the years with the rise in export earnings, he added.

At present, the minimum wage of an entry-level apparel worker is Tk 12,500, effective since last December, which was previously Tk 8,000.

Earlier, the labour ministry formed the minimum wage review committee to meet the two commitments of the 18-point demand that was agreed upon to address labour unrest.

The recent spell of labour unrest that broke out in Ashulia in late August and spilled over into Gazipur last month had enormous impacts on the billion-dollar garment industry. The impacts included a shift in work orders to other places inside and outside the country.

Besides, entrepreneurs struggled to meet production deadlines and costs as many factories had to suspend operations for fear of vandalism.

According to the Bangladesh Institute of Labour Studies, 96 incidents of labour unrest took place in the major garment industry belts, mostly in Ashulia and Gazipur, from January to September 2024 over a number of demands, including clearing wage dues, paying bonuses, and hikes in wages and various allowances.

*Munni_fe@yahoo.com*

## A BONE OF CONTENTION

- Present annual increment **5%**
- Owners raise rate to **7%**, previously proposed **6%**
- Workers cut rate to **12%**, earlier proposed **15%**
- Entry-level workers' minimum wage **Tk 12,500** now

NEW AGE WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024,

# Export earnings rise by 16.23pc in Nov

Moinul Haque

BANGLADESH'S export earnings have maintained a positive growth for five months (July-November) of the financial year 2024-25, posting a 16.23-per cent increase in November, due mainly to increased shipments of readymade garments.

According to the Export Promotion Bureau provisional data, the country's export earnings in November, 2024 increased by $578.22 million year-on-year to $4.14 billion compared with those of $3.56 billion in the same month of 2023.

Bangladesh's export earnings in July-November of FY25 also increased by 11.88 per cent to $19.93 billion compared with those of $17.81billion in the same period of FY24, the provisional data showed.

The previous financial year 2023-24 ended on a downbeat note, with export earnings declining by 8.54 per cent in June.

The country's export earnings came back on the positive trajectory in July, the first month of FY25 with a 2.93-per cent growth.

Growth accelerated in the following months, with earnings rising by 5.51 per cent in August, 15.43 per cent in September and 20.65 per cent in October riding on the performance of the apparel sector, the EPB data showed.

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory in Narayanganj. Bangladesh's export earnings have maintained a positive growth for five months (July-November) of the financial year 2024-25, posting a 16.23-per cent increase in November, due mainly to increased shipments of readymade garments. — New Age photo

Although the export data on RMG for November 2024 is yet to be available, exporters said that there was a steady rise in shipments over the past few months, aligning with the overall growth in export earnings.

'The rise in apparel shipments is due largely to the accumulation of orders that were deferred in August and September amid student protests and labour unrests,' said Mahmud Hasan Khan, a former vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told New Age on Tuesday.

He said that while apparel exporters were receiving more orders from global buyers, prices remained low.

'Manufacturers are being forced to accept orders at reduced prices due to increased production capacity,' Mahmud said.

However, he expressed concerns about the sustainability of the recent export growth, warning that without improved law and order and adequate banking support, the growth could falter.

THE BUSINESS STANDARD
WEDNESDAY 04.12.2024



# National Tea ordered to sell 22 lakh kg of tea to settle unpaid wages

STOCKS - BANGLADESH

**SALAH UDDIN MAHMUD**

The Ministry of Labour and Employment has directed the state-owned National Tea Company (NTC) to immediately auction 22 lakh kilograms of tea to cover unpaid wages for its workers and employees.

Additionally, the company has been instructed to submit a proposal to the Finance Division, through the Bangladesh Bank, to increase its single-borrower exposure limit with Bangladesh Krishi Bank. This move aims to provide the company with better access to financial resources, helping stabilise operations and ensure timely wage payments.

The decision was made during a meeting, chaired by Labour and Employment Adviser Brigadier General (retd) M Sakhawat Hossain at the secretariat on 28 November.

Following the meeting's decision, the company will promptly auction 22 lakh kilograms of tea. Once the sale is completed, the company is required to report back to the ministry by 16 December. Additionally, the company must take steps to increase the government's stake in the company within the next three months. On Tuesday, the company's share price closed at Tk200.5 on the Dhaka Stock Exchange.

Syed Mahmood Hasan, managing director (in charge) of National Tea Company, told TBS that the factory is currently closed due to worker unrest over unpaid wages. Tea sales were disrupted because of the unrest.

Mentioning that the wage issue is expected to be resolved this week, he said, "We hope to receive an NOC from the central bank on Wednesday [4 December] to secure Tk8 crore from Krishi Bank. If we receive the funds, we will be able to pay the wages on Thursday," he said. Mahmood added that the factory could reopen next week but clarified, "It is not possible to settle all due payments at this time. However, we are working to this end."

NTC officials, on condition of anonymity, said the company has 11,273 workers and 350 employees, with outstanding dues totalling Tk16.50 crore. However, Krishi Bank is expected to provide only Tk8 crore, leaving the remaining amount unpaid. One official alleged that the current management lacks an understanding of the company's operations and has repeatedly avoided addressing the wage issue during board meetings, leading to the current crisis. A large stock of tea has been unsold for around two months, risking a decline in quality and the likelihood of fetching lower prices in the auction market, he added.

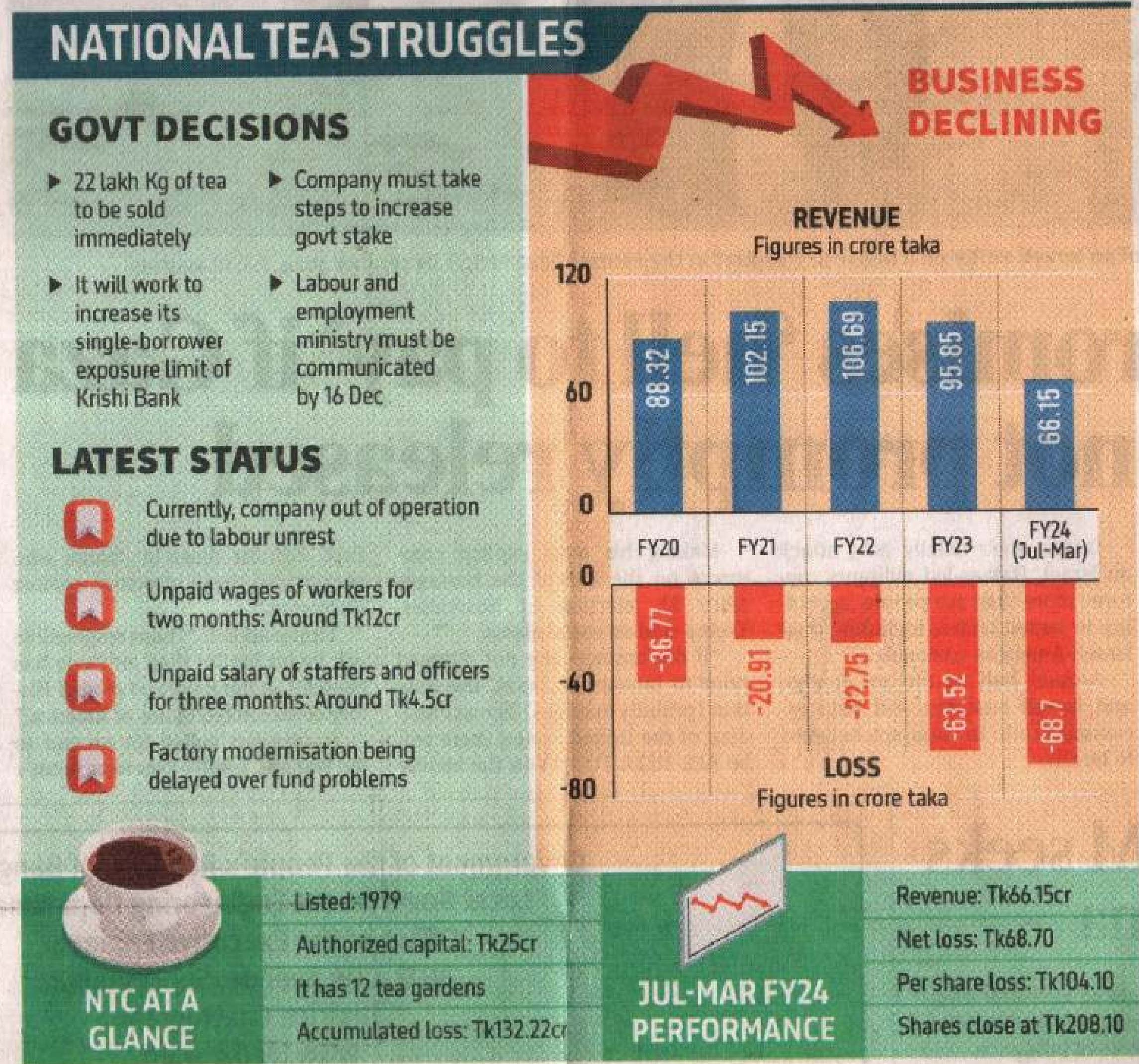


### Workers in dire straits

In Sylhet, workers at the National Tea Gardens, including those at the Daldali and Lakkatura tea estates, are facing a severe financial crisis as wages remain unpaid.

Subal Nayek, a worker at the estate, said, "I don't have money to buy rice. I couldn't buy any vegetables in the past month because I didn't have the money. And I haven't eaten fish for a long time." Although the tea garden authorities provide some flour each week, it is barely enough to sustain families, Subal said.

### BSEC committee formed

Earlier in October, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) formed a three-member inquiry committee to investigate various issues concerning the placement shares and financial dealings of the NTC.

The investigation focuses on the company's placement share issuance, government shareholding, fund utilisation, and overall financial management to ensure regulatory compliance.

The BSEC also decided to extend the subscription period for National Tea Company's placement shares until 31 March 2025. The extension depends on the government maintaining at least a 51% share in the company and will only be allowed to utilise the funds if this condition is met, the regulator said.

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪,

# ঘরে বাইরে চাপ কাটছে পোশাকে

ইমদাদ হোসাইন

## পাঁচ মাসে পোশাক রপ্তানি

পাঁচ মাসে পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ১২.৩৪ শতাংশ

সুদের হার কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক

হিসাব কোটি ডলারে

| মাস | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ | প্রবৃদ্ধি % |
|---|---|---|---|
| জুলাই | ৩০৮.৯১ | ৩১৭.৮৪ | ২.৮৯ |
| আগস্ট | ৩১০.২৪ | ৩৩২.৫৯ | ৭.২০ |
| সেপ্টেম্বর | ২৬২.৬৪ | ৩০১ | ১৪.৬১ |
| অক্টোবর | ২৬৮.৪৫ | ৩২৯.৬৫ | ২২.৮০ |
| নভেম্বর | ২৮৪.৪০ | ৩৩০.৬২ | ১৬.২৫ |

বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি আরও কমার আভাস আইএমএফের

ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে বাড়বে পোশাক রপ্তানিও

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পোশাক খাত দুই দিক থেকে চাপে আছে। বিশ্ব অর্থনীতি, আর অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সুখবর পাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্ব অর্থনীতির ভঙ্গুর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ফলে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে। পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ। অন্যদিকে আগস্ট থেকে শুরু হওয়া শ্রম অসন্তোষের কারণে চাপে ছিল পোশাক খাত। কয়েক মাসের ব্যবধানে সেটিও প্রায় নিয়ন্ত্রণে। ঘরে-বাইরে দুই দিকে অনুকূল পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিও বাড়ছে। এ খাতের ব্যবসায়ীরাও ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। সর্বশেষ নভেম্বরের রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পোশাকের রপ্তানিতে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও জুলাই ও আগস্ট মাসে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ শতাংশের নিচে। ওই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুকূলে না থাকায় রপ্তানিও কমেছে। যদিও পরবর্তী সময়ে আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে পোশাক খাত চরম শ্রম অস্থিরতার মুখে পড়ে। সাভার ও আশুলিয়া এলাকার প্রায় দুই শতাধিক কারখানা বন্ধ রাখতে হয়েছিল তখন। তিন মাস পর এখন সব এলাকাতেই পোশাক কারখানাগুলো স্বাভাবিকভাবে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। শুধু নভেম্বরে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৩০ কোটি ৬১ লাখ ডলারের। গত বছরের একই সময়ে এ রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮৪ কোটি ৪০ লাখ ডলারের। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এ খাতের রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে পাঁচ মাসের গড় হিসাবেও পোশাকের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। জুলাই থেকে নভেম্বর এ পাঁচ মাসে শুধু পোশাক খাতের রপ্তানিই হয়েছে ১৬ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরের একই সময়ে তা ছিল ১৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ বকে বছরের ব্যবধানে পোশাক খাতের রপ্তানি বেড়েছে ১২ দশমিক ৩৫ শতাংশ। জানতে চাইলে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল দেশ রূপান্তরকে বলেন, আমাদের শেষ তিন মাসের প্রবৃদ্ধি বেশি। আগের বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি কম ছিল। গত বছর ওই সময় নির্বাচনী বছর ও শ্রম অসন্তোষ ছিল। সে সময় তা ৩ বিলিয়নের নিচে ছিল। এ সময় প্রবৃদ্ধি বেশি দেখাচ্ছে, এটি যে খুব বেশি তাও না। কারণ বিলিয়নের ওপরে এমনিই থাকতে হবে। আমাদের ৪ বিলিয়ন থাকার কথা। দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন 'শূন্য কভিড নীতি' শিথিল করার পর বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা চাঙা হতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও অর্থনীতির গতিচাঞ্চল্য দেখা গেছে বলে মনে করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

আইএমএফ মনে করছে, বিশ্ব অর্থনীতি এই বছর ২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর আগে গত অক্টোবরে আইএমএফ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ২ দশমকি ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ২০২২ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। আইএমএফ আশা করছে, মূল্যস্ফীতি গত বছরের ৮ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে কমে এ বছর ৬ দশমিক ৬ শতাংশে নামবে। ২০২৪ সালে তা আরও কমে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ হবে।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে গত কয়েক বছর বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির পরিমাণ অনেক বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। ফলে পশ্চিমা ভোক্তারা তাদের ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রে আরও হিসেবী হয়ে উঠেছিলেন। ২০২২ সালের পর শুধু ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা বিশ্বেই মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভূত হয়। এর পেছনে মূল কারণ ছিল নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, জ্বালানি সঙ্কট ও সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। তবে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসায় পোশাক রপ্তানি বাড়ার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, এ মুহূর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নাই। এখন বিশ্ব অর্থনীতি খুব ভালো আছে। বিশ্ব অর্থনীতি যদি কোনো কারণে আবার খারাপ হয়ে যায়, তখন চাইলেও ভালো করার সুযোগ থাকে না। বিশ্ব অর্থনীতি ভালো হলেই আমরা ভালো করতে পারব, চাহিদা বাড়বে। এখন চাহিদা বেশি, সেজন্য প্রবৃদ্ধিও বাড়ছে। আবার আমাদের দেশের অভ্যন্তরেও যদি আগস্ট মাসের মতো সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরাও রপ্তানি বাড়াতে পারব না। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বা ফেড আরেক দফা সুদহার কমাতে পারে। সম্প্রতি ফেড পর্ষদের গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার এক অনুষ্ঠানে সুদ হ্রাসের এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার কমলে সেটির প্রভাব আমাদের ওপর পড়বে। আমি সেটিকেও ইতিবাচকভাবে দেখছি। বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কিছু পশ্চিমা দেশ, বিশেষ করে যুক্তরষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য, তাদের পোশাক অর্ডার ভারতীয় কারখানাগুলোতে স্থানান্তরিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গ্রীষ্মকালীন পোশাক তৈরির অর্ডার পাওয়ায় ভারতীয় কারখানাগুলোতে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন চলছে। চলতি অর্থবছরে তিরুপুরের পোশাক খাত থেকে আয় ছিল ৩৫ হাজার কোটি রুপি এবং আগামী অর্থবছরে এই আয় বেড়ে ৪০ হাজার কোটি রুপি হতে পারে। তবে সব ক্রয়াদেশ গণহারে অন্য দেশে চলে যায়নি। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে রাজধানী ঢাকা, গাজীপুর, সাভার ও আশুলিয়ায় তৈরি পোশাক শিল্পের পরিবেশ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে। অথচ এর পুরো বিপরীত চিত্র বন্দরনগরী চট্টগ্রামে। এখন পর্যন্ত এখানকার পোশাক কারখানায় অস্থিরতা একেবারে শূন্যের কোটায়। পুরোদমে উৎপাদনে রয়েছে চট্টগ্রামের শতভাগ তৈরি পোশাক কারখানা। তাই সময়মতো পণ্য জাহাজীকরণ নিশ্চিত করতে ঢাকার অনেক কারখানা কর্তৃপক্ষ যেমন চট্টগ্রামের কারখানাগুলো থেকে সাব-কন্ট্রাক্টে পণ্য উৎপাদন করিয়ে নিচ্ছেন– তেমনি বিদেশি বায়াররাও চট্টগ্রামমুখী হচ্ছেন। এতে গত দুই মাসে চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে গত কয়েক মাসের তুলনায় বেশি অর্ডার এসেছে। তৈরি পোশাক খাতে মোট রপ্তানি আয়ের ৯-১০ শতাংশ ভূমিকা রাখছে চট্টগ্রামের ইপিজেড, বিজিএমই এবং বিকেএমইএর গার্মেন্টস কারখানাগুলো। অবশ্য এক দশক আগেও এ হার ছিল ১২ থেকে ১৫ শতাংশ। আর এখানে শ্রমিক রয়েছেন ৭ লাখের বেশি।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Friday 6 December 2024

# নভেম্বরে ৩ হাজার ৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ থেকে গত মাসে ৩ হাজার ৩১ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের নভেম্বরের তুলনায় ৪৭ কোটি ডলার বেশি। একইভাবে দেড় কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, ১ কোটি ২৩ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল, ১ কোটি ৯০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ৬০ লাখ হিমায়িত খাদ্য, ৭০ লাখ ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি বেড়েছে।

এভাবেই তৈরি পোশাক ছাড়া অন্য খাতের রপ্তানিও গত নভেম্বরে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ১ হাজার ৯৯১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেশি।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কার্যালয়ে গত বুধবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে পণ্য রপ্তানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন সংস্থাটির ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, গত নভেম্বরে ৪১২০কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত বছরের নভেম্বরের তুলনায় ১৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি। গত বছরের নভেম্বরে ৩৫৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। এই হিসাবের মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি এবং স্যাম্পল বা নমুনা রপ্তানির তথ্যও সংযুক্ত আছে। যদিও পরিমাণটি খুব বেশি নয়। অবশ্য প্রকৃত রপ্তানির পরিসংখ্যানও প্রকাশ করার আশ্বাস দেন ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান।

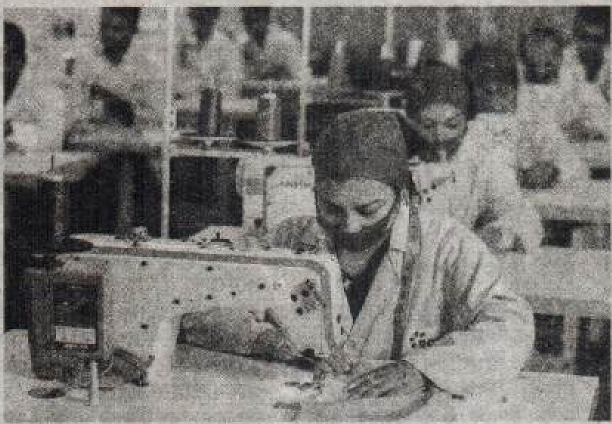

এই রপ্তানি গত বছরের নভেম্বরের তুলনায় ৪৭ কোটি ডলার বেশি। একইভাবে দেড় কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, ১ কোটি ২৩ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল, ১ কোটি ৯০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ৬০ লাখ হিমায়িত খাদ্য, ৭০ লাখ ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি বেড়েছে

বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সব মিলিয়ে ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। পণ্য ও সেবা মিলিয়ে চলতি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার। তার মধ্যে পণ্য রপ্তানি ৫ হাজার কোটি বা ৫০ বিলিয়ন ডলার।

গত পাঁচ মাসে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানির ৮১ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে ১ হাজার ৬১২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। শুধু নভেম্বরেই ১৭৪ কোটি ডলারের নিট পোশাক রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। অন্যদিকে গত মাসে ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৫৭ কোটি ডলারের। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে ৫০ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া গত জুলাই থেকে নভেম্বরে ৪৭ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৬১ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে ৩৪ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ শতাংশ কম। এ ছাড়া গত জুলাই থেকে নভেম্বরে ৩৩ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি।

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বলেন, 'জুলাই-আগস্টে ব্যবসা-বাণিজ্যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।'

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 04.12.2024

# Apple accused of silencing workers, spying on personal devices

COMPANY - USA

**REUTERS**

Apple has been accused in a new lawsuit of illegally monitoring its workers' personal devices and iCloud accounts while also barring them from discussing their pay and working conditions.

The complaint filed in California state court on Sunday by Amar Bhakta, who works in digital advertising for Apple, claims the company requires employees to install software on personal devices that they use for work allowing Apple to access their email, photo libraries, health and "smart home" data and other personal information.

At the same time, the lawsuit alleges, Apple imposes confidentiality policies that prohibit employees from discussing working conditions, including with the media, and engaging in legally-protected whistleblowing.

Bhakta, who has worked for Apple since 2020, says he was barred from talking about his work on podcasts and instructed to remove information about his working conditions from his LinkedIn profile.

"Apple's surveillance policies and practices chill, and thus also unlawfully restrain, employee whistleblowing, competition, freedom of employee movement in the job market, and freedom of speech," the lawsuit said.

Apple in a statement provided by a spokesperson said the claims in the lawsuit lack merit and that its workers are trained annually on their rights to discuss their working conditions.

"At Apple, we're focused on creating the best products and services in the world and we work to protect the inventions our teams create for customers," the company said.

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 05.12.2024

# How digital nano loans are speeding up financial inclusion of RMG workers

**Selinas Rukaiya Suhee**
Coordinator, Swisscontact

Countless RMG workers face financial insecurity due to limited access, knowledge, and credit history for formal loans. Projects like Swisscontact's Sarathi aims to bridge the gap

Today, more than 42 lakh RMG workers significantly contribute to 10.35% of Bangladesh's total GDP. These workers drive progress and have the potential to improve the quality of life across their communities.

However, 25 lakh of them remain unbanked, and only 12.3% have accessed formal loans. The majority rely on informal loans with high interest rates, underscoring a critical gap in Bangladesh's financial landscape. The limited access to formal financial products poses a major barrier to financial inclusion, leaving many RMG workers trapped in costly informal lending cycles.

The financial gap is starkly reflected in the struggles of workers like Hridoy, a technician at an RMG factory in Dhaka. With rising inflation and a modest salary, Hridoy faced an acute crisis when his father suffered a stroke. Medical expenses began to mount, and he lacked the savings to even travel to his hometown.

Due to the absence of collateral and credit history, his family members were unable to secure loans from traditional banks, leaving Hridoy uncertain in a moment of urgent need. Hridoy's story mirrors the struggles of countless RMG workers who face financial insecurity due to limited access, knowledge, and credit history for formal loans. Earning low wages (a minimum of Tk12,500), they often struggle to cover basic expenses.

Additionally, their working hours often overlap with bank hours. There is also a general fear of the banking system, mostly due to the load of documentation requirements. As a result, RMG workers often resort to high-interest informal loans from local lenders (sometimes with an annual interest rate of over 40%).

Many small and medium-sized factory workers, along with subcontracting manufacturers, still receive cash payments, lack bank accounts, and have no credit history or transaction records. Without collateral or entrepreneurial ventures, their access to formal bank loans is very limited. This highlights a significant gap in financial inclusion for RMG workers that market-driven innovative solutions, such as digital nano loans, can solve.

Development organisations like Swisscontact are working on initiatives to address the needs of the low-income segment. These organisations have the capacity to improve financial inclusion of the underserved population as they have a deep understanding of their demand and behaviour. Also, these organisations are connected with both marginalised communities and factory management.

For instance, Swisscontact's Sarathi-Improving Financial Health project, through partnerships with financial institutions, aims to bridge the gap between supply and demand, providing digital financial solutions for low-income communities, particularly RMG workers.

A transformative approach

Bangladesh Bank has recently approved digital nano loans from several banks. Prime Bank offers loans up to 40% of a salary via the PrimeAgrim app, using AGAM International's AI-based credit scoring.

Dhaka Bank PLC (DBPLC) provides loans up to BDT 50,000 through the e-Rin app, requiring a 9% interest rate and a Dhaka Bank account. City Bank offers loans up to BDT 30,000 through bKash.

AGAM also offers an Earned Wage Access (EWA) product for those earning over BDT 25,000, allowing access to up to 80% of their salary with a processing fee of 0.5% to 2.5%. Other organisations like Wagely, Drutoloan, and Mitro also provide EWA options for RMG workers.

Sarathi collaborated with AGAM International and DBPLC to bridge the financial gap by offering easily accessible digital loan products, designed specifically for RMG workers, by minimising documentation requirements and simplifying the loan process.

Many RMG workers, like Hridoy, have benefitted from the PrimeAgrim and e-Rin apps supported by the Sarathi project. With a nano loan of BDT 5,000, Hridoy covered his emergency needs during his father's illness and repaid the loan through his salary, ensuring his family's financial stability during the emergency.

### The broader impact on financial safety

Digital nano loans provide quick financial relief while promoting savings, planning, and credit history for RMG workers. Financial literacy programs linked to these loans help educate borrowers, empowering them to manage their finances better by avoiding informal and predatory lending.

More than 2,000 workers located in Dhaka and Gazipur took formal loans within seven months through Sarathi's partner organisations, AGAM International and Dhaka Bank PLC.

### Challenges and the way forward

Although the usage of digital apps like PrimeAgrim and e-Rin for banking in Bangladesh is on the rise, there is still significant room for growth. This is especially true for female workers. Only 8% of the female RMG workers involved in Sarathi's interventions are using the digital loan services.



পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

There are many workers who do not have smartphones or internet access to these apps. Even if they have the internet and a smartphone, their use is usually limited to entertainment purposes as those are easy to use. This is also especially true for female workers, who have a fear of using money management apps.

**Sarathi collaborated with AGAM International and DBPLC to bridge the financial gap by offering easily accessible digital loan products, designed specifically for RMG workers, by minimising documentation requirements and simplifying the loan process.**

Additional financial educational programs are needed to help RMG workers better understand the importance of financial products and promote the use of formal banking services, especially targeted towards female workers.

Enhancing financial literacy and harnessing technology through strategic partnerships and innovative, market-driven financial products can empower RMG workers to engage with formal banking services. This approach also opens a vast, untapped market segment for Bangladesh's financial sector, driving growth and inclusion.

In summary, digital nano loans offer a vital pathway to improving financial inclusion for RMG workers in Bangladesh, empowering them to address immediate needs and build financial stability. Development projects like Sarathi can play a vital role in fostering partnerships between RMG and the financial sector, acting as a key driver to address the financial well-being of RMG workers and providing a sustainable solution to this significant market challenge.

SELINAS RUKAIYA SUHEE IS THE COORDINATOR, MONITORING AND RESULT MEASUREMENT AND INTERVENTIONS OF SWISSCONTACT'S SARATHI II PROJECT.

**Disclaimer:** The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

The Daily Star

FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

DECEMBER 7, 2024

# Workers deserve more in new Bangladesh

## Honour their sacrifices in July uprising through labour reforms

It is no secret that the July mass uprising was made possible by the sacrifices of many individuals, particularly workers and underprivileged communities. Without them putting their bodies in the line of fire, alongside students, this uprising would not have succeeded in bringing down the autocratic Awami League regime. It is, thus, unfortunate to see that their contributions are still not receiving the recognition they deserve. Instead, as speakers pointed out during a discussion organised by *The Daily Star* on the sidelines of a photo exhibition titled "36 Days of July," these individuals risk being "erased" from the narrative.

The lack of recognition is evident not only in the failure to properly document their contributions but also in the continued disregard for their needs and rights—as evidenced by the plight of the injured seeking treatment and rehabilitation, as well as workers in various sectors. Part of the challenge is that a comprehensive list of those injured or killed has yet to be finalised, even after four months. This is affecting the fund disbursement efforts of the July Shaheed Smriti Foundation, which earlier promised to deliver all the funds by December. While the compensation amount itself has been criticised as inadequate, its prompt disbursement could address some, if not all, of the issues facing the injured. The continued delays and hurdles reported in accessing treatment and medication also need to be resolved.

The fact is, these people, including rickshaw-pullers, garment workers and other marginalised individuals, paid a heavy price for their involvement in the July uprising. Many families lost their primary breadwinners. Many survivors suffered life-altering injuries. Beyond treatment or compensation, what they need is proper rehabilitation to rebuild their lives, in which the government must help. An accurate victim list is also essential to prevent a repeat of the flawed listing of 1971 freedom fighters, which remains a cautionary tale of exploitation.

That said, the most meaningful tribute to these unsung heroes of the uprising would be to build a pro-worker business ecosystem where their rights and dignity are guaranteed. We have an obligation to ensure that these individuals are not only remembered for their sacrifices but also given their due through tangible improvements in their lives. In the past, workers' demands for fair wages, safe workplaces, and reasonable working hours were frequently dismissed in favour of appeasing powerful industrial groups. Workers have long been treated as disposable—whether it's the appalling treatment of migrant workers, exploitation of RMG workers or invisibility of sanitation workers. The change promised by the head of the Labour Reform Commission recently makes us hopeful. But it must be backed by structural reforms in labour laws and practices.

Bangladesh finally has an opportunity to address decades of inequities and ensure the dignity and rights of all. The sacrifices of our workers demand nothing less. Let us not fail them.

THE BUSINESS STANDARD

FRIDAY 06.12.2024

# Govt plans to put 32 Beximco cos on sale to resolve workers' unrest

COMPANIES - BANGLADESH

**JEBUN NESA ALO**

## Janata Bank instructed to finalise Expression of Interest by 9 Dec for sale of 'B' category companies

The interim government plans to sell ownership of 32 companies under the Beximco Group as a long-term solution to the ongoing workers' unrest over unpaid salaries and allowances.

The decision was made during the first meeting of the Advisory Council Committee on the labour and business situation of Beximco Industrial Park, held at the Secretariat on 28 November.

Janata Bank has been instructed to finalise an Expression of Interest (EoI) for the sale of "B" category companies by 9 December. The Bangladesh Investment Development Authority (Bida) will provide weekly updates on the progress to the ministry, as per the meeting's decisions.

Md Mazibur Rahman, managing director of Janata Bank, told The Business Standard that the decisions from the Advisory Council meeting have been placed to the bank's board.

"We are working on preparing the Expression of Interest within the stipulated time," he added.

The meeting was chaired by Brigadier General (retd) M Sakhawat Hossain, adviser to the Ministry of Labour and Employment, with Home Affairs Adviser Lieutenant General

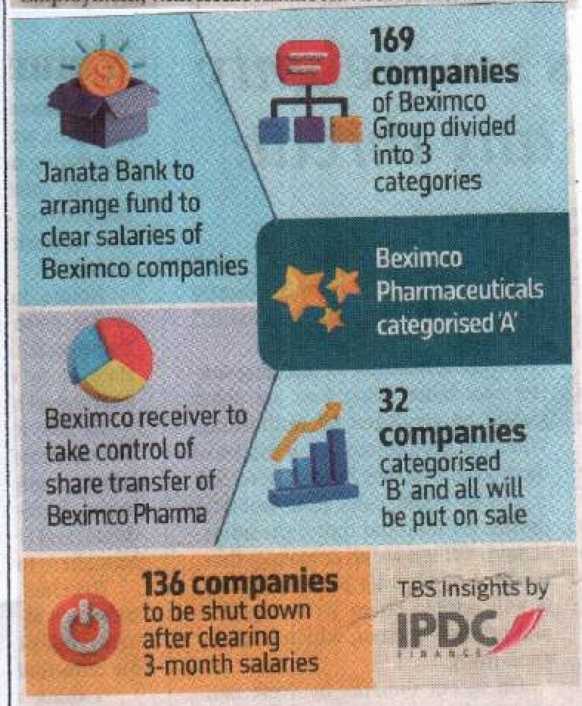


(retd) Mohammad Jahangir Alam Chowdhury also present.

At the meeting, the Home Adviser Jahangir recommended offering a long-term financial facility to promptly clear workers' dues, followed by selling the Beximco companies to address the situation.

Sakhawat Hossain supported the recommendation, according to the meeting minutes.

The Beximco Industrial Park has been plagued by labour unrest since the fall of the Awami League government which left the company unable to pay its workers.

Beximco Group Vice Chairman Salman F Rahman, former private sector adviser to ousted prime minister Sheikh Hasina, was arrested on 13 August in Dhaka's Sadarghat area while attempting to flee the capital.

### Beximco companies categorised

At the meeting, Ashik Chowdhury, executive chairman of Bida and the Bangladesh Economic Zones Authority, suggested dividing Beximco Group's 169 companies into three categories.

He recommended placing Beximco Pharmaceuticals in the "A" category as it is profitable, and suggested initiating legal action to suspend share transfers by the company's shareholders.

Thirty-two companies currently operational, including 16 garments and textile factories, would be categorised as "B", while the remaining 136 would fall under the "C" category.

Chowdhury proposed taking necessary steps to sell the ownership of all "B" category companies by issuing an Expression of Interest to international operators through Janata Bank and IFIC Bank.

For the "C" category companies, he recommended shutting them down after clearing three months of outstanding salaries and allowances.

Following the discussion, the meeting decided to clear three months of unpaid salaries for employees of Beximco companies located in the Beximco Industrial Park. Janata Bank was instructed to provide the necessary funds.

The implementation of these decisions will be overseen by Bida and the labour ministry, according to the meeting minutes.

### Beximco's loans

Beximco owes Janata Bank a total of Tk23,407 crore, with Tk19,507 crore classified as bad loans and Tk3,394 crore listed as overdue, which is expected to become non-performing within the next few months, according to a letter sent by the bank to the finance ministry.

Alarmingly, this borrowing has exceeded the single borrower exposure limit of 25% of a bank's capital, reaching a staggering 410%. Despite this blatant violation of the Bank Company Act, the central bank failed to exercise its regulatory authority.

The Advisory Council meeting also resolved to take control of share transfers of Beximco companies within a week, designating the receiver of Beximco Industrial

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Park and the Bangladesh Securities and Exchange Commission as the implementing authorities.

**Interested parties**

In October, a consortium of foreign investors submitted a proposal to the government, expressing interest in acquiring four profitable companies under Beximco Group including Beximco Pharma and Beximco Limited.

Adsum Capital Management LLC, a Dubai-based financial firm, sent the proposal letter to Finance Adviser Salehuddin Ahmed on behalf of the consortium.

However, Adsum did not disclose the identities of the prospective investors.

The companies mentioned in the proposal are Beximco Pharmaceuticals, Teesta Solar, Beximco Communications (Satellite & DTH License), and Beximco Limited (Textiles and RMG division).

After discussions with Janata Bank officials responsible for handling Beximco Group's loan files, The Business Standard learned that the Dubai-based consortium is linked to the Beximco Group itself.

"In reality, Beximco is attempting to repurchase its own companies through Dubai," an official revealed on condition of anonymity.

**Performance of listed Beximco companies**

At present, four companies of Beximco group are listed with the Dhaka Stock Exchange (DSE) – Beximco Pharma, Beximco Limited, Beximco Synthetics, and Shinepukur Ceramics. Beximco Pharma is also listed on the London Stock Exchange.

Beximco Pharmaceuticals reported a 29% increase in consolidated profit, reaching Tk586.67 crore in FY24, up from Tk452.44 crore in FY23.

The company has recommended a 40% cash dividend for FY24, an increase from the 35% cash dividend paid in FY23. Its share price was above Tk80 on the last trading day.

In contrast, Beximco Limited faced a financial setback, incurring a loss of Tk36.40 crore in FY24 compared to a profit of Tk710 crore in FY23. Its loss per share stood at Tk0.41 for FY24, while its earnings per share were Tk7.92 in FY23.

Following this loss, the company recommended a 5% stock dividend for FY24, down from the 10% cash dividend it provided the previous year. On the last trading day, its share price was above Tk110.

Shinepukur Ceramics reported a 61% decline in earnings per share, which dropped to Tk0.16 in FY24 from Tk0.41 in FY23. The company has recommended a 2% cash dividend, exclusively for its general shareholders, excluding sponsor-directors. Its share price was above Tk13 on the last trading day.

Earlier, on 19 September, the High Court directed the Bangladesh Bank to appoint a receiver to manage the operations of the Beximco Group and to attach all its assets.

In compliance with this directive, on 10 November, the Bangladesh Bank appointed Md Ruhul Amin, an executive director of the central bank, as the receiver for Beximco Group.

He is supported by three deputy receivers: Sumanta Shaha, CFA, additional director; Nahim Uddin, CFA, joint director; and Atiqur Rahman, deputy director.

NEW AGE FRIDAY, DECEMBER 6, 2024

# Govt brings 15 new industrial sectors under wage regulations

**Staff Correspondent**

THE government has brought 15 new industrial sectors under wage regulations with the aim of ensuring minimum wages for thousands of workers engaged in these industries.

With this inclusion, the total number of formal industrial sectors covered under wage regulations has been increased to 57.

The newly included sectors are private clinics, hospitals, and diagnostic centres, fertiliser factories, brickfields, private airlines, producers of electric and electronic goods, ceramics, cement, batteries, poultry, commercial amusement parks, dry fish producers, stone crushing, IT parks, colour and chemical factories, and milk products and dairy farms.

Among these 15 sectors, the government has already established separate wage boards to determine minimum monthly wages for workers in four sectors — ceramics, cement, battery production and poultry.

A wage board official mentioned that they were awaiting the formation of 11 additional boards, which required the appointment of representatives from both workers and employers.

Labour secretary AHM Shafiquzzaman said that the inclusion of 15 industrial sectors to the formal wage framework would benefit thousands of workers across the country.

He said that the initiative had been taken with the aim of upholding the rights of workers.

The labour secretary also mentioned that many other informal sectors would gradually be brought under the formal wage regulations.

Labour ministry officials said that workers in these sectors currently received wages at varying rates, even within the same sector, without any structured framework.

A file photo shows workers carrying bricks on shoulders at a brick kiln at Amin Bazar in Dhaka. The government has brought 15 new industrial sectors, including brickfields, under wage regulations with the aim of ensuring minimum wages for thousands of workers engaged in these industries. — New Age photo

They also said that due to lack of formalisation there was no government monitoring in place in the sectors.

According to the labour ministry officials, the establishment of minimum wages would ensure workers a lawful wage structure, prohibiting employers from paying less than the government-set minimum.

They said that inclusion under the wage framework would also grant workers access to additional legal benefits.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 8 December 202

# দুই সপ্তাহের মজুরি পেয়ে কাজে ফিরেছেন চুনারুঘাটের চা-শ্রমিকরা

প্রতিনিধি, চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের লস্করপুর ভ্যালীতে ন্যাশনাল চা কোম্পানির (এনটিসি) টি ফাড়িসহ ৭টি বাগানে চা শ্রমিকরা কাজে ফিরেছেন। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তের পর শুক্রবার দেওয়া হয়েছে দুই সপ্তাহের মজুরি। বাকি ৪ সপ্তাহের মজুরি দেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। এর আগে চলতি বছরের ২২ আগষ্ট থেকে ৬ সপ্তাহ মজুরি না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা। প্রায় ৩ মাস ধরে রেশন ও মজুরি না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছিল তারা।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিপেন পাল জানান, শ্রীমঙ্গল শ্রম অধিদপ্তর কার্যালয়ে চা শ্রমিকদের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও ন্যাশনাল চা কোম্পানির যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বকেয়া ৬ সপ্তাহের মজুরি দুই কিস্তিতে দেওয়া হচ্ছে। গত শুক্রবার দেওয়া হয় দুই সপ্তাহের মজুরি। মজুরি পেয়ে শ্রমিকরা শুক্রবার থেকে কাজে যোগ দিয়েছেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে এ চা শ্রমিক নেতা বলেন, শুক্রবার শ্রমিকদের ২ সপ্তাহের বকেয়া মজুরি দেওয়া হয়। মাসিক বেতনধারী শ্রমিকদের ২০ ডিসেম্বর ১ মাসের বেতন দেওয়া হবে। এখন থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন নিয়মিত পরিশোধ করা হবে।

বাগানের কর্মচারীদের ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ১ মাসের বেতন দেওয়া হবে। এছাড়া বাগান বন্ধের দিনগুলোতে চা শ্রমিকদের রেশন কাটা হবে না। বোনাস ও বার্ষিক ছুটির দিন গণনার ক্ষেত্রে বাগান বন্ধের দিনগুলো অনুপস্থিত দেখানো হবে না। এদিকে অবশিষ্ট বকেয়া মজুরি আগামী ২০২৫ সালের মার্চ এর মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

একইসঙ্গে ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করা হবে। এদিকে ভ্যালীর ৭টি বাগান বন্ধ থাকায় প্রায় ৩ মাসে ২০ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির মধ্যে পড়েছে চা বাগানগুলো। এ অবস্থায় ভ্যালীতে চলতি বছর লক্ষমাত্রা অর্জন না হওয়ার পাশাপাশি লোকসানের দিকে যাচ্ছে।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# আলু আবাদ ঘিরে শ্রমিক বিক্রির হাট

মামনুর রশীদ খোকা, মুন্সীগঞ্জ

কুয়াশার চাদরে মোড়া কনকনে শীতের ভোরে অসংখ্য নারী-পুরুষের জটলা। কাছে যেতেই শোনা গেল বেশ শোরগোল। জানা গেল এরা সবাই শ্রমিক। উচ্চৈঃস্বরে হাঁকা হচ্ছে ওই সব নারী-পুরুষ শ্রমিকের মজুরির দরদাম। আলু আবাদ ঘিরে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বালিগাঁও বাজারের রাস্তার ওপর বসেছে শ্রমিক কেনাবেচার এমনই হাট। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত এ হাটে এভাবেই চলে শ্রমিক কেনাবেচা।

দেশের অন্যতম প্রধান আলু উৎপাদনকারী জেলা মুন্সীগঞ্জের ৬টি উপজেলা জুড়ে আলু চাষের ধুম পড়েছে। এ মৌসুমের মাস দেড়েক জমি থেকে আগাছা বাছাই করা থেকে শুরু করে নালা তৈরি ও বীজ বপনে শ্রমিকের বেশ চাহিদা থাকে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন জেলার নারী-পুরুষ শ্রমিকরা এ জেলায় ছুটে আসেন। আর আলু আবাদে বড় বড় চাষিদের জমিতে কাজে যেতেই মূলত জেলায় শ্রমিক কেনাবেচার হাটের উৎপত্তি হয়েছে।

## মুন্সীগঞ্জ

টঙ্গীবাড়ির বালিগাঁও বাজার জেলার বৃহৎ শ্রমিক কেনাবেচার হাট। এছাড়া জেলা সদরের মুক্তারপুর প্যাট্রল পাম্প, মুন্সীরহাট, কাটাখালী বাজার, বাগেশ্বর বাজার, চিতলীয়া বাজার, চরডুমুরিয়া বাজার, টঙ্গীবাড়ির আলদী বাজার ও পুরা বাজার এবং গজারিয়া উপজেলার গজারিয়া বাজার, সোনালী মার্কেট, রসুলপুর বাজার, ভবেরচর বাজারে এমন হাট বসে।

সরেজমিনে বালিগাঁও বাজার ঘুরে জানা গেছে এ হাটে কুড়িগ্রাম, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, গাইবান্ধা, বরিশাল, ভোলা, জামালপুর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জেলা থেকে নারী-পুরুষ শ্রমিকরা জড়ো হন। প্রতিদিন হাজারখানেক শ্রমিক কেনাবেচা হয়ে থাকে। প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা মজুরি হিসেবে একেকজন পুরুষ শ্রমিকের দাম ওঠে। আর নারী শ্রমিক কেনাবেচা হয় ৩০০ থেকে ৪০০ টাকায়। কেনাবেচার পর ওই সব শ্রমিক আলু চাষির সঙ্গে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। আর চাষিরাই এসব নারী-পুরুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন।

কুড়িগ্রামের জয়তুনেছো বেগম বলেন, 'আলু বপনে প্রতি বছরই এহানে ছুটে আসি। এক বা দেড়মাস কাজ করতে পারি। এ কাজে একেক দিন ৩০০ টাহা পাইলেও মৌসুমে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা কামাই অয়।'

কুড়িগ্রামের আরেক শ্রমিক মফিজুল ইসলাম বলেন, 'আমরা আলু লাগাতে ২ মাসের জন্য আসি। এখানে আমরা মহাজনের মাধ্যমে কাজ করি। ভোর ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করি। খাওয়া-থাকা বাদে দিনে ৭০০ টাকা মজুরি পাই। এতে করে ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করতে পারি।'

গাইবান্ধার সোনাকুর গ্রামের জুসহাস মিয়া বলেন, 'বাড়িতে স্ত্রী-সন্তান আছে। ওগো সুখের কথা ভেবেই এখানে এসেছি। এক মাস কাজ পাইলে কম করে ২০ হাজার টাকা লইয়া বাড়িতে যাইতে পারমু।'

প্রসঙ্গত, চলতি বছর এ জেলায় ৩৪ হাজার ৫৫৫ হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন বুধবার ॥ ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

# আলো ফুটতেই হাজির শতাধিক শ্রমিক

ফেনী প্রতিনিধি

ভোরের আলো ফুটতেই কাস্তে-কোদাল নিয়ে হাজির শতাধিক শ্রমিক। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের হাঁকডাকে মুখর হয়ে উঠে ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্র। ক্রেতারা দামদর করে কিনে নিয়ে যান তাদের। দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন জেলার শ্রমিক এখানে আসেন শ্রম বিক্রির উদ্দেশ্যে। ফেনী শহরের ট্রাংক রোডে খেজুর চত্বরে প্রতিদিন বসে শ্রম বিক্রির হাট। বছরের ১০ মাস এই হাটে শ্রম কেনাবেচা হয়। এখান থেকে ৫ শতাধিক শ্রমজীবী টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজে যান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নরসিংদী, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, রংপুর, জামালপুর, গোপালগঞ্জসহ অন্তত ২৫ জেলার শ্রমিকরা কাজ করেন ফেনীতে। পাট কাটা, খেতের আগাছা পরিষ্কার, মাটি কাটার কাজ করে থাকেন তারা। কাজের ধরন হিসেবে শ্রমিকের দাম নির্ধারণ হয় ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত। সরেজমিন দেখা যায়, সারি বেঁধে শ্রমিকরা কাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। ডেকে ডেকে ক্রেতাদের তাদের পারিশ্রমিকের কথা বলছেন কেউ কেউ। ক্রেতারা এসে দামাদামি করছেন। মূল্য নির্ধারণ শেষে অটো এবং ভ্যানযোগে গন্তব্যস্থলে রওনা করছেন। যাদের কেউ কিনছেন না তারা বাসায় ফিরে যাচ্ছেন।

THE FINANCIAL EXPRESS
December 8, 2024

# Wage structures for informal sectors

Minimum wage for a certain amount of work or services is the legitimate right of a worker. This is an important tenet of industrial relationship, without which production in industries cannot continue. This right of the workers has been established in almost all countries of the world and incorporated in all international conventions including the Universal Declaration of Human Rights and the ILO Convention. Wage structures with provisions for minimum wages have also been established in the formal sector industries in Bangladesh. But this much overdue issue is still to be addressed in many informal sectors of the country.

In absence of such agreed wage structures, minimum wages and other benefits for the workers at the entry level are arbitrarily decided by the employers, very often without taking cost of living in a given market situation into account. No universally acceptable principle is followed while fixing minimum wages, annual increment, festival bonuses, medical allowances and other benefits including compensation for accidents. Instances abound where even termination benefits are not given to the workers.

Such a lack of fixed wage structures agreed upon by both workers and employers is the root cause of labour unrest in the industrial and service sectors. It is because of arbitrary fixing of workers' wages by the employers ignoring minimum wage structure, late payment or non-payment of arrears, overtime and festival bonuses that workers in the country quite often take to the street to press home their demands. Needless to say, such unrest in industry and service sectors leads to production disruption, loss by industry owners and sufferings of the workers. It is the national economy that suffers ultimately. Reasonable payment for the workers based on minimum wage structures can help avoid development of such an undesirable situation in the industrial arena.

***Authorities should keep a watchful eye on payment practices in the said sectors to ensure that the provisions of wage structures are not violated by any means***

Against this backdrop, the government has taken a welcome move to introduce minimum wage structures in 15 informal sectors with the objective of bringing thousands of wage earners under formal framework. Separate wage boards entrusted with the task of fixing minimum wages for the workers have already been formed in four of the sectors. Quoting a labour ministry official, an FE report informs that workers draw varied wages even within the same sector as no lawful structure is followed there. These workers have been forgotten even by the government monitoring system. Lack of fixed wage structure and arbitrary decisions by the industry owners amount to violation of workers' right to reasonable wages.

Introduction of the minimum wage structures will fulfil the long-standing demand for bringing informal sector workers under the definite system. Hopefully, the coming wage structures will bring an end to the hitherto existing anomalies in the payment of the workers, provided that the wage structures are based on the present situation, cost of living in the inflationary market situation and also the capacity of the industries.

Moreover, the wage structures should have the provision of reviewing the market situation from time to time and adjustment of wages accordingly. However, the government's task does not end just in formulating the wage structures; they must also oversee the implementation of the minimum wage formula. Authorities should keep a watchful eye on payment practices in the said sectors to ensure that the provisions of wage structures are not violated by any means. It must not be forgotten that the stake here is nothing less than ensuring workers' rights and a peaceful atmosphere in the industrial sector.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪,

# পোশাকশ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বাড়বে ৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট হবে ৯ শতাংশ। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে টানা পাঁচ ঘণ্টা দর-কষাকষির পর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে।

নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত পোশাকশ্রমিকেরা নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ, অর্থাৎ মোট ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট পাবেন। চলতি ডিসেম্বর মাস থেকে এটি কার্যকর হবে। ফলে শ্রমিকদের আগামী জানুয়ারি মাসের মজুরির সঙ্গে ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হবে।

ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির পঞ্চম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঢাকায় সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল সোমবার অতিরিক্ত সচিব সবুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ছয়জন এবং সরকারপক্ষের চারজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, গতকালের বৈঠকে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা ইনক্রিমেন্ট ১০ শতাংশ দাবি করেন। অন্যদিকে মালিকপক্ষ দিতে চায় সাড়ে ৭ শতাংশ। পরে তারা ৮ শতাংশ পর্যন্ত দিতে সম্মত হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারপক্ষের হস্তক্ষেপে সর্বসম্মতিক্রমে ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। বৈঠক শেষে এ বিষয়ে একটি যৌথ ঘোষণায় সই করেন মালিক, শ্রমিক ও সরকারপক্ষের প্রতিনিধিরা। পরে শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের বিষয়টি জানান। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহাম্মাদ; জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুববিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম; বাংলাদেশ গার্মেন্টিস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কবির আহম্মেদ; শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক এস এম এমাদুর হক; নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক মো. হাসিবুজ্জামান এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান সিকদার।

জানা গেছে, প্রথম দিকে শ্রমিকপক্ষ অতিরিক্ত ১০ শতাংশসহ মোট ১৫ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানায়। এর বিপরীতে মালিকপক্ষ দিতে চেয়েছিল ৬ শতাংশ। ৩ ডিসেম্বর এ-সংক্রান্ত কমিটির চতুর্থ সভায় মালিকপক্ষ ৭ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দিতে রাজি হয়। অন্যদিকে শ্রমিকপক্ষ আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ১২ শতাংশ দাবি করে।

গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিকেরা টানা বিক্ষোভ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বরে ১৮টি বিষয়ে পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকনেতারা সমঝোতায় পৌঁছান। সে অনুযায়ী, ছয় মাসের মধ্যে মজুরি পুনর্মূল্যায়ন এবং নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টিস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার বলেন, 'আমরা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট মেনে নিতে সম্মত হয়েছি।'

অন্যদিকে বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন বলেন, 'বড় ২০ শতাংশ কারখানা এই বাড়তি ইনক্রিমেন্ট দিতে পারলেও বাকিদের জন্য কঠিন হবে। সে জন্য আমরা ৫ ঘণ্টা দর-কষাকষি করেছি।'

NEW AGE SUNDAY, DECEMBER 8, 2024

A child carries bricks with a woman worker at a brickfield at Keraniganj in Dhaka on Friday. Planning and education adviser Wahiduddin Mahmud on Saturday said that building an equitable society in the current reality was challenging, given that huge capital flights, corruption and massive irregularities had constrained investments in education, health, human resource development and other areas. — Sony Ramany

# Capital flights, corruption make ensuring equality challenging

## *Says Wahiduddin Mahmud at BIDS conference*

**Staff Correspondent**

PLANNING and education adviser Wahiduddin Mahmud on Saturday said that building an equitable society in the current reality was challenging, given that huge capital flights, corruption and massive irregularities had constrained investments in education, health, human resource development and other areas.

He made the comment at the inaugural session of the Annual BIDS Conference on Development (ABCD) 2024, organised by the Bangladesh Institute of Development Studies at the Hotel Lakeshore at Gulshan in the capital Dhaka.

Wahiduddin, also an economist, inaugurated the four-day development conference titled 'Equality, Opportunity, Freedom, and Dignity for Equitable and Sustainable Development'.

BIDS director general Binayak Sen delivered the opening remarks during the inaugural session.

Discussing how Bangladesh could build an equitable society following the student-led mass uprising, Wahiduddin highlighted the severe resource constraints faced by the interim government.

He pointed out that significant amounts of money were siphoned off abroad, while domestic funds remained in banks but were inaccessible.

Regarding the projects initiated during the previous government's tenure, he pointed out that several projects were prestige-driven, undertaken primarily for publicity rather than necessity.

The interim government is now re-evaluating their purposes and outcomes, he said.

'We are still trapped in the lower middle-income bracket, far from achieving what the Philippines has, let alone Malaysia,' the adviser observed.

He mentioned that Vietnam's per capita income in the 1990s was similar to Bangladesh's.

'Now Vietnam's per capita income is 40-50 times of Bangladesh. They secure $20 billion annually in foreign direct investment, while we attract just $2 billion,' he said.

'We lack substantial global economic integration and need significant advancements in education and technology,' he added.

Regarding Bangladesh's LDC graduation, he highlighted the country's qualification twice for the graduation.

Seeking an extension to remain an LDC is seen as regressive, he said.

'Once qualified, a nation must graduate. We need active global engagement to navigate this shift,' he added.

Wahiduddin Mahmud also expressed hope that Bangladesh would see an elected government in 2025.

'No country can become rich overnight. It requires collective efforts and a sustained strategy. Our interim government is here for a short term,' Wahiduddin said.

THE FINANCIAL EXPRESS December 8, 2024

# Apparel exports to US soar in Oct, marking double-digit growth

MONIRA MUNNI

Bangladesh's apparel exports to the United States saw a strong surge in October, with both value and volume witnessing a double-digit growth, driven by seasonal demand.

According to data from the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) under the US Department of Commerce, US imports of apparel from Bangladesh in October 2024 reached $731 million, a 26 per cent increase compared to the $578.49 million recorded in October 2023.

In terms of volume, Bangladesh's garment shipments to the US saw a 25 per cent rise, reaching 227.5 million square metres in October 2024, up from 181.8 million square metres in the same month last year, the data showed.

In September 2024, Bangladesh's apparel exports to the US also experienced substantial growth of 19 per cent in both value and volume, reflecting the country's strong position in the global apparel market.

According to the data, the country shipped 216.2 million square metres and fetched US$705.20 million in September this year, while the figures were 181.7 million square metres and US$ 594.44 million in September 2023.

Talking to the FE, exporters said that October 2024 recorded the highest growth in both quantity and value, making it a peak month for Bangladesh's exports to the United States, driven primarily by strong seasonal demand.

They attributed the surge in shipments to the peak season for ready-made garment (RMG) exports, with factors such as the pre-holiday rush -- including Christmas, Black Friday, and Thanksgiving Day -- along with buyers' end-of-year procurement strategies, all contributing to the sustained double-digit growth.

Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the demand in the major markets like European Union and the US is on the rise.

"As a result, work orders are also coming into the country in recent months," he said, expressing the hope that the trend might continue in the coming months.

He noted that uncertainty regarding potential new duties on imports from China under the new US government has prompted buyers to place orders in countries other than China.

MA Rahim, Vice Chairman of DBL Group, said that there has been a steady flow of work orders in recent times, particularly for compliant factories while non-compliant ones may not be experiencing the same level of demand.

However, exporters have raised concerns about a decline in export retention, attributing it to the significant rise in the cost of doing business.

Meanwhile, the US's apparel imports from Bangladesh during January to October this year decreased by 3.31 per cent to US$6.14 billion, which was US$6.35 billion during the corresponding period of last year.

The decline was sharper, compared to the overall world import fall of 0.43 per cent, indicating that Bangladesh's performance was below the global trend.

However, the country's competitors such as Vietnam, India, Pakistan and Cambodia experienced positive growth during this period.

In terms of volume, Bangladesh exported 1.96 billion square metres of apparel during January-October period of 2024, with a 1.6 per cent growth.

OTEXA data showed that Bangladesh retained a substantial share of 9.12 per cent, positioning it as the third-largest apparel exporter to the US after China having 20.83 per cent market share and Vietnam having 18.88 per cent market share.

The US' apparel imports from Vietnam grew by 3.87 per cent to US$ 12.70 billion in January-October of 2024 while imports from China declined by 1.41 per cent to US$14.03 billion.

Cambodia's garment exports grew by 12.85 per cent to US$3.22 billion during the first ten months of 2024, compared to US$2.8 billion in the same period in 2023.

India's RMG exports to the US market increased by 2.68 per cent to $4.05 billion, while that of Pakistan grew by 4.44 per cent to US$1.79 billion during the same period.

According to a latest Research and Policy Integration for Development (RAPID) study, Bangladesh absorbed much of the EU market share lost by China as it shifted away from low-value apparel production, while Vietnam benefited more from this shift on the US market.

The country's share of the EU apparel market rose from 6.0 per cent in 2010 to 22 per cent in 2023, compared to Vietnam's modest growth from 2.0 per cent to 4.7 per cent over the same period.

However, in the United States, where both countries face identical tariffs, Vietnam captured a significantly larger slice of market cake, rising from less than 1.0 per cent to 18 per cent, compared to Bangladesh's slow-pace increase from 3.3 per cent to 9 per cent.

Exporters said Bangladesh is lagging behind due to many of its internal issues and buyers are now placing orders with shorter lead times due to various factors.

This situation puts China and Vietnam, with their shorter lead time and more consistent energy supplies, in a stronger position, they noted, adding that the gas crisis is making it difficult for them to meet existing lead time.

munni_fe@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS December 8, 2024

# Grameenphone Employees Union election suspended

## Union leaders see a conspiracy

**FE REPORT**

The authorities have suspended the election to Grameenphone Employees Union (GPEU) for an indefinite period.

The decision was taken at a meeting held at the office of Roksana Chowdhury, deputy director (Medical and Labour Welfare) of the Department of Labour, on December 5.

Later the election commission, formed to conduct the election, issued a notification to this effect on the same day.

Union leaders said that they clearly saw a conspiracy by the employer and the Labour Department authorities behind the suspension.

The election was scheduled to be held on December 9 this year, according to the schedule announced on November 7.

The election commission notification said, "A meeting was held on December 5 at the Department of Labour to resolve the discrepancies in the final voter list and the objections filed by the authorities and union members with the Department of Labour."

At the meeting, the caretaker informed that obtaining certified copies of the latest court decisions of the cases related to the Grameenphone Employees Union is desirable to prepare a final voter list correctly.

In order to prepare the final voter list correctly, the election that is fixed on December 9 according to an election schedule announced on November 7 has been declared suspended.

Grameenphone Employees Union was formed in 2012, but registration was secured from the government in 2019.

Since its inception, the organisation could not hold any election by voting through secret ballots.

Imrul Quais, assistant general secretary of the Grameenphone Employees Union, told the FE that election was suspended due to an objection filed by the authorities, although they have no right to interfere in the elections of the employees union.

According to the Section 195 of the Bangladesh Labour Act, 2006, no employer or the trade union of employers or any person acting on their behalf shall impose any condition in a contract of employment restraining the right of the worker concerned to join a trade union or continue his membership of a trade union.

Mr Quais said that a draft voter list was prepared before publishing the final one and reasonable time was given to rise objection or bring correction on it but the management did not place any objection.

Adeeba Zerin Chowdhury, communication secretary of the Grameenphone Employees Union, said, "It is very much suspicious that after finalising and approving the voter list by the Labour Authority, how they suspended the election before 4 days of the election without having any court order."

It is very much unfair and unlawful to stop it suddenly before the ending of the process without having any court order. It is an example of serious violation of freedom of CBA and democracy.

The role of the labour authority is to supervise the election as per the law and legal process and the role of employer is to facilitate the election only without having any undue influence and intervention.

Both the authorities will be neutral in their role but it has not been seen here, said Abeeda Zerin Chowdhury.

She said, "It seems there is a clear conspiracy by the employer and the Labour Authority breaching the laws of the land and they should be punished and responsible for this."

Chief Election Commissioner (CEC) of the election Muhammad Noor-E-Alam told the FE, "The Department of Labour instructed to suspend the election considering an objection filed by the Grameenphone authorities regarding the voter list and we just carried out the instruction."

*bikashju@gmail.com*

সংবাদ ঢাকা : মঙ্গলবার ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 10 December 2024

# গাইবান্ধায় শীতের বার্তা, শ্রমজীবী ও বয়স্কদের বেড়েছে দুর্ভোগ

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

বিন্দু বিন্দু কুয়াশার ফোটা জানান দিচ্ছে শীতের বার্তা। উত্তরের জেলা গাইবান্ধায় এখন শীতের আমেজ। তবে, শীতের বার্তা জনজীবনে স্বস্তি দিলেও নদী ও চরাঞ্চলের ছিন্নমূল মানুষের জন্য অনেকটাই কষ্টকর হয়ে উঠছে। এদিকে জেলার দোকানপাটে ন্যাপ তোষক আর মোটা কাপড়ের বেচা কেনার ভীরও বেশ বেড়েছে। চলতি মৌসুমে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির আগাম বার্তায় অসহায়দের জন্য সরকারের পাশাপাশি দাতা সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার দাবী করছেন মানবিক উন্নয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। দিনের বেলায় সূর্যের উঁকি-ঝুঁকিতে তাপমাত্রা উঠানামা করলেও বেলা গড়ার সাথে-সাথে ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে তাপমাত্রা কমে কমে যাচ্ছে। এতে করে সন্ধ্যা গড়ার সাথে সাথেই ঘরে ফিরতে হচ্ছে মানুষজনকে। শীতজনিত দুর্ভোগ দেখা দিচ্ছে দরিদ্র পরিবারের নারী, বয়স্ক ও শিশুদের। ফুলছড়ির দেলুয়াবাড়ি চরের প্রবীন আব্দুল মজিদ মোল্লা জানান, শীত নিবারনে মোটাকাপড় না থাকায় কষ্ট হয়। এই গ্রামের বয়স্ক নারী নাজমা বেগম বলেন থাকার ঘরটি দিয়ে রাতে ঠান্ডা বাতাস আসে, এ কারণে শীতের কষ্ট পোঁহাতে হয়।

শীতে কারণে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষজন। শ্রমজীবীদের বেলা না ওঠা পর্যন্ত কাজ-কর্মে যেতেও পারছেন না। আর এর প্রভাব পড়ছে আয়-উপার্জনের উপর। সাঘাটার গুয়াবাড়ি চরে কৃষি শ্রমিক আব্দুল হান্নান শেখ বলেন ঠান্ডার কারণে কাজে যেতে বিলম্ব হয়-এজন্য আয়-রোজগারও কম হচ্ছে। তবে এ বছর তীব্র শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা করছেন এই অঞ্চলের মানুষজন। যার কারণে পুরোপুরি শীত নামার আগেই সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী জামা কাপড় ক্রয় করছেন নিম্ন আয়ের মানুষজন। গাইবান্ধা শহরের পুরাতন জামা কাপড় কিনতে আসা তাহের মিয়া বলেন, মোটা কাপড় ছাড়া শীত পার করা কঠিন এজন্য কমদামে পুরাতন কাপ কিনতে এসেছি। গতবছর শীতের কাপড় তেমন বেঁচাকেনা না হলেও চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকেই বেশ ভালো বেচা কেনা হচ্ছে এবং দামও সাধ্যের মধ্যে বলে জানান বিক্রেতারা। পুরাতন কাপড় বিক্রেতা বাদল মিয়া বলেন চলতি মৌসুমে বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে শীতের জামা কাপড়।

এদিকে, শীতার্ত মানুষের পাশে সরকারের পাশাপাশি দাতা সংস্থা ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এর পরিচালক আবু সায়েম মো. জান্নাতুন নুর রিশাত।

শীতের পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি মাসের শেষের দিক থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কয়েক দফা শীতের প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একারণে আগাম সহায়তা হিসেবে দরিদ্র শীতার্ত মানুষের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিত্তশালীরা এগিয়ে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা এই অঞ্চলের মানুষজনের।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 08.12.2024

**Even though workers in Bangladesh are compared to countries like China, it does not necessarily mean the labour itself is significantly cheaper.** PHOTO: TBS

# Beyond cheap labour: How Bangladesh's RMG Industry can chart a new course

**Nasif Tanjim**
Journalist

ANALYSIS

## The age of cheap labour is fading for Bangladesh's RMG industry. Rising wages, technological adaptation, and new market opportunities could redefine the sector's future

Bangladesh's RMG sector accounts for over 80% of the country's export earnings and provides jobs for more than four million workers.

This vital sector is currently at a crucial juncture. The growing calls for higher wages from garment workers in the face of escalating inflation and a cost-of-living crisis, have ignited extensive discussions about the viability of the sector's conventional business model, which depends significantly on low labour costs to maintain global competitiveness.

In November 2023, following significant protests, the then government declared an increase in the minimum monthly wage for entry-level garment workers, elevating it from Tk8,000 (about $67) to Tk12,500 (roughly $105).

Even with this 56% increase, many labour leaders contended that it remained inadequate to cover essential living expenses and was significantly lower than their requested Tk23,000 ($209).

So after the fall of the Awami League government, protests erupted again, demanding higher wages. In response to these protests, the interim government has formed a committee, headed by an additional secretary from the Ministry of Labour and Employment, to re-evaluate the minimum wage.

The committee will submit recommendations on the feasibility and imperatives to review the minimum wage to the Ministry of Labour and Employment by April 2025.

The European Union, a key trading partner and one of Bangladesh's largest apparel markets has been vocal about the need for labour reforms. EU pressure includes not just higher wages but also improved working conditions, freedom of association, and adherence to International Labour Organization (ILO) standards.

A wage increase brings relief to workers, yet it has sparked concern among factory owners and experts. Some are concerned that increasing labour costs might undermine Bangladesh's competitive edge, especially in a global market where price sensitivity among buyers is significant.

### The challenges of wage hikes

Bangladesh is the world's second-largest garment exporter, following only China. Many believe affordable labour has been fundamental to this achievement.

So naturally a wage increase presents a challenge for factory owners. On one side, there is pressure from global buyers and labour advocacy organisations to guarantee fair working conditions and just compensation. On the other hand, increasing production costs are putting pressure on their already narrow profit margins.

A study by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) indicates that raising wages might result in a 15-20% increase in production costs. This could be mitigated by improvements in productivity or more favourable pricing from international buyers.

Global brands, which have traditionally sourced from Bangladesh because of their affordability, might rethink their supply chains. Countries nearby, such as Vietnam, Cambodia, and Ethiopia, with their appealing labour costs, might draw some of these orders away, possibly diminishing Bangladesh's market presence.

But wages are only part of a much bigger picture, "Cheap labour was not our only advantage; there were a lot of factors that had previously worked to our advantage. For example, energy costs used to be lower, which have now seen a 200% hike. We were promised an uninterrupted gas and electricity supply for these high costs. Yet, things only got worse," said Shams Mahmud, managing director of Shasha Denims Ltd and former president of DCCI.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Beyond cheap labour: How Bangladesh's RMG Industry can chart a new course

"Due to gas and electricity shortages, some factories are not operating at 100%. Out of 30 days, some factories are only operating 25 days or fewer. But they have to pay the wages anyway. This is exacerbating the impact of the wage increase," Mahmud added.

According to him, higher interest rates have also decreased access to funds for many RMG factories.

As the speculation around whether the minimum wage should be increased gains traction, industry insiders argue that an in-depth look should be taken at how the industry has coped with the last wage increase. If the industry has not absorbed that increase, a fresh wage hike might spell disaster.

To support its RMG sector amid increasing labour costs, Bangladesh needs to shift towards a more varied and value-focused industry approach. A variety of approaches may assist the industry in managing this change.

### Exploring new avenues and creative solutions

Historically centred on affordable, simple clothing, Bangladesh needs to transition towards creating high-value, design-driven items like sportswear, luxury apparel, and specialised textiles. These categories attract higher prices and can support increased labour expenses.

"Bangladesh has already captured the lower end of the market. We are the king of the basics. The volume of garments (in terms of weight) shipped by us is higher than in China, yet they make more money than us. We do \$5 FODs; they do \$50 FODs. If we are to become a \$100 billion RMG exporter, we need to move to higher-end products," remarked Syed M Sajjad, chief operating officer of Majumder Garments Limited.

"Vietnam already produces Gucci and Prada products. We have started doing it to some extent, like producing Puma and G Star-Raw. We need to first go for the mid-tier market system and finally move on to higher-end products," he added.

RMG owners should also consider putting resources into research and development, along with building collaborations with international fashion schools and design houses, which could be very beneficial.

### Enhancing abilities and preparing the workforce

"This is the AI era. Our workers need to adapt to such technologies and improve their productivity if we are to stay competitive. There is no alternative to that," said Ferdaus Ara Begum, CEO of Business Initiative Leading Development (BUILD), Public Private Dialogue Platform, which works for the private sector.

Even though workers in Bangladesh are compared to countries like China, it does not necessarily mean the labour itself is significantly cheaper due to workers there being more efficient. "While workers here have an efficiency of 40%, Chinese workers have an efficiency of 70%," said Syed M Sajjad.

Enhancing the skills of the workforce can boost productivity and empower individuals to manage more intricate, higher-value manufacturing tasks. Investments from both the government and private sector in vocational training programs can help workers adjust to new technologies and stay competitive in an evolving job market.

### Advancing in technology

Adopting automation and cutting-edge manufacturing technologies can boost efficiency and productivity, helping to offset the effects of rising wages.

For instance, implementing digital tools for managing inventory, using automated sewing machines, and utilising AI-driven systems for quality control can lead to cost reductions in the long run. This change might lessen the need for unskilled workers, but it can also open doors for more skilled positions.

"This is the age of disruptive technology. Previously you could use the same machinery for ten years. Now machinery gets outdated in as little time as two years. So, we are constantly upgrading and automating our factories. Bangladeshi factories are more readily adaptable to newer technology; we are more accepting," said Syed M Sajjad.

### Sustainable and ethical production

As consumers and regulatory bodies like the EU increasingly push for eco-friendly and ethically produced clothing, sustainability presents a fresh opportunity for gaining a competitive edge.

Bangladesh, has a notable presence of LEED-certified green factories. "Out of the 100 top green factories in the world, we have around 70, which is a big deal. We are very transparent and very compliant, unlike competitors like India or China. We are very transparent about how we treat our employees and what we pay them," said Syed M Sajjad.

Bangladesh can further enhance its sustainable practices, such as water recycling, embracing renewable energy, and promoting circular fashion initiatives. Experts believe these initiatives resonate with mindful shoppers and enable brands to set higher price points.

One of Bangladesh's biggest markets, the European Union is gradually trying to decrease resource extraction, so they are moving away from fast fashion, which Bangladesh RMG specializes in. "To maintain their hold on the European market, where around 40% of our garment exports go, Bangladesh can import old clothes from Europe that have gone through the first couple of stages of recycling. Then we can finish the product here and ship it back over, adding value, said Ferdaus Ara Begum.

### Leveraging geopolitics

A lot of clients are taking their business away from China due to their trade war with the US and some internal issues. So, Bangladesh can become a viable option for these buyers. "As many buyers are looking to move away from China and don't consider countries like Pakistan and Myanmar a good option due to their political instability, we could potentially attract these customers," explained Syed M Sajjad.

On top of that, Bangladesh has a significant number of factories with huge capacity, which only a few countries have; this can certainly be an advantage, as buyers moving away from other countries would need big orders completed pronto.

According to Sajjad, in many countries, factories with 300-500 workers are considered big. On the other hand, some factories in Bangladesh even have up to 15,000 workers. Which gives us the ability to complete big-volume orders in a short time.

### Pushing back

Buyers in important export regions, especially in Europe and North America, are placing greater emphasis on ethical sourcing.

In this situation, brands hold an important position. Advocates for labour rights contend that companies need to modify their buying habits to guarantee just compensation for employees. Yet, numerous buyers are hesitant to accept increased prices, adding to the complexity of the wage discussion.

After the Rana Plaza tragedy, Bangladeshi RMG factories have undergone a major transformation, markedly improving working conditions and safety standards. This has required a significant number of resources, yet buyers are still only willing to pay the previous amount.

"Our factories are now five-star, but buyers are paying one-star prices. So, garment owners need to come together and demand fair prices. We also need to push so that other countries are held to the same compliance standards we are held to," concluded Sajjad.

শোভন কাজ

যুগান্তর
সোমবার ৯ ডিসেম্বর ২০২৪
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের প্রভাব

# চাকরি হারাতে পারে ১৮ লাখ মানুষ

**বিআইডিএস'র গবেষণা**

সম্ভাবনাও আছে অনেক

পোশাকশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ কমছে

এলডিসি উত্তরণে চ্যালেঞ্জে পড়বে তৈরি পোশাক খাত

যুগান্তর প্রতিবেদন

বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি হলে প্রায় ১৮ লাখ মানুষ চাকরিহারা হতে পারেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) একটি গবেষণায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত বিআইডিএস-এর বার্ষিক গবেষণা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'প্রযুক্তি, সাপ্লাই চেইন এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান' শীর্ষক অধিবেশনে এ গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদ জহির। গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বিআইডিএস-এর গবেষণা সহযোগী ফারহিন ইসলাম। সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন, গবেষক ড. মনজুর হোসেন, ড. কাজী ইকবাল এবং জায়েদ বিন সত্তারও পৃথক গবেষণাপত্র তুলে ধরেন এবং বক্তব্য দেন। এ সময় অপর এক গবেষণায় বলা হয়, দেশের তৈরি পোশাক খাতে নারীর অংশগ্রহণ কমছে। ২০১৪ সালে দেশের এ খাতের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৫৬ শতাংশ। ২০২৩ সালে সেটি নেমে এসেছে ৫৩ শতাংশে।

বিআইডিএস-এর গবেষণা সহযোগী ফারহিন ইসলাম জানান, প্রযুক্তির উন্নয়ন হলে শুধু তৈরি পোশাক খাতে ১০ লাখ মানুষের চাকরি হারানোর আশঙ্কা করা হয়েছে। গবেষণায় আরও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন: অ-ধাতু, খাদ্যপণ্য, চামড়া ও চামড়াসামগ্রী, ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্লাস্টিক ও রাবারশিল্প। সলো গ্রোথ মডেল ব্যবহার করে ফারহিন ইসলাম দেখান, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়লে বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে ১৮ লাখ কর্মীর কাজ চলে যেতে পারে। তবে শুধু তৈরি পোশাক খাতই নয়, কোন খাতে এবং কোন এলাকায় কত-মানুষের কাজ চলে যেতে পারে, এরও সম্ভাব্য হিসাব দেওয়া হয় এই গবেষণাপত্রে। কর্মসংস্থান হ্রাসের এ হিসাব করা হয়েছে উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ধ্রুব রেখে। বলা হয়েছে, এ খাতের ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নতুন যত কর্মসংস্থান হবে, তা ছাঁটাইয়ের চেয়ে বেশি। ফারহিন আরও বলেন, ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলে উৎপাদন খাতে ২০ লাখ কর্মসংস্থান হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কাগজের পণ্য, কোক, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, খনিজ পণ্য এবং কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স নির্মাণ খাতে চাকরি বৃদ্ধি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফারহিন ইসলাম আরও বলেন, যেসব খাতে প্রযুক্তি ব্যবহার হবে মানবশ্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে, সেসব খাতে ছাঁটাই হবে কম। আর যেখানে মানবশ্রমের বিকল্প হিসাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হবে, সেখানে ছাঁটাই হবে বেশি। যতটা বেকারত্ব আমরা অনুমান করেছি, তা শ্রম প্রতিস্থাপনকারী প্রযুক্তির চেয়ে শ্রম-বর্ধনকারী প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক কম হবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমশক্তির উন্নয়ন জরুরি বলে মনে করেন তিনি। ফারহিন আরও বলেন, তবে যদি আমরা শ্রমশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে পারি, তবে আমরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারব। সেই সঙ্গে চাকরি বজায় রাখতে পারব। সরকারকে শ্রমশক্তি উন্নয়নের জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে, প্রযুক্তি গ্রহণের সময় তার সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ড. বিনায়ক সেন বলেন, প্রযুক্তির প্রভাব কীভাবে লিঙ্গভিত্তিক কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলতে পারে, সেটিও গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত।

অপর এক অধিবেশনে 'টেকনোলজি আপগ্রেডেশন ইন আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. কাজী ইকবাল। তিনি বলেন, দেশের তৈরি পোশাক খাতে নারীর অংশগ্রহণ কমছে। ২০১৪ সালে দেশের এ খাতের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৫৬ শতাংশ। ২০২৩ সালে সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩ শতাংশে। গবেষণায় দেখা যায়, ১০ বছরে তৈরি পোশাক খাতের বেশির ভাগ উপখাতে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। এ খাতের আটটি উপখাতের মধ্যে ছয়টিতেই কমেছে নারীর অংশগ্রহণ। কাজী ইকবাল দেখিয়েছেন, ১০ বছরে তৈরি পোশাকের উপখাতগুলোর মধ্যে শুধু হোম টেক্সটাইল ও ওভেন খাতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। বাকি ছয়টি খাত অর্থাৎ নিট লিনজারি, ডেনিম ট্রাউজার, সোয়েটার, টি-শার্ট, জ্যাকেট, ওভেন ট্রাউজার ও ওভেন শার্টে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ কমেছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে জ্যাকেটে। এই উপখাতে ২০১৪ সালে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল ৬৩ দশমিক ১৩ শতাংশ; ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ২২ শতাংশে। উপস্থাপনায় বলা হয়, তৈরি পোশাক খাত গত ১০ বছরে অনেক বেশি পুঁজিঘন হয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রমিকপ্রতি যন্ত্রের সংখ্যা কমেছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে মেশিন অপারেটর ও হেলপারদের ওপর। সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বেড়েছে। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা কমার সঙ্গে যে আরেকটি পরিবর্তন গত ১০ বছরে হয়েছে, তা হলো উৎপাদন খাতে প্রযুক্তি জানা মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে। এই খাতে বিএসসি ও ডিপ্লোমা টেক্সটাইল প্রকৌশলী বেড়েছে। কিন্তু টেক্সটাইল প্রকৌশলে নারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এছাড়া বিএসসি শিল্প প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা শিল্প প্রকৌশলীর সংখ্যা বেড়েছে। ডিপ্লোমা শিল্প প্রকৌশলীর পেশা তুলনামূলকভাবে নতুন। তবে এ খাতে সম্প্রতি কয়েক বছরে নারীরা এসেছেন। এ খাত গত ১০ বছরে অনেক বড় হয়েছে বলে নন-টেকনিক্যাল মানুষের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে, যা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গবেষণা সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, এই যে প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে, এর সামাজিক প্রভাব আছে। বিষয়টি কি একেবারে বাজারের হাতে দেওয়া হবে, নাকি এখানে নারীদের অংশগ্রহণের হার বজায় রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে কাজী ইকবাল বলেন, নারীরা কোথায় কোথায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে সমস্যার মুখে পড়ছেন, তা চিহ্নিত করে তাদের নতুন দক্ষতা শেখানো দরকার। তাহলে নারীদের এই ঝরে পড়ার হার রোধ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ড. মঞ্জুর হোসেন বলেন, দেশে এ মুহূর্তে প্রযুক্তির কারণে বড় ধরনের ছাঁটাই হচ্ছে, তা নয়। এর প্রভাব আছে। চীনের একটি গবেষণার তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, চীনে প্রযুক্তির কারণে ৩ শতাংশ ছাঁটাই হলেও ২ শতাংশ নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া সবখানেই থাকবে। ফলে দরকার হচ্ছে, নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা বা তাদের নতুন দক্ষতা শেখানো এবং প্রয়োজনবোধে নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া।

অপর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত, যা দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এলডিসি (স্বল্পোন্নত) উত্তরণের পর গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে চলেছে। বিশেষ করে সরবরাহ চেইন ঠিক রাখাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেবে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই সমাধানের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এটি উপস্থাপন করেন বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. মনজুর হোসেন। সেখানে আগামী দিনে আরএমজি শিল্পের যে চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে হবে, তা তুলে ধরা হয়। গবেষণাটি তৈরিতে সহযোগী ছিলেন বিআইডিএস-এর গবেষণা ফেলো তাহরীন তাহরিমা চৌধুরী এবং গবেষণা সহায়ক মো. নাদিম উদ্দিন। গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের জন্য এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী সবচেয়ে বড় উদ্বেগের একটি বিষয় হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ডিউটি-ফ্রি, কোটাহীন সুবিধা হারানো। ২০২৬ সালের পর বাংলাদেশ আর বড় বড় উন্নত দেশের বাজারে ডিউটি-ফ্রি সুবিধা পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে যেখানে পোশাক, কাপড় এবং আধা প্রস্তুত পণ্যের ওপর ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপিত হতে পারে। এই সুবিধাগুলোর অবসান এবং এলডিসির জন্য বিশেষ সুবিধা হারানোর কারণে আরএমজি খাতের রপ্তানি আয় প্রায় ১০ দশমিক ৮ শতাংশ হ্রাস পাবে, যা ২০৩১ সাল নাগাদ হতে পারে। গবেষণাটি আরও সতর্ক করে দিয়েছে যে, উন্নত দেশগুলো শুল্ক আরোপ করলে বাংলাদেশের জিডিপিতে শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ হ্রাস হতে পারে। আরএমজি খাতের রপ্তানি প্রায় ১৪ শতাংশ কমে যেতে পারে, যা দেশের মোট রপ্তানি আয় বর্তমানে ৮৪ শতাংশ। বাংলাদেশের কাঁচামালের ওপর নির্ভরতার বিষয়ে গবেষণায় বলা হয়েছে, ২১ শতাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেশীয় বাজার থেকে সস্তা এবং ভালো মানের কাঁচামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছে। এছাড়াও তারা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই ট্রেড ফেয়ার এবং সরাসরি অর্ডারের মাধ্যমে তাদের বাজারে প্রবৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা করছে। গবেষণায় পোস্ট প্রোডাকশন পর্যায়েও বড় চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত, শিপমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাস্তার অবকাঠামো সমস্যা, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে অদক্ষতা এবং বন্দরের কার্যক্রমে দেরি হওয়ায় বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। চট্টগ্রাম বন্দর, বিশেষত এশিয়ার সবচেয়ে অকার্যকর কনটেইনার হ্যান্ডলিং বন্দর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, যা রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করছে।

গবেষণা সম্মেলনে দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্যপণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা, চালের বাজার এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়।

প্রথম আলো • সোমবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪

# পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিক কমেছে

**বিআইডিএসের সম্মেলনে তথ্য**

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম কর্ম অধিবেশনে বলা হয়, পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমলেও প্রযুক্তি জানা মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দেশের তৈরি পোশাক খাতে নারীর অংশগ্রহণ কমছে। ২০১৪ সালে এই খাতের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৫৬ শতাংশ। ২০২৩ সালে তা কমে ৫৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত চার দিনব্যাপী গবেষণা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। অধিবেশনে এক উপস্থাপনায় বলা হয়, গত ১০ বছরে তৈরি পোশাক খাতের বেশির ভাগ উপখাতে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। এই খাতের আটটি উপখাতের মধ্যে ছয়টিতে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে, বেড়েছে মাত্র দুটিতে।

'তৈরি পোশাক খাতের প্রযুক্তির আধুনিকায়ন' শীর্ষক উপস্থাপনায় বিআইডিএসের গবেষক কাজী ইকবাল জানান, গত ১০ বছরে তৈরি পোশাকের উপখাতগুলোর মধ্যে শুধু হোম টেক্সটাইল ও ওভেন খাতের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। বাকি ছয়টি উপখাতের মধ্যে ডেনিম ট্রাউজার, সোয়েটার, টি-শার্ট, জ্যাকেট, ওভেন ট্রাউজার ও ওভেন শার্টে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ কমেছে। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কমেছে জ্যাকেটে। এই উপখাতে ২০১৪ সালে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল ৬৩ দশমিক ১৩ শতাংশ, ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ২২ শতাংশ। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ বা ইআরজির নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদ জহির। উপস্থিত ছিলেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন।

> প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে, এর একটি সামাজিক প্রভাব রয়েছে।
>
> **বিনায়ক সেন**, মহাপরিচালক, বিআইডিএস

উপস্থাপনায় বলা হয়, তৈরি পোশাক খাত গত ১০ বছরে অনেক বেশি পুঁজিঘন হয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রমিকপ্রতি যন্ত্রের সংখ্যা কমেছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে মেশিন অপারেটর ও হেলপারদের ওপর। তবে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বেড়েছে।

পোশাক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ার পাশাপাশি গত ১০ বছরে এ খাতে উল্লেখযোগ্য আরেকটি পরিবর্তন হয়েছে, সেটি হলো প্রযুক্তি জানা মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে। ফলে এই খাতে বিএসসি ও ডিপ্লোমা টেক্সটাইল প্রকৌশলীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু টেক্সটাইল প্রকৌশলে নারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ ছাড়া বিএসসি শিল্প প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা শিল্প প্রকৌশলীর সংখ্যা বেড়েছে। ডিপ্লোমা শিল্প প্রকৌশলীর পেশা তুলনামূলকভাবে নতুন। তবে এই খাতে গত কয়েক বছরে নারীরাও যুক্ত হচ্ছেন। এই খাত গত ১০ বছরে অনেক বড় হয়েছে বলে নন-টেকনিক্যাল মানুষের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে—নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

কর্ম অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে, এর একটি সামাজিক প্রভাব রয়েছে। তাই বিষয়টি একেবারে বাজারের হাতে দেওয়া হবে নাকি এখানে নারীদের অংশগ্রহণের হার বজায় রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিনায়ক সেনের এই প্রশ্নের জবাবে কাজী ইকবাল বলেন, নারীরা কোথায় কোথায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে সমস্যার মুখে পড়ছেন, তা চিহ্নিত করে তাঁদের নতুন দক্ষতা শেখানো দরকার। তাহলে নারীর এই ঝরে পড়ার হার রোধ করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে বিআইডিএসের গবেষক মঞ্জুর আহমেদ বলেন, দেশে এই মুহূর্তে প্রযুক্তির কারণে বড় ধরনের ছাঁটাই হচ্ছে, তা নয়। তবে এর প্রভাব রয়েছে। চীনের একটি গবেষণার তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, চীনে প্রযুক্তির কারণে ৩ শতাংশ ছাঁটাই হলেও ২ শতাংশ নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সবখানেই থাকবে। ফলে এ ক্ষেত্রে দরকার নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা বা তাঁদের নতুন দক্ষতা শেখানো এবং প্রয়োজনবোধে নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া।

### প্রযুক্তির উন্নয়নে কত মানুষ কাজ হারাবে

সকালের অধিবেশনে আরেকটি গবেষণাপত্র ছিল উৎপাদন খাতে প্রযুক্তির উন্নয়নের প্রভাব নিয়ে। তাতে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বিআইডিএসের গবেষণা সহযোগী ফারহিন ইসলাম। উৎপাদন খাতে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়লে কর্মসংস্থানে কী প্রভাব পড়ছে, তার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন তিনি।

সলো গ্রোথ মডেল ব্যবহার করে ফারহিন ইসলাম দেখান, প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়লে বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে ১৮ লাখ কর্মীর কাজ চলে যেতে পারে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে। এই খাতে ১০ লাখ মানুষের কাজ চলে যেতে পারে।

কর্মসংস্থান হ্রাসের এই হিসাব করা হয়েছে উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ধ্রুব রেখে। এই খাতের ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নতুন যত কর্মসংস্থান হবে, তা ছাঁটাইয়ের চেয়ে বেশি। ফারহিন আরও বলেন, ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলে উৎপাদন খাতে ২০ লাখ কর্মসংস্থান হবে।

THE FINANCIAL EXPRESS Wednesday • December 11, 2024

# US stresses labour law reforms, BD seeks fair prices

**FE REPORT**

The US Trade Representative (USTR) on Tuesday stressed labour law reforms as well as lowering the threshold requirement for trade union registration and bilateral trade between the two countries.

On the other hand, Bangladeshi apparel makers pressed for fair prices of locally-made readymade garments, duty benefits for exporting clothes made of US cotton, and funds for small and medium manufacturing units.

The issues were discussed when Assistant US Trade Representative for South and Central Asia Brendan Lynch and Trade Policy Analyst for South and Central Asia Emily Ashby met Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Administrator Anwar Hossain in a city hotel.

BGMEA former president Faruque Hassan, former senior vice president Abdullah Hil Rakib, and support committee members Inamul Haq Khan Bablu, Asif Ashraf, and ANM Saifuddin, among others, were present at the meeting.

When asked, BGMEA former president Hassan said manufacturers had informed the delegation of the law amendment progress. He said they could not specify the possible amendments, but ensured those would further benefit workers.

He, however, said they had reiterated the demand for duty benefits for exporting garments, made of American cotton, to the US.

"We have sought their support to ensure fair apparel prices so that buyers raise prices taking into account the latest annual wage hike," Hassan told The Financial Express after the meeting.

He said they had also sought support to ensure funds for small and medium factories. "These units need financial support the most, but they do not get it, unfortunately."

The meeting focused on key issues of bilateral trade, with a particular emphasis on the US-Bangladesh Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA).

During the meeting, the BGMEA administrator provided an overview of the remarkable progress made by Bangladesh's ready-made garment industry in recent years, highlighting the progress made in the areas of workplace safety, workers' rights, labour law reforms, and environmental sustainability.

The meeting underscored the importance of productive dialogue through TICFA to further enhance bilateral trade and investment opportunities.

*Munni_fe@yahoo.com*

THE FINANCIAL EXPRESS December 9, 2024

# Trade bodies discuss business situation, industry safety

The business leaders strongly urged the government to take immediate action to facilitate the economic growth, maintain a stable law-and-order situation in industrial areas, and ensure the safety and security of all factories, including those in the garment sector, reports BSS.

The business leaders made the comments while speaking at a meeting at the BGMEA Complex in the capital on Saturday.

The meeting was chaired by BGMEA Administrator Md Anwar Hossain and attended by leaders from major trade associations, as well as key BGMEA leaders. They also discussed current business situation in the country and emphasized that maintaining a secure environment is essential for safeguarding employment opportunities and sustaining economic development.

The primary focus of the meeting was on the challenges facing all industrial sectors, with particular emphasis on the garment industry.

The participants discussed pressing issues such as safety and security in industrial areas, the ongoing shortage of gas supply, and banking-related difficulties affecting businesses, said

a BGMEA press release.

One of the key points of discussion was the safety issue of factories across.

The meeting also discussed concerns regarding a new policy by Bangladesh Bank on defaulted loans, which business leaders said might impact the private sector. They argued that the policy, set to take effect in April 2024, could disrupt investment and negatively affect employment in the country.

The business community agreed to conduct a sector-wise study to assess the potential impact of the policy on various industries.

The issue of Bangladesh's upcoming graduation from Least Developed Country (LDC) status in 2026 was also discussed in details. The leaders pointed out that Bangladesh stands to lose important trade benefits and other advantages upon leaving the LDC list, which could affect its competitiveness in the global market.

Given the current state of Bangladesh's industrial and economic situation, the business community recommended extension of transition period for the LDC graduation by 3-6 years to allow the country sufficient time to better prepare for the challenges ahead.

Tapan Chowdhury, Managing Director of Square Pharmaceuticals; Md. Hafizur Rahman, Administrator, FBCCI; Ardashir Kabir, President, BEF; Anwar Ul Alam Chowdhury (Parvez), President, BCI; Mohammad Hatem, President, BKMEA; Showkat Aziz Russell, President, BTMA; Kamran T. Rahman, President, MCCI; Md. Shahriar, President, BGAPMEA; Osama Taseer, Past President, DCCI; Shams Mahmud, Member of BGMEA Support Committee; Abrar H Sayem, President, BAYLA; and Hasin Arman, 1st Vice President, BAYLA were present.

THE FINANCIAL EXPRESS December 12, 2024

# RMG workers demand 15pc annual increment

## 25 garment factories suspend operation

**FE REPORT**

At least 25 garment factories in the industrial belt in Ashulia suspended operation on Wednesday as workers staged a work stoppage, rejecting the government's latest announcement of 9 per cent annual increment.

On Monday, the labour and employment ministry made the announcement raising the garment workers' annual wage to 9 per cent from the existing 5 per cent effective from this month.

Workers of the 25 units, including Hamim Group, Sharmin Group, Medlar Group, Next Collection, Al Muslim, and Setara Group, gathered in the morning to press home a set of demands, including a 15 per cent annual increment and a monthly wage of Tk 25,000.

Due to workers' protest, some of the factories announced closure of their units under Section 13(1) of the Labor Law while a few others announced holiday.

Additional police and military personnel were deployed in key points of the industrial area to avoid any untoward eventualities.

*Munni_fe@yahoo.com*

MONDAY DECEMBER 9, 2024
AGRAHAYAN 24, 1431 BS
The Daily Star

# Female workforce in garment industry slips to 53%

**MAJOR FINDINGS**

- Major expansion took place in the last 10yrs
- Capabilities of firms have increased in the last 10yrs
- Product diversification is low
- Use of software has increased
- No of labour per machine has fallen, particularly for operators, helpers
- Industry has become more capital intensive

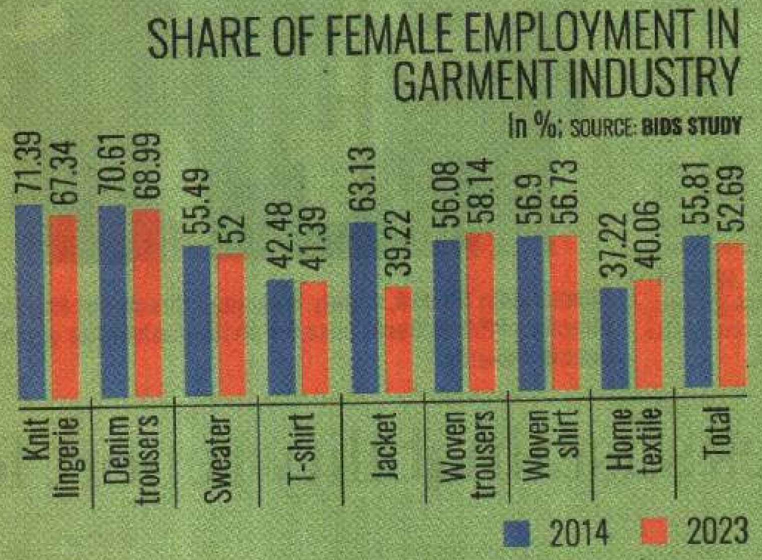


STAR BUSINESS REPORT

The share of women working in Bangladesh's garment industry decreased over the past decade, with female participation falling to 53 percent in 2023 from 56 percent in 2014, according to a recent study.

It attributed the changes in the distribution of female workers across different segments of the country's main export earning sector to their increased presence in home textile and woven industries.

However, there was a significant decline in the female participation rate in jacket-making industries, it added.

Kazi Iqbal, research director of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), shared these findings at an annual development conference organised by BIDS at the Lakeshore Hotel in Dhaka yesterday.

The study, titled "Technology Upgradation of the RMG Industries in Bangladesh", noted that women made up more than 80 percent of the garment sector's workforce during its initial development.

Although this trend prevailed for many years, female participation in garment industries started declining amid a growing reluctance to engage in laborious factory work.

The study also found that second-generation workers are less interested in joining the garments sector.

Besides, the overall number of garment workers decreased over time as professions such as machine operators and their helpers have become obsolete thanks to mechanisation.

On the other hand, the number of factory supervisors and management personnel remained mostly unchanged.

Furthermore, the study informed that an average of between 4.13 and 2.15 workers lost their jobs for each $1 million spent on purchasing new equipment.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Female workforce in garment industry slips

But although modern technology enabling automation is displacing labour, such innovations are creating new opportunities for employment, the study said.

Additionally, the study pointed out that the growing capabilities of local firms propelled automation in recent years, reducing the need for labourers to operate machinery.

There was also evidence that the reduction in female participation could have resulted from gender-biased technological transitions for occupations like machine operators.

Moderated by Sajjad Zohir, executive director of the Economic Research Group, a total of four studies were shared at the session.

Presenting a paper on "Supply Chain Dynamics for Sustainable RMG Growth in Bangladesh", BIDS Research Director Monzur Hossain said the European Union (EU) offers tariff protection for least developed countries (LDC) following their graduation to developing country status.

This includes import subsidies of about 4 percent for fabrics, 8 percent for semi-finished garments and 12 percent for clothing sourced from "Most-Favoured Nations".

In the post-LDC era, Bangladesh may face tariffs as high as 9.6 percent on exports to the EU, he added.

The study also said Bangladesh may lose 10.8 percent of its garment exports by 2031 due to the elimination of export subsidies following LDC graduation.

This potential loss of export earnings could range from 7 percent to 14 percent in major markets.

For the 9.6 percent tariff in the EU, the production of textiles and apparel items for the trade bloc may decline by about 6.1 percent. So, it is possible that Bangladesh's negative trade balance with the EU could widen, thereby impacting its gross domestic product (GDP).

As such, the country's real GDP could contract by about 0.38 percent if developed countries start imposing tariffs, it added. This loss of duty benefits could slash Bangladesh's total exports by about 6 percent while the apparel sector will likely witness a 14 percent decline.

A study titled "Structural Changes in Industrial Sector of Bangladesh: 2012 to 2019", presented by BIDS Research Associate Jayed Bin Satter, said female participation has also dropped in the manufacturing sector.

Similarly, the overall share of female business leaders fell, mostly driven by their exit from the garment sector, it added.

Presenting a study on "The State of the Manufacturing Workers in Bangladesh", BIDS Research Associate Farhin Islam said significant intergenerational effects on workers' education were observed.

While there is a tendency for real wages to remain flat, collective bargaining has a significant impact on raising wages, improving other benefits and enhancing working conditions.

Trade unionisation significantly enhances women's family decision-making power through stronger collective bargaining and advocacy whereas factory-level unions lack sufficient influence on women empowerment.

The poverty rate among garment workers is significantly lower than that of workers in non-garment sectors and other domestic industries with more stringent compliance requirements.

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 14.12.2024

# 78 detained Bangladeshi fishermen await Indian govt nod for repatriation

DIPLOMACY - DHAKA

**TBS REPORT**

The 78 Bangladeshi fishermen apprehended by the Indian Coast Guard on 9 December for allegedly entering the Indian waters are waiting for a green signal from the government of India to be repatriated.

The Indian government is, however, believed to be delaying its nod as it would like to use this as a bargaining chip for the release of 95 Indian fishermen currently in Bangladeshi jail, reports Telegraph India.

For the last three days, the detained fishermen have been staying in Paradip of India's Odisha. Quoting sources, the newspaper reported that the delay in their release was on account of the Indian government's insistence on the release of Indian fishermen arrested by the Bangladeshi authorities.

The arrested Indian fishermen have been in Bangladesh jails since October.

Meanwhile, the local Paradip police gave the Bangladeshi fishermen the necessary clearance, following the legal procedure, such as verifying their identity cards and other documents to ascertain their credentials.

The 78 Bangladeshi fishermen were apprehended by the Indian Coast Guard on 9 December around 145 nautical miles away from Paradip while netting the fish, Paradip Deputy Superintendent of Police Santosh Jena told Telegraph India.

The fishermen were intercepted onboard two vessels, FV Laila-2 and FV Meghna-5, near the International Maritime Boundary Line (IMBL) during a routine surveillance. Around 160 tonnes of fish were seized from the two trawlers, said Indian sources.

"Though it has been decided to repatriate the Bangladeshi nationals, it has not been decided when they will be taken to the IMBL border and released," said a senior official.

Now, the Indian Coast Guard will take a call on the issue after remaining in touch with the Ministry of External Affairs, the official added.

NEW AGE MONDAY, DECEMBER 9, 2024,

# RMG makers facing banking challenges: study

Staff Correspondent

Bangladesh Institute of Development Studies research directors Monzur Hossain, Kazi Iqbal and Economic Research Group executive director Sajjad Zohir, among others, are present at the Annual BIDS Conference on Development 2024 at the Lakeshore Hotel in Dhaka on Sunday. — Press release

THE country's apparel makers are facing significant challenges in banking processes, particularly with issues related to raw material imports and export proceeds receipts, according to a study.

The most pressing concerns include delays in opening letters of credit, high bank charges and payment receipt delays, which are disrupting trade operations, Bangladesh Institute of Development Studies research director Monzur Hossain said while releasing the study.

The study findings presented on the second day of the four-day Annual BIDS Conference on Development 2024 at the Lakeshore Hotel on Sunday.

It showed that a staggering 40 per cent of surveyed firms reported delays in opening LCs as key bottleneck, hampering supply chains.

Three per cent of them faced difficulties in opening LCs due to the dollar crisis.

Sixteen per cent of respondents expressed concerns over delays in receiving payments, which impacted their cash flow and operational continuity.

Thirteen per cent reported that higher charges were adding to operational costs.

The study 'Supply chain dynamics for sustainable RMG growth in Bangladesh' conducted on 63 medium and large garment factories revealed that on average 38 per cent of the firms sourced raw materials such as yarn, fabric, chemicals, trims and accessories domestically.

Another 24 per cent relied on intermediaries or third parties for international sourcing, while the remaining 38 per cent directly sourced from international markets, the study found.

In terms of recommendations, 46 per cent of respondents suggested reducing bank transaction costs or charges, while 22 cent called for the use of TT payments.

Other recommendations included establishing precise exchange rates for the dollar, standardising LC charges across banks, reducing taxes and adopting advanced technologies.

Some also stressed the importance of increasing domestic sourcing to avoid banking complications.

Monzur highlighted the challenges faced in timely sourcing of raw materials from foreign suppliers.

He suggested that direct marketing and eliminating intermediaries could help improve supply chain efficiency by meeting lead times, avoiding air shipments and preventing order cancellations.

Addressing the impact of Bangladesh's post-LDC graduation, Monzur said that the country would lose its duty-free market access to developed markets, including the European Union.

Citing the reference of previous studies, he said that Bangladesh's RMG exports could face duties ranging from 7 per cent to 14 per cent, and the sector could see a decline of 10.8 per cent in exports by 2031.

The total exports might decrease by 6 per cent, it mentioned.

The study suggested strengthening backward linkages by expanding fabric production capacity, which would enhance the competitiveness of the RMG sector.

BIDS research director Kazi Iqbal also presented findings from a study titled 'Technology upgradation of the RMG industries in Bangladesh', which examined eight products, 36 processes and 136 sub-processes across 43 firms.

The study revealed that as the industry became more capital-intensive, the number of factory workers per machine had decreased over time, particularly affecting machine operators and helpers.

The last decade saw significant capacity expansion, along with a rise in technical professionals, including BSC and Diploma textile and industrial engineers, it found.

The study said that there was also an increase in the use of software, direct exports and certification, reflecting improved firm capabilities.

Investment in research and development has been higher for certain products such as home textiles, lingerie, sweaters, woven shirts, and trousers. Productivity has increased across various sub-processes, with the highest gains in jackets, home textiles and lingerie, the study mentioned.

The study also said that the share of female workers in the labour force decreased from 56 per cent in 2014 to 53 per cent in 2023, with a significant drop in the jacket sector.

The study also noted that higher capital intensity had both displaced and reinstated workers.

Another study presented at the conference found that a 50-per cent increase in the adoption of advanced technologies, such as automation, could lead to the elimination of 17.57 lakh manufacturing jobs in Bangladesh.

The study 'How would technological progress impact employment in the manufacturing sector of Bangladesh? An empirical projection' analysed the potential impact of technological advancements on the country's labour force, estimating job losses under three scenarios: a 15-per cent increase in technological efficiency, a 30-per cent enhancement and a 50-per cent adoption of advanced technologies.

The findings painted a stark picture of the challenges ahead for apparel and textile workers in the face of rapid automation and innovation.

The study identified apparel sector as the most affected sector.

It projected potential job losses of 2.55 lakh at a 15-per cent productivity increase, rising to 6.51 lakh for a 50-per cent increase in the apparel sector.

According to the study jointly presented by Dhaka University economics department

THE FINANCIAL EXPRESS December 12, 2024

# RMG sector cuts dependence on buying houses with better products and direct brand connections: Study

MONIRA MUNNI

The dependency of the country's readymade garment (RMG) sector on buying houses has marked a significant decrease over the last decade mainly due to its enhanced capacity of product development, improved marketing strategy and direct communication with big brands and buyers.

A recent study conducted by Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) reveals that the share of exports thorough buying houses dropped to 38 per cent in 2023 which was 51 per cent in 2014.

On the other hand, direct exports from surveyed garment factories to buyers rose to 52 per cent in 2023 compared to 38 per cent in 2014, according to the study.

BIDS Research Director Kazi Iqbal shared the findings of the study titled 'Technology Upgradation of the RMG Industries in Bangladesh' on Monday during the four-day BIDS annual conference held in the city.

The study was conducted on eight types of products -- knit-lingerie, denim trouser, sweater, T-shirt, jacket, woven trouser, woven shirt and home textile, 36 processes and 136 sub-processes from 43 firms.

The total export value of the 43 units was US $645 million in 2014 which in 2023 stood at $1.03 billion.

The number of buyers of these surveyed units has also increased, with each firm shipping goods to 17 buyers on average last year, compared to 11 in 2014, the study shows.

The study highlighted significant capacity expansion in the surveyed firms over the past decade. There is evidence of enhanced capabilities in recent years through a rise in technical professionals like graduate and diploma textile and industrial engineers, increased use of software, direct exports and certification.

Investment in research and development has been higher in some products like home textiles, lingerie, sweaters, woven shirts and woven trousers.

Sub-process wise productivity has also increased and this is higher for jackets, home textile and lingerie.

When asked, Abdullah Hil Rakib, former vice-president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), noted that factories have significantly enhanced their capacities in direct marketing and product development over the years while many retailers and brands have set up their own offices here in Dhaka resulting in a decline in dependency on buying houses.

Besides, there are also a good number of factories that have offices outside the country like in New York and Europe where they have their own designers who show products directly to the buyers, he said.

Mr Rakib, managing director of Team Group, has a buying house with offices in five countries having designers in three offices. His buying house annually trades $370 million worth of garments from the country for 42 global customers.

It provides services like quality control, merchandising, ethical audits, inspections, laboratory testing, and production supervision for customers, he said.

Some 30 to 35 buyers and brands have local office here in the country that source large volumes of garments while smaller buyers without local offices continue to source products through third parties or agents or buying houses, he noted.

Local factories still need the basic supports of buying houses as they are yet to develop their own design capacity, he added.

Talking to the FE, Kazi Iftekhar Hossain, former president of Bangladesh Garment Buying House Association, disagreed with the view that dependency on buying houses has declined.

The number of such houses and their expertise has, in fact, increased while capacity of local factories has not improved accordingly, he said.

Some 2,100 buying houses contribute approximately $8 billion to the country's total RMG exports while 11 major retailers that have offices in Dhaka account for a larger share worth $21 billion, he noted.

Besides, some buying houses that traded $6 million worth of garments three years back has now stood at $30 million, he added.

*munni_fe@yahoo.com*

DHAKA TUESDAY DECEMBER 10, 2024
AGRAHAYAN 25, 1431 BS
The Daily Star

# All sides for 9% raise in minimum garment wage

**A tripartite meeting yesterday settled on a 9 percent increase to the minimum wage for garment workers, according to an agreement signed by Md Sabur Hossain, increment and wage review committee chairman, as well as workers' representatives and factory owners**

STAR BUSINESS REPORT

A state-run annual increment and wage review committee yesterday recommended that the government raise the minimum wage of garment workers by 9 percent.

The workers had been seeking 10 percent to address yearly inflation in the country while staging demonstrations in August and September over an 18-point demand.

However, the garment factory owners offered 8 percent during recent tripartite meetings organised by the Ministry of Labour and Employment.

One such meeting yesterday settled on 9 percent, according to an agreement signed by the committee's Chairman Md Sabur Hossain alongside representatives of the workers and factory owners.

The labour ministry will now have to finalise the rate and issue a circular to bring it into effect.

This will enable workers to receive revised salaries based on the increment from January next year.

Other benefits will also take into account the annual increment as per the Labour Law (amended) of 2006, the agreement said.

In previous years, the increment was fixed at 5 percent.

Over 99 percent of factories under the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) have implemented the previous minimum wage, as promised by the factory owners, according to a report from the Ministry of Labour and Employment.

In late November last year, the minimum wage board finalised Tk 12,500 as the minimum monthly salary for garment workers.

According to the report, at least 2,121 factories out of 2,140 had implemented the minimum wage by October this year, with the remaining 19 yet to comply.

প্রথম আলো • বুধবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৪,

সিটি ব্যাংকের ঘোষণা

# কর্মীদের বেতন বেড়েছে ১০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে বেসরকারি সিটি ব্যাংক তাদের কর্মীদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। ব্যাংকটির কর্মীদের বেতন বাড়ছে সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত। নতুন বেতনকাঠামো গত ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে সিটি ব্যাংকের কর্মীরা গত নভেম্বর মাসের বকেয়াসহ চলতি ডিসেম্বর মাসে নতুন কাঠামোয় বেতন পাবেন। গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাংকটি এ তথ্য জানিয়েছে।

দেশের বাজারে গত আড়াই বছরে প্রায় সব ধরনের নিত্যপণ্যের দামই বেড়েছে। সর্বশেষ গত নভেম্বর মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও সে তুলনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন বাড়েনি। ফলে অনেক কর্মীই উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছেন। এ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিটি ব্যাংক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির মধ্যে সিটি ব্যাংক কর্মীদের জীবনযাত্রা সহজ করতে বেতন পুনর্গঠন করেছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪ সালের জন্য বার্ষিক বেতন ১৬২ কোটি টাকা বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। এর সঙ্গে ২০২৫ সালের বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) ও বোনাস প্রভৃতি যোগ করলে ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ কর্মীদের বার্ষিক বেতন বাবদ ব্যয় বাড়বে ৩০০ কোটি টাকা। এর ফলে আগামী বছরেই সিটি ব্যাংকের কর্মীদের মোট বেতন বছরে ১ হাজার ২১০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে।

সম্প্রতি সমমানের ব্যাংকসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে এক জরিপ করেছে সেরেব্রাস কনসালট্যান্টস লিমিটেড। ওই জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে সিটি ব্যাংক তাদের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন সমন্বয় করেছে। সিটি ব্যাংক জানায়, বাজারের সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করেছে তারা। এ জন্য যেসব কর্মীর বর্তমান বেতন বাজারের মানের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল, তাঁদের বেতন উচ্চ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সব পদে বেতন বেড়েছে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। গড় করলে বেতন বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২৩ শতাংশে। ব্যাংকের সাপোর্ট স্টাফ, আউটসোর্সিং করা স্টাফ ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া কর্মীদেরও বিশেষ বেতন বৃদ্ধির আওতায় রাখা হয়েছে।

সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার বলেন, 'বাজারের অবস্থার সঙ্গে বেতন-ভাতা সমন্বয় করে আমরা ব্যাংককে দেশের সেরা কর্মক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি।'

ব্যাংকটির এমডি ও সিইও মাসরুর আরেফিন জানান, 'ব্যাংকের মুনাফা অনেক বেড়েছে। তিনি এমডি হওয়ার আগে পরিচালন মুনাফা হয়েছিল ৬৯৯ কোটি টাকা, যা বেড়ে এ বছর ২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।'

NEW AGE

TUESDAY, DECEMBER 10, 2024, A

# RMG workers' yearly increment raised to 9pc

**Staff Correspondent**

THE annual wage increment for the country's readymade garment workers has been raised from 5 per cent to 9 per cent, effective from this month.

The garment workers would receive the increased wages starting from January 2025.

The announcement was made by labour ministry adviser M Sakhawat Hussain at a press briefing following a meeting held at his secretariat office in the city on Monday.

Factory owners and labour leaders agreed the 4-per cent rise in the annual increment amid labour unrest in the country's RMG sector.

Thousands of workers from at least half a dozen units in the Ashulia industrial belt staged a work stoppage on Tuesday at their respective factory premises or outside the gates, demanding a 15-per cent annual increment and a Tk 25,000 monthly wage.

During the press conference, the labour adviser urged everyone to remain vigilant, saying that a conspiracy was underway concerning the readymade garment sector.

The fifth meeting of the 'Minimum Wage Review and Annual Increment Hike for the RMG Sector' committee, chaired by labour ministry additional secretary Md Sabur Hossain, was attended by various members, including representatives of factory owners and workers.

Sources said that owners' representatives proposed an 8-per cent annual increment during the meeting, while workers revised their demand to 10 per cent.

As the committee could not reach a consensus after more than five hours of discussion, the committee chair, Sabur Hossain, proposed an increase of 4 per cent, resulting in a 9-per cent annual increment.

Both the owners' and workers' representatives agreed to it and signed an agreement in this regard.

At the fourth meeting, factory owners had initially proposed a 6-per cent annual increment, which was later revised to 7 per cent.

Labour leaders, who had previously demanded a 15-per cent annual wage increase, revised their proposal to 12 per cent.

Currently, the minimum wage for an entry-level garment worker is Tk 12,500, effective since December 2023, up from Tk 8,000.

সমকাল

বুধবার। ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

ইউএসটিআরের সঙ্গে বৈঠক

# শ্রমঅধিকারের অগ্রগতি তুলে ধরল বিজিএমইএ

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ইউএসটিআরের কাছে তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও শ্রমঅধিকার প্রশ্নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেছে এ বিজিএমইএ। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তির (টিকফা) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে ইউএসটিআর প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ব্রেন্ডন লিঞ্চ এবং বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষক এমিলি অ্যাশবি। অন্যদিকে খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে সংগঠনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান, সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব এবং সহায়ক কমিটির সদস্য ইনামুল হক খান বাবলু, আসিফ আশরাফ ও আ ন ম সাইফুদ্দিন।

বৈঠকে বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, শ্রমিকদের অধিকার, শ্রম আইন সংস্কার ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পের অর্জনগুলো তুলে ধরেন। পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক মান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যেন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বিকশিত হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। সভায় উভয় পক্ষই তৈরি পোশাক শিল্পকে আরও টেকসই ও শ্রমবান্ধব করার জন্য অব্যাহত সহযোগিতা ও একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেন।

DHAKA THURSDAY DECEMBER 12, 2024
AGRAHAYAN 27, 1431 BS
The Daily Star

# Over 78pc women face tech-based violence in Bangladesh

## Says study by NETZ Bangladesh

STAFF CORRESPONDENT

Over 78 percent of women in Bangladesh have experienced technology-facilitated violence against women (TF-VAW), reveals a new study by NETZ Bangladesh.

The study found that 78.4 percent of these incidents occurred on Facebook, followed by 28 percent through messaging services, like WhatsApp and Imo.

These findings were presented at a roundtable discussion, titled "Towards Safer Digital Spaces: Enhancing Legal and Policy Responses to VAWG in Bangladesh," held at The Daily Star Centre yesterday. The event was jointly organised by The Daily Star and NETZ.

As per the findings, around 50 percent of women reported avoiding online activity or hiding their identities on social media due to safety concerns. Additionally, 35 percent of women reported experiencing mental health issues as a direct result of online harassment.

The study was conducted between July and November 2023 across eight districts with a sample size of 300 respondents.

At the programme, Taherul Huq Chauhan, additional deputy inspector general of police, highlighted the risks of unregulated online behaviour.

"The current generation often seeks popularity and trends on online platforms by sharing personal activities without fully understanding the potential consequences. In some cases, this includes sharing intimate or inappropriate content, which requires greater awareness," he said.

> **Cyberbullying frequently escalates into blackmail, with perpetrators often targeting women for financial exploitation. Cyber harassment has also become a significant factor contributing to adolescent suicides. Addressing the gaps in existing laws and policies is essential to creating a safer cyberspace for everyone.**
>
> TAHERUL HUQ CHAUHAN
> Addl deputy IGP

"Cyberbullying frequently escalates into blackmail, with perpetrators often targeting women for financial exploitation. Cyber harassment has also become a significant factor contributing to adolescent suicides. Addressing the gaps in existing laws and policies is essential to creating a safer cyberspace for everyone," he added.

Abu Sayed Md Kamruzzaman, additional secretary of ICT division and director general of National Cyber Security Agency, emphasised the importance of reinforcing social values, norms, and ethical education among the younger generation.

He stated, "Parents need to be more vigilant. Under the guise of education, children are being given smartphones, but it is the parents' responsibility to monitor the apps their children use. The government cannot do this for them. A nation cannot function solely through laws; our culture must take a proactive approach rather than a reactive one."

Speaking about including internet safety lessons in textbooks, he said it is not feasible to include everything in the curriculum.

"We have drafted a Cyber Security Ordinance and submitted it to the Cabinet. This ordinance will address issues such as freedom of speech, cyberbullying, and harassment," he added.

Md Monir Hossain, additional director (deputy secretary) of Department of Women Affairs at MOWCA, said, "The advancement and widespread use of technology has made women, especially teenagers and young women, more vulnerable to threats. This is also putting pressure on their education and mental development. The responsibility does not end with just formulating laws; this law needs to be enforced. It is also necessary to make everyone aware at the community level. Steps must also be taken on how to deal with online harassment urgently."

A few students from various districts shared their community's situation regarding tackling cyberbullying.

Jinat Ara Haque, chief executive of WE CAN, said, "In our society, parents only think about the safety of their daughters, but they should also think about their sons. Because girls are not responsible for violence against women."

"In addition to adopting new technologies, it is the responsibility of the government to conduct campaigns on cybersecurity and increase awareness about helplines," she added.

Masuma Billah, programme head of the gender, justice and diversity programme at BRAC, said, "Just as parents once married off girls to secure their place in society, we are now neglecting their digital security. We are restricting girls from accessing digital spaces and tools, which is widening the digital divide. If they are not digitally empowered, they will ultimately fall behind in the job market."

Nishath Sultana, director of influencing, campaign and communication of Plan International, and Hasne Ara Begum, social development

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪,

# পোশাক খাতে এই অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে : সাখাওয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, শিল্প খাতে একধরনের অস্থিরতা চলছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে এই অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পতিত সরকার ও তাদের বন্ধুরাষ্ট্র জড়িত হয়ে কিছু সমস্যা তৈরি করছে। কিছু সমস্যা শ্রমিকেরা না বুঝে করছেন।

গতকাল বুধবার ভোটার সচেতনতা ও নাগরিক সক্রিয়তা কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত 'নাগরিক উৎসব'-এ এম সাখাওয়াত এ কথাগুলো বলেন। দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ ও সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) যৌথভাবে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মিলনায়তনে ওই উৎসবের আয়োজন করে।

সুজনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, মানুষের মধ্যে অধিকারসচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষ এখন স্বাধীনতার যে স্বাদ পাচ্ছে, তা ধরে রাখার জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

সুজন সম্পাদক ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সবার দায় আছে। এ ক্ষেত্রে দায় বেশি রাজনীতিবিদদের। তাঁরা যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন, সেগুলো বাস্তবায়ন করেননি।

DHAKA THURSDAY DECEMBER 12, 2024
AGRAHAYAN 27, 1431 BS
The Daily Star

# Bangladesh's unemployment picture is darker than it appears

## Decades-old formula conceals true state of labour market

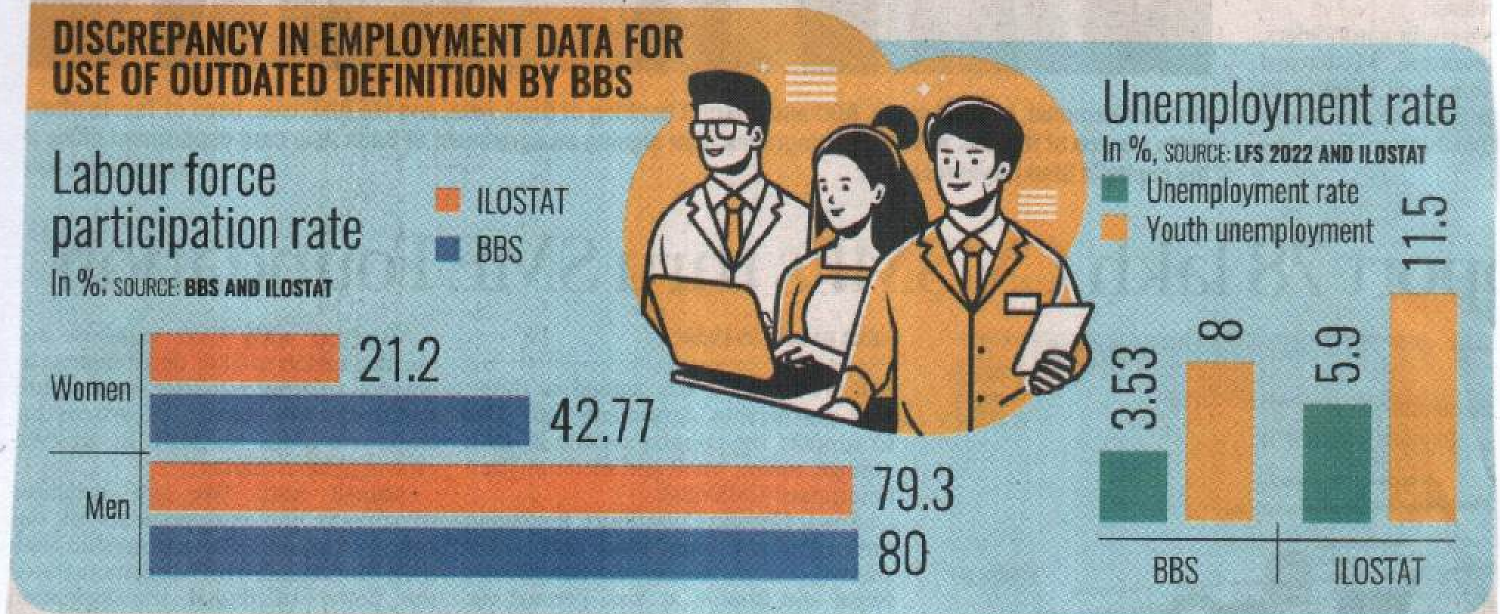


MD ASADUZ ZAMAN

The past government had been relying on international definitions and standards that are over four decades old to measure labour data, painting a rosy picture of low unemployment and an improved labour market.

While the numbers produced by the state run statistics bureau data may have conferred a favourable global ranking, experts warn that it undermines Bangladesh's overall planning and job creation efforts.

Ignoring global standards, the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) is still using the 13th International Conference of Labour Statisticians (ICLS) of 1982, rather than the latest 19th version from 2013.

The ICLS is a global standard-setting body for labour statistics, hosted by the International Labour Organization (ILO) every five years.

Most countries now use the 19th ICLS, which provides more accurate and up-to-date figures.

For instance, according to the final report of the Labour Force Survey 2022, unemployment in Bangladesh stood at 3.5 percent, or 25.8 million people, based on the 13th ICLS.

But using the 19th ICLS definition, the unemployment rate would rise to 5.9 percent.

Besides, the youth unemployment rate would rise from 8 percent to 17.7 percent if the latest standards are adopted.

The BBS also uses a different age range for youth and the working-age population than international standards.

**A BROADER DEFINITION TO DOWNPLAY UNEMPLOYMENT**

The definition used by the Bangladesh statistical agency produces a lower unemployment rate, according to a recently published white paper on the state of Bangladesh's economy.

This is because the 13th ICLS has a broader definition of employment.

For example, individuals engaged in the production of goods for their own final consumption are classified as employed under the 13th ICLS definition.

However, they are excluded from the employment definition in the 19th ICLS resolution and instead categorised as engaging in "own-use production work", separate from "employment work".

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Bangladesh's unemployment

"These discrepancies in standards and definitions have enabled the BBS to report an inflated employment rate for years, thereby downplaying the extent of the unemployment issue in the country," the paper said.

According to the paper, the reliance on outdated standards distorts the actual representation of labour and employment conditions, affecting several key indicators, including the labour force participation rate, employment rate, unemployment rate, youth unemployment, youth not in employment, education, or training (NEET) and informal employment.

"Some countries still use the 13th ICLS, but most of those countries do not have a population size like Bangladesh," said Tuomo Poutiainen, ILO country director for Bangladesh.

"Because Bangladesh' population size affects regional and sub-regional numbers and averages," he told The Daily Star.

The ILO country director said the International Labour Organization encourages the use of the 19th ICLS and is already providing technical support to the BBS to adopt it.

Not only the 19th, but the latest ICLS, the 21st, held in Geneva in 2023, focused on informal sector and informal economy data, he added.

"We encourage the BBS to also start adopting some of those relevant definitions," he said.

**IGNORING THE UPDATE MAY LEAD TO WRONG POLICIES**

Admitting the use of old data in labour force surveys, the statistics bureau said it needs time to adopt new standards.

However, experts called for the agency to shift to new standards as soon as possible.

Sayema Haque Bidisha, a professor of economics at the University of Dhaka, said the BBS should adopt the updated definition to portray the real picture. "If we ignore the updated definition, it will lead to wrong policymaking decisions."

Bidisha, also pro-vice-chancellor of Dhaka University, suggested the BBS calculate backdated data using updated definition to avoid providing misleading information.

Echoing similar sentiments, Rizwanul Islam, a former special adviser for employment at the ILO in Geneva, called for the adoption of the updated definition while maintaining data consistency.

**"These discrepancies in standards and definitions have enabled the BBS to report an inflated employment rate for years, thereby downplaying the extent of the unemployment issue in the country."**

The white paper said the 19th ICLS method makes more sense from a policymaking perspective and the BBS should follow it in the future.

Towfiqul Islam Khan, a senior research fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said, "BBS labour data is useless in terms of policy making. It doesn't reflect the real picture of the market."

He, however, expressed optimism about the BBS's step to adopt some of the 19th ICLS standards following the publication of the white paper.

"We need elaborate data on previous years, which will guide proper policy-making decisions," Khan said.

Mohammed Mizanur Rahman, director general of the BBS, said they have already inserted a new chapter in the latest final report of the LFS 2023.

Rahman said, "We have started to move to new standards gradually. It will require some time."

In reply to a query about whether the outdated definitions were employed as a political favour to the past government, he said: "We had no intention to provide any political benefits to any party. Besides, we had the ILO monitoring our previous labour data publication."

However, Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling and also a member of the white paper panel, believes there were political pressures on BBS to show positive labour market indicators.

"This might have pressured the bureau to refrain from adopting the latest definitions so that it reflects a positive picture," he told The Daily Star.

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • December 13, 2024

# USAID Thrive awards 25 factories for achievements in training female RMG workers

FE REPORT

Twenty-five factories have been awarded for significant achievements in training female garment workers through the implementation of Personal Advancement and Career Enhancement (PACE), a training initiative of the USAID's Women Thrive in Bangladesh Activity project.

The ready-made garment (RMG) factories, all suppliers to the US-based Phillips-Van Heusen (PVH) company, received Thrive Champions Awards at an event organised by the USAID Thrive project on Thursday at a hotel in the capital.

The awards ceremony alongside a suppliers' roundtable, brought together attendees to share lessons learned and best practices for implementation of the training initiative.

The event also recognised factories for their achievements in providing female RMG workers with life and professional skills.

Moreover, the training programme provided women workers with market-oriented skills, such as negotiation and communication to support career advancement while also helping them overcome social norms and gender barriers. Thrive presented these awards to not only recognise the factories' efforts in empowering women workers but also to inspire others, promote positive competition and strengthen accountability in implementing the training programme.

Blair King, deputy director of USAID's Office of Democracy, Human Rights, and Governance, was present as the chief guest at the event. Najeeb Sayed, senior director and country manager of PVH Bangladesh, and Ram Das, country director of Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Bangladesh, spoke as special guests.

Bushra Binte Baten, corporate responsibility manager at PVH; Sazzad Kamal, project management specialist at USAID; and Aamanur Rahman, chief of party for USAID Thrive project, also spoke at the event, among others.

Implemented by CARE Bangladesh, the project collaborates with PVH to empower women in the ready-made garment sector. The Thrive project also provided leadership development training for female RMG workers in PVH's supply chain factories and in the communities.

The project aims to train more than 100,000 women workers in RMG factories and adjacent communities by 2026.

*Munni_fe@yahoo.com*

রোববার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ • প্রথম আলো

# পুরুষের অংশগ্রহণে নারীর প্রতি বৈষম্য-সহিংসতা কমবে

গোলটেবিল বৈঠক

'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষ ও পরিবারের সম্পৃক্ততা' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজক প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও *প্রথম আলো*।

'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষ ও পরিবারের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) কবিতা বোস, শবনম মোস্তারী (যুগ্ম সচিব), হালিদা হানুম আখতার, শবনম মোস্তারী ও হ্যাকান অ্যারাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন। গতকাল *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতি থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা শুরু হয়। ঘরের কাজ ও সন্তানের যত্নে পুরুষ অংশ নিলে পারিবারিক বন্ধন বাড়ে। এর ফলে বৈষম্য কমে, সহিংসতাও কমে। সেই পরিবারের সন্তানও জেন্ডারভিত্তিক সমতার ধারণা নিয়ে বড় হয়। গতকাল শনিবার প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও *প্রথম আলো* আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে এ কথাগুলো বলেন বক্তারা।

'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষ ও পরিবারের সম্পৃক্ততা' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। বক্তারা আরও বলেন, সমাজে নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করলে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়।

গোলটেবিল বৈঠকে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য হালিদা হানুম আখতার বলেন, নারীর প্রতি বৈষম্যের প্রতিকার শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। এ ক্ষেত্রে পুরুষকে ভূমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে নারীর প্রতি বিভেদ সৃষ্টি এবং বিদ্বেষমূলক মনোভাব ও সহিংসতা বন্ধ হবে না। একটি পরিবারে এমন বাবা দরকার, যিনি মেয়েকে মর্যাদা দেবেন, সমানভাবে পড়াশোনা করতে দেবেন, চাকরি করতে দেবেন, এগিয়ে যেতে দেবেন।

মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব শবনম মোস্তারী বলেন, পরিবার ও সমাজে জেন্ডার-সমতা তৈরি এবং সহিংসতা নিরসনের যেকোনো কার্যক্রমে শুধু নারী নয়, পুরুষদের বেশি করে সম্পৃক্ত করা দরকার। কারণ, পুরুষদের কাছ থেকে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাদের জেন্ডার সংবেদনশীল করতে হবে। প্রত্যেককে জানাতে হবে যে পরিবারে বৈষম্য থাকলে তা শিশুর বিকাশে বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকান অ্যারাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার মূল কারণগুলোকে উৎপাটন করতে হবে। পুরুষকে সব সময় অপরাধী ও নির্যাতনকারী হিসেবে না দেখে তাদের সমস্যার সমাধানকারী হিসেবেও কাজে লাগাতে হবে। শিশুর যত্নে পিতৃতান্ত্রিক ছুটি বাধ্যতামূলক করতে হবে। সন্তানের যত্নে মা-বাবাকে সমানভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে জেন্ডার-সমতা অর্জন সম্ভব।

গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা মহানগর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) তাহেরুল হক চৌহান বলেন, আইনিভাবে যতটুকু অধিকার আছে, ততটুকুও নারী পাচ্ছে না। অর্থনৈতিক অসমতা নারীর আইনি ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী বলেন, ইসলাম নারীকে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। ইসলামের প্রকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালালে ধর্মকে অপব্যবহার করে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হবে।

যাঁরা অনলাইনে যুক্ত হন, এমন ৭০ শতাংশ নারী নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে জানান তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এসপায়ার টু ইনোভেশন (এটুআই) কর্মসূচির ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান শবনম মোস্তারী। তিনি বলেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে নারীদের বড় অংশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছে। হয়রানির মাধ্যমে তাদের দমিয়ে রাখা হলে দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) নির্বাহী প্রধান শাহীন আনাম বলেন, পুরুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হবে না। পরিবারে নারীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরুষের ওপরও যে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কেও পুরুষকে বোঝাতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সানজিদা আখতার বলেন, বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিতে পরিবর্তন আনতে সমাজ ও পরিবারের কাঠামো ঠিক করতে হবে। পাঠ্যবইয়ে কিছু উপাদান পরিবর্তনে তিনি নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনকে নজর দিতে বলেন।

অসমতা ও সহিংসতা দূর করতে সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দরকার বলে মন্তব্য করেন ব্রিটিশ হাইকমিশন ঢাকার সামাজিক উন্নয়ন উপদেষ্টা তাহেরা জাবিন। তিনি বলেন, মেয়েদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে।

সূচনা বক্তব্যে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক নিশাত সুলতানা বলেন, পুরুষতন্ত্রের চর্চা ও পেশিশক্তির প্রয়োগ পুরুষেরও শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এখন সময় এসেছে 'পুরুষ' শব্দটির ধারণা বদলে দেওয়ার।

'মেয়েরা শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক পরিবর্তন আনছে' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের উপপরিচালক (কর্মসূচি) নীলিমা ইয়াসমীন। মূল প্রবন্ধে জানানো হয়, সংস্থাটি শিশুর বিকাশ, পরিবার ও সম্প্রদায়ে সমতার পরিবেশ তৈরি, নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এলাকার ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন গড়ে তোলা এবং তরুণদের সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মা-বাবাকে নিয়ে বৈঠক, বাবাদের নিয়ে 'ফাদারস ক্যাফে' এবং দাদা-দাদি বা নানা-নানিদের নিয়ে 'গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ক্লাব' গঠনের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতি পরিবর্তন ও জেন্ডার-সমতা নিশ্চিতে কাজ করা হচ্ছে।

সমাপনী বক্তব্যে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটছে বৈষম্য থেকে। সমাজে কিশোরীকে বাল্যবিবাহ দিয়ে, শিক্ষার পথ বন্ধ করে যেন বাধা সৃষ্টি করা না হয়। একইভাবে সেই পুরুষকে ধিক্কার দিতে হবে, যে নারীর চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

আরও বক্তব্য দেন নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর সায়কা সিরাজ, *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান, যমুনা টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাহফুজ মিশু, ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শাশ্বতী বিপ্লব, কেয়ার বাংলাদেশের অপরাজিতা প্রকল্পের কারিগরি সমন্বয়কারী মাহমুদুর রহমান খান এবং তিনজন কিশোরী প্রতিনিধি।

বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

প্রথম আলো • রোববার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪,

# বেক্সিমকোর শ্রমিকদের বেতন দিতে ব্যাংক আইন শিথিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বেক্সিমকো গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন দিতে ব্যাংক কোম্পানি আইনের দুটি ধারা শিথিল করার অনুমতি দিয়েছে।

গ্রুপটি এরই মধ্যে ঋণখেলাপি হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া একক ঋণগ্রহীতার সীমাও অতিক্রম করেছে। ফলে নতুন করে তাদের আর ঋণ পাওয়ার সুযোগ নেই। এ জন্য ব্যাংক কোম্পানি আইনের দুটি ধারা থেকে জনতা ব্যাংককে অব্যাহতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১২ ডিসেম্বর সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এই অব্যাহতি দেওয়া হয়। ফলে বেক্সিমকোকে ঋণ দিতে পারবে ব্যাংকটি।

প্রতি মাসে বেক্সিমকো গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন বাবদ ৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়। ফলে তিন মাসের বেতন দিতে ১৮০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

এদিকে তারল্যসংকট ও আমানতকারীদের আস্থা ধরে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ব্যাংক রেটে (সুদে) ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা ধার চেয়েছে জনতা ব্যাংক। পাশাপাশি ব্যাংকটি সরকারের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকার মূলধনের জোগান চেয়েছে।

জানা গেছে, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের আওতাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায়িক পরিস্থিতি পর্যালোচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির প্রথম সভা গত ২৮ নভেম্বর শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ইউনিটগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আগামী তিন মাসের বেতন পরিশোধে প্রয়োজনীয় অর্থসহায়তা দেবে জনতা ব্যাংক।

তবে ঋণখেলাপি হয়ে পড়ায় এবং একক গ্রাহকের ঋণসীমা অতিক্রম করায় বেক্সিমকোকে আর ঋণ দেওয়ার সুযোগ নেই জনতা ব্যাংকের। পাশাপাশি ব্যাংকটি তারল্যসংকটে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জনতা ব্যাংক চিঠি দিয়ে আইনের ধারা থেকে অব্যাহতি ও ঋণ বিতরণের অনুমতি চেয়েছে। চিঠিতে জানানো হয়েছে বর্তমানে জনতা ব্যাংকে বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণের পরিমাণ ২৩ হাজার ৩২৮ কোটি টাকা, যা খেলাপি হয়ে পড়েছে।

চিঠিতে জনতা ব্যাংকের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয় ব্যাংকের ৬০ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা বা ৬১ শতাংশ ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছে। মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে ১৮ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা ধার করতে হচ্ছে। তহবিল সংকট কাটাতে ও আমানতকারীদের আস্থা ধরে রাখতে ব্যাংক রেটে (সুদে) ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বিশেষ ধার চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১০ হাজার কোটি টাকা মূলধনও চেয়েছে ব্যাংকটি।

একসময় দেশের একটি ভালো ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি থাকলেও গত ১৫ বছরে জনতা ব্যাংকে বড় ধরনের ঋণ অনিয়ম ও জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন ব্যাংকটির কিছু কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সময়ে পর্ষদে থাকা পরিচালকেরা।

জনতা ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠানটিতে আমানত ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা। আর ব্যাংকটির দেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। চলতি ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণ বেড়ে হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। তাতে বছর শেষে লোকসান বেড়ে দাঁড়াবে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

DHAKA FRIDAY DECEMBER 13, 2024
AGRAHAYAN 28, 1431 BS
The Daily Star

## CYCLONE MIDHILI

# 25 fishermen still missing for a year

**SOHRAB HOSSAIN,** *Patuakhali*

On November 17 last year, as Cyclone Midhili crossed the coast of Bangladesh, 25 fishermen from Patuakhali's Rangabali upazila, who were in three trawlers in the Bay of Bengal, went missing.

Even a year later, there is no trace of them yet.

Their family members still do not know whether they are dead or alive. As such, they are living amid uncertainty and grappling with financial strains in their effort to remain afloat.

According to locals, if the fishermen have managed to survive the cyclone, they are likely languishing in jails in either India or Myanmar.

Among the missing fishermen, eight were on a fishing trawler owned by Hasan Jomaddar of Kaukhali village, eight on a trawler owned by Didar Mridha and nine on a trawler owned by Himu Howladar of Kazikanda village.

Cousins Saiful, Tamim and Jisan were fishing in the rough sea amid the cyclone on board trawler FB Hasan when they went missing.

Since then, all three of their families have been living amid uncertainty and poverty, since they were the lone breadwinner for their families.

"Even as a year passed by, I am yet to know if my son is dead or alive. We searched different areas, including Patharghata and the Sundarbans, in the past year but found no trace of him," said Saiful's mother Jahanara Begum as she broke down in tears.

Saiful's wife Kabita Begum was also weeping beside her.

"My son had just learnt to speak 'Baba' [father] before my husband went to the sea. I cry every day praying to the Almighty to return my husband. Without him, how am I going to rear my son, who is just one year and seven months old now?" she asked.

Visiting Jisan and Tamim's families, as well as those of the 22 other missing fishermen, this correspondent found them in similar dire straits.

Contacted, Shahadat Hossain, upazila fisheries officer in Rangabali, said, "The list of missing fishermen has been sent to the Department of Fisheries, while efforts to find them have continued. The upazila administration has provided assistance to the families of the missing fishermen."

Mir Mohammad Ali, a teacher and researcher at the Faculty of Fisheries, Aquaculture and Marine Science of Sher-e-Bangla Agricultural University, recommended incorporating GPS trackers for trawlers that go to deep sea for fishing.

"The GPS trackers will help determine the position of the trawlers in the sea during inclement weather. There is also a need for installing remote communication devices, including mobile network facilities and radio systems, for the trawlers so that the fishermen can report their whereabouts in case of danger. Besides, the trawlers must ensure adequate life jackets or lifebuoys on board for the safety of fishermen," he said.

সমকাল রোববার। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

# রপ্তানি হচ্ছে তৈরি পোশাকের ২৮ ধরনের অ্যাকসেসরিজ

নীতিসহায়তা পেলে চীন ও ভিয়েতনামের মতো রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব

মো. শাহরিয়ার
সভাপতি
বিজিএপিএমইএ

আবু হেনা মুহিব

তৈরি পোশাক রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা ছিল লিড টাইম। লিড টাইম হলো ক্রেতার কাছ থেকে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর পোশাক তৈরি করে ক্রেতার হাতে পৌঁছানো। পণ্যভেদে ভিন্নতা বাদ দিলে গড়ে একটি পোশাক তৈরিতে অন্তত ৩০ ধরনের কাঁচামালের ব্যবহার হয়ে থাকে। দেশে শক্তিশালী পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প গড়ে না ওঠায় এসব অ্যাকসেসরিজের প্রায় সবই একসময় আমদানিনির্ভর ছিল। এতে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়ায় একটা লম্বা সময় লেগে যেত। এখনও 'লিড টাইম' নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পোশাক তৈরি এবং রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করতে বোতাম হ্যাঙ্গার থেকে সিকিউরিটি ট্যাগসহ অন্তত ২৮ ধরনের অ্যাকসেসরিজের প্রয়োজন হয়। যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন অ্যাকসেসরিজ। এসব অ্যাকসেসরিজ এখন দেশেই উৎপাদন হচ্ছে। এতে লিড টাইমের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সময় সাশ্রয় হচ্ছে। অর্থ সাশ্রয় তো আছেই।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে পরিমাণের দিক থেকে চীন ও ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে শীর্ষে উঠে আসে বাংলাদেশ। এই বিপুল পরিমাণ পোশাক উৎপাদনে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প হিসেবে প্রয়োজনীয় অ্যাকসেসরিজের উল্লেখযোগ্য অংশের জোগান আসে স্থানীয়ভাবে। গত অর্থবছর প্রায় ৭০০ কোটি ডলার রপ্তানি আয় আসে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকসেসরিজ রপ্তানি থেকে। দেশীয় মুদ্রায় এ পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা। এর বড় অংশই প্রচ্ছন্ন রপ্তানি অর্থাৎ রপ্তানিমুখী দেশীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে রপ্তানি করা হয়। অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে গত অর্থবছর এই ৭০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হয় অ্যাকসেসরিজ শিল্পের মাধ্যমে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি ছাড়াও সাশ্রয়ী এবং মানসম্পন্ন হওয়ায় গত বছর ১০০ কোটি ডলার বা ১২ হাজার কোটি টাকা সরাসরি ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

আগামী ২০৩০ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এ খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর। এতে অন্তত ১৫ কোটি ডলারের অ্যাকসেসরিজের প্রয়োজন হবে। অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বাড়ানোর এ সুযোগের বাইরেও সরাসরি রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

জার্মানিভিত্তিক বৈশ্বিক ডেটা এবং ব্যবসায়িক প্লাটফর্ম স্ট্যাটিস্টার তথ্যমতে, প্যাকেজিংয়ের বিশ্ববাজার ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলারের। প্রতিনিয়ত বাড়ছে এ বাজার। ১৬০ দেশের বাজার চাহিদার ভিত্তিতে সংস্থা বলেছে, ২০৩২ সাল নাগাদ প্যাকেজিংয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের আকার দাঁড়াবে ১ দশমিক ৫৮ ট্রিলিয়ন ডলার। এ বাজারের মাত্র ১ শতাংশ হিস্যা পেলে বাংলাদেশের সরাসরি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। এতে প্যাকেজিং শিল্প দেশের কর্মসংস্থানেও বড় অবদান রাখতে পারে।

এ সুযোগ কাজে লাগাতে দেশের অ্যাকসেসরিজ এবং প্যাকেজিং শিল্প কতটা প্রস্তুত জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার সমকালকে বলেন, তাঁর সংগঠনের ২ হাজার ২০০ উদ্যোক্তা শতভাগ প্রস্তুত। তাদের অনেকেই বিশ্বমানের কারখানা গড়ে তুলছেন। যুক্তরাষ্ট্রের লিড সনদের কারখানা আছে ৮টি। তিনি নিজেও ৪৬ বিঘা জমির ওপর 'আদিজ ড্রিমস' নামে লিড সনদের একটি কারখানা নির্মাণ করছেন।

তিনি জানান, বিশ্ববাজারে সরাসরি রপ্তানিতে তারা এখনও অনেক পিছিয়ে আছেন। এর কারণ প্রতিযোগী চীন ও ভিয়েতনাম সরকার তাদের এ শিল্পকে নানান নীতি সহায়তা দিয়ে শক্তিশালী করে আসছে। অথচ দেশে তারা কোনো ধরনের নীতি সহায়তা পান না। রপ্তানি খাতের প্রায় সব পণ্যই নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য নীতি সহায়তা ভোগ করে থাকে। অথচ আমদানি বিকল্প পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প হিসেবে অ্যাকসেসরিজ এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য নীতি সহায়তা নেই। নীতি সহায়তা পাওয়া গেলে তৈরি পোশাকের মতো অ্যাকসেসরিজের সরাসরি রপ্তানি অনেক বাড়ানো সম্ভব।

প্রথম আলো • রোববার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

# হিমাগার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ১৪ হাজার

## শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এক যুগের বেশি সময় পরে কোল্ডস্টোরেজ বা হিমাগারশিল্প খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নতুন নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছে সরকার। নতুন কাঠামোয় এই খাতের শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে মাসিক ১৪ হাজার টাকা।

সর্বশেষ ২০১২ সালের অক্টোবরে হিমাগার শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন এ খাতের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৬ হাজার ৫০ টাকা। সে হিসেবে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে অন্তত ৭ হাজার ৯৫০ টাকা। মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় ১৩১ শতাংশ। এ ছাড়া নতুন কাঠামোয় শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে একটি গ্রেড বাড়ানো হয়েছে।

গত ২৭ নভেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কোল্ডস্টোরেজ শিল্প খাতের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মোট চারটি গ্রেডে শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। সব গ্রেডের শ্রমিকদের চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা সমান রাখা হয়েছে। তবে বাড়িভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। শ্রমিক ও কর্মচারী—উভয়েই মূল মজুরির ৫০ শতাংশ বাড়িভাড়া পাবেন।

কোল্ডস্টোরেজ শিল্পের মজুরি কাঠামোতে সর্বোচ্চ বা প্রথম গ্রেডে রয়েছেন ফোরম্যানরা। তাঁদের নিম্নতম মজুরি ধরা হয়েছে ২১ হাজার ৩৫০ টাকা। মজুরি কাঠামোতে দ্বিতীয় গ্রেডটি নতুন যোগ করা হয়েছে। এই গ্রেডে রয়েছেন হেড অপারেটর, চিফ অপারেটর এবং অপারেটর ইনচার্জ। তাঁদের জন্য নিম্নতম মজুরি ধরা হয়েছে ২০ হাজার ২৬৪ টাকা। তৃতীয় গ্রেডে রয়েছেন সুপারভাইজার, স্টোর কিপার, অপারেটর ও বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি; যাঁদের নিম্নতম মজুরি ১৯ হাজার ৪০০ টাকা। আর চতুর্থ গ্রেডে থাকা সহকারী সুপারভাইজার, সহকারী স্টোরকিপার, সহকারী অপারেটর, ট্যাংকম্যান ও হেলপারদের জন্য নিম্নতম মজুরি ধরা হয়েছে ১৪ হাজার টাকা।

আগের অর্থাৎ ২০১২ সালের মজুরি কাঠামোয় দক্ষ হিসেবে বিবেচিত প্রথম গ্রেডের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ১১ হাজার ৩০০ টাকা। সে সময় দ্বিতীয় গ্রেডে থাকা আধা-দক্ষ শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ৯ হাজার ৮০০ টাকা। আর তৃতীয় গ্রেডে থাকা অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৬ হাজার ৫০ টাকা নিম্নতম মজুরি ছিল। এ ছাড়া শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে এবার নিম্নতম মজুরি ৯ হাজার ৮০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০১২ সালে ৩ হাজার টাকা ছিল। এ খাতে শ্রমিকের শিক্ষানবিশকাল ধরা হয়েছে তিন মাস।

প্রজ্ঞাপনে হিমাগারশিল্পের শ্রমিকের পাশাপাশি কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরিও ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মোট তিনটি গ্রেড রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন বা তৃতীয় গ্রেডে রয়েছেন পিয়ন, দারোয়ান ও ঝাড়ুদার। তাঁদের নিম্নতম মজুরি ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৯৫০ টাকা। দ্বিতীয় গ্রেডে থাকা কম্পিউটার অপারেটর, সহকারী হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার ও কেরানির জন্য মাসিক মজুরি হবে ১৭ হাজার ৭৫ টাকা।

সমকাল ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪।

## আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস

# মর্যাদা নিশ্চিতের অঙ্গীকার

**ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর লক্ষাধিক কর্মী বিদেশে পাড়ি জমান। সূত্রমতে, ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৯ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গেছেন। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৩ লাখেরও বেশি। এ রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ ইনজামুল হক**

দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স একটি অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে অভিবাসী কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। এ ছাড়া ফিরে আসা অভিবাসীরা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টিও করে থাকেন। এত অবদান থাকা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক কর্মীকে অভিবাসনের বিভিন্ন ধাপে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অভিবাসী কর্মীদের দালালের প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারাতে হচ্ছে, আবার কেউ কেউ পাচারের কবলে পড়ে নিজের জীবন পর্যন্তও হারাচ্ছেন।

পরিতাপের বিষয় হলো, অভিবাসীর লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার পর প্রাপ্য সম্মানটুকুও অনেক সময় নিশ্চিত করা হয়ে ওঠে না।

টাঙ্গাইলের অধিবাসী মুনিয়া (ছদ্মনাম) গৃহকর্মী হিসেবে জর্ডানে গিয়েছিলেন নিজের এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে। সেখানে তাঁকে শুরুতেই এক বাসায় কাজের কথা বলে একাধিক বাসায় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বিপত্তি তখন হয় যখন অতিরিক্ত কাজের চাপে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে দিন দিন ভেঙে পড়ছিলেন এবং একসঙ্গে এত কাজ করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাজ করতে না পারার ফলে মুনিয়ার নিয়োগকর্তা তাঁর ওপর চালান নির্যাতন। নির্মমভাবে মারধরের ফলে শরীরে ফুটে ওঠা আঘাতের চিহ্ন মুনিয়া তাঁর মাকে ভিডিও কলে দেখাতেন। একদিন নির্যাতন সব মাত্রা ছাড়িয়ে শরীরে ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দেন নিয়োগকর্তার মেয়ে ও স্ত্রী। মুনিয়ার নিয়োগকর্তা বলেছিলেন তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেবেন। দেশে আসার দিন চলে আসে; কিন্তু মুনিয়া আর আসেন না। ১৫ দিন পর শুধু তাঁর মরদেহ ফেরত পায় মুনিয়ার পরিবার। এ ঘটনার কোনো সুষ্ঠু তদন্ত এবং মুনিয়ার সঠিক বিচার আজ পর্যন্ত পাওয়া হয়নি। মুনিয়ার মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তরের আগে অযত্নে পড়ে ছিল বিমানবন্দরে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মুনিয়ার মতো এমন অনেক দুর্ভাগা অভিবাসীকর্মীর পরিবারের অভিজ্ঞতা।

কুমিল্লার ইসমাইল (ছদ্মনাম) বাহরাইনে উঁচু একটি ভবনে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার সময় নিচে পড়ে গিয়ে মাথায় এবং মেরুদণ্ডে আঘাত পান। পরবর্তী সময়ে ওই দেশে ও বাংলাদেশে ফিরে চিকিৎসা নিলেও পঙ্গুত্ববরণ করতে হয় তাঁকে। ইসমাইল ভেবেছিলেন, পঙ্গু হয়ে তাঁর বাকি জীবন হয়তো অন্যের দয়ার পাত্র হয়ে কাটিয়ে দিতে হবে। যদিও তিনি চিকিৎসা বাবদ এক লাখ টাকার সরকারি অনুদান পেয়েছিলেন, তবে তা পর্যাপ্ত ছিল না। পরে মানবিক দিক ও তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রামরু ও হেলভেটাস বাংলাদেশের সহযোগিতায় তাঁকে একটি দোকান স্থাপন করতে সহায়তা করা হয়, যা বর্তমানে তাঁর নিত্য আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।

আরেক প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী নজরুল (ছদ্মনাম) ওমানে দীর্ঘ ১০ বছর ছিলেন। একদিন নির্মাণাধীন দালানে কাজ করার সময় নিরাপত্তা হারনেস ছিঁড়ে নিচে পড়ে যান এবং দু'পায়ে আঘাত পান। হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি জানতে পারেন তাঁর দু'পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে গেছে। তাঁর নিয়োগকর্তা চিকিৎসা খরচ বহন করতে অস্বীকৃতি জানান। নিরুপায় হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয় এবং এখানে এসে তিনি জীবিকার সংকটে পড়েন। পরে রামরুর মাধ্যমে আবেদন করে তিনি সরকারি চিকিৎসা অনুদান বাবদ ৫০ হাজার টাকা পান। এ ছাড়া রামরু তাঁকে একটি চায়ের দোকান স্থাপনেও সহায়তা করে। বর্তমানে নজরুল তাঁর ছেলের সঙ্গে চায়ের দোকানটি পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সমাজে কারও কাছে তাঁকে ছোট হতে হয়নি।

অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সদস্যরাও এখন সমান তালে সমাজে ভূমিকা রেখে চলেছেন; যার উদাহরণ অভিবাসীর স্ত্রী বৃষ্টি আক্তার (ছদ্মনাম)। বৃষ্টির স্বামী বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অভিবাসী কর্মী হিসেবে কাজ করছেন এবং নিয়মিত তাঁকে রেমিট্যান্স পাঠান। প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে আগে বৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই অপ্রয়োজনীয় খাতে টাকা খরচ করে ফেলতেন। কিন্তু রামরু থেকে আর্থিক সাক্ষরতা ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর বৃষ্টি রেমিট্যান্স হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী হন। এমনকি নিজের সেলাই মেশিন নিয়ে প্রথমে ঘরোয়াভাবে কাপড় সেলাইয়ের ব্যবসা শুরু করেন এবং পরে স্থানীয় বাজারে দোকান নিয়ে নারী ও শিশুর কাপড়ের টেইলারিং ব্যবসা শুরু করেন। এখন বৃষ্টি শুধু একজন সফল উদ্যোক্তাই নন; বরং এলাকার আরও সাত নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তাঁর স্বামী দেশে ফিরে এলে দু'জন মিলে ব্যবসাটি আরও বড় আকারে করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

এ রকম অনেক অভিবাসী ও তাদের পরিবার নিজ নিজ স্থান থেকে সমাজে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হয়ে থাকে এবং গত বছর অভিবাসীদের জন্য জাতীয় প্রবাসী দিবস নামে আরও একটি নতুন দিবস প্রচলন করা হয়। এ বছর দুটি দিবসই সমান গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে যাচ্ছে সরকার। এ ছাড়া অভিবাসীদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ উদ্বোধন করা হয়েছে, যেখানে তাদের ভিআইপি সেবা নিশ্চিত করা হবে। এগুলো নিঃসন্দেহে ইতিবাচক উদ্যোগ এবং অভিবাসীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু অভিবাসীদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে আরও অনেক কিছু করার রয়েছে। প্রথমত তারা বিমানবন্দরে হেনস্তা, চুক্তি অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, বিদেশে নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্যাতন, পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাব, নারী কর্মীকে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার মতো যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে যায় তা বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ ও দেশের জনগণকেও একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অভিবাসী কর্মীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশ গঠনের কাজ করছেন এবং যেকোনো মূল্যে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা আমাদের সবার কর্তব্য। ❖

সমকাল। রোববার। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪।

# পোশাক কারখানায় হামলা শ্রমিক গ্রেপ্তার

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

সাভারের আশুলিয়ায় একটি পোশাক কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও হামলার অভিযোগে এক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার আশুলিয়া থানার জিএবি (গিলডান) কারখানার সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার শ্রমিকের নাম সুলতানা জাহান। তার বাবার নাম রিয়াদ। বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন শিল্প পুলিশ-১-এর এসপি মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সকালে বকেয়া বেতনের দাবিতে ২৫ থেকে ৩০ শ্রমিক ডংলিয়ান ফ্যাশন বিডি লিমিটেড কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এ সময় পার্শ্ববর্তী জিএবি কারখানার সামনে অবস্থানরত ওই কারখানার ছাঁটাই করা শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে জিএবি কারখানার কিছু কাচ ভেঙে যায়। এ সময় শ্রমিক সুলতানা জাহানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে আশুলিয়া থানায় পাঠানো হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সমকাল রোববার । ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# কর্মজীবী নারীর দিনলিপি

■ আনিকা আনজুম ঐশী

সমতা ও ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় নারীর শ্রমে যুক্ত হওয়াকে। তবে অনেক মধ্যবিত্ত নারীর জন্য কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেকটাই ভিন্ন। অফিস– যা হওয়া উচিত পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্র, তা অনেকের জন্য হয়ে দাঁড়ায় কাদা ছোড়াছুড়ি, সূক্ষ্ম বা স্থূল বিদ্রূপ এবং ক্ষতিকর কথোপকথনের আখড়া। এগুলো যে শুধু নারীর পেশাগত কাজকে প্রভাবিত করে তা নয়; একইভাবে এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

লাঞ্চ ব্যাগ, এক্সেল শিট, চা বিরতি এবং রুদ্ধদ্বার মিটিংগুলো নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে নারীর প্রতিদিনের লড়াইয়ের। এ লড়াই মাইক্রোঅ্যাগ্রেশন বা ক্ষুদ্র পরিসরে আক্রমণ এবং বৈরিতার এক জটিল গোলকধাঁধা, যা প্রায়ই নিরীহ ঠাট্টা বা 'গঠনমূলক সমালোচনা'র ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে।

মিতার গল্পটি এমনই এক উদাহরণ। একটি কর্মক্ষেত্র থেকে একটি ভ্রমণের জন্য মনোনীত হওয়ার পর তিনি শুনতে পান সহকর্মীদের ফিসফিস– 'ওকেই কেন এতজনের মধ্যে বেছে নেওয়া হলো? নিশ্চয়ই তার বসের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে।' এমন মন্তব্য করা হয় মিতার দক্ষতার ওপর সন্দেহ থেকে নয়; বরং তার সাফল্যকে 'অবৈধ উপায়ে অর্জিত' বলে দেখানোর জন্য।

নূপুরের অভিজ্ঞতাও তিক্ত। এক মিটিংয়ে তিনি সহকর্মীদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'অফিসে সবাই আমার পেছনে কথা বলে। তাদের মতে, আমি নাকি বাড়িতে অত্যাচারী, আমার স্বামীর জীবনকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি'– এ ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য নিছক রসিকতা নয়; এগুলো তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পেশাদারিত্বকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে করা।

তৌসিফার অভিজ্ঞতা আরও গভীর। তিনি একটি এনজিওতে কাজ করেন। একটি প্রকল্পে কঠোর পরিশ্রমী কাজের পর তাঁর প্রকল্পের বিদেশি দাতাগোষ্ঠী তাঁকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁর সুপারভাইজার পরে জানান, 'তুমি ভালো কাজ করেছ; কিন্তু তোমার উন্নতিতে মূল কৃতিত্ব আমার। তাই আমিই প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ যাব, পরে আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব।' তৌসিফা হতাশ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের জন্য সমালোচনা করা হলেও, বেসরকারি খাতেও সুপারভাইজাররা তাদের অধীনদের পরিশ্রমের কৃতিত্ব নিজের নামে চালিয়ে সুযোগ গ্রহণ করেন।'

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন আনিরা। তিনি ভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর টিমের বেতন বাকি থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে সুপারভাইজার বলেন, 'আপনি বেতন নিয়ে এত উদ্বিগ্ন কেন? আমি ব্যস্ত ছিলাম, চেকগুলো সই করতে পারিনি। যদি কিছুদিন দেরি হয়, ক্ষতি কী? আপনাদের পারফরম্যান্স এমন কিছু নয় যে সময়মতো বেতন দিতে হবে।' এমন মন্তব্য কাজকে ছোট করার পাশাপাশি তাঁর উদ্বেগকে তুচ্ছজ্ঞান করে। তাঁকে আরও বলা হয়, 'বেতন সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভীষণ অশোভন।'

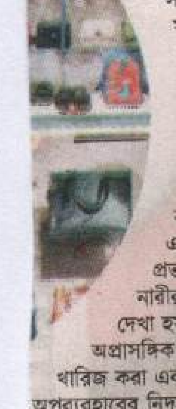

সাদিয়ার অভিজ্ঞতাও কম গুরুতর নয়। তাঁর সুপারভাইজার তাঁকে আরেক নারী সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, 'নদী এখন বিজনেস ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে এবং খুব ভালো করছে। সাবধান হও, তোমার চাকরি কিন্তু যায় যায়।' এমন মন্তব্য সাদিয়ার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে তাঁর মধ্যে অনিরাপত্তার বীজ বপন করে দেয়।

এ ঘটনাগুলো তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো কর্মজীবী নারীর প্রতি অসম্মান এবং অবমূল্যায়নের প্রতিদিনের চিত্র। এগুলো আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার ক্ষয় ঘটায়। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে তাদের পেশাগত ও মানসিক সুস্থতায়। কর্মক্ষেত্রে নারীর পোশাক, আচরণ, সম্পর্ক এবং দক্ষতাকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাদের সাফল্যকে ছোট করা হয় এবং তাদের সংগ্রামকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেখানো হয়। নারীর উদ্বেগকে অবজ্ঞা করা, অভিযোগ খারিজ করা এবং কাজের যথাযথ স্বীকৃতি না দেওয়া ব্যবস্থাপনাগত ক্ষমতার অপব্যবহারের নিদর্শন। এভাবে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেখানে নারীকে বারবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় এবং ক্রমাগত অবজ্ঞার শিকার হতে হয়।

'#মিটু' আন্দোলন কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের গুরুতর ঘটনাগুলোকে সামনে এনেছে। তবে লুকানো ও সূক্ষ্ম বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে। নারীর প্রতি সব রকমের সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের সচেতনতা কর্মসূচি ১০ ডিসেম্বর শেষ হলো। ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস থেকে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত চলে এ কর্মসূচি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শুধু শারীরিক নয়, মানসিক হয়রানির বিরুদ্ধেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রের বিষাক্ত পরিবেশ এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের। নারীর পেশাগত স্বপ্ন পূরণের পথে এই অবমাননাগুলো মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। এ ধরনের মানসিক নিপীড়নকে স্বীকৃতি দিয়ে তা নির্মূল করার জন্য দরকার সম্মিলিত উদ্যোগ। তবেই একটি ন্যায়সংগত ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। ❖

*লেখক: সিনিয়র অ্যাডভোকেসি অফিসার, নারী মৈত্রী*

# আশুলিয়ার পোশাক কারখানা মালিকদের নিয়ে স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে

উৎপাদনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা মূল লক্ষ্য

■ সমকাল প্রতিবেদক

সাভারের আশুলিয়া অঞ্চলে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে নিয়মিত বিরতিতে চলছে শ্রম অসন্তোষ। অন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার পরও নতুন নতুন দাবি তোলা হচ্ছে। সাধারণ শ্রমিকরা শান্তিপ্রিয়। তবে শ্রমিক নামধারী কিছু দুষ্কৃতকারী এ অঞ্চলের কারখানাগুলো অশান্ত করার চেষ্টা করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আশুলিয়া অঞ্চলের শিল্প মালিকদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হচ্ছে। মালিক শ্রমিক সবাই মিলে কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য।

গতকাল শনিবার আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের তৈরি পোশাক কারখানা মালিকদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজধানীর উত্তরায় তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রশাসক আনোয়ার হোসেন। বৈঠকে ওই অঞ্চলের কারখানার ৩১ জন মালিক উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, আশুলিয়া অঞ্চলের পোশাক কারখানার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা। তিনি বলেন, সারাদেশে সব কারখানা নির্বিঘ্নে চলছে। শুধু আশুলিয়ায় কেন, বার বার সমস্যা হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন মালিকরা। ভালোমানের কারখানা এবং তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরও কেন সমস্যা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে।

এদিকে গতকাল শনিবারও কর্মবিরতি পালন করেছেন আশুলিয়ার বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। সকালে ডংলিয়ান ও গিল্ডেন অ্যাক্টিভওয়্যার বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানায় ভাঙচুর করে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে দুই শ্রমিককে আটক করেছে শিল্প পুলিশ। তবে হা-মীম গ্রুপসহ কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করেছেন বলে জানা গেছে।

শিল্প পুলিশ, শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে আশুলিয়ার দক্ষিণ বাইপাইল এলাকার চীনা মালিকানাধীন ডংলিয়ন ফ্যাশন লিমিটেড কারখানায় ছাঁটাই করা শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। একপর্যায়ে তারা কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর চালায়। এ সময় পুলিশ বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিলে তারা পার্শ্ববর্তী গিল্ডেন অ্যাক্টিভওয়্যার বাংলাদেশ লিমিটেড নামে আরেকটি বিদেশি মালিকানাধীন কারখানায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশ সেখান থেকে ধাওয়া দিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে দুই শ্রমিককে আটক করেছে।

গত কয়েক দিনের ধারাবাহিকতায় শনিবার সকালেও কারখানায় হাজিরা নিশ্চিত করে কর্মবিরতি অব্যাহত রাখে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানের মালিকানাধীন স্টারলিং ক্রিয়েশন লিমিটেড, ক্রসওয়্যার লিমিটেড, আইডিএস, এইচ আর টেক্সটাইল ও ফ্যাশন ফোরামের শ্রমিকরা। এ পরিস্থিতিতে চারটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী 'নো ওয়ার্ক নো পে' অর্থাৎ 'কাজ নেই, মজুরি নেই' নিয়মে বন্ধ রয়েছে চারটি তৈরি পোশাক কারখানা।

কর্মবিরতি পালনকারী শ্রমিকরা জানান, মূল্যস্ফীতি এবং নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণে তাদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়েই তারা বার্ষিক বেতন ১৫ শতাংশ বাড়ানোর দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন। তবে বেতন বাড়ানোসহ ১৮ দফা দাবিতে টানা দুই মাস অচলাবস্থা সৃষ্টির পর শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার মুহূর্তে পোশাক খাতে হঠাৎ করে অস্থিরতার পেছনে দেশি-বিদেশি ইন্ধন ও চক্রান্ত দেখছে মালিকপক্ষ।

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া দু'জনকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শ্রমিকরা ইনক্রিমেন্ট বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন ও কর্মবিরতি পালন করছেন। বিষয়টি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা চলছে। সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি করতে পুলিশ সক্রিয় আছে। এ ছাড়া যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি ও এপিবিএন সদস্য মোতায়েনসহ গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

শোভন কাজ

NEW AGE SUNDAY, DECEMBER 15, 2024,

# Tk 14,000 set as minimum wage for cold storage workers

**Staff Correspondent**

A file photo shows sacks of potatoes on display at a wholesale shop at Shyambazar in Dhaka. The government has announced a long-awaited wage hike for cold storage workers after 12 years, raising the minimum monthly pay to Tk 14,000. — New Age photo

THE government has announced a long-awaited wage hike for cold storage workers after 12 years, raising the minimum monthly pay to Tk 14,000.

The last review of minimum wages in the sector took place in 2012 when the gross minimum monthly pay was set at Tk 6,050.

The labour ministry on December 5 announced the new wage structure for the cold storage workers through a gazette notification.

According to the gazette notification, the ministry incorporated four grades and a provision of 5 per cent yearly increment in the new structure.

The wage for Grade-IV workers has been set at Tk 14,000 that includes Tk 8,400 as basic pay, 50 per cent of the basic pay as house rent, Tk 800 as medical allowance and Tk 600 as travel allowance.

For Grade-III workers, the wage has been set at Tk 19,400 as minimum monthly wage that includes Tk 12,000 as basic pay, 50 per cent of the basic pay as house rent, Tk 800 as medical allowance and Tk 600 as travel allowance.

The wage for Grade-II workers has been set at Tk 20,264 that includes Tk 12,576 as basic pay, 50 per cent of the basic pay as house rent, Tk 800 as medical allowance and Tk 600 as travel allowance.

For Grade-I workers, the wage has been set at Tk 21,350 as minimum monthly wage that includes Tk 13,300 as basic pay, 50 per cent of the basic pay as house rent, Tk 800 as medical allowance and Tk 600 as travel allowance.

The labour ministry has also set Tk 9,800 as monthly gross pay for apprentice workers with the provision of a six-month apprenticeship.

Sector people said that in the country there were 370 cold storages which employed nearly 6,000 people.

The ministry on January 25, 2021 formed the wage board for the workers of cold storage sector through appointing owners and workers' representatives to the board.

The board published a draft proposal recommending a minimum monthly pay of Tk 14,000 for the sector's workers in a gazette notification on September 12, seeking written objections or suggestions, if any, on the recommendation from the stakeholders in 14 days.

The wage board consists of a chairman, an independent member, a permanent representative each from the employers and workers and a temporary representative each from the employers and workers. The labour ministry appoints the workers' and employers' representatives from the respective industry for recommending the minimum wage.

After getting final recommendation from the minimum wage board, the labour ministry announced the new wage structure for the cold storage workers.

বণিকবার্তা বুধবার, ডিসেম্বর ১৮, ২০২৪ ■ পৌষ ৩, ১৪৩১

### বিসিকের চার অঞ্চল

# নারীর কর্মসংস্থানে এগিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম, পিছিয়ে রাজশাহী-খুলনা

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চারটি অঞ্চলের অধীন ৮২টি শিল্পনগরীতে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন, যেখানে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তবে নারীর কর্মসংস্থানে এগিয়ে রয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল। অন্যদিকে পিছিয়ে রয়েছে রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরীগুলো। সারা দেশের বিসিক শিল্পনগরীগুলোয় কর্মরত রয়েছেন ৬ লাখ ২৯ হাজার ৭৭৬ শ্রমিক। এর মধ্যে শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লাখ ৫১ হাজার ৮৬৪ জন, যা মোট কর্মসংস্থানের ৮৮ শতাংশ। গ্যাস ও বিদ্যুতের পাশাপাশি শিল্পায়নের নানা সুযোগ-সুবিধার কারণে এ দুটি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে বলে মনে করছে বিসিক কর্তৃপক্ষ।

বিসিকের তথ্যমতে, ঢাকা অঞ্চলে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৪১৫ শ্রমিকের। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৯৬৯ এবং নারীর সংখ্যা ১ লাখ ৯২ হাজার ৪৪৬। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত রয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ৪৪৯ শ্রমিক। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭৬ হাজার ৬৫২ ও নারীর সংখ্যা ৯১ হাজার ৭৯৭।

রাজশাহী অঞ্চলে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৫ হাজার ৭১০ শ্রমিকের। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩০ হাজার ৮৭২ এবং নারীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৮৩৮। খুলনা অঞ্চলে কর্মরত রয়েছেন ৩২ হাজার ২০২ শ্রমিক। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৩ হাজার ৬০৪ এবং নারীর সংখ্যা ৮ হাজার ৫৯৮।

বিসিক-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, খুলনা ও রাজশাহী অঞ্চলে গ্যাসের সংকট ছাড়াও রফতানিমুখী শিল্প-কারখানার সংখ্যা কম। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামে যেভাবে নগরায়ণ হয়েছে দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেভাবে হয়নি। যে কারণে এ দুটি অঞ্চলের শিল্পনগরীগুলোয় নারী শ্রমিকের উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

অন্যদিকে বন্দর সুবিধা ছাড়াও ঐতিহ্যগতভাবে চট্টগ্রামে উদ্যোক্তার হার বেশি। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। এক সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে দেশের বড় শিল্পোদ্যোক্তা হয়েছেন সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম থেকে। সেই তুলনায় খুলনা অঞ্চলের বিসিক শিল্পনগরীগুলোর কার্যক্রম অনেকটা সীমিত।

বিসিক খুলনা অঞ্চলের পরিচালক মানদুরুল করিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'এক সময় খুলনায় পাট শিল্পের রমরমা অবস্থা ছিল। ফলে পাটকে কেন্দ্র করে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ হতো। বর্তমানে পাটকলগুলো বন্ধ থাকায় এ অঞ্চলের শিল্পনগরীগুলো জৌলুস হারিয়েছে।' তবে বন্ধ হয়ে যাওয়া এ শিল্প ইউনিটগুলোকে সচল করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।

**বিসিকের চার অঞ্চলে কর্মরত মোট নারী ও পুরুষের সংখ্যা**

ঢাকা ও চট্টগ্রামে নারীদের কাজের অগ্রাধিকার দেয়ার সামাজিক প্রবণতা রয়েছে। তাছাড়া এ দুটি অঞ্চলের শিল্পনগরীগুলোয় পোশাক কারখানার সংখ্যা বেশি

| অঞ্চল | পুরুষ | নারী | মোট |
| --- | --- | --- | --- |
| ঢাকা | ১,৯০,৯৬৯ | ১,৯২,৪৪৬ | ৩,৮৩,৪১৫ |
| চট্টগ্রাম | ৭৬,৬৫২ | ৯১,৭৯৭ | ১,৬৮,৪৪৯ |
| রাজশাহী | ৩০,৮৭২ | ১৪,৮৩৮ | ৪৫,৭১০ |
| খুলনা | ২৩,৬০৪ | ৮,৫৯৮ | ৩২,২০২ |

এদিকে তৈরি পোশাক শিল্পের কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রামের শিল্পনগরীগুলোয় নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি বলে দাবি করেছেন বিসিক চট্টগ্রামের কর্মকর্তারা। নাম প্রকাশ না করে এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'ঢাকা ও চট্টগ্রামে নারীদের কাজের অগ্রাধিকার দেয়ার সামাজিক প্রবণতা রয়েছে। তাছাড়া এ দুটি অঞ্চলের শিল্পনগরীগুলোয় পোশাক কারখানার সংখ্যা বেশি। যার কারণে পুরুষের তুলনায় নারীরা এখানে কাজে আগ্রহী বেশি।' রাজশাহী ও খুলনার শিল্পনগরীগুলোয় ক্ষুদ্র শিল্পের আধিক্য থাকলেও এসব শিল্প শ্রমঘন নয়। যার কারণে নারী কর্মসংস্থানে এ দুটি অঞ্চল অনেক পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

বিসিক সূত্র জানিয়েছে, নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলে এবং শিল্প ইউনিটগুলোয় নারীর কর্মসংস্থান বাড়াতে নিয়মিত মেলা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া নারীদের জন্য প্রতিটি শিল্পনগরীতে ১০ শতাংশ প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরপরও বিনিয়োগের ঝুঁকিসহ নানা কারণে নারীরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ কিংবা কাজে যুক্ত হচ্ছে কম।

তথ্যমতে, সারা দেশে বিসিকের ৮২টি শিল্পনগরীতে ১২ হাজার ৩৬০টি প্লট রয়েছে। এর মধ্যে বরাদ্দকৃত ১১ হাজার ২৭১টি প্লটের বিপরীতে শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৬ হাজার ২০০। এর মধ্যে উৎপাদনে রয়েছে ৪ হাজার ৭০৪টি শিল্প ইউনিট। তবে ১ হাজার ৮৯টি প্লট বরাদ্দের বাইরে রয়েছে। এসব প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে উৎপাদনে ফেরাতে পারলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান বাড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

সময়ের আলো বুধবার। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪।

সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট কর্মসূচি

# দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর

মোফাজ্জল বিদ্যুৎ

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সহায়ক হবে এমন সব প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছে বর্তমান সরকার। সেই সঙ্গে প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে সেসব প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

কম হওয়ার তথ্য নেই গত ১৫ অর্থবছরেও। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে অর্থ ব্যয় হয়েছে ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪৬ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা। শতাংশের বিচারে প্রথম পাঁচ মাসে এত কম বাস্তবায়নের তথ্য নেই গত পনেরো অর্থবছরেও। এর আগে সর্বনিম্ন ১৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ বাস্তবায়নের হার ছিল ২০১৫-১৬ অর্থবছরে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার চলতি অর্থবছরে এডিপিতে ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ রেখে বাজেট পাস করেছিল।

**দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দে অগ্রাধিকার**

- সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প বিশেষ অগ্রাধিকার
- মোট আকার ২ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা
- শুধু সরকারি খাতে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি

সূত্র বলছে, সরকারি ও বেসরকারি খাতে সব মিলিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপির মোট আকার ধরা হয়েছে ২ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু সরকারি খাতে এডিপির আকার হচ্ছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রকাশিত এডিপি বাস্তবায়নের প্রতিবেদনে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে ১২ দশমিক ২৯ শতাংশ। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৭ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। সেই হিসেবে বাস্তবায়নের হার কমেছে ৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আইএমইডির তথ্য মতে, বাস্তবায়নের হার অনুযায়ী প্রথম পাঁচ মাসে এডিপির অগ্রগতি এত

জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দায়িত্বে আসা অন্তর্বর্তী সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দেয়। এতে করে আগের সরকারের নেওয়া অনেক প্রকল্পে অর্থছাড় কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে চলমান অনেক প্রকল্পের কাজও স্থগিত হয়ে যায়। এসব মিলিয়ে এডিপির বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয় কমে যায়।

বর্তমানে জনকল্যাণ ও জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া প্রকল্প সংশোধন, বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে প্রকল্প, চলমান ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সংশোধন প্রকল্পে নতুন অনুমোদিত ও চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরডিপিতে প্রকল্পভিত্তিক চাহিদা এডিপি অথবা আরডিপি সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের (এএমএস) মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নিজ নিজ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় অর্থ বিভাগ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আকার (জিওবি, প্রকল্প ঋণ ও অনুদান) নির্ধারণ করে পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করবে। এ ছাড়া অর্থ বিভাগ থেকে আরডিপির মোট আকার প্রাপ্তির পর কার্যক্রম বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সেক্টরভিত্তিক অগ্রাধিকার বিবেচনা করে পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের চলমান ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন বলেছে, বৈদেশিক ঋণ অনুদানে বাস্তবায়াধীন প্রকল্প, দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে আরডিপিতে অর্থ বরাদ্দের চাহিদা প্রস্তাব করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরডিপিতে খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন প্রকল্পগুলো বরাদ্দ এনে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশন আরও বলেছে, নতুন প্রকল্প গ্রহণের চেয়ে চলমান প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছে। আরডিপিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সব প্রকল্প আরডিপিতে বরাদ্দসহ প্রস্তাব করতে বলেছে কমিশন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

# শ্রমবাজারে আসছেন না ৫৩ শতাংশ নারী

## কিশোরগঞ্জ নিয়ে সিপিডির গবেষণা

গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রমবাজারে যুক্ত না হওয়া এই নারীরা কোনো চাকরিতেও ঢোকার চেষ্টা করেন না।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে ৫৩ শতাংশ নারী শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছেন না। এই নারীরা কোনো চাকরিতেও ঢোকার চেষ্টা করেন না। আর চাকরিতে যুক্ত আছেন মাত্র ১৭ শতাংশ নারী। এর বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হতে চান। তাঁরা কাজ খুঁজছেন।

দেশের পূর্বাঞ্চলের হাওর-বাঁওড়বেষ্টিত জেলা কিশোরগঞ্জের নারীদের নিয়ে চালানো একটি গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে আয়োজিত সংলাপে গবেষণায় পাওয়া ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। গবেষণাটি করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

সিপিডি, সেভ দ্য চিলড্রেন, দ্য আর্থ ও ইউসেপ বাংলাদেশ যৌথভাবে কিশোরগঞ্জে নারীর ক্ষমতায়ন ও সহনশীলতা সৃষ্টির একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রকল্পের জন্যই গবেষণাটি করা হয়েছে। গতকাল গবেষণায় পাওয়া ফলাফল নিয়ে 'কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার, কর্মদক্ষতা এবং কিশোরী ও তরুণীদের জন্য শ্রমবাজারে যুক্ততার প্রস্তুতি' শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করা হয়।

গবেষণায় পাওয়া ফলাফল উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহকারী এ এস এম শামীম আলম। কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার ১০৮টি ইউনিয়নে ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী ৮৪৫ জন কিশোরী এবং ১৭ থেকে ২৬ বছর বয়সী ৮৮৩ জন তরুণীকে নিয়ে গবেষণা জরিপটি চালানো হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে গড়ে ৫৫ শতাংশ নারী চাকরি, পড়াশোনা বা কোনো প্রশিক্ষণে যুক্ত নন। এসব নারীর বেশির ভাগ বিয়ে করে গৃহস্থালির কাজে যুক্ত। পড়াশোনা, চাকরি বা প্রশিক্ষণে যুক্ত না থাকা নারীদের মধ্যে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের হার ৭৩ শতাংশ আর ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের হার ৩৮ শতাংশ।

সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ বলেন, সরকারের যেসব প্রচেষ্টা রয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে সচেতনতা তৈরি করতে হলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শ্রম অধিকার সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই ওই শ্রমিকেরা নিজেদের আস্থাবান মনে করবেন এবং উন্নয়ন করতে পারবেন। শিল্প গড়তে প্রণোদনা কিংবা দক্ষ জনবল তৈরির জন্যও উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

সংলাপে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রাশেদা কে চৌধূরী। সংলাপে আরও বক্তব্য দেন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশের (এনএএসসিআইবি) সভাপতি মির্জা নুরুল গনি, উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি সিজান খান, কিশোরগঞ্জ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক খলিলুজ্জামান, ইউসেপ বাংলাদেশের উপপরিচালক জয় প্রকাশ বড়ুয়া, দ্য আর্থ সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান শাকিলা সাত্তার। শেষে সারাংশ আলোচনা করেন সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক তানিয়া শারমিন।

বণিক বার্তা সোমবার, ডিসেম্বর ১৬, ২০২৪

# পেনশনভোগীসহ সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী পাবেন মহার্ঘ ভাতা

**নিজস্ব প্রতিবেদক** ■

সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মহার্ঘ ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। একই সঙ্গে অবসরে গিয়ে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন সুবিধা ভোগ করছেন তারাও পাবেন এ সুবিধা। কর্মকর্তাদের জন্য একটু কম ও কর্মচারীদের জন্য একটু বেশি দেয়া হতে পারে। গতকাল সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোখলেস উর রহমান।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব বলেন, 'আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারি সব শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি সুখবর দিতে চাই যে একটা পে-কমিশন করা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অন্তর্বর্তী সময়ে একটা মহার্ঘ ভাতা কমিটি করা হয়েছে, যেখানে আমি আছি। সামনের সপ্তাহে আমরা প্রথম মিটিং করব। সেখানে একটি বাস্তবায়ন কৌশল ও আপার লিমিট-লোয়ার লিমিট ঠিক করে অফিসার স্টাফ স্ল্যাব ঠিক করা হবে। তবে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।'

তিনি বলেন, 'এবার যাতে মহার্ঘ ভাতা সুবিধা অবসরে যাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও পান সে ব্যাপারে সরকার একমত। এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। যাতে এটা ইমিডিয়েট দেয়া যায়। আমাদের চেষ্টা থাকবে অল্প সময়ের মধ্যে সরকারকে সাজেশন দেয়া, যাতে বাস্তবায়ন করতে পারে। এটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় তত ভালো। একেবারে পিয়ন থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা সুবিধা পাবেন। আমরা আগামী সপ্তাহে যদি প্রথম বসি, দু-তিনটার বেশি মিটিং লাগবে না। এটা দীর্ঘসূত্রতার বিষয় নয়।'

পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতার আওতায় আনার বিষয়ে সিনিয়র সচিব বলেন, 'পেনশনভোগীদের এবার অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কারণ তারা এমনি অসুস্থ, তার ওপর নানা ধরনের খরচ, চিকিৎসা ব্যয় ও ভাড়া রয়েছে। কিন্তু তাদের কোনো উপার্জন নেই। তাদের টাকার বেশি দরকার।'

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ১৪ লাখের বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে জীবনযাপনে কুলিয়ে ওঠার জন্য যে বিশেষ ভাতা দেয়া হয়, তাকে মহার্ঘ ভাতা বলা হয়। এতে মূল বেতনের নির্দিষ্ট শতকরা অংশ বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত দেয়া হয়। অর্থাৎ মহার্ঘ ভাতা দেয়া হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়বে।

এদিকে আওয়ামী লীগ আমলে অবসরে যাওয়া বঞ্চিত ৭৬৪ জন কর্মকর্তাকে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদমর্যাদা এবং আর্থিক সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানান জনপ্রশাসন সচিব।

সমকাল বৃহস্পতিবার | ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

আলোচনায় বক্তারা

# ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম রোধে একযোগে কাজ করতে হবে

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ছাড়াও ভবিষ্যতের জন্য গভীর সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম রোধে একযোগে কাজ করতে হবে।

গতকাল বুধবার চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি এবং এর সমাধানের জন্য করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (জেএসইএস) যৌথভাবে এ সভা আয়োজন করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেএসইএসের নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমীন পারভীন। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন শিশু অধিকার ফোরামের নির্বাহী সদস্য এবং নারী উন্নয়ন শক্তির নির্বাহী পরিচালক ড. আফরোজা পারভীন। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এর থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

জেএসইএসের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ও পরিচালক, কবি ও শিশুসাহিত্যিক সাঈদুল আরেফীন ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। এ ছাড়া সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

বাংলাদেশের শিশুদের ওপর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের প্রভাব এবং এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেন ইয়ং উইমেন ফর ডেভেলপমেন্ট রাইটস অ্যান্ড ক্লাইমেটের প্রোগ্রাম অফিসার সেলিনা খাতুন। সভা সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুনজিলুর রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

শোভন কাজ

**THE FINANCIAL EXPRESS** December 18, 2024

**East West University held a public lecture titled 'World Trade and Bangladesh' at its Manzur Elahi Auditorium in the city on Tuesday. Dr Mohammed Farashuddin, former governor of Bangladesh Bank and founding vice-chancellor of East West University, chaired the event.**

# Exporting RMG to 'select countries won't ensure sustainable dev'

**FE REPORT**

## Experts stress need to diversify export items, destinations

Economists on Tuesday said Bangladesh's sustainable development cannot be ensured by exporting cheap labour-dependent ready-made garment (RMG) to some select countries.

They said ensuring the diversification of export items and destinations, increasing domestic and foreign investments through administrative reforms and infrastructure development, and boosting skills through research and innovation are keys to advancing the economy to higher levels of development.

These remarks were made at a public lecture titled "World Trade and Bangladesh" and arranged by East West University at its Manzur Elahi Auditorium.

Dr Mohammed Farashuddin, former governor of the Bangladesh Bank and founding vice-chancellor of East West University, chaired the event. He stressed political stability to boost local and foreign investments.

"Foreign investors seek political and social stability, not just long-term governments, to invest. Without a national consensus and consistent policies, foreign direct investment will remain sporadic," he said.

Vietnam, India, and China thrive in regional trade, but Bangladesh lags behind, he said, adding, "The country's reliance on cheap labour in the RMG industry hindered diversification and skill development. As a result, the RMG sector's future may not extend beyond five to seven years."

The economist also said Bangladesh cannot progress without diversifying its production and exports.

"Unfortunately, the country continues to send negative signals to investors."

Farashuddin said the Korean EPZ had remained stagnant for nearly 25 years, though efforts are now underway to resolve the issue. Similarly, the long-standing dispute with Grameenphone highlights the need for proactive conflict resolution, he said.

"We have repeatedly called for creative, non-partisan policies to improve governance in the banking sector and address issues like money laundering and tax evasion. Despite facing hostilities, we remain undeterred."

Farashuddin further said he had been denied access to Ganabhaban for the last six years and Bangabhaban for four years for expressing his opinion against corruption.

MG Quibria, former tenured professor at Morgan State University, emphasised the need for Bangladesh to diversify its export markets beyond Europe and the US, focusing on neighbouring countries like China and India.

Highlighting the importance of investing in health and education to develop skilled human resources, he urged the government to address critical issues in the oil, gas, electricity, and banking sectors to remain competitive in the global economy.

Quoting the World Bank, Farashuddin said Bangladesh's per capita income stands at \$2,840, compared to \$2,580 in India and \$1,500 in Pakistan.

"This progress cannot be overlooked."

While Bangladesh has developed its infrastructure, corruption and nepotism have likely inflated costs significantly, he said and stressed ensuring punishment for the corrupt.

He also emphasised there should be no forgiveness for terrorists and those fostering discrimination during the previous regime, saying they must be brought to justice.

"At the same time, systemic reforms are essential. However, reforms must be inclusive as exclusion will undermine their sustainability," added the economist.

Professor Dr Shams Rahman, vice-chancellor of East West University, delivered the welcome address at the event.

*jahid.rn@gmail.com*

---

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Monday 16 December 2024

# তীব্র শীতে কষ্ট বেড়েছে শ্রমজীবী মানুষের

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, জয়পুরহাট**

চার দিন পর সূর্যের দেখা মিলেছে। তারপরও প্রচণ্ড ঠান্ডায় কষ্টে পড়েছে ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে শহরে আসা যাওয়ার মানুষের সংখ্যা কমেছে। গ্রামে-গঞ্জের দিনমজুররা মাঠে কাজ করতে গিয়ে কষ্টে পড়েছেন তারা। সূর্যের দেখা মিললেও দিনের বেলাও ঠান্ডার প্রকোপ রয়েছে। ক্ষেতলাল উপজেলার আমিড়া গ্রামের কৃষক হাফিজার রহমান, মহব্বতপুর গ্রামের প্রান্তিক কৃষক আফজাল হোসেন বলেন, সকালে আলুর জমিতে কাজ করতে গেলে ঠান্ডা বাতাসে কনকনে ঠান্ডা। খোলা মাঠে শীতে প্রচণ্ড কষ্ট। জয়পুরহাট পৌর সভার দেওয়ান পাড়া মহল্লার রিকশাচালক গোপাল রবিদাশ বলেন, প্রচণ্ড ঠান্ডায় রিকাশা চালাতেও তাদের কষ্ট। শহরে যাত্রীও কমে গেছে। কামাই রোজগার কম হওয়ায় কষ্টে আছেন তারা।

শীতের কষ্ট থেকে একটু শান্তি পেতে পুরানো বিদেশি শীত বস্ত্র কিনতে জয়পুরহাট শহরের রেল লাইনের পাশে হকার্স মার্কেটে উপচে পড়া ক্রেতাদের ভিড় দেখা গেছে। ওই মার্কেটের দোকানি রাসেল হোসেন ও মো. রুবেল জানালে, শীত মৌসুমে তাদের বেচা বিক্রি এমনিতেই ভালো হয়। গত ৩ দিন ধরে রোদ ছিল না। ঠান্ডা বাতাশে শীত একটু একটু করে জেঁকে বসেছে। এজন্য নিম্ন আয়ের মানুষের সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তরাও তাদের পছন্দের শীতের কাপড় কিনছেন। কেনা-বেচা বেশ ভালো। আর অবস্থা সম্পূর্ণ মানুষ তাদের শীতবস্ত্র কিনতে শহরের বড় বড় দোকানে পছন্দের জ্যাকেট , সুয়েটার, গায়ের চাদর, কানটুপি ও ইনার কিনছেন। বদলগাছী উপজেলার গোবরচাপা গ্রামের গৃহবধূ সাহানা পারভীন ও সাবিনা আক্তার হকার্স মার্কেটে শীতবস্ত্র কিনতে এসে বলেন, গত কয়েক দিন থেকে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। এজন্য নিজের ও বাচ্চাদের শীতের কাপড় কিনছেন।

THURSDAY DECEMBER 19, 2024
POUSH 4, 1431 BS
The Daily Star

# Beximco lays off 40,000 workers at 15 apparel units

REFAYET ULLAH MIRDHA *and* SUKANTA HALDER

The Beximco Group has laid off nearly 40,000 workers across its 15 apparel units, citing a lack of work orders for its export-oriented garment and textile factories in Dhaka's outskirts of Gazipur.

Company notifications issued on December 15 informed all officials, employees and workers that the factories would enforce layoffs from December 16.

The notices said that laid-off workers were not required to report to the factories as all production activities would be suspended until a tentative reopening date of January 30, 2025.

Regarding employee salaries during the 45-day layoff period, the notifications referenced the Labour Law, which stipulates half of the basic payment for workers and some other benefits.

"The factories cannot continue operations as we are unable to open new letters of credit (LC) for raw material imports," said Osman Kaiser Chowdhury, director of Beximco Group's Finance and Corporate Affairs Division.

The affected factories include Shinepukur Garments, Urban Fashions, Yellow Apparels, Prefix Fashions, RR Washing, Beximco Fashions, Bextex Garments, New Dacca Industries, Int'l Knitwear & Apparels, Esses Fashions, Escorp Apparels, Crescent Fashion and Design and Crescent Accessories Limited.

According to Chowdhury, laid-off workers received their full wages through November, thanks to government liquidity support.

Beximco employs a total of 70,000 workers, making the layoff of over 40,000 workers equivalent to more than 57 percent of its workforce.

Chowdhury told The Daily Star yesterday that the Ministry of Labour and Employment advised them to lay off workers as the government could not continue providing indefinite cash aid, and Beximco was also unable to sustain its payroll.

Following the ouster of the Awami League government in early August, the conglomerate landed in hot water. Its Vice Chairman Salman F Rahman, who remains behind bars, was an influential adviser to deposed prime minister Sheikh Hasina.

Rahman is accused of leveraging his political influence for personal business gain.

After the political changeover, a series of financial irregularities involving Rahman and his business empire came to light.

Recent data from the central bank showed that the Beximco Group owed nearly Tk 50,000 crore in bank loans as of November this year, with more than half of this staggering amount becoming default.

According to its financial disclosure, Beximco Ltd reported a loss of Tk 36 crore in FY24, a huge decline from the Tk 710 crore profit recorded in the previous year.

Amid a severe liquidity crunch, plummeting work orders and labour unrest over unpaid wages following the political changeover, the central bank in November appointed a receiver to manage the industrial conglomerate.

Since then, Janata Bank has been providing financial support to the group to cover worker payments, which amount to around Tk 60 crore per month. This liquidity support would continue until January next year, according to AHM Shafiquzzaman, secretary of the Ministry of Labour and Employment.

Shafiquzzaman said the decision to lay off workers at the apparel units was made at an Advisory Council meeting at the secretariat last Thursday.

He said the government cannot indefinitely fund Beximco's textile and garment units due to their massive financial needs.

The authorities have clarified that other Beximco units such as pharmaceuticals and ceramics will continue operations until further notice.

"As the apparel factories have no work orders, they have opted for layoffs," said Md Ruhul Amin, the Bangladesh Bank appointed receiver for Beximco Group. "This situation may persist until funds can be mobilised to resume operations."

Amin expressed optimism about the possibility of the factory reopening soon, saying that Beximco's top management is trying to secure funding from banks to restart operations.

However, Babul Akhter, General Secretary of the Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation, expressed scepticism about the likelihood of the factory reopening.

He said global brands and domestic buyers have taken notice of Beximco's recent developments, which could possibly lead to a complete loss of export orders for the group.

In light of this, Akhter suggested terminating the workers after clearing all outstanding dues and service benefits.

He also advocated reaching out to global brands to seek assistance in providing labour rehabilitation support.

16434
MUDARABA HAJJ DEPOSIT SCHEME
Embark on Your Spiritual Dream
TOWARDS THE KA'BA
aib
Al-Arafah Islami Bank PLC.

THE FINANCIAL EXPRESS December 20, 2024

# Health, wellness digital toolkit for RMG workforce launched

AYAT Education, in partnership with Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the John C. Martin Foundation, and Integral Global, officially launched the Health and Wellness Digital Toolkit for Bangladesh's Ready-Made Garment (RMG) workforce at the BGMEA head office in the capital on Thursday, reports BSS.

The e-toolkit is designed to enhance the health and well-being of RMG workers, fostering healthier lifestyle and greater productivity.

The Health and Wellness Digital Toolkit provides easy access to health information searchable from the mobile phone.

The e-toolkit is also designed to provide technical support to the factory management for taking up health awareness programmes.

Md Anwar Hossain, Administrator of BGMEA and Vice-Chairman of the Export Promotion Bureau (EPB), was the chief guest of the programme. The event was also attended by the representatives from the International Labour Organization (ILO), Walmart, Primark, factory owners and representatives from the ready-made garment sector who emphasised the need for collective efforts to prioritise health and wellness in a

coordinated manner.

Md Anwar Hossain lauded the effort, stating: "BGMEA is committed to ensuring workers' health, safety, and well-being. This digital toolkit particularly is focusing on health and wellness of RMG workforce in a timely and innovative initiative.

It will help the garment industry and its workforce as well as other sectors on their pursuit to ensure healthy workforce and increased productivity. It is also essential to regularly monitor workers' health data."

Nusrat Feroz Aman, Chief Executive Officer of AYAT Education, said: "Empowering workers with knowledge and tools is essential for building healthier, more productive communities. This solution will not only improve health awareness, but also boost productivity and reduce absenteeism, creating a safer and more sustainable workforce."

Managing Director of Ananta Group and member of BGMEA's support committee Sharif Zahir, said, "Since we are also working with apps, I believe this initiative by AYAT Education will bring remarkable progress to the ready-made garment sector."

Nabil Ahmed, Founder and Director of Integral Global, highlighted the long-term impact of the initiative: "Access to health resources is a fundamental right.

This toolkit serves as a lasting resource for the RMG sector, empowering workers and management with practical health tools to improve well-being, productivity, and resilience. This collaboration will positively impact thousands and contribute to the industry's sustainable growth."

The toolkit represents a significant step towards improving the lives of workers–the backbone of Bangladesh's largest export industry.

সমকাল মঙ্গলবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# হরিজনের সঙ্গে প্রতারণা

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকা দক্ষিণ সিটি

## দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বরাদ্দ নিয়েছেন একাধিক ঘর

## বাইরে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন নিরীহ অনেকে

রাজধানীর হাজারীবাগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) হরিজন সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসনের জন্য নির্মিত পাঁচটি ভবনের ঘর বরাদ্দ নিয়ে অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্তরা প্রভাব খাটিয়ে একাধিক কক্ষ বরাদ্দ নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেই সেখানে কক্ষ বরাদ্দ পাননি। ফলে তারা অনেকটাই অস্তিত্ব সংকটে ভুগছেন।

ভুক্তভোগীরা জানান, হাজারীবাগের গণকটুলীতে হরিজনদের থাকার কয়েকটি ভবন অতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় সেগুলো ভেঙে নতুন করে ভবন বানিয়ে বরাদ্দ দেওয়ার উদ্যোগ নেয় ডিএসসিসি। এ লক্ষ্যে পাঁচটি বহুতল ভবন তৈরি করে সেখানে ২৪০টি পরিবারের আবাসনের কথা বলা হয়। গত বছর কাজ শেষে সেটির বরাদ্দ কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের অনেককেই আর কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বিপরীতে সিটি করপোরেশন শ্রমিক লীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে যেসব পরিচ্ছন্নতাকর্মী যুক্ত ছিলেন তারা একাধিক কক্ষ বরাদ্দ নিয়ে বাস করছেন। এখনও বাইরে মানবেতর দিন কাটাতে হচ্ছে নিরীহ হরিজনদের অনেককেই।

ভুক্তভোগীরা জানান, শত বছর আগে থেকেই জাত সুইপার হিসেবে ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে আসছেন হরিজনরা। এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, উপাসনা পদ্ধতি, জীবনযাপনসহ তাদের সংস্কৃতি অন্য ভাষাভাষীর চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। এ জন্য অনেক বাড়িওয়ালা তাদের বাসা ভাড়াও দিতে চান না। তার পরও তারা অপেক্ষা করছিলেন ভবন নির্মিত হলে সেখানে ভালোভাবে থাকতে পারবেন। কিন্তু তৈরি হওয়ার পর তাদের সেই স্বপ্ন উবে যায়। শতাধিক পরিবার ঘর না পেয়ে এখন দিশেহারা। তাদের নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎও হুমকির মুখে পড়েছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ডিএসসিসির ৬০ জন কর্মীর আবেদন বেআইনিভাবে বাদ দেওয়া হয়। বিপরীতে সমাজকল্যাণ যুবসংঘের সভাপতি জনি দাস, সাধারণ সম্পাদক শাহীন দাস, স্কেভেঞ্জার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ধীরেশ চন্দ্র দাস, বনরাজ দাস, সাধন দাস, শ্রীকান্ত আসরেট, নাদিম দাস তাদের আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠদের নামে একাধিক ঘর বরাদ্দ নেন। হাজারীবাগ যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক উত্তম রাজভ প্রভাব খাটিয়ে এ কাজ করেন বলে অভিযোগ। এর মধ্যে শাহীন দাসের ঘর আগে ভাঙা না পড়লেও সেই ঘরের পাশাপাশি নতুন ভবনে তিনটি ঘর নেন। আবার সন্ধ্যা রানী নামের একজন ঘর বরাদ্দ পেলেও শাহীন তাঁর কাছ থেকে ঘরের চাবি জোর করে নিয়ে নেন বলে অভিযোগ ওই নারীর। আওয়ামী লীগের গণকটুলী ইউনিটের সেক্রেটারি উত্তমের চাচাতো ভাই জনি দাস নতুন ভবনে তিনটি ঘর নিয়েছেন। তাঁর ভগ্নিপতি গণপূর্তে কর্মরত সমর দাসের ৪ নম্বর ভবনে একটি ঘর থাকা সত্ত্বেও নতুন ভবনে একটি ঘর নিয়েছেন। কিশোর দাসের আগে থেকে ঘর থাকলেও নিজের দুই ছেলে ও স্ত্রীর নামে তিনটি ঘর বরাদ্দ নিয়েছেন। এর মধ্যে একটি ঘর জনি দাসকে উপহার দিয়েছেন বলে অভিযোগ। দুর্নীতির দায়ে সিটি করপোরেশন থেকে চাকরিচ্যুত ধীরেশ দাস ১২টি ঘর বাগিয়ে অন্যদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এ ছাড়া শুভ রবি দাস, পিংকী রানী, সনিক রাজভর, রিশিকা রানী, সুজন দাস, মিনতী রানী, আকাশ দাস, সমীর দাস, শাহীন দাস, সুমিত সুকদান, বাবুল কেশ, উপমা রানী, জুগেশ দাস, বেটি রানী, ফুল কুমারী, বিরণ দাস ও শ্রীমঙ্গল দাসের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে বলে অভিযোগ।

এসব প্রসঙ্গে ডিএসসিসির প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা কাইজার মোহাম্মদ ফারাবী সমকালকে বলেন, বিগত মেয়রের আমলে একটি বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে কক্ষগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে এটা নিয়ে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বরাবর অভিযোগ জমা পড়ে। তখন তিনজন সমন্বয়কের উপস্থিতিতে ডিএসসিসি বৈঠক করে আগের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন করে একটি কমিটি করা হয়। সেই কমিটি নীতিমালার আলোকে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে পর্যালোচনা করে পুনঃবরাদ্দ দেয়। এ ক্ষেত্রে সমন্বয়করা মূল ভূমিকা রাখেন। এর পরও হয়তো দু-একজন বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারেন। সিটি করপোরেশন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যই সমন্বয়কদের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করেছে বলে জানান তিনি।

NEW AGE SUNDAY, DECEMBER 22, 2024,

LDC GRADUATION

# RMG exports to India, Japan to face high duty

**Moinul Haque**

BANGLADESH'S ready-made garment exports to non-traditional markets, especially India and Japan, would face significant challenges after the country's graduation from Least Developed Country status in 2026, leading to higher duties.

Experts and exporters said that the government should immediately decide on its graduation timeline and apply for an extension, similar to its strategy with traditional markets like the European Union and Canada.

This graduation of Bangladesh from LDC in November 2026 would result up to 20 per cent in India and 9 per cent in Japan on garment exports to these countries, said a recent study.

According to a study by the Research and Policy Integration for Development, Bangladesh would face a 6.5 per cent duty on garment exports to China and a duty of 5.0-6.0 per cent in Australia.

Bangladesh's readymade garment sector contributes 84 per cent of export earnings relies heavily on duty-free access to markets, with 72 per cent of earnings coming from countries provide such access.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association former president Faruque Hassan told New Age that the government should differ the graduation of the country up to 2030 otherwise the export sector would face severe trouble.

He said that the graduation deadline had been set based on the fabricated data produced by the previous government and the interim government should apply to the UN to extend the time considering the data manipulation.

Faruque said that Bangladesh's readymade garment sector remained competitive in the global market due to the duty free market access and after the graduation the access would be withdrew and export would suffer heavily.

He said that Bangladesh's readymade garment sector has remained competitive in the global market due to duty-free market access, but this access would be withdrawn after graduation, causing significant damage to exports.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association president Mohammad Hatem said that the country is not in a position in this tome to graduate from LDC.

He emphasized the urgent need to extend the graduation timeline beyond 2026, saying that without this extension, exports would decline significantly, putting additional pressure on employment.

RAPID chairman M A Razzaque said that the government should make a swift decision on whether Bangladesh would proceed with its LDC graduation in 2026 or apply for a deferral, as buyers and investors seek policy predictability.

Razzaque said that a fixed timeline reduces uncertainty for buyers and investors, helping to maintain stable trade relationships.

He suggested that a well-defined transition strategy and its effective implementation could help secure an extension of the graduation timeline.

Regardless of the graduation date, Razzaque stressed the importance of preparing for the transition, noting that exporters and businesses need a clear timeline to adapt to new trade rules and market conditions, particularly in a non-preferential market environment.

A fixed graduation date would also ensure timely domestic reforms, he added, highlighting that businesses in Bangladesh face high operational costs due to inadequate infrastructure, administrative inefficiencies, slow customs processes, and poor logistics—factors that undermine competitiveness and deter investment.

Revised data from the Export Promotion Bureau showed that in the financial year 2023-24, Bangladesh earned $548.83 million from garment exports to India, $1.08 billion from Japan, and $800 million from Australia.

According to the latest data, Bangladesh's RMG exports to India, Japan, Australia, and Canada all saw notable increases in the first five months of FY25, while exports to China experienced a slight decline.

Exports to Japan in July-November of FY25 rose by 3.69 per cent, amounting to $496.20 million, compared to $478.57 million in the same period past financial year.

India saw a significant boost, with exports climbing by 16.48 per cent, from $279.06 million to $325.06 million in the first five months of FY25.

Similarly, exports to Australia in July-November of FY25 grew by 7.74 per cent, reaching $348.83 million, up from $323.77 million in the same period of FY24.

In the period Canada also contributed to the growth, with exports increasing by 13.22 per cent, from $459.80 million to $520.59 million.

However, exports to China in July-November of FY25faced a slight setback, dropping by 5.14 per cent to $86.71 million from $91.41 million in the same period of FY24, EPB data showed.

সমকাল | রোববার | ২২ ডিসেম্বর ২০২৪

# কারখানার লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ চার বছর বাড়ছে

**শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া**

লাইসেন্স
অনুমতিপত্র
অনাপত্তিপত্র
নিবন্ধন, ছাড়পত্র ও অনুমোদনপত্র নিতে হয় ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের

"ঘুষ ও হয়রানির উদ্দেশ্যেই প্রতিবছর নবায়ন

**মোহাম্মদ হাতেম**
সভাপতি, বিকেএমইএ

■ আবু হেনা মুহিব

সহায়ক ব্যবসা পরিবেশের সূচকে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে বিগত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। সম্প্রতি জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা জাইকার এক জরিপ প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে দেশটির ৪৫ শতাংশ উদ্যোক্তা অসন্তুষ্ট। এদেশে বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে চিহ্নিত করেছেন তারা। প্রায় একই রকম উপাত্ত গবেষণা সংস্থা সিপিডি এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) যৌথ জরিপ বলছে, ব্যবসা পরিচালনায় ঘুষ এবং দুর্নীতি প্রধান দুই বাধা।

এমন বাস্তবতায় ব্যবসা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। শিল্পকারখানা এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের লাইসেন্স এবং সনদ প্রতিবছর নবায়নের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে উদ্যোক্তাদের। নিবন্ধন সনদ একবার নেওয়ার পর নবায়নের প্রয়োজন হবে না। লাইসেন্সসহ বাকি সনদের মেয়াদ ৫ বছর করা হচ্ছে। অন্তত ২০টি কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স, অনুমতিপত্র, অনাপত্তিপত্র, ছাড়পত্র ও বিভিন্ন অনুমোদন নিতে হয়। এসব সেবার মেয়াদ এখন এক বছর। সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ-সংক্রান্ত সেবা পেতে ঘুষ, দুর্নীতি, হয়রানি, কালক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের।

গত মাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্কারমূলক কিছু পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা পেয়ে শ্রম আইন সংশোধনের খসড়ায় লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ ৫ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব সংযুক্ত করা হয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। আগামী মার্চের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার।

খসড়ায় বলা হয়, বর্তমান শ্রম বিধিমালায় নিবন্ধিত কারখানা, দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারি সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের মেয়াদ যে তারিখে মঞ্জুর করা হবে, সেই তারিখ থেকে এক বছর বলবৎ থাকে। দেশে নিবন্ধিত তৈরি পোশাক কারখানা আছে ৩ হাজার ৯৩৪টি। পোশাকবহির্ভূত কারখানা আছে ৩৯ হাজার ৬৪৩টি। বিভিন্ন স্থাপনা আছে ১ লাখ ৮ হাজার ৯৩৪টি। দোকানের সংখ্যা ২৬ হাজার ১৩৮টি। এ ছাড়া অনিবন্ধিত পোশাক এবং পোশাকবহির্ভূত ৫ হাজার ৬১০টি। অনিবন্ধিত স্থাপনা আছে ৯ হাজার ৭০০ এবং দোকানের সংখ্যা ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৬০টি। এ নিয়ে মোট কারখানা, স্থাপনা ও দোকানপাটের সংখ্যা জানা মতে, ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪১৯টি।

প্রতিবছর এ বিশালসংখ্যক কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নবায়ন ও নতুন লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রায় পুরোটা সময় ব্যয় করতে হয়। লাইসেন্সের মেয়াদ ১ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর করা হলে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং মান উন্নয়নের মতো প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, ২০ থেকে ২২টি বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স এবং সনদ প্রতিবছর নবায়ন করতে হয়। এতে বস্তা বস্তা কাগজপত্রের সঙ্গে মোটা টাকার ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে হয়রানি করা হয়। কোনো কাজ হয় না। নবায়নের এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হলে তা ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং টেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশিকুর রহমান তুহিন বলেন, নানা রকম লাইসেন্স নিবন্ধন ও সনদ এবং প্রতিবছর এগুলো নবায়নের পেছনেই তাদের একটা বড় সময় ব্যয় হয়। বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে হয়রানি এবং ঘুষ বাণিজ্য অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। সেবাপ্রাপ্তিতে সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে উদ্যোক্তাদের আস্থা বাড়বে।

আইন সংশোধনের বিষয়ে জানতে চাইলে শ্রম সচিব সফিকুজ্জামান সমকালকে বলেন, সংশোধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের শ্রম আইন করতে চায় সরকার। ব্যবসা-বিনিয়োগ এবং মালিক-শ্রমিক সব পক্ষের সহায়ক আইন প্রণয়নে এ-সংক্রান্ত একটি টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করছে। এতে আইএলওর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতেই উত্থাপন করা হবে। এর পর অধ্যাদেশ জারি করা হবে।

DHAKA SATURDAY DECEMBER 21, 2024
POUSH 6, 1431 BS
The Daily Star

# Ensure rights, dignity of domestic workers

## State must take effective steps to address their plight

We are concerned about the continued deprivation of rights faced by domestic workers, with their profession remaining excluded from the labour law. While there does exist the Domestic Workers' Protection and Welfare Policy, 2015, it has largely gone unimplemented so far, resulting in widespread violations of their rights by employers. A recent event held at The Daily Star Centre brought out some harrowing stories of domestic workers that underscore the urgent need for intervention.

Reportedly, domestic workers endure daily humiliations and exploitations. They often work without set hours, suffer physical abuse for even minor mistakes, and are threatened with job loss if they fall ill. Worse yet, they are often denied holidays during major festivals. One domestic worker shared how she was denied clean drinking water and prohibited from sitting on the sofa she cleaned, while another spoke of being forced to continue working while pregnant. These stories reflect the widespread suffering of thousands of domestic workers in households across the country.

The situation is even worse for child domestic workers, who are particularly vulnerable to abuse by employers. Over the years, numerous reports have emerged detailing physical and sexual abuse of these children. A study by the Bangladesh Institute of Labour Studies and Dnet found that domestic workers face various forms of abuse: four percent experience sexual abuse, 21 percent physical abuse, 67 percent mental abuse, and 61 percent verbal abuse. Alarmingly, 95 percent of these workers do not report any incidents of abuse, while nearly 99 percent are unaware of any protective policies.

We, therefore, urge the government to properly address the plight of the domestic workers, especially children. Experts have emphasised the need to include these professionals under the country's labour law, ensuring legal recognition and protection of their rights. Additionally, creating a register for domestic workers could help monitor and improve their working conditions. The Domestic Workers' Protection and Welfare Policy—which seeks to secure fair wages, reasonable working hours, and the right to health and education—must also be rigorously enforced. Finally, the media can play a significant role in highlighting the abuse faced by domestic workers and running campaigns to protect their rights.

সমকাল | সোমবার | ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

# অটোমেশনে ৩১% পোশাক শ্রমিক কাজ হারিয়েছে

## বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের গবেষণা

■ সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা অটোমেশনের কারণে আশীর্বাদ হয়ে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। অটোমেশন বিশ্ববাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়িয়েছে। তবে কারখানা পর্যায়ে গড়ে ৩০ দশমিক ৫৪ শতাংশ শ্রমিক এ কারণে কাজ হারিয়েছেন, যাদের বড় একটা অংশই 'হেলপার' পদে কাজ করতেন। নারী, কিছুটা বয়স্ক, অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে অটোমেশন।

'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং শ্রমিকদের ওপর এর প্রভাব' শিরোনামে এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশানে হোটেল আমারিতে জরিপ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ সংস্থা সলিডারিডাড এর আয়োজন করে। জরিপ এবং গবেষণা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাহিদুর রহমান। গত আগস্ট থেকে অক্টোবর– তিন মাসে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। মিশ্র পদ্ধতিতে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জের ৪২৯ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকার, ২৬ জন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা ও চারটি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে জরিপে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের ফলাফলে অটোমেশনের কারণে

কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়, পোশাক খাতের মধ্যে কাজ হারানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি সোয়েটার কারখানায়। এ ধরনের কারখানায় ৩৭ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। শার্ট-প্যান্ট তৈরির ওভেন খাতে কাজ হারানোর হার ২৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। পোশাক উৎপাদনে বেশ কয়েকটি ধাপে কাজ হয়। এর মধ্যে কাপড় কাটা একটি। এ কাজেই সবচেয়ে বেশি ৪৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ সেলাই কাজের শ্রমিক কাজ হারান। এ ফলাফলকে উদ্বেগজনক আখ্যা দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, পোশাক খাতের এই রূপান্তর কতটা ন্যায্য, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এত বড় সংখ্যক শ্রমিক তাহলে গেল কোথায় এবং তারা কি এখন বেকার– এ বিষয়ে প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেননি অধ্যাপক শাহিদুর রহমান। আলোচনায় এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এবারের জরিপে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেননি তারা। এ জন্য আলাদা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে আলোচনায় তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের সাবেক সহসভাপতি মিরান আলী বলেন, শ্রমিকরা আসলে বেকার হয়নি। প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অন্য বিভাগে কাজে লাগানো হয়েছে। অটোমেশনে কাজ হারানোর ঘটনা যেমন আছে, আবার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, 'সস্তা দর, উচ্চ ক্রয়'– এ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। এই প্রক্রিয়ায় অটোমেশন বাড়ছে। বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শতভাগ অটোমেশন নয়, আংশিক অটোমেশনই নিরাপদ।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে সক্ষমতা বাড়াতে অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই। তবে কীভাবে অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। অটোমেশনে দক্ষতা শ্রমিকদের অভাবকে পোশাক খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে শ্রম সচিব বলেন, শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতার উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

আলোনচায় শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডি-বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় দক্ষতায় পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এ জন্য একতরফা শ্রমিকদের দায়ী করা হয়। তবে এ দায় সব পক্ষের। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সব পক্ষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রমিক সংগঠন বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে দায়িত্ব কিছু বেশি নিতে হবে। কারণ, এর সঙ্গে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে যুক্তিসংগত বক্তব্য নিয়ে সোচ্চার হতে হবে।

আলোচনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ওমর মো. ইমরুল মহসিন, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়ার বাংলাদেশে কান্ট্রি ডিরেক্টর সেলিম রেজা হাসান, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম আশরাফ উদ্দিন প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

# তীব্র শীতে দুর্ভোগে শ্রমজীবীরা

**কুড়িগ্রাম ও চাঁদপুর**

চাঁদপুর ও কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

চাঁদপুরের উপকূল এলাকা এবং চরাঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত। কনকনে ঠান্ডায় কাবু জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দারা। ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন খেটে খাওয়া মানুষ। তীব্র শীত উপেক্ষা করে পেটের দায়ে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। সন্ধ্যায় শহরে বিভিন্ন এলাকায় দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ শুকনো পাতা ও কাগজে আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ নেন। বেড়েছে শীতবস্ত্রের চাহিদা। শাহজাহান সিদ্দিকী নামে একজন জানান, নদীপাড়ে ও চরাঞ্চলের মানুষ শীতে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এদিকে কুড়িগ্রামে দুই সপ্তাহ ধরে জেঁকে বসেছে শীত। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে পুরো জনপদ। জেলায় গতকাল সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার অফিস। বেশি বিপাকে পড়েছে এখানকার কৃষি শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ। তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। গ্রামাঞ্চলের শীতার্তরা খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয় চরাঞ্চলে। সেখানকার শিশু, বৃদ্ধ ও শ্রমজীবীদের ভোগান্তির শেষ নেই। সরকারিভাবে কিছু এলাকায় কম্বল বিতরণ করা হলেও বেসরকারিভাবে কাউকে শীতবস্ত্র দিতে দেখা যায়নি।

জেলা সদরের মিলপাড়ার জামাল বাদশাহ বলেন, এত ঠান্ডা পড়ছে সকালে কাজ করা যায় না। হাত-পা বরফ হয়ে যায়। আমরা গরিব মানুষ খুব কষ্টোত পড়ছি। পৌর এলাকার রেলঘুণ্টি দাদামোড়ের ষাটোর্ধ রহমত আলী জানান, এতই ঠান্ডা আমরা বুড়া মানুষ বাইরে বের হতে ভয় পাই। এই সময় কম্বল পাইলে হামার অনেক উপকার হইল হয়, কিন্তু কেউ দেয় নাই।

NEW AGE MONDAY, DECEMBER 23, 2024,

# Increased automation cuts 30pc RMG jobs

Staff Correspondent

AUTOMATION in the readymade garment sector has resulted in a 30.58 per cent reduction in workers across production processes, with helpers bearing the brunt of the impact.

According to a recent study, the increase in adoption of automation in RMG factories is reshaping the workforce, presenting both opportunities and challenges.

The study was jointly conducted by Solidaridad Bangladesh, Bangladesh Labour Foundation and BRAC University.

Among production processes, the cutting sections saw the largest decrease in workforce, with a 48.34 per cent reduction, while the sewing process recorded a 26.57 per cent decline.

The study titled 'Assessment of technological transition in apparel sector of Bangladesh and its impact on the workers' showed that sweater factories experienced the steepest reduction, with a 37.03 per cent drop in workforce per production line, followed by woven factories with a 27.23 per cent decline.

The report mentioned that the automation posed significant challenges to women, older workers, those with lower literacy levels, unskilled labourers, and individuals with low confidence.

From the gender context, women workers were more vulnerable due to lack of technical skill and 62 per cent workers said that women were replaced either being reassigned to different roles or, in some cases, fired, the report said.

BRAC University Economics and Social Science department professor Shahidur Rahman shared the study findings at an event held on Sunday at Hotel Amari in the city.

BLF executive director AKM Ashraf Uddin, Solidaridad Bangladesh country director Selim Reza Hasan, National Coordination Committee for Workers Education chairman Badal Khan and labour reform commission chairman Syed Sultan Uddin Ahmed, among others, spoke at the event.

Out of 10 stages of production from spinning to shipment, only three phases — spinning, dying and finished fabric preparation — are fully automated, Shahidur said while presenting the findings.

He said the advanced level of automation was not found in the manufacturing stage while the sewing section was found semi-automated where the majority of workers are employed.

Beyond production stage, automation has taken place in the system and data management, the study mentioned.

The study also found that data automation enabled manufacturers to track production metrics, energy usage, and maintenance schedules in real time, supported Just-In-Time operations, and reduced waste.

It revealed that automation has increased factory efficiency from 3 per cent to 5 per cent and reduced labour requirements and costs.

For instance, fabric spreading now requires only one worker instead of seven, saving $1,020 in labour costs.

According to the report, automation also boosted productivity per hour from 90 to 140 and eliminated product rejection rates, which previously stood at 10 per cent, through the use of advanced machinery like the back moon machine for knitted polo shirts.

However, it raised production targets by 64.21 per cent, leading to increased pressure on workers.

A file photo shows female workers sewing clothes at a readymade garment factory in Dhaka. Automation in the readymade garment sector has resulted in a 30.58 per cent reduction in workers across production processes, with helpers bearing the brunt of the impact. — New Age photo

Continued from page 6

Labour secretary AHM Shafiquzzaman said that automation was inevitable, with the challenge how to address its impacts. He underscored the urgent need for skill development aligned with industry demands.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association support committee member Miran Ali acknowledged that the wages of garment workers in Bangladesh was low but the input cost in the country was higher.

Inefficiencies in areas such as customs delays, complexities in raw material imports, and logistical challenges are increasing pressure on workers, he said.

২৩-ডিসেম্বর ২০২৪। ৮ পৌষ ১৪৩১ সময়ের আলো

### আলোচনা সভায় বক্তারা

# কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও যৌন হয়রানির সম্মুখীন নারীরা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারীদের অন্যতম ভূমিকা থাকলেও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও যৌন হয়রানির মতো ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। এ ছাড়াও বাইরে বিশেষ করে যাতায়াতে নানাবিধ সহিংসতার মুখেও পড়তে হচ্ছে নারীদের।

রোববার রাজধানীর ব্র্যাক ইনে 'পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি' প্রকল্পের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় সজাগ কোয়ালিশন 'লারনিং টুগেদার : আ জেন্ডার জাস্টিস জার্নি' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব তথ্য উঠে আসে।

আলোচনা সভায় জানানো হয়, তৈরি পোশাক শিল্প খাত ২ দশমিক ৫৯ মিলিয়ন কর্মীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে, এর মধ্যে ৫৭ শতাংশ নারী কর্মী। যদিও নারী কর্মীরা এ খাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন লাভ করেছে, তবুও তারা বৈষম্য ও যৌন হয়রানির মতো ঘটনায় ভুক্তভোগী হচ্ছেন।

সভায় বক্তারা বলেন, নারী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য একটি নিরাপদ ও বৈষম্যমুক্ত কর্মস্থল অপরিহার্য, পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন সমস্যায় অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া নারীদের কর্মস্থলে নিরাপদ যাতায়াতের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় মজুরি দেওয়া আইনানুগভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন টু বাংলাদেশের গভর্ন্যান্স অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার লাইলা জাসমিন বানু, ইউএনএফপিএর জিবিভি ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর রুমানা। এ ছাড়া পোশাক শিল্পের নিয়োগকর্তা ও ক্রেতা (বায়ার), এনজিও ও আইএনজিও প্রতিনিধি, জাতিসংঘের কর্মকর্তা, শ্রমিক অধিকারভিত্তিক সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও), বিজিএমইএ ও বিএকেএমইএ প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য এবং মিডিয়া কর্মীরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সবাই তাদের অভিজ্ঞতা ও উদ্বেগ শেয়ার করেন।

ইথিক্যাল ট্রেডিং লিমিটেডের প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাপস বড়ুয়া বলেন, তৈরি পোশাক সেক্টরে কর্মীদের অভিযোগগুলো সাধারণত মৌখিকভাবে সমাধান করার প্রবণতা রয়েছে। ফ্যাক্টরিগুলো প্রায়ই অভিযোগগুলো ডকুমেন্ট করে না। কারণ তারা মনে করে, এটি তাদের অডিট ফলাফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সলিডারিটি সেন্টারের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার অনীন্দিতা ঘোষ বলেন, নারী কর্মীদের অটোমেশন সংক্রান্ত ট্রেনিং না দেওয়া এবং শিশু যত্ন কেন্দ্রের অভাবে পোশাক শিল্প খাতে নারী শ্রমিক হ্রাস পাচ্ছে।

অ্যাকশনএইডের ডেপুটি ম্যানেজার মোহাম্মদ মারুফ হোসেন বলেন, পোশাক শিল্পে মধ্যম স্তরের ম্যানেজমেন্ট পদে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। বেশিরভাগ নারী সেলাই মেশিন অপারেটর হিসেবে কর্মরত। তদুপরি একজন নারী শ্রমিক ৩৫ বছর ঊর্ধ্ব বয়সি হলে, তাকে প্রায়ই ফ্যাক্টরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য কর্মজীবী নারী সানজিদা সুলতানা বলেন, ২০০৬ সালের শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং ২০০৯ সালের হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ কর্মস্থলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে একটি আইনের খসড়া করেছে এবং জমা দিয়েছে। এ ছাড়া আইএলও কর্মস্থলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গাইডলাইনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা কর্মস্থলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।

ইউরোপীয় কমিশনের গভর্ন্যান্স অ্যান্ড রাইটসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার লাইলা জাসমিন বানু বলেন, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন লিঙ্গ ন্যায়বিচার প্রচারের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পগুলোতে সেগুলো প্রয়োগ করা হবে।

ক্রিশ্চিয়ান এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর নুজহাত জাবিন বলেন, যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ফ্যাক্টরি এবং সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ জিবিভি মোকাবিলায় অপরিহার্য। লিঙ্গ-বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা সমাধান করতে হবে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

### শিক্ষিত বেকার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে

# কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রাধিকার জরুরি

বাংলাদেশে বেকার আছে কি নেই, সেটা আর বিতর্কের বিষয় নয়। বিসিএসসহ যেকোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরির একটি পদের বিপরীতে কয়েকশ প্রার্থী আবেদন করে থাকেন। বর্তমান সময়ের বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে শ্রমশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি কম। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের একটি বড় অংশই এখন বেকার। পড়াশোনা শেষ করে বছরের পর বছর চাকরির জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

সোমবারের সময়ের আলোর একটি প্রতিবেদনে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, দেশে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার পরিবেশ ক্রমাগত অধঃপতিত হয়েছে। এই অধঃপতিত হওয়ার কিছু কারণ বলেছেন তিনি। সেগুলো হলো শিক্ষকদের লেজুড়বৃত্তিক দলীয় রাজনীতি, ছাত্ররাজনীতির নামে দখলদারিত্ব ও দুর্বৃত্তায়ন এবং শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম। এগুলোর বাইরেও দেশে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় বড় সমস্যা থাকার কারণে উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরি করা যাচ্ছে না। এ কারণেই শিক্ষিত বেকারের সমস্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে।

অর্থনীতিবিদরা ডলার সংকট, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ও নতুন বিনিয়োগ না হওয়াকে বেকারত্ব বাড়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুই বছর ধরে দেশ করোনা সংকটের মধ্যে ছিল, এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থনীতির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে দেশে বেসরকারি বিনিয়োগও কমেছে। ডলার সংকটের কারণে অর্থনীতির যে মূল চালিকাশক্তি গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহেও মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় বেকারত্ব বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি কৃষিনির্ভর দেশ। মানুষের কর্মসংস্থানও ছিল মূলত কৃষি ক্ষেত্রে। যেহেতু কৃষিজমি বাড়ছে না, তাই বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করার প্রয়োজন। এ দেশের তরুণ-যুবকরা বাধ্য হয় ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রা কিংবা অন্যান্য উপায়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। দেশের অনেক তরুণ এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত। আমরা মনে করি, তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাটাই এখন জরুরি। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে দেশ এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মেধা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম মেধাবী। এই মেধাবীদের উপযুক্ত করে তৈরি করতে হলে বিনিয়োগ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন কর্মপরিবেশের উপযোগী একটি শ্রমশক্তিও তৈরি করতে হবে। দেশে প্রতি বছর নতুন যে জনশক্তি যুক্ত হচ্ছে, তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমাদের উদ্যোক্তা এবং উচ্চশিক্ষাকে এখনকার চেয়ে অনেক কাছাকাছি অবস্থায় আনতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

অর্থনীতির প্রতিটি শাখা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বেকারত্বের বিষয়টি দেখতে হবে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে। বেকারের হার কমাতে হলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে হবে, যেখানে বেকার তরুণরা কাজের সন্ধান পাবেন। কর্মসংস্থানের স্বার্থে সরকারকে শিল্পায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। সেবা খাতসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও যাতে দ্রুত বিকশিত হয় তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির আরও উন্নয়ন করতে হবে। তা হলে নিকট ভবিষ্যতে দেশে বিনিয়োগ আরও গতি পাবে, সেই সঙ্গে বাড়বে কর্মসংস্থানের হারও।

সময়ের আলো । মঙ্গলবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# শ্রমবাজারে নারীর অপ্রতুলতা

জীবনের সব পর্যায়ে নারী এক জাদুকরী শক্তির নাম। এটি অনেক সময় গৃহের অভ্যন্তরের কথা, তবে বাইরের জগতের কথাও হতে পারত। এর বাইরেও নারীর যা করার কথা ছিল, তা হচ্ছে কী? যেমন, 'শ্রমবাজারে নারী' কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল পটভূমিকার কথা মনে হয়, প্রকৃতই কি তাই, নাকি ভিন্ন চিত্র

শেলী সেনগুপ্তা
কথাসাহিত্যিক

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি লিঙ্গবৈষম্যের অন্যতম পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নারীর মাতৃত্ব। প্রতিনিয়ত নারীকে মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া কিংবা অবস্থানে বাধা দিয়েছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব শুধুই মায়ের। সন্তান লালনপালনে নারীর ত্যাগকে নানাভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এটিই এখন আমাদের ধ্যানধারণাতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে নারী তার স্বপ্ন, তার ক্যারিয়ারকে বিসর্জন দিচ্ছে। অথচ চাইলেই নারী পরিবারের অন্যদের সহায়তা নিয়ে সহজেই উভয় দিক সামলাতে পারে। এই সহযোগিতাটি পাওয়াই কঠিন

আমরা নারী, আমরা পারি–এটি সময়ের খুব প্রিয় স্লোগান, শুধু তাই-ই নয়, এটি একটি চিরন্তন সত্য। জীবনের সব পর্যায়ে নারী এক জাদুকরী শক্তির নাম। এটি অনেক সময় গৃহের অভ্যন্তরের কথা, তবে বাইরের জগতের কথাও হতে পারত। এর বাইরেও নারীর যা করার কথা ছিল, তা হচ্ছে কী? যেমন, 'শ্রমবাজারে নারী' কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল পটভূমিকার কথা মনে হয়, প্রকৃতই কি তাই, নাকি ভিন্ন চিত্র? প্রকৃত চিত্র হলো–এখনও আমাদের দেশের অর্ধ শতাংশেরও বেশি নারী শ্রমবাজারে যুক্ত হননি। বাংলাদেশে মাত্র ১৭ শতাংশ নারী চাকরিতে বা কর্মক্ষেত্রে যুক্ত। এর বাইরে যারা আছে তারাও উপার্জনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। হতে পারে কী?

আমাদের দেশে কর্মক্ষম নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি কিন্তু কর্মে নিয়োজিত অনেক কমসংখ্যক নারী। শ্রমক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অনেক কম। যেটুকু কর্মক্ষেত্রে যুক্ত আছে তাও প্রতিফলন নেই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে।

তবে এ অবস্থা শুধু আমাদের দেশেই নয়। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। সে ভাবে দেখলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, জন্মহার হ্রাস–এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি। এত সব উন্নয়নের সঙ্গে এখানকার নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই অঞ্চলের নারীরা অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তারা অনাকাঙ্ক্ষিত বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে, আবার যোগাযোগ, সামাজিক যোগাযোগ, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে।

জনসংখ্যাবিদ ও অর্থনীতিবিদদের মতে, কর্মদক্ষ নারীদের যতটা শ্রমশক্তিতে থাকার কথা, ততটা নেই। এর কারণ হলো–মাঝপথে বাল্যবিয়ে। জলবায়ুর বিরূপতাও নারীকে শিক্ষাক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে বাল্যবিয়ের শিকার করছে। এত গেল হাওর ও পাহাড়িয়া এলাকার কথা। শহরাঞ্চলেও অনেক নারী সামাজিক ও পারবারিক কারণে শ্রমবাজারে যুক্ত হতে পারছে না বা সংযুক্ত নারী শ্রমবাজার থেকে ঝরে পড়ছে। পরিবার বা সন্তানের দেখাশোনা এর একটি কারণ, আবার অন্য আরও কারণ হলো–কর্মস্থলের দূরত্ব কিংবা অর্থনৈতিক দিক থেকে অপর্যাপ্ততা, অর্থাৎ স্বল্প বেতন।

একি শুধু আমাদের দেশের বিষয় নাকি বিশ্বজুড়ে তাই হচ্ছে? যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নোবেল বিজয়ী ক্লডিয়া গোল্ডিন শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণায় কর্মজীবী নারীদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা এবং নারী-পুরুষ কর্মীদের মধ্যে চিরন্তন বেতনবৈষম্য ও এর কারণগুলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই সমস্যাটির ধরন বা এই অন্তর্নিহিত লৈঙ্গিক বৈষম্যের উৎসগুলো যুগে যুগে এবং সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কর্মজীবী নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষদের তুলনায় কম উপার্জন করে।

বিশ্ব কৃষি খাত থেকে শিল্পায়িত সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ধারাবাহিকভাবে শ্রমবাজারে বিবাহিত নারীর অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়। কিছু বছর পর অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর পর এই হার কিছুটা বাড়তে থাকে, এটি কেবল সেবামূলক ক্ষেত্রে। তবে তাও অনুপাতিক হারে কম। অথচ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা অনুধাবন করতে করতে অনেক সময় চলে গেছে। তবে এটি শুধু অনুধাবনেই রয়ে গেছে, বাস্তবে পরিণত হয়েছে অনেক কম।

এর কারণগুলো বিশ্লেষণযোগ্য এবং সমাধানযোগ্যও। শুধু ইচ্ছাটুকু পোষণ করতে হবে। এর মধ্যে একটি কারণ নিম্ন মুজুরি। শ্রমবাজারে একটি বড় অংশই নিম্ন মজুরির ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। অন্যরা শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা পেশায় যুক্ত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীসহ উচ্চপদেও দায়িত্ব পালন করছে নারীরা।

শ্রমবাজারে অনেক নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত আছে, এর একটি বড় অংশ কৃষিকাজে জড়িত। আরেকটি অংশ পোশাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং দেশের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

তারপরও নারীরা কর্মস্থল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে কিংবা আগ্রহ হারাচ্ছে। নারীরা সবসময় পুরুষের সমান কাজ করে থাকে, কিন্তু নিম্ন আয়ের নারী শ্রমিককে কম মুজুরি দেওয়া হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি সমস্যায় না পড়লে নারীরা কাজ করতে ইচ্ছুক হন না। কখনো প্রয়োজনে কাজে নিযুক্ত হলেও একসময় কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ কাজ ছেড়ে দিয়ে সংসারে আরও বেশি মনোযোগ দেয়। এতে নিজেরাও থাকে হতাশাগ্রস্ত।

শহরের নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে কিংবা কর্মক্ষেত্রের ওপর থেকে আগ্রহ হারাচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি হওয়া বৈষম্য, একই সঙ্গে সামাজিক অবকাঠামো এবং জলবায়ুর পরিবর্তনও।

২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় অনেক নারীই কর্ম থেকে অব্যাহতি গ্রহন করেছে। সে সময় বন্ধ হয়ে গেছে অনেক ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা, অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে বলতে পারি, কর্মক্ষেত্রে নারীর পথ চলা কখনোই মসৃণ ছিল না কোনোকালেই। এর পেছনের কারণ হলো–কর্মক্ষেত্রে সঠিক এবং নারীবান্ধব পরিবেশ না থাকা। অনেক সময় নারীরা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা উর্ধ্বতন দ্বারা নিগৃহীত হন। তখন অবান্ধব পরিবেশে তারা কাজ করতে আগ্রহী হন না। পারিবারিক শান্তির কথা বিবেচনায় রেখে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে পড়েন।

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি লিঙ্গবৈষম্যের অন্যতম পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নারীর মাতৃত্ব। প্রতিনিয়ত নারীকে মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া কিংবা অবস্থানে বাধা দিয়েছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব শুধুই মায়ের। সন্তান লালনপালনে নারীর ত্যাগকে নানাভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এটিই এখন আমাদের ধ্যানধারণাতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে নারী তার স্বপ্ন, তার ক্যারিয়ারকে বিসর্জন দিচ্ছে। অথচ চাইলেই নারী পরিবারের অন্যদের সহায়তা নিয়ে সহজেই উভয় দিক সামলাতে পারে। এই সহযোগিতাটি পাওয়াই কঠিন।

আজকাল অনেক মা নিন্দুকের কথা অগ্রাহ্য করে সন্তানকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখেও কাজে যাচ্ছে। সেখানেও ভুগছে নানা দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে। কারণ সার্বিক ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মানসম্পন্ন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা অপ্রতুল। বর্তমানে কিছু সরকারি শিশু দিবাযত্ন আছে। এ ছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত। সরকারি শিশু দিবাযত্নের পরিবেশ এবং যত্ন নিয়ে প্রশ্ন আসে, তেমনি বেসরকারি শিশু দিবাযত্ন ব্যয়বহুল।

আমাদের দেশে আর বেশি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র দরকার আছে। তাতে মায়েদের জীবন আরও সহজ হতে পারত। সরকারি শিশু দিবাযত্নের ওপর অনাস্থা আর বেসরকারি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যয়বহুলতার মধ্যে পিষ্ট হচ্ছে কর্মজীবী মা এবং তার স্বপ্ন। তাই আরও বেশি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। এলাকাভিত্তিক বা অফিসভিত্তিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা জরুরি।

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত টয়লেটের সুবিধা কিংবা নারীবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা নেই। সব কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধে সেল নেই। তাই শ্রমবাজারে নারীর সুরক্ষা ও ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতে বেতনবৈষম্য কমাতে হবে, পর্যাপ্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। নারীদের জন্য পৃথক গণপরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রযুক্তির নারীদের ব্যবহারে সাবলীল ও সক্ষম করতে হবে।

বিদেশে যেসব নারীকর্মী কাজে যেতে ইচ্ছুক তাদের যোগ্য করে শ্রমবাজারে পাঠানোর ওপর জোর দিতে হবে। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবাসে কর্মরত নারীদের সুরক্ষাব্যবস্থা আরও টেকসই করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। প্রবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে দূতাবাসগুলোতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং এই নারীরাই আমাদের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এই নারীদের সুরক্ষায় বিদ্যমান নীতিমালাগুলোর সর্বোচ্চ প্রয়োগ করার মানসিকতা জাগ্রত রাখতে হবে। এ জন্য যা যা করা দরকার তার সবই করতে হবে। নারীকে কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য নারীবান্ধব সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার নারী এবং পুরুষ একটি পাখির দুটি ডানা, একটিকে বাদ দিলে অন্যটি কর্মক্ষমতা হারায়। তাই সমাজের জন্য, দেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য নারীকে অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জয় হোক নারীত্বের, জয় হোক মানুষের।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার । ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# শত কারখানা বন্ধ, লাখো কর্মী ছাঁটাই

মাসুদ রুমী ▷

গভীর সংকটে দেশের তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল ও নিট পোশাক খাত। শিল্প মালিকরা বলছেন, জ্বালানির সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও ব্যাংক খাতের অস্থিতিশীলতা এই খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এতে গত এক বছরে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও টেক্সটাইলশিল্পের ১৪০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে ৭৬টি, নিট খাতে ৫০টি এবং টেক্সটাইল খাতের ১৪টি কারখানা রয়েছে।

এক বছরে ১৪০টি কারখানার মোট ৯৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন বলে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। সম্প্রতি বেক্সিমকো গ্রুপ তাদের ১৫টি পোশাক কারখানার প্রায় ৪০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। সব মিলিয়ে বন্ধ ১৫৫ কারখায় এক লাখ ৩৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার, কাঁচামাল আমদানিতে এলসি সমস্যা, শিল্পে অব্যাহত গ্যাসসংকট, গ্যাস ট্যারিফ বৃদ্ধি করা, বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ না পাওয়া, অব্যাহতভাবে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ায় অনেকে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

না। আবার অনেকে কারখানায় শ্রমিকদের বেতন দিতে না পেরে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এতে কারখানার মালিক যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনি দীর্ঘ মেয়াদে দেশের রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ অবদান রাখা শিল্পে অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি বাজারে ভাগ বসাচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভাটা পড়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩.৩৩ শতাংশ। এর বিপরীতে ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া থেকে পোশাক আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গত এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আগের বছরের তুলনায় ভারতের পোশাক রপ্তানি ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রয়প্রবণতার এই পরিবর্তনকে ব্যবসায়ীরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে দেখছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই প্রবণতা মোকাবেলায় বাংলাদেশের পোশাক খাতকে নতুন কৌশল নিতে হবে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) জানিয়েছে, এক বছরে সংগঠনটির সদস্যভুক্ত ৭৬টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এসব কারখানায় কাজ করা ৫১ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারছে না অন্তত ১৫৮টি কারখানা।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) জানিয়েছে, এক বছরের মধ্যে এই খাতের ৫০টির

তিনি বলেন, 'কারখানার সামনে এসেছি, যদি কারখানা খোলে—এমন খবরের আশায়।'

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে ঝুঁকিতে না ফেলে বেক্সিমকো গ্রুপের অংশীজনদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে কারখানা চালু রাখতে সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার পরও কারখানা চালু রাখা যাচ্ছে না। তাই কর্তৃপক্ষ মজুরি দিতে না পেরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে। বেক্সিমকো শিল্পগোষ্ঠীর রপ্তানি আয়ের প্রকৃত চিত্র না থাকায় মজুরি পরিশোধে সরকারকে গত চার মাসে দায় নিতে হয়েছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার। প্রতিষ্ঠানটি একটি সরকারি ব্যাংক থেকে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা উধাও করে নিয়েছে।'

চট্টগ্রামের দেশ গার্মেন্টসের হাত ধরেই সারা দেশে গার্মেন্টস ব্যবসার প্রসার হলেও এখন চট্টগ্রামেই কমছে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। গত চার মাসে চট্টগ্রামে গার্মেন্টস বন্ধ হয়েছে চারটি। অর্থাৎ আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চার মাসে প্রতি মাসে একটি করে গার্মেন্টস বন্ধ হয়েছে। ফলে বেকার হয়েছে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক। এই সংকট নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে টাস্কফোর্স গঠন করে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন বিজিএমইএর নেতারা।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দেশের পোশাক খাতে প্রায় ৭৬টি কারখানা চলতি বছরই বন্ধ হয়েছে। ছয় মাসে ৫০টির বেশি কম্পানি বন্ধ হয়েছে। বন্ধ কারখানার ৫১ হাজারের বেশি শ্রমিক চাকরি

না, মানবিকভাবেও বিপন্ন হয়ে পড়েন।

শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) শীর্ষ নেতা এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটা শ্রমিকের চাকরি চলে যাওয়ার পর যখন বাসাভাড়া, বাজার করা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ে, ওই অঞ্চলে পড়ে। এতে শ্রমিকরা শুধু অর্থনীতির দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, মানবিকভাবেও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বেক্সিমকো গ্রুপের কারখানার ক্ষেত্রে যাদের লে-অফ করা হয়েছে, তাদের প্রতি মাসে বেতন বাবদ সাত কোটি টাকা লাগে। এই টাকা কে দেবে? অন্য কারখানার ক্ষেত্রে দু-তিন মাস কাজ করার পর যদি বেতন না দিতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে সেই মালিকের কারখানা চালানোর মতো সামর্থ্য নেই। আবার কারখানা চালু রাখা, অর্ডার নেওয়া, কাঁচামাল কেনা, বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার পর শ্রমিকের মজুরি দেবে না, বঞ্চিত করবে, তা সমর্থনযোগ্য নয়।'

এই শ্রমিক নেতা বলেন, 'পোশাক কারখানা থেকে শ্রমিকদের ছাঁটাই নিয়মিত ঘটনা হয়ে গেছে। এতে শ্রমিকরা কোনো কারখানায় বেশিদিন বা স্থায়ীভাবে কাজ করতে পারছে না। এ জন্য কারখানার মালিকরা সুবিধা পায়। একটি হলো বর্ধিত বেতন দিতে হয় না। গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য যে সুবিধা আছে, সেগুলোর অধিকারী হয় না। দ্বিতীয়ত ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে যারা একটু সংগঠিত হওয়া বা সংগঠন করার দক্ষতা অর্জন করে, তাদের কারখানা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত মালিকরা ছাঁটাইকে একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নেয়, যাতে শ্রমিকদের মধ্যে চাকরি চলে যাওয়ার আতঙ্ক থাকে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।'

বিজিএমইএর সহসভাপতি রাকিবুল আলম চৌধুরী

কালের কণ্ঠ ২৪ ডিসেম্বর ২৪

# চাকরি হারিয়ে বেক্সিমকোর ৫০ হাজার শ্রমিক দিশাহারা

এম আর মাসফি, গাজীপুর থেকে ফিরে ▷

মাটির চুলায় রান্না চলছে। বঁটি দিয়ে শাক কাটছেন মা। এ সময় তাঁর কাছে চকোলেট কিনে দেওয়ার বায়না ধরল সাত বছরের ছোট মেয়ে। মা মিথ্যা গল্প শুনিয়ে মেয়েকে ভোলানোর চেষ্টা করলেন। মিথ্যা প্রবোধ দিতে গিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়াল চোখ থেকে। নীরব বেদনার এই দৃশ্যপটে জ্বলজ্বল আচমকা চাকরি হারানোর নির্মম বাস্তবতা।

চিত্রটি গাজীপুরের মামুন নগরটেকের বাসিন্দা মালা রানীর উঠানের। কিছুদিন আগেও স্বামীহারা এই নারীর একরকম চলে যাচ্ছিল সংসার। এখন তিনি নিরুপায়।

স্বামীর অকালমৃত্যুর পর দুই সন্তানকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন মালা। কাজ নেন পতিত সরকারের বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের কারখানায়। লুটপাটের কারণে বেক্সিমকোর শিল্প-কারখানা বন্ধ হওয়ায় তিনি এখন বেকার।

আয় না থাকায় এখন জীবনযুদ্ধে দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁর টিকে থাকাই দায়।

মেয়েটি চকোলেটের কথা ভুলে খেলতে যাওয়ার পর আর বাঁধ মানল না অশ্রু। এই প্রতিবেদকের সামনে অঝোরে কেঁদে ফেলেন মালা। বললেন, 'অকালে স্বামী হারাইলাম। দুই ছেলেমেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব এখন আমার। ওগোর

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

## কর্মহীন কষ্টের জীবন

- বিপাকে পড়েছেন ওই এলাকার বাড়িওয়ালাসহ সেবাদাতারা
- দোকানও বন্ধ করে দিয়েছে বাকি দেওয়া, মানবেতর জীবনযাপন

বেক্সিমকোর নাম শুনলেই কাজে নেয় না কেউ ▶ পৃষ্ঠা : ৩

## 'এমন কিছু কইরেন না, যাতে না খাইয়া মরতে হয়!'

শরীফ আহমেদ শামীম, গাজীপুর ▷

'এমন কিছু কইরেন না, যাতে না খাইয়া মরতে হয়!'—এভাবে চাকরি ফিরে পাওয়ার আকুল আবেদন জানান তানজিনা বেগম (৩৬)। গাজীপুরের কাশিমপুরে সারাবো এলাকায় বেক্সিমকোর পোশাক কারখানার ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। একদৃষ্টে কারখানার দিকে তাকিয়ে হয়তো বা স্মৃতিচারণা করছিলেন পুরনো সেই কর্মচঞ্চল দিনের।

পাঁচ বছর আগে এই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তানজিনা। তাঁর সঙ্গে আরো ২০ থেকে ২৫ জন জড়ো হয়েছেন ফটকে। সবার দাবি একটাই—কাজে ফিরতে চান। চান মজুরি, যাতে সংসারের চাকাটা সচল থাকে।

ওড়নার আঁচলে চোখের পানি মুছে পাশে দাঁড়ানো জান্নাতি বেগম (৩০) জানান, স্বামী ও দুই সন্তানসহ পরিবারের সদস্য চারজন। মেয়েরা লেখাপড়া করে। স্বামী কারখানায় লোডারের কাজ করতেন। অসুস্থ হয়ে এখন আর কাজ

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ১

THE FINANCIAL EXPRESS December 24, 2024

# RMG union leaders demand nat'l wage structure for all sectors

FE REPORT

**DEMANDS INCLUDE:**

- Uniform labour law
- Wage hikes every 2 years
- 65% basic pay, 15% annual increment

Union leaders in the readymade garment sector on Monday raised a number of demands, including a national wage structure for all sectors, a uniform labour law to ensure the rights of all workers, and addressing barriers to form trade unions.

They also demanded wage hikes every two years considering the cost of living, fixing 65 per cent basic payment and 15 per cent annual increment, six months of maternity leave, introducing mandatory provident fund, and ending the use of central fund for group insurance.

Their other demands included withdrawing the 20 per cent worker requirement for trade union registrations, establishing an alternative dispute resolution mechanism, and punishing factory owners for violating labour laws.

They raised the demands at two separate meetings with the labour reform commission, headed by its Chairman Syed Sultan Uddin Ahmed, held at Srama Bhaban in the capital.

Six unions, including Industriall Bangladesh Council, Sramik Karmachari Oikya Parishad (SKOP), G-SKOP, and Trade Union Centre, jointly put forward a proposal containing 11 demands before the commission during the morning meeting.

According to the proposal, living wages should be fixed considering the basic needs, the prices of essentials, and other matters. Besides, the basic payment should be 65 per cent while overtime, bonus, and service benefits should be calculated based on that.

Talking to The Financial Express, SKOP Member Razekuzzaman Ratan said they had proposed a national wage structure and a uniform labour law so that all workers, irrespective of economic zones and whether they work in the formal or informal sector, get equal benefits.

All the hassles that create barriers to trade union formations must be removed and there should not be any threshold for trade union registrations, he said.

The proposal also suggested increasing the punishment for violating legal requirements regarding recruitment, such as not giving the appointment letter, identity card, and service book.

Meanwhile, labour leader Shafiul Islam at the evening meeting said the laws must be amended to ensure service benefits even for workers with a one-year service period and incorporate punishment provisions if cases are not settled.

Lovely Yasmin, another labour leader, proposed forming an emergency fund to clear workers' dues and ensuring the welfare fund's use for the welfare of workers and their families only.

Labour leaders also demanded subjecting factory owners to punitive measures, saying such punishments had either been removed or made lenient in many cases during the past amendments to the laws.

They demanded minimum monthly wages of Tk 25,000 for garment workers with a 15 per cent annual increment.

Syed Sultan said the commission would submit its report within the stipulated time despite constraints.

munni_fe@yahoo.com

সমকাল | সোমবার । ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

# চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল পাওয়ার সক্ষমতা ও কৌশল

এম এম শহিদুল হাসান

মানবসম্পদ

বিশ্ব বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। এটি এমন একটি সময়, যেখানে ডিজিটাল, ফিজিক্যাল এবং জৈবিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে প্রযুক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশের মতো দেশ যারা শিল্প, বাণিজ্য, পরিষেবা ও প্রশাসনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে আছে, তারা কি এই প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে পারবে– এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

সমাধানের জন্য জাতির সক্ষমতা এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা মেনে নীতিমালা প্রণয়নের মানসিকতা প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশের ইতিহাস, সম্পদ ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের সঠিক ব্যবহারে জোর দিতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবোটিকস, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এবং জৈবপ্রযুক্তি– সফলভাবে কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও উদ্ভাবন বাড়ানো সম্ভব। পরম্পরাগত অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলো একটি দেশের জন্য স্থিতিশীল ভিত্তি তৈরি করলেও সেগুলোকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্গঠন করা বা প্রয়োজনে প্রতিস্থাপন করা অপরিহার্য। অভিযোজনশীল, উদ্ভাবননির্ভর এবং টেকসই অর্থনৈতিক মডেল এখন আর কেবল বিকল্প নয়; বরং এটি অপরিহার্য শর্ত। এটি বাংলাদেশকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখার পথ দেখাতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি তার নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিচক্ষণ ও সঠিকভাবে পরিকল্পিত অবস্থানই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ উন্মোচন করতে পারে। এশিয়ার অনেক দেশ ইতোমধ্যে দেখিয়েছে, কীভাবে অভিযোজনশীল নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। এই উদাহরণগুলো বাংলাদেশের জন্য উদ্ভাবনী ও সহনশীল অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে।

সিঙ্গাপুর একটি ক্ষুদ্র দেশ, যেখানে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। তারা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রযুক্তি ও অর্থনীতির বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকার লক্ষ্যে তারা 'স্মার্ট নেশন' প্রোগ্রামের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা ডিজিটাল রূপান্তর ও সাইবার নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং আজীবন শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ করে সিঙ্গাপুর বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী শিল্পায়নের প্রভাব, জাপানি ঔপনিবেশিক শাসন এবং মার্কিন সহায়তায় প্রভাবিত হয়ে তাইওয়ান উৎপাদন ও ইলেকট্রনিক্স খাতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। সেমিকন্ডাক্টর এবং ইলেকট্রনিক্সে বৈশ্বিক নেতৃত্বের সুবিধা নিয়ে তারা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব চালিত করতে এআই, আইওটি এবং উন্নত উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করছে। ফরওয়ার্ড লুকিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মতো নীতিমালা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের উন্নয়নে কেন্দ্রীভূত।

চীন তার বিশাল মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সুযোগকে সফলভাবে কাজে লাগাচ্ছে। একটি দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশটি শিক্ষায় ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে। মেড ইন চায়না ২০২৫ নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিল্প খাতকে অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির সহায়তায় আধুনিকায়ন করা। প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতি চীনের মনোযোগ তার দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাবার ও পাম অয়েলের মতো পণ্য রপ্তানির ওপর ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরশীল মালয়েশিয়া উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে বৈচিত্র্য এনেছে। প্রযুক্তিনির্ভর খাতে প্রতিযোগিতার জন্য দেশটি তার মানবসম্পদ উন্নয়নে মনোযোগ দিচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি ডব্লিউআরডি নীতিমালা মালয়েশিয়াকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত, যা উৎপাদন খাতে ডিজিটালাইজেশন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করছে।

ভারতের বিশাল ও তরুণ জনশক্তি এবং সমৃদ্ধ আইটি খাতই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কৌশলগত ভিত্তি। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ও 'স্কিল ইন্ডিয়া' প্রোগ্রাম, স্টার্টআপ উদ্যোগ এবং উচ্চ প্রযুক্তির উৎপাদন নীতিমালার মাধ্যমে দেশটি দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এশিয়ার এ দেশগুলো দেখিয়েছে, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কীভাবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগানো যায়।

বাংলাদেশের প্রাচুর্যপূর্ণ মানবসম্পদ, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রচলিত শিল্প খাত এবং অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ শ্রমশক্তির প্রেক্ষাপটে একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। দেশের সম্পদ এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। দেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে বড় পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, রোবোটিকস এবং সবুজ প্রযুক্তির মতো উদীয়মান খাতে শ্রমশক্তিকে দক্ষ ও পুনর্দক্ষ করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। স্বল্প দক্ষতানির্ভর শ্রমশক্তি শিল্পগুলোকে ধীরে ধীরে অটোমেশনের আওতায় আনা উচিত এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি।

প্রচলিত শিল্প খাতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্প খাতের বৈচিত্র্য আনয়ন, স্টার্টআপ এবং ক্ষুদ্র ও এসএমইর প্রসার এবং এআই, আইওটি ও সবুজ প্রযুক্তির মতো উন্নত খাতে দক্ষতা গড়ে তুলতে স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রয়োজন। উদ্ভাবনী নীতিমালার মাধ্যমে টেকসই কৃষি, দুর্যোগ সহনশীলতা এবং নগরায়ণের মতো স্থানীয় চ্যালেঞ্জ সমাধানে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা উচিত। এ ছাড়া জনসেবার খাতে যেমন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং পরিবহন ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্তর্ভুক্তি কার্যকারিতা এবং প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।

দেশের বিশাল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা অর্জনের জন্য একটি দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, যা প্রযুক্তি ও শিল্পগত অগ্রগতির আলোকে ভবিষ্যতের কর্মশক্তিকে কার্যকরভাবে প্রস্তুত করবে। তবে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খণ্ডিত, যা সামাজিক বিভাজন ও বৈষম্য সৃষ্টি করছে এবং মূলধারার পেশায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঠামোগত পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হলেও, উচ্চশিক্ষা খাতে তাৎক্ষণিক সংস্কারের সুযোগ রয়েছে। তবে নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষাবিদরা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অনেকটাই উপেক্ষা করে চলেছেন।

চতুর্থ শিল্পব বিপ্লব এমন কিছু অভিযোজনযোগ্য দক্ষতার চাহিদা তৈরি করে, যা ডিজিটাল সাক্ষরতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা এবং সহযোগিতার মতো মানসিক ও সামাজিক দক্ষতার বিকাশে গুরুত্ব দেয়। এই দক্ষতাগুলো মস্তিষ্ক ও শরীরের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি এসব চাহিদার সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি দেকার্তের যুক্তিবাদ এবং উদ্ভাবনী প্রয়োগের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে, যা গ্র্যাজুয়েটদের গতিশীল ও অপ্রচলিত (নন-লিনিয়ার) কর্মজীবনের জন্য সুনিপুণভাবে প্রস্তুত করে।

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার সুযোগ হারানোর ঝুঁকি এড়াতে বাংলাদেশকে দ্রুত শিল্পের বহুমুখীকরণ, অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমশক্তির উন্নত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মতো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম।

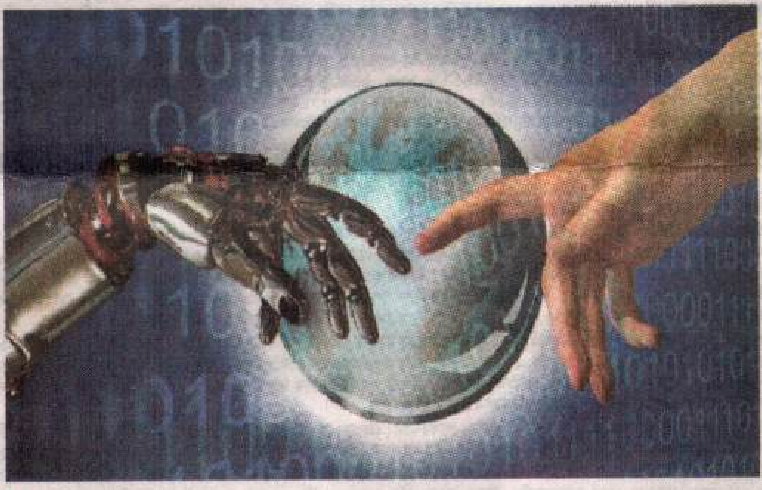

বাংলাদেশের প্রাচুর্যপূর্ণ মানবসম্পদ, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রচলিত শিল্প খাত এবং অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ শ্রমশক্তির প্রেক্ষাপটে একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। দেশের সম্পদ ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। দেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে বড় পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, রোবোটিকস এবং সবুজ প্রযুক্তির মতো উদীয়মান খাতে শ্রমশক্তিকে দক্ষ ও পুনর্দক্ষ করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

■ এম এম শহিদুল হাসান: প্রাক্তন উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
shahidul7371@gmail.com

# Shafiqul for paying minimum basic salary to journalists

MEDIA - DHAKA

BSS

Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam yesterday said the owners of media outlets must provide a minimum basic salary to journalists.

"I am not against the Wage Board for journalists, but a basic minimum salary must be provided to journalists," he told a discussion. Bangladesh Free Press Initiative arranged the discussion titled "What kind of media we want" at Jatiya Press Club yesterday evening.

Speaking as the chief guest, Alam urged the leaders of journalist unions to raise their voices to ensure that journalists get a basic minimum amount of salary from their news outlets.

He said many news outlets pay very poor salaries to their local correspondents, while even many do not give any salary to them. If the media owners are not able to provide a basic minimum amount of salary, they should not run their media outlets, he added.

Alam observed that many young people join journalism due to their passion for the profession and then fall in the trap of their owners, resulting in getting a poor amount of salary. Highlighting the role of journalists in the July-August uprising, the press secretary said the role of journalists in the movement was unprecedented, while seven newsmen were killed.

About the safety of journalists, he said media owners are responsible a little bit for the killing of newsmen in the student-people movement as they did not provide safety gear to them for covering hostile events.

Alam said media owners must provide safety gear to journalists, otherwise they should not run media outlets.

He said ousted prime minister Sheikh Hasina must be made accountable for the journalist killings and her journalist cohorts should be brought to justice.

The press secretary said "Monster Hasina" has run away and now fascism-free journalism should be established so that another monster cannot emerge in the country.

প্রথম আলো • শনিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪,

# শ্রমিকেরা বঞ্চিত, নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ২০ হাজার মামলা

শ্রম আদালত

মামলার বাদী হওয়ার কারণে শ্রমিকদের কারখানার কাজ ফেলে বা ছুটি নিয়ে আদালতে আসতে হয়। শুনানির তারিখ পড়ে দেরিতে।

**ফখরুল ইসলাম**, *ঢাকা*

শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত হচ্ছে না। মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতাই এর অন্যতম কারণ। আবার দীর্ঘসূত্রতারও কারণ আছে। কোনো কোনো আদালতে মামলা আছে কয়েক হাজার, এমনকি ছয় হাজারের বেশি। এসব আদালতের বিচারকেরা মামলা নিষ্পত্তি করতে হিমশিম খাচ্ছেন। আবার এ-সংক্রান্ত ১৪টি আদালতের মধ্যে চারটিতেই ১০০টি করেও মামলা নেই। ২০০-এর কম আছে দুটি আদালতে। বাকি আটটিতে মামলার সংখ্যা এক হাজারের ওপরে।

শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের শেষ ভরসাস্থল হিসেবেই গঠন করা হয়েছিল শ্রম আদালত। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালসহ সারা দেশে একে একে ১৪টি শ্রম আদালত করে সরকার। এসব আদালতের অধীনে এখনো সব মিলিয়ে বিচারাধীন বা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে ২০ হাজারের বেশি মামলা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান নিজেও স্বীকার করেন, বিদ্যমান শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। এ কারণে শ্রম আদালতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় ও হাইকোর্ট বিভাগের সম্মতিতেই নতুন উদ্যোগ কার্যকর করা হবে বলে জানান তিনি।

উদ্যোগটি কেমন হতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রমসচিব বলেন, কুমিল্লার শ্রম আদালত নারায়ণগঞ্জের মামলায় সহযোগিতা করতে পারেন। আবার খুলনা ও বরিশালের শ্রম আদালতের বিচারক হয়তো সপ্তাহের দুই দিন নিজ নিজ আদালতে থাকলেন, বাকি সময় ঢাকা বা গাজীপুর আদালতে সহযোগিতা করলেন, এ রকম করার একটা চিন্তা রয়েছে।

শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা আছে ১ হাজার ৪৪টি। ঢাকায় রয়েছে তিনটি আদালত। এরমধ্যে প্রথম আদালতে মামলা আছে ৪ হাজার ৩৬৫টি। তিন আদালতে মোট মামলা ৮ হাজার ৫১৫টি। এককভাবে শ্রম আদালত, গাজীপুরের মামলা সবচেয়ে বেশি ৬ হাজার ৭৭টি। সবচেয়ে কম ৫৬টি মামলা রয়েছে শ্রম আদালত, সিলেটে।

জানা গেছে, কিছু শ্রম আদালতে বেলা একটার পর আর কোনো কাজ হয় না। মামলার বাদী হওয়ার কারণে শ্রমিকদের কারখানার কাজ বন্ধ রেখে বা ছুটি নিয়ে আদালতে আসতে হয়। শুনানির তারিখ পড়ে দেরিতে। দীর্ঘসূত্রতার কারণে শ্রমিকেরা মামলা চালানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এম ফারুক এক প্রবন্ধে শ্রম আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার সাতটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রবন্ধটি তিনি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। কারণগুলো হচ্ছে শ্রম আইনের জটিলতা, শ্রম আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিলের সুযোগ না থাকা, শ্রম আদালতের বিচারকদের বদলি, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সময়মতো উপস্থিত না হওয়া, সহায়ক কর্মচারীদের অদক্ষতা, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের একচ্ছত্র ক্ষমতার অভাব এবং শ্রম আদালত ও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের জায়গার সংকট।

১৪টি শ্রম আদালতে যত অনিষ্পন্ন বা বিচারাধীন মামলা

| আদালতের নাম | মামলা |
|---|---|
| শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল | ১,০৪৪ |
| ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা | ৮,৫১৫ |
| শ্রম আদালত, গাজীপুর | ৬,০৭৭ |
| শ্রম আদালত, নারায়ণগঞ্জ | ২,১১৮ |
| ১ম ও ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম | ১,৯৩৪ |
| শ্রম আদালত, খুলনা | ১৪৮ |
| শ্রম আদালত, কুমিল্লা | ১৪০ |
| শ্রম আদালত, রাজশাহী | ৮৬ |
| শ্রম আদালত, রংপুর | ৮৪ |
| শ্রম আদালত, বরিশাল | ৮১ |
| শ্রম আদালত, সিলেট | ৫৬ |
| **মোট বিচারাধীন মামলা** | ২০,২৮৩ |

সূত্র : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কেয়া কসমেটিকসের মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে শ্রম আদালত, গাজীপুর থেকে সম্প্রতি রায় পেয়েছেন মাহবুবুর রহমান, রানা শেখ ও আরিফুল ইসলাম নামের তিন শ্রমিক। কিন্তু রায় কার্যকর হচ্ছে না। কারণ, একই কোম্পানির বিরুদ্ধে হওয়া আরও কয়েকজনের মামলা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ রকম এক মামলার বাদী কামরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে জানান, কেয়া কসমেটিকসে ১০ বছর অপারেটর পদে চাকরি করে অবসরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোম্পানি তাঁকে কোনো টাকা না দিয়েই বিদায় দিয়েছে।

এ নিয়ে কেয়া কসমেটিকসের আইনজীবী নাসরিন আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি রায়ের কপি দেখে এবং কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে মন্তব্য করতে পারবেন।

**মামলা হয় যেসব কারণে**

আর্থিক ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুতি ও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্যই বেশি মামলা হয় শ্রম আদালতগুলোতে। শ্রমিকেরা জানান, যথেষ্ট দেরিতে শুনানির তারিখ ধার্য করা, উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ, আইনের অস্পষ্টতা এবং মালিক বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষায় আদালতের কর্মচারীদের অসহযোগিতার কারণে শ্রমিকেরা অধিকারবঞ্চিত থাকেন। সাড়ে ৬ হাজার টাকা পেতে সাড়ে ৬ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার উদাহরণও আছে। শ্রম আইন অনুযায়ী মামলা গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে সম্ভব না হলে আরও ৯০ দিন অর্থাৎ মোট ১৫০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতের রায় হওয়ার কথা।

আইনজীবী ও শ্রমিকনেতারা বলেন, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ অনেকেই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী হাইকোর্টে রিট করেন। আইনে একদিকে ট্রাইব্যুনালকে বলা হচ্ছে চূড়ান্ত, অন্যদিকে সাংবিধানিক পন্থা হিসেবে যে কেউ উচ্চ আদালতে যেতে পারেন।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, মূল সমস্যা হচ্ছে, মামলায় ধীরগতি। এটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে এখনো। এর সুরাহা করতেই হবে। ইতিমধ্যে যেসব মামলার রায় হয়েছে, সেগুলো একতরফা রায় নয়। মালিকপক্ষের উপস্থিতিতেই হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির পাশাপাশি রায় কার্যকরেও সরকারকে সমান মনোযোগী হতে হবে।

শনিবার, ডিসেম্বর ২৮, ২০২৪ ■ পৌষ ১৩, ১৪৩১ বণিকবার্তা

# সড়কে শ্রমিক সংগঠনের নামে বছরে দেড় হাজার কোটি টাকা চাঁদাবাজি

## ভাগ পান রাজনীতিক, পুলিশ ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা

নিহাল হাসনাইন ■

দেশে সবজির সবচেয়ে বড় মোকাম যশোরের বারীনগর বাজার। সেখান থেকে সবজিবাহী একটি ট্রাককে ২০০ কিলোমিটার মহাসড়ক পাড়ি দিতে নড়াইল, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর, ভাঙ্গা, যাত্রাবাড়ীসহ অন্তত সাতটি পয়েন্টে ৫০ টাকা করে মোট ৩৫০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। এ চাঁদা নেয়া হয় সড়কের শ্রমিক সংগঠনের পরিচালন ব্যয় বাবদ। খাতসংশ্লিষ্টদের হিসাবে, এভাবে শুধু সংগঠনের পরিচালন ব্যয় হিসাবেই সারা দেশের সড়ক থেকে প্রতি বছর দেড় হাজার কোটি টাকার চাঁদা তোলা হচ্ছে। এ চাঁদার প্রভাব পড়ছে নিত্যপণ্যের দামে। বাজার হয়ে উঠছে ঊর্ধ্বমুখী।

সংশ্লিষ্টরা জানান, শ্রমিক সংগঠনের নামে তোলা এ চাঁদার অর্থ চলে যাচ্ছে স্থানীয় রাজনীতিক, পুলিশ ও প্রভাবশালীদের পকেটে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সড়কের চাঁদাবাজি বন্ধ করে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের দাবি সংশ্লিষ্টদের।

শ্রমিক সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিক সংগঠনগুলোর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নেন শাজাহান খান। স্বল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি হন তিনি। আর সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে বসান যথাক্রমে ওসমান আলী ও মোকলেছুর রহমানকে। এ দুজনের মাধ্যমে শ্রম আইন এবং সড়ক পরিবহন আইনকে পাশ কাটিয়ে বিশেষ একটি নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে ২০২০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রমিক সংগঠনের কল্যাণ ও পরিচালন ব্যয় বাবদ ৫০ টাকা করে চাঁদা তোলা শুরু করেন শাজাহান খান। এ চাঁদা তোলা হচ্ছে এখনো।

চাঁদা আদায়ের জন্য সারা দেশে ২৪৯টি বেসিক ইউনিয়ন তৈরি করে শ্রমিক ফেডারেশন। তারা মূলত জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের নামে বিভিন্ন সড়কে এ চাঁদা তুলছে। ২০২০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত ১ হাজার ৪২১ দিনে প্রতিটি যান থেকে ৫০ টাকা করে মোট ৬ হাজার ৯৪ কোটি টাকার চাঁদা তোলা হয়েছে। বার্ষিক হিসেবে এ অংক দাঁড়ায় দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি।

শ্রমিক সংগঠনের পরিচালন ব্যয় বাবদ আদায় করা চাঁদাবাজির অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তুলে শাজাহান খানের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ দিয়েছে বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন। এর অন্যতম ঢাকা অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনটির দাবি, সারা দেশে সিএনজি, এলপিজি, পেট্রলচালিত চার স্ট্রোক ইঞ্জিনের অটোরিকশা আছে ৩ লাখ ২৪ হাজার ৪১৩টি। এসব অটোরিকশা থেকে শ্রমিক সংগঠনের পরিচালন ব্যয় বাবদ ৫০ টাকা করে চাঁদা তোলা হয়। প্রতিদিন শুধু এ অটোরিকশা থেকেই চাঁদা আদায় হয় ১ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার ৬৫০ টাকা। একইভাবে ১ লাখ ৬ হাজার ৫৫টি অটোটেম্পো, ৫৫ হাজার ২৮৩টি বাস, ৯ হাজার ৫৪৪টি কার্গো ভ্যান, ৪৮ হাজার ৩৫৮টি কাভার্ড ভ্যান, ১৭ হাজার ৩৮৩টি হিউম্যান হলার থেকে ৫০ টাকা হারে দৈনিক চাঁদা আদায় করা হয়। এর বাইরে ২৮ হাজার ৩৬৯টি মিনিবাস, ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭২টি পিকআপ, ৭ হাজার ৩০টি ট্যাংকার, ৩৬ হাজার ১১১টি ট্যাক্সিক্যাব এবং ১ লাখ ৫২ হাজার ১৩১টি ট্রাক থেকে একই হারে প্রতিদিন চাঁদা তোলা হচ্ছে।

যদিও সড়ক পরিবহন আইনে এভাবে চাঁদা তোলার ওপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আইনের ৩৮ ধারার ৩ উপধারায় বলা হয়েছে, এ আইনের অধীনে নির্ধারিত টার্মিনাল চার্জ ছাড়া কোথাও কোনো টার্মিনালে পরিবহন যান বা মোটরযান প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় অথবা সড়ক, মহাসড়ক ও পাবলিক প্লেসে চলাচলের সময় যানবাহন থেকে কোনো ধরনের অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা যাবে না।

ঢাকা অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হানিফ খোকন *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'সড়ক আইনে শ্রমিক সংগঠনের কল্যাণ বা পরিচালন ব্যয় বাবদ টাকা তোলায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া আছে। তার পরও সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে শাজাহান খান তার সহযোগীদের মাধ্যমে আদেশ জারি করে দেশজুড়ে চাঁদাবাজি করেছেন। চাঁদার টাকা সংগঠনের কল্যাণে বা পরিচালন ব্যয়ে খরচ না করে সেটা তিনি নিজে এবং রাজনীতিক, পুলিশ ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। আমরা একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী (ওবায়দুল কাদের) এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর (আসাদুজ্জামান খান কামাল) সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তারা কোনো প্রতিকার দেননি। কারণ তারাও সড়কে চাঁদাবাজির বড় একটি অংশ নিয়মিত পেয়েছেন। এবং এ কারণেই এখনো এ চাঁদাবাজি চলমান।'

শ্রমিক সংগঠনগুলোর হিসাব অনুযায়ী, গাবতলী টার্মিনাল ব্যবহার করে ১২০টি কাউন্টারের মাধ্যমে ৩৭ জেলায় প্রায় ৯০০ বাস চলাচল করে। এর বাইরে ঢাকা-পাটুরিয়া রুটে সেলফি পরিবহন নামে একটি সার্ভিসের কয়েকশ বাস চলে। গাবতলী থেকে সাটুরিয়া-ঘিওর-মানিকগঞ্জ রুটের যানবাহন মালিকদের রয়েছে বাস-ট্রাক ওনার্স গ্রুপ। তাদেরও রয়েছে তিন শতাধিক বাস। ঢাকা-নবীনগর রুটেও আছে আলাদা কমিটি। এছাড়া ঢাকার অভ্যন্তরীণ রুটেও গাবতলী থেকে কিছু বাস চলে। প্রতিটি বাসকেই নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হয়। এছাড়া গাবতলীর অদূরে মিরপুর ১ নম্বর শাহ আলী মাজারের সামনে প্রতি রাতে দুই শতাধিক সবজির ট্রাক আসে। সেখান থেকেও চাঁদা তোলা হয়। ক্ষেত্রভেদে প্রতিটি গাড়িকে ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হতো। এমনকি যেসব বাস টার্মিনাল ব্যবহার করত না, সেগুলোকেও চাঁদা দিতে হতো বলে পরিবহন মালিকরা জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগীরা জানান, শুধু গাবতলী টার্মিনালকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন খাতে প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকার চাঁদা উঠেছে। ৫ আগস্টের পর চিহ্নিত চাঁদাবাজদের অনেকেই পালিয়েছেন। তবে চাঁদাবাজি এখনো বন্ধ হয়নি। পুরনোদের বদলে এখন চাঁদা তুলতে দেখা যাচ্ছে নতুন লোকজনদের।

শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মিরপুরের (ঢাকা-১৪) প্রয়াত এমপি আসলামুল হক দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করেছেন গাবতলী টার্মিনাল। তার লোকজন পরিবহন থেকে বেপরোয়াভাবে চাঁদা তুলতেন বলে অভিযোগ আছে। সে সময়

> সবজিবাহী একেকটি ট্রাককে ২০০ কিলোমিটার মহাসড়ক পাড়ি দিতে সাতটি পয়েন্টে ৫০ টাকা করে মোট ৩৫০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। খাতসংশ্লিষ্টদের হিসাবে, এভাবে শুধু সংগঠনের পরিচালন ব্যয় হিসাবেই সারা দেশের সড়ক থেকে প্রতি বছর দেড় হাজার কোটি টাকার চাঁদা তোলা হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে নিত্যপণ্যের দামে। বাজার হয়ে উঠছে ঊর্ধ্বমুখী

আসলামুল হকের ভাই মফিজুল হক বেবু গাবতলী টার্মিনালে অত্যন্ত দাপুটে হয়ে উঠেছিলেন। তার নিজের কোনো পরিবহন ব্যবসা না থাকলেও শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা হিসেবে মালিক সমিতিতে পর্যন্ত ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতেন তিনি।

২০২১ সালের ৪ এপ্রিল আসলামুল হক মারা যাওয়ার পরেও মফিজুল হক বেবুর প্রভাব কমেনি। পরবর্তী এমপি আগা খান মিন্টুকে সামনে রেখে চাঁদাবাজি চালিয়েছেন বেবু। সর্বশেষ ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ঢাকা-১৪ আসনের এমপি হন মাইনুল হোসেন খান নিখিল। তিনি টার্মিনালের নতুন নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন।

ঢাকা জেলা বাস, মিনিবাস ও কোচ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ আলী সুবা, সহসভাপতি জলিলুর রহমানের মাধ্যমে সায়েদাবাদ টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলেছিলেন শাজাহান খান। এর বাইরে মিরপুর অঞ্চলের বাস, মিনিবাস থেকে চাঁদা আদায় করতেন ঢাকা মহানগর জাতীয় শ্রমিক লীগ উত্তরের বর্তমানে পলাতক সাধারণ সম্পাদক কালু শেখ। কালু শেখ ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস হাফিজুর রহমান লিকুর ঘনিষ্ঠ সহচর। হাফিজুর রহমান লিকুও এ চাঁদার টাকার ভাগ পেতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'সড়ক ও মহাসড়কের চাঁদাবাজি-ছিনতাই বন্ধে মাঠ পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। চাঁদাবাজির খবর যেখানেই পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি জনগণের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। চাঁদাবাজি-ছিনতাইসহ যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।'

BUSINESS STANDARD
MONDAY 30.12.2024

# 57% returnee migrants burdened with loans for medical care denied abroad: Study

MIGRANT HEALTH – BANGLADESH

TBS REPORT

Around 57% of returnee Bangladeshi migrants have taken loans averaging Tk90,000 for medical care that was denied to them while working abroad, a recent study by the Ovibashi Karmi Unnayan Program (Okup) has found.

These unexpected costs add to the already significant Tk4-6 lakh migration expense, a financial burden previously unaccounted for in migration cost analyses, as per the study titled "The Hidden Cost of Migration".

The study, unveiled yesterday at a city hotel, highlighted the significant yet overlooked costs of medical treatment for returnee migrants.

According to the findings, only 30% of migrant workers managed to access medical treatment for various health issues in their host countries. The remaining 70%, often dealing with hazardous work environments, poor accommodations, and lack of healthcare access, were forced to return home due to physical and mental health complications.

Of the returnees, 57% resorted to borrowing an average of Tk90,000 for domestic medical treatments as they had no alternatives. ı

**Study conducted on 1,096 returnees from seven migrant-heavy districts**

**76% of returnee migrants managed migration cost from loans**

**55% of returnee migrants engaged in domestic work**

**Respondents migrated spending an average Tk4.60 lakh**

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# নতুন শ্রমবাজার খুঁজুন

## আমিরাত থেকে ফিরে অনিশ্চিত জীবন

জনশক্তি রপ্তানি আমাদের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের বাস্তবতায় বাংলাদেশের শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে অদক্ষ। ফলে যেসব দেশে কেবল দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ আছে, সেসব দেশে জনশক্তি রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে পুরনো অনেক শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হওয়ার তিন মাস পরই বন্ধ হয়ে যায় দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের শ্রমবাজার। গত বছরের অক্টোবরে ওমান, ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে বাহরাইন, ২০১৭ সালে একই মাসে মিসর, ২০১৬ সালের মার্চ মাসে লিবিয়া এবং ২০১১ সালের জুলাই মাসে বন্ধ হয়ে যায় ইরাকের শ্রমবাজার। ওদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে গত ১৯ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের কয়েকটি সড়কে বড় আকারের মিছিল বের করে বিপদে পড়েন কয়েক শ প্রবাসী বাংলাদেশি। ৫৭ জন বাংলাদেশিকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। এরপর ২১ জুলাই দেশটির আদালত বিভিন্ন মেয়াদে তাদের কারাদণ্ডাদেশ দেন। পরে একই অভিযোগে আরো ১১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে আরব আমিরাত পুলিশ, কিন্তু তাদের সাজা দেওয়া হয়নি। পরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রচেষ্টায় আমিরাতের প্রেসিডেন্ট দণ্ড মওকুফ করেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত প্রবাসীরা চলতি বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরত আসার পর থেকে এই প্রবাসীরা ঋণের বোঝা, বেকারত্ব, অসচ্ছলতায় পরিবার নিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন।

গত শনিবার ফেরত আসা প্রবাসীদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে কথা দিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। শুধু আর্থিক সহযোগিতা নয়, এর পাশাপাশি আরো কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে কালের কণ্ঠকে জানিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। আরব আমিরাত থেকে ফিরে আসা কর্মীরা চাইছেন তাদের যেকোনো একটি রাষ্ট্রে পুনর্বাসন করা হোক।

আমরা মনে করি, দেশে শ্রমশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সময়ে দক্ষতার বিকল্প নেই। সব কর্মক্ষেত্র সবার জন্য উন্মুক্ত না হলেও দক্ষ জনশক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। বিকাশমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

# 57% returnee migrants burdened with loans for medical care

CONTINUED FROM PAGE 3

### Unseen struggles of migrant workers

While the study was being conducted, a 33-year-old returnee migrant, who worked in Saudi Arabia in 2019, shared his ordeal with the researchers.

He said, "I was given cleaning work at a restaurant where I worked for 12-13 hours daily with no leave at all. I was allocated a small room to share with six others and the food they gave me was unhygienic.

"After passing around 15 months, I started feeling pain in my anal area. As the pain became unbearable, I told my employer to take me to a doctor, but he didn't care."

When his condition deteriorated, forcing him to stop work, he visited a doctor at his own cost who suggested a surgery. He then requested his employer, but he refused to pay.

"Later, I spent Tk80,000 from my pocket for treatment. Though I felt cured for several months, I was not. I had to return in July 2023 with that complication. Soon, I was diagnosed with colon cancer," he told the researchers.

According to the study, hazardous and poor working conditions, including excessive heat exposure, poor accommodations, unhygienic food, abuse and exploitation, forced labour against will, and lack of mechanisms to file and address complaints, are some of the reasons behind severe mental and physical complications among workers.

Among these returnees, physical health problems afflicted 48%, while the rest struggled with mental health issues.

During the event, Dr Mohammad Mainul Islam, professor of population science at Dhaka University, said, "From my independent research, I have found that undocumented migrant workers are unable to claim healthcare services. Additionally, many are unable to access healthcare due to language and cultural barriers."

He emphasised the importance of providing workers with prior training on the language and culture of their destination countries.

The study surveyed 1,096 returnees from seven migrant-heavy districts – Cumilla, Dhaka, Faridpur, Narsingdi, Narayanganj, Manikganj, and Munshiganj – between 2021 and 2023, all of whom received health and mental support from Okup during this period.

Among the respondents, 39% were male and 61% female.

According to the study, 76% of migrants covered their migration costs through loans, while 15% relied on savings, 7% from selling land, and 3% from other sources. The study further revealed that 55% of the workers were engaged in domestic work, followed by 25% in construction, 8% as cleaners, 4% in agriculture, and 2% in other sectors.

The most common ailments included back pain, tumours, cardiac and injury-related complications, and other severe conditions such as cancer, kidney, and uterine infections, as per the study.

### Employers cut salary for treatment abroad

Among those who managed to get treatment abroad, 90% received employer support, while 10% paid from their own pockets, often relying on loans, as per the study.

However, 27% of workers who received support claimed that the employers deducted the medical expenses from their salaries.

The 10% who received treatment abroad using their own money, mostly arranged the fund from home by taking loans, the study stated.

Shakirul Islam, chairperson of OKUP, said, "A significant amount of money is remitted out of the country through illegal channels to cover the treatment costs of migrant workers and to pay for the return tickets of those with health complications."

"There is no track and no calculation of this money," he added.

"Due to the early return of workers with health complications and the deduction of treatment costs from their salaries, Bangladesh loses a substantial amount of remit-

ইত্তেফাক
শুক্রবার
১২ পৌষ ১৪৩১, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# তীব্র আবাসন সংকটে সাভার ও আশুলিয়ার পোশাকশ্রমিকরা

## সরকার ও কারখানা মালিকপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের তাগিদ

■ তুহিন খান

সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল দেশের গার্মেন্টিস খাতের কেন্দ্রবিন্দু। এখানকার লাখ লাখ শ্রমিক তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেন। তবে তাদের অন্যতম বড় সমস্যা হলো আবাসন সংকট। অল্প আয়ের এই শ্রমিকদের একটি বড় অংশ বাসাভাড়ার জন্য আয়ের অর্ধেকের বেশি খরচ করতে বাধ্য হন।

সাভারের একটি গার্মেন্টিসে কাজ করা রোজিনা আক্তার জানান, 'আমরা তিন জন মিলে একটি দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়েছি। প্রতি মাসে ৯ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয়। বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল আলাদা। ভাড়া দিতে দেরি হলে বাড়িওয়ালা কোনোভাবেই তা মানতে চান না। বেতন হাতে পাওয়ার আগেই ভাড়া নিয়ে চিন্তা শুরু হয়।'

শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই আয়ের অর্ধেক বাসা ভাড়ায় ব্যয় করেন, যার ফলে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে নিম্নমানের শ্রমিক কলোনিতে থাকেন। কিন্তু সেখানেও নতুন সমস্যা দেখা দেয়। শ্রমিক কলোনিতে বসবাসরত নাসরিন নামে এক গার্মেন্টিস কর্মী জানান, কলোনির পরিবেশ খুব খারাপ। বখাটে ছেলেদের কারণে রাতে বাইরে বের হওয়া নিরাপদ নয়। সবসময় ভয় নিয়ে থাকতে হয়। কলোনিতে পর্যাপ্ত টয়লেট না থাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। ফলে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে বসবাস করছেন এসব পোশাক শ্রমিকরা। গার্মেন্টিস শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তাদের জন্য সাশ্রয়ী ও নিরাপদ আবাসনের অভাব শ্রমিকদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শতকরা ৯০ শতাংশ গার্মেন্টিস শ্রমিক আবাসন সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়ত ভুগছেন।

গামেন্টর্স শ্রমিক নেত্রী আসমা খাতুন বলেন, গার্মেন্টিস কর্মীদের থাকা-খাওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। তাদের যে বেতন দেওয়া হয়, তাতে ভালো জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। সরকার ও মালিকপক্ষ যদি বিশেষ উদ্যোগ নেয়, তাহলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। মেয়েদের জন্য নিরাপদ কোয়ার্টার গড়ে তোলা উচিত।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শ্রমিকদের এই সংকট সমাধানে সরকার ও গার্মেন্টিস মালিকপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। শিল্পাঞ্চলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাশ্রয়ী আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। পাশাপাশি দেশের প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে গার্মেন্টিস শিল্পও টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হলে গার্মেন্টিস শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে।

NEW AGE
SUNDAY, DECEMBER 29, 2024,

# Number of workers going abroad falls in 2024: RMRRU

**Staff Correspondent**

THE Refugee and Migratory Movements Research Unit said on Saturday that it saw a fall in the migration of workers going abroad for jobs in 2024 compared with 2023.

Analysing the government statistics on migration, the organisation unveiled its migration trend report at a press conference held at the National Press Club.

Referring to the Bureau of Manpower Employment and Training data, the RMMRU said that 9,06,355 men and women migrated abroad for employment from January to November this year while the total number of migrant workers was 13,05,453 in 2023.

'If the current trend of migration continues, the total number of migrant workers in this year could reach around 10,00,000 which would be approximately 30.80 per cent lower compared to 2023,' said RMMRU founding chair Tasneem Siddiqui.

She also said that the number of total women migrant workers also fell sharply this year.

Between January and November, 54,696 women migrated abroad for employment, 6.03 per cent of total migrant workers, which was the lowest rate of female migration in the past decade, excluding the Covid-19 period.

Compared to 2023, female participation in migration has decreased by 22 per cent up to November 2024, said Tasneem.

Tasneem marked that uncertainties regarding decent work environments were discouraging women from seeking overseas employment while the political unrest in July and August affected the total migration.

According to the RMMRU report, labour migration was suspended in several countries, including Oman, Bahrain, the United Arab Emirates and the Maldives.

Labour migration to Italy was halted due to forged documents while the application process was disrupted because of a server failure in Serbia, said Tasneem.

She mentioned that 97 per cent of migrant workers went to only 10 countries in the past five years while 90 per cent went to only six countries this year — 60 per cent in Saudi Arabia, 10.30 per cent in Malaysia, 7.56 per cent in Qatar, 5.76 per cent in Singapore, 5.20 per cent in the UAE and 1.54 per cent in Jordan.

Analysing the trend of remittance Tasneem expressed her hope that the total remittances in 2024 were projected to reach $26.4 billion, which would be approximately 32.54 per cent higher than the previous year.

She mentioned that trust in banking sector and patriotism of the migrant workers would be the causes behind the increase.

RMMRU suggested taking some initiatives to establish good governance in the immigration process, such as allocating at least 1 per cent of the national budget in the migration sector, steps to ensure security for women migrant workers, ensuring proper training, and ensuring accountability for the recruiting agencies and others.

কালের কণ্ঠ | বৃহস্পতিবার। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# কলকারখানা বন্ধে বেকারের আর্তনাদ

মোস্তফা কামাল

> কর্মহীন অর্থনীতি বেকারত্ব উসকে দেয়। তরুণদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে নেই। দীর্ঘমেয়াদি বেকারদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের সংখ্যাও বাড়ছে। এই প্রবণতাগুলো দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে সমাজজুড়ে হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে

প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় কোনো না কোনো মিল-কারখানা, প্রতিষ্ঠান বন্ধের কুখবর। ছোটখাটো খবরগুলো গণমাধ্যমে আসে না। বড়গুলোতে বন্ধের ঘোষণা দিয়ে অফিস বা কারখানার গেটে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবার দাপ্তরিক ভাষা প্রায় একই : 'অনিবার্য কারণে আগামীকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে। নিরাপত্তা, সরবরাহ ও জরুরি বিভাগের কার্যক্রম চলমান থাকবে'।

এর তাৎক্ষণিক অনিবার্য জের কর্মী ছাঁটাই, কর্মী কমানো। শ্রমিক-কর্মচারীদের বুক চাপড়ানো বিলাপ-আহাজারি। তাদের পরিবারের সদস্যদের বদদোয়া। ওপরওয়ালার কাছে ফরিয়াদ। এসব অভিশাপ যাচ্ছে কার ইনডেক্সে? ভারী হচ্ছে কার আমলনামা? নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে অভিশাপ বা নালিশ করতে হয় না। আক্রান্তদের সেই বোধও থাকে না। প্রেরক-প্রাপকের চেয়ে এখানে অনুঘটক বেশি মুখ্য। কার বা কাদের অনুঘটনে কর্মহারাদের এ বদদোয়া, তা ধার্য করা ওপরওয়ালার কাজ।

এমনিতেই দেশময় বেকারের কিলবিল। বেহিসাবে বেকারের সংখ্যা। তার ওপর মাস কয়েক ধরে নতুন বেকার পয়দা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত দেশে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৪০ হাজার। বাস্তব সংখ্যাটি আরো বেশি। হিসাব ছাড়া। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের হিসাবে দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটি। বেকারের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা ঠিক না হওয়ায় বেকারত্বের প্রকৃত জরিপ বা হিসাব বের করা সম্ভব নয়।

দেশে বেকার-নিরাকার নিয়ে খটকা আছে। বিবেচনার ফের আছে। শিক্ষা শেষে চাকরি না পেয়ে টিউশন করা বা কোনো প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই দৃষ্টে কাজ না পেয়ে শীতে সিদ্ধ ডিম বা গরমে ডাব বিক্রি করা ব্যক্তিদের বেকার ধরা হয় না। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ৩০ দিন ধরে কাজপ্রত্যাশী একজন মানুষ শেষের সাত দিনে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ না পেলেই কেবল বেকার ধরা হয়। বিবিএসও এই সংজ্ঞা ব্যবহার করে। সেই হিসাবে দেশে বেকার নেই বলার মতো অবস্থা। এই বেশুমার বেকারদের বেশির ভাগের কর্মসংস্থান হয় বেসরকারি সেক্টরে। বিবিএসের হিসাবে দেশে মোট কর্মসংস্থানে সরকারি চাকরির অংশীদারি মাত্র ৩.৮ শতাংশ। বেসরকারিতে কর্মসংস্থান হয় ১৪.২ শতাংশ। প্রায় ৬১ শতাংশের কর্মসংস্থান হচ্ছে ব্যক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে। বাকি ২১ শতাংশ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত।

রাজনৈতিক ঘনঘটায় একে একে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অর্থনৈতিক অস্থিরতায় বেকারত্বের ঢোলে বাড়ি পড়েছে গজবের মতো। সরকার পরিবর্তনের পর এই বাড়ির বাদ্য গত কয়েক মাসে তৈরি পোশাকসহ কয়েকটি খাতে কী যন্ত্রণা তৈরি করেছে, তা সংশ্লিষ্ট মালিক-শ্রমিক দুই ভুক্তভোগী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। অন্য কারো কারো পক্ষে ধারণারও বাইরে শ্রমিক-মালিক উভয়ই কী যাতনায় ভুগছেন, তা উপলব্ধি করা। জ্বালানি সংকট, গ্যাস ট্যারিফ বৃদ্ধি, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদ, কাঁচামাল আমদানিতে এলসি সমস্যায় এক ভোগান্তি। বাস্তবতার নিরিখে শ্রমিক মজুরিও বাড়াতে হয়েছে। উৎপাদন খরচ বাড়ায় বেড়েছে প্রতিযোগিতাও। এসব সমস্যার যোগফলে গত এক বছরে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও টেক্সটাইল শিল্পের ১৪০টি কারখানা বন্ধের সমান্তরালে স্বাভাবিকভাবেই এক লাখের কাছাকাছি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। কেবল বেক্সিমকো গ্রুপেরই ১৫টি পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ায় ছাঁটাইয়ের শিকার প্রায় ৫০ হাজার কর্মী।

নমুনা খারাপ। সামনে আরো কী অপেক্ষা করছে, মালিকদের ভাবনায় অকুলান। কারখানা চালু রাখা, অর্ডার নেওয়া, কাঁচামাল কেনা, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অন্ধকার দেখছেন তারা। এখনো বেকার না হওয়া শ্রমিকরা আতঙ্কে। আর এরই মধ্যে বেকার হয়ে যাওয়াদের বাসাভাড়া দেওয়ার অবস্থা নেই। হাটবাজার বন্ধ। এর প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ছে। লোকালয়েও পড়তে শুরু করেছে। বেকার বলে তারা ঘরে বসেও থাকছে না। চলে যাচ্ছেন মিল-ফ্যাক্টরির কাছাকাছি সহকর্মীদের কাছে বুদ্ধি-পরামর্শ-সহযোগিতা নিতে। সহযোগিতা না মিললেও উসকানি মিলছে সেখানে, যার জেরে সমাজে অস্থিরতায় টোকা পড়ছে। ক্ষোভ বাড়াচ্ছে।

কারখানা বন্ধ করা সমাধান নয়। কর্মী বিদায় করাও সমাধান নয়। আর রাজনৈতিক কারণে মালিকদের গ্রেপ্তার-হয়রান-ফ্যাক্টরিতে আগুন-ভাঙচুরও সমাধান নয়। রাজনৈতিক বা ফৌজদারি দোষে দোষী হয়ে থাকলে গ্রেপ্তারও ন্যায্য। উচিত বিচার হওয়াই উচিত। কিন্তু তার বা তাদের মিল-ফ্যাক্টরিগুলো এক অর্থে তাদের নয়, এগুলো দেশের সম্পদ। অর্থনীতির চালিকা। ব্যাংক-বীমা অনেক কিছুর সংযোগ। লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর রুজি-রোজগারের ভরসা।

একটি চলমান প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে কত সর্বনাশের সংযোগ, তা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়া জরুরি নয়। স্বাভাবিক বিবেকবান যে কারো পক্ষেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। বিনিয়োগ-ব্যবসাকে রাজনীতির বাইরে রাখলে আজকের এই অবস্থা হয় না। শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক ডামাডোলের পরও এ ধরনের সমস্যা সামনে এসেছিল, কিন্তু কোনো কলকারখানায় হামলা হয়নি। বন্ধ হয়নি। শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরি যায়নি। তারা সফলতার সঙ্গে সমস্যা কাটিয়েছে। ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাও পেয়েছে। দেশের মূল্যস্ফীতি ৭০ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার রেকর্ড গড়েছে। এরপর নির্বাচন হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটিতে আবার গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। আমাদের এখানে নমুনা বিপরীত। আর্থিক খাতে যতটুকু সফলতা এসেছে, তা কেবল রেমিট্যান্সের কারণে। আর্থিক, প্রশাসনিক আর রাজস্ব খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দূরে থাক, সাধারণ মানের পরিবর্তনও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর সেখানে গতির বদলে হামলা হয়েছে। আগুন দেওয়া হয়েছে। ভয়ে অনেক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও অনেক ব্যবসায়ীকে হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে। অনেকের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞাসহ নানা কারসাজিতে তাদের কারো কারো ব্যাবসায়িক কাজে বিদেশে যেতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এতে কর্মসংস্থান দূরে থাক, তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক অর্থনীতি, শেয়ারবাজার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা জানা অনেকেই এ সরকারে আছেন। হাতে গোনা মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া কে না চায়, গণ-অভ্যুত্থানের জেরে গঠিত সরকারটি সফল না হোক! অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বিজনেস কমিউনিটিকে তাত্ত্বিকভাবে চেনেন। প্রায়োগিকভাবেও চিনেছেন বলে জানিয়েছেন। দেশ ও অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকার কথা জানিয়ে বলেছেন, মূল্যস্ফীতি আগে ৮ বা ৯-এ আটকে রাখা হলেও এখন কোনো 'কারচুপি নাই'।

সঠিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়া কোনো কিছুর মূল্যায়ন হয় না মন্তব্য করে বলেছেন, তারা এগুলো পরিবর্তন ও সংস্কারের চেষ্টা করছেন। ব্যবসা, বিনিয়োগ, কলকারখানা, মালিক-শ্রমিকসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সঠিক তথ্যসাবুদ নিলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ অবশ্যই দৃশ্যমান হবে। আর্থিক শৃঙ্খলা খাতে ও সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য তৈরি করতে রাজনীতির বাইরে গিয়ে তথ্যের সত্যতা তাকে নিতেই হবে। এখানে ব্যক্তি খাত থেকে শুরু করে সবার সম্পৃক্ততা আছে। বিনিয়োগ থমকে যাওয়া, নতুন করে বেকারত্ব ভর করা শুধু অর্থনীতি পরিচালনার বিষয় নয়। এখানে পুঁজির নিশ্চয়তার বিষয় রয়েছে। সরকারের একার পক্ষে সেই নিশ্চয়তা সম্ভব নয়। কর্মহীন অর্থনীতি বেকারত্ব উসকে দেয়। তরুণদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে নেই। দীর্ঘমেয়াদি বেকারদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের সংখ্যাও বাড়ছে। এই প্রবণতাগুলো দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে সমাজজুড়ে হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। সেখানে কর্মসংস্থানের ভরসা বেসরকারি সেক্টরে নতুন করে বেকার তৈরি হওয়া উদ্বেগের ওপর বাড়তি উদ্বেগ।

এবারের পরিস্থিতি আর ওয়ান-ইলেভেন পরিস্থিতির মাঝে গুণগত ভিন্নতা আছে। আবার কিছু তৎপরতায় মিলও আছে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাঁকবদলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়। একই সঙ্গে বেছে বেছে শীর্ষ শিল্পোদ্যোক্তাদের হয়রানির মাধ্যমে দেশে ব্যবসার পরিবেশ নষ্ট করা হয়। এই দুটির কিছু নমুনা এবারও লক্ষণীয়। এতে উদ্যোক্তা-বিনিয়োগকারীদের মধ্যে চরম ভীতি ছড়িয়ে পড়ছে। তারা নতুন বিনিয়োগে যাচ্ছেন না। আমদানিতেও বাধা পাচ্ছেন। এতে অনেকে উৎপাদন সক্ষমতাও কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। ঘটনাচক্রে বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্যে দীর্ঘদিন ধরে চেপে বসা স্থবিরতা কাটিয়ে কর্মসংস্থানেও নতুন গতি যোগের অপেক্ষমাণ থাকা বেসরকারি সেক্টরে এখন নতুন বন্ধাত্ব ও কর্মী ছাঁটাইয়ের অভিশাপ।

**লেখক :** সাংবাদিক ও কলামিস্ট, ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪।

# ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের ৩৫২ কোটি টাকা পানিতে

## শ্বেতপত্র প্রকাশ জরুরি : শ্রম সংস্কার কমিশন

নিখিল ভদ্র ▷

গণ-আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে দুই দফায় ৩৫২ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সীমাহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এর সুফল মেলেনি। ফলে প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ গোল্লায় গেছে। অন্যদিকে জরিপে দেখা গেছে, শিশুশ্রম না কমে বরং বেড়েছে। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করলে তাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা জরুরি বলে মনে করেন শ্রম সংস্কার কমিশন সভাপতি সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমদ।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালে দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমমুক্ত করতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এরপর ২০১৬ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরে তা ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ না হওয়ায় নতুন করে প্রকল্প মেয়াদ বাড়ানো হয় ২০২৫ সাল পর্যন্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে ২০১২ সালে প্রথম দফায় ৬৮ কোটি টাকার 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (তৃতীয় পর্যায়)' নামের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ওই প্রকল্পে ৫০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে ফিরিয়ে আনতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে ২৮৪ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (চতুর্থ পর্যায়)' নামের আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

জানা গেছে, সর্বশেষ প্রকল্পের আওতা বাড়িয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত দুই লাখ শিশুকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিমুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে এক লাখ শিশুকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং এক লাখ শিশুকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ওই প্রকল্পের সুফল মেলেনি। প্রকল্পের উপবৃত্তির টাকা দরিদ্র শিশুদের পরিবর্তে সচ্ছল পরিবারের শিশুদের দেওয়া হয়।

ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত না থেকেও অনেকে প্রকল্পের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে পেয়েছে। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে এককালীন জনপ্রতি ১৩ হাজার টাকার প্রণোদনা নিয়েও হয়েছে ব্যাপক অনিয়ম।

সূত্র জানায়, সরকারের এডিপি অনুদানে পরিচালিত এই প্রকল্পে ১১২টি এনজিও কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে বেশির ভাগ এনজিও প্রকল্পের টাকা লোপাট করেছে। মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন কার্যালয়ের আলাদা পরিদর্শন প্রতিবেদনে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের এসব অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য উঠে এসেছে। এলাকা জরিপের মাধ্যমে সুবিধাভোগী শিশু নির্বাচন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও উপবৃত্তির টাকা পরিশোধসহ সব পর্যায়ে অনিয়ম হয়েছে। উপবৃত্তির টাকা পৌঁছেনি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের পরিবারের হাতে। এ নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এ নিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তবে ওই কমিটি তদন্ত শেষ করে যেতে পারেনি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৩ সালের জরিপের তথ্য অনুযায়ী, সেই সময় দেশে শিশুশ্রমিক ছিল ১৬ লাখ ৯৮ হাজার। আর ২০২৩ সালে বিবিএস সর্বশেষ যে জরিপ প্রকাশ করে তাতে দেখা যায়, দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭। এর মধ্যে ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে।

উন্নয়ন সংস্থা এডুকো বাংলাদেশের 'শিশু অধিকার ও কল্যাণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশে শিশুশ্রমে যুক্ত রয়েছে ৪.৪ শতাংশ শিশু। তাদের মধ্যে ১২ থেকে ১০ বছরের শিশু রয়েছে ৯ শতাংশের বেশি। আর ১৪ থেকে ১৭ বছরের ৭.৯ শতাংশ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত। এসব শিশুর মধ্যে মেয়েশিশুর চেয়ে ছেলেশিশু তিন গুণ বেশি। শিশুশ্রমে যুক্ত এসব শিশুর স্কুলে না যাওয়ার আশঙ্কা আগের চেয়ে ছয় গুণ বেড়েছে। আর পথশিশুদের প্রায় ৩৮ শতাংশ শিশু পরিবারের মাধ্যমেই শ্রমে যুক্ত হয়; যারা দিনে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা উপার্জন করে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে শিশুশ্রম নিরসন হবে না বলে মনে করেন স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের (স্ক্যান) সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মুকুল। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে বিগত দিনে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অথচ জরিপে দেখা যাচ্ছে, দেশে শিশুশ্রম বেড়েছে। তাহলে প্রকল্পের টাকা কোথায় গেল? কী কাজ হলো? সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করা দরকার। প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের সভাপতি সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিশুকে শ্রমে রেখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব। তাই নতুন প্রকল্প গ্রহণের আগে বিগত সরকারের নেওয়া শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পগুলোর শ্বেতপত্র প্রকাশ করা জরুরি। কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে সেটা সবার জানা দরকার।'

তিনি বলেন, 'শিশুশ্রম নিরসন আমাদের কমিশনের কাজের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। আমরা চাই, কোনো শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে থাকবে না। সব শিশু স্কুলে যাবে। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সংস্কার কমিশন শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এসংক্রান্ত সুপারিশ চূড়ান্ত করবে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥

# সব শ্রমিকের জন্য জাতীয় মজুরি কাঠামোর প্রস্তাব

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

শ্রম খাতের সংস্কার বিষয়ে একগুচ্ছ সুপারিশ ও প্রস্তাব জমা দিয়েছে দেশের গার্মেন্টস কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক সংগঠনগুলো। প্রস্তাবে সব খাতের শ্রমিকের জন্য একটি জাতীয় মজুরি কাঠামো নির্ধারণের পাশাপাশি ওই মজুরি কাঠামোর ওপর দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি বছর বেতন বাড়ানোর (ইনক্রিমেন্ট) সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি শ্রম আইন সংস্কার করে কারখানার মুনাফার ওপর শ্রমিকের অংশীদারি নিশ্চিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রম সংস্কার কমিশন জানায়, ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত গার্মেন্টস সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর। দেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস সংগঠনের শ্রমিক প্রতিনিধি এ সভায় অংশ নেন। পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রম সংস্কার কমিশনের কাছে দেওয়া প্রস্তাবে কারখানাগুলোয় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মজুরি কাঠামোর ওপর গুরুত্ব আরোপ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] করেছে। এ ছাড়া বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, শ্রম আইন ও বিধিমালা সংশোধন, চাকরির নিরাপত্তা, সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা, জেন্ডার ইস্যু, সহিংসতা ও হয়রানি, প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ঘোষণা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার বলেন, 'আমাদের দাবিগুলোর অন্যতম হচ্ছে সব ধরনের শ্রমিকের জন্য একটি জাতীয় মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা; এ কাঠামো একেক খাতের শ্রমিকের জন্য একরকম অর্থাৎ খাতভিত্তিক হতে হবে। মজুরি কাঠামোর মেয়াদ দুই বছরের বেশি হবে না। নির্ধারিত কাঠামোর ওপর দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট বাড়াতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার বিধান রয়েছে। এটি একজন শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা বাঁচার মতো মজুরি চাই।'

শ্রমিকদের প্রস্তাবে ট্রেড ইউনিয়ন জোরদার করার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সব ধরনের বাধা প্রত্যাহারের সুপারিশ রয়েছে। এ ছাড়া মালিকপক্ষের পকেট ইউনিয়ন বা ইয়েলো ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ রয়েছে। গার্মেন্ট কারখানায় নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে বাড়িয়ে সরকারি কর্মচারীদের মতো ছয় মাস করার প্রস্তাব রয়েছে। লিঙ্গসহিংসতা বন্ধে আইএলও কনভেনশন ১৯০ এবং দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিকদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে আইএলও ১২১ কনভেনশন রেটিফাই করার প্রস্তাব দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলো।

শ্রম খাত সংস্কার কমিশনের প্রধান বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'শ্রমিকের মজুরিতে সবচেয়ে দুর্বলতা হলো বৈষম্য। আমরা যে বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্রের কথা বলছি, তার জন্য সবার আগে শ্রমিকের জন্য বৈষম্যহীন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এজন্য শ্রমিক-মালিক উন্নত সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এটি শুধু কাগুজে সম্পর্ক নয়, একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে এ সম্পর্কের মর্যাদা নির্ধারণ করা হবে।'

# Proper audits can ensure social compliance in the RMG industry


**Dr Saika Nizam**
*is project coordinator of Occupational and Environmental Health at Bangladesh University of Health Sciences.*

**Prof Peter Hasle**
*is project leader of Global Sustainable Production at the University of Southern Denmark.*

**Sarmin Sultana**
*is PhD student in Occupational and Environmental Health at Bangladesh University of Health Sciences.*

**Julie Bundgaard**
*is PhD student in Global Sustainable Production at the University of Southern Denmark.*

**SAIKA NIZAM, SARMIN SULTANA, JULIE BUNDGAARD** *and* **PETER HASLE**


The ready-made garment (RMG) industry of Bangladesh plays a significant role in the country's economy as well as in the global apparel market. The well-being of Bangladeshi RMG workers has long been a topic of concern for stakeholders in the international supply chain. Since 2011, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights has served as an ethical compass for global fashion brands and other businesses to protect human rights in the context of business operations. Simultaneously, the formulation of buyers' code of conduct (CoC), particularly in countries like Bangladesh, has had a crucial role in defining guidelines and expectations for suppliers to ensure that they adhere to social compliance standards.

The horrific collapse of Rana Plaza in 2013 further pushed for stricter regulations and much more extensive audit practices to prevent similar tragedies in future. Subsequently, social compliance audits expanded greatly with international brands doing audits of their CoC, and multistakeholder initiatives such as the Business Social Compliance Initiative (BSCI) and Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) doing third-party audits.

Social compliance audits are the primary tools to monitor working conditions and prevent human rights abuses in RMG factories worldwide. Most RMG factories experience many audits over the year. These audits seek to secure safety, health, wages, working hours and freedom of association of the workers.

However, audits are expensive for both buyers and suppliers, and overlapping audits from different bodies can cause audit fatigue among RMG factories.

In our research, we have looked at audits in 10 RMG factories as case studies, and the results indicate that despite problems with the current social compliance practices, some factories found ways to achieve benefits from audits.

Factories mainly expressed satisfaction with the audit system, but many compliance managers experienced audit fatigue due to multiple and parallel audits; some also concealed non-conformities from auditors. Generally, audit reports identify non-conformities related to the most visible safety and health issues, such as personal protective equipment, needle guards, and electrical safety, together with issues related to payment and working hours. Ergonomics risk factors such as working postures and heavy lifting as well as freedom of association are rarely included in audits or audit reports.

Workers' voices influence audits to a limited degree. Auditors don't give the workers a real chance to point to critical issues, and if they do, the issues are not necessarily brought to the attention of the management.

The factories we included in our research revealed two different approaches of responding to audit practices:

1) A low road, where the factory considers buyers' and audit requirements as unfair and costly. They believe that cost reduction is the only way to be competitive. Therefore, they go for an absolute minimum standard of compliance, often with elements of window dressing. In this group of factories, we noticed the tendency to make informal arrangements with the auditors. Visits to these factories showed limited investments related to working conditions, but also to technology and operations. Overall, these factories have low management capacity both in general and related to social compliance.

2) A high road, where factories take a systematic and proactive approach, establishing management systems with clear procedures for both operations and social compliance. These factories believe that they can stay competitive through high quality and high productivity developed with a motivated workforce as well as continuous improvement of technology and work organisation. They use audits as a source for identifying additional possibilities for improvement. These factories turned out to be affiliated to the Better Work programme, a flagship initiative of the International Labour Organization (ILO) and International Finance Corporation (IFC).

Our research highlighted that factory management is usually the driving force behind choosing the low or the high road of social compliance practices. Irrespective of the compliance strategy followed, we found that managements as well as the auditors have neglected certain occupational safety and health (OSH) issues encompassing ergonomic demands for workstation design, training in preventive measures, reduction of highly repetitive work and psychosocial climate such as prevention of various forms of harassment.

We propose the following steps to address these gaps:

1) Dissemination of research results and exchange of experience among peer factories.

2) Stronger involvement of buyers and brands in the welfare of workers. One reason for the selection of the low road practice is expression of limited genuine interest in social compliance among the buyers.

3) Inclusion of neglected problems in audits such as ergonomics, workers' voices and stronger quality control of audits to avoid conflicting interests.

Audits should not only rectify current problems but also support the development of a strong preventive safety culture. Our study showed that it is possible for a factory to reach a high level of social compliance and at the same time be fully competitive by using audits to improve conditions for both workers and the business.

***This article summarises key findings from a research titled "Social Compliance Audits in the Garment Industry in Bangladesh: Present Practice and Future Perspectives (2024)." The research was conducted jointly by Bangladesh University of Health Sciences and the University of Southern Denmark.***


DHAKA SATURDAY DECEMBER 28, 2024
POUSH 13, 1431 BS
The Daily Star


শোভন কাজ

thefinancialexpress.com.bd December 30, 2024

# Informal sector workers deprived of fair wages, minimum basic rights

## Speakers share sorry state of marginalised workers

> Protecting informal workers is not just an economic issue, it is a matter of justice – Syed Sultan Uddin Ahmed, Head of Labour Reform Commission

**FE REPORT**

Marginalised workers in various informal sectors, especially domestic and home-based garment, tea plantation and fisherfolk, face severe challenges like lack of fair wages, social protection and basic workplace rights.

Domestic workers earn an average of Tk 5,311 monthly, far below their expenses worth TK 10,801, with 96 per cent reporting insufficient wages and 67 per cent facing abuse.

The observation and statistics were shared at a meeting with the Labour Reform Commission held at Shrama Bhaban in the city on Sunday.

Home-based garment workers earn as little as Tk 0.50 per piece, with 71 per cent experiencing gender-based discrimination.

Tea plantation workers earn Tk 170 daily-the lowest globally-leaving 74 per cent below the poverty line with limited access to healthcare and education.

On the other hand, fisherfolk lack minimum wage protections, and only 4.0 per cent of women fisherfolk receive cards.

Mehzabin Ahmed, Head of Gender Justice and Social Inclusion at Oxfam in Bangladesh, presented these insights and recommendations at the meeting.

Representatives from the government, Oxfam, NGOs, development partners, media, and civil society organisations were present.

The objective of the meeting was to discuss strategies to protect informal sector workers and improve their working conditions while aligning Bangladesh's labour policies with international standards.

Bangladesh's informal sector that employs more than 85 per cent of the country's labour force (96.6 per cent of whom are women) remains largely excluded from formal labour laws, leaving millions vulnerable to unsafe conditions, exploitation, and economic insecurity.

To address these challenges, speakers emphasised the need for Bangladesh to ratify key international conventions, including ILO Conventions C189, C190, and C188, to extend legal protections to informal workers.

# Informal sector workers deprived

I FROM PAGE 8 COL 8

Other recommendations included setting minimum wage standards, ensuring access to social safety nets such as health insurance and pension schemes, and strengthening enforcement mechanisms for workplace safety and rights monitoring.

Speaking at the meeting, Syed Sultan Uddin Ahmed, Head of the Labour Reform Commission, emphasised: "Protecting informal workers is not just an economic issue, it is a matter of justice. Recognising their contributions ensures dignity for all."

Salma Akter, a representative from the domestic workers community, said, "We can't live a good life as we don't get even a minimum salary to manage daily expenses and recognition."

She recommended inclusion of domestic workers in the law, saying that as they are not included in the labour law, they are out of all forms of formal support.

Presenting the paper, Ms Ahmed stressed that the invisible hands driving the economy deserve to be seen, valued, and protected. Labour reforms must address the unique vulnerabilities of marginalised workers, she noted.

Several key actions were also recommended at the meeting. These included enhancing the representation of these workers in policy-making processes, expanding skills development programmes tailored to informal workers' needs and gender-responsive policies prioritising to eliminate discrimination against women workers and promote equality in the workforce.

An analysis and recommendation paper titled "Empowering Invisible Hands: Recommendations for Labour Reforms to Protect Informal and Marginalised Workers in Bangladesh" has also been handed over to the Labour Reform Commission.

*Munni_fe@yahoo.com*

শোভন কাজ

NEW AGE TUESDAY, DECEMBER 31, 2024

# 811 women, girls tortured in Rajshahi in 2024: ASK

Scan here to watch New Age video

## NEWS IN BRIEF

### *Minor girl drowns*

**Bangladesh Sangbad Sangstha** · Sylhet

AN 18-MONTH old girl drowned in a pond at Ramdhana village under Bishwanath upazila of Sylhet on Monday. The victim Aiysha Siddiqa Anya was the daughter of late Sebul Ahamed, a resident of Ramdhana Dakhinpara in the upazila. Family sources said that Anya accidentally slipped into the pond near their house while playing on its bank and drowned at about 10:00am.

**Staff Correspondent** · Rajshahi

AT LEAST 811 women and girls were tortured in Rajshahi district in 2024, according to a report of rights organisation Ain O Salish Kendra.

Of the victims, 28 were raped while seven of them allegedly committed suicide following the incident. Besides, five women and girls were killed after rape while attempts were made to rape six more women and children.

The report was revealed at a discussion organised by the rights organisation under its project titled 'AGNEE - Awareness, Action, and Advocacy for Gender-equal and Safe Spaces for Women and Girls', at a restaurant in Rajshahi city on Monday.

Hasibul Hasan Pallab, district manager of the project of Ain O Salish Kendra, Rajshahi, said that they conducted the study based on reports published in various national dailies and online media and through 180 members of Community Social Organisations under the AGNEE project.

In association with BRAC and funded by the European Union, ASK is implementing the three-year long project in Rajshahi and Gazipur districts.

According to the report, a total of 58 women and girls faced sexual harassment and 18 were subjected to physical assault while three were killed for protesting against teasing.

Besides, 10 out of 299 women who experienced domestic abuse committed suicide while 18 were killed by their husbands or husband's family members.

A total of 255 housewives were tortured because of dowries while eight of them were murdered, and two allegedly committed suicides.

In addition, 149 children were also tortured in the district in 2024 while 22 of them were killed.

The report also disclosed that a schoolgirl became a victim of acid attack for refusing to have a love affair with a boy.

Rashed Ibne Obayed Ripon, director of Paribartan, said that the violence against women and children has increased in the district due to a culture of impunity and lack of government's initiative to make people aware.

Hasibul Hasan Pallab told the meeting that they had appointed counsels to 87 victims and were providing legal aid to 66 women and children in 2024 under the AGNEE project.

Among others, senior journalist and lawyer Mominul Islam Babu and ASK data management consultant Sabbir Islam addressed the event.

। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪। ১৬ পৌষ ১৪৩১ সময়ের আলো

ওশির প্রতিবেদন

# কর্মক্ষেত্রে নিহত ৯০৫ আহত ২১৮ শ্রমিক

- গত বছরের চেয়ে মৃত্যু কমেছে ৩৬.৮ শতাংশ
- সর্বোচ্চ প্রাণহানি পরিবহন খাতে
- নিহত ১০ লাখ ও আহত পরিবারকে ৫ লাখ টাকা সহায়তার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছরে অনিরাপদ কর্মক্ষেত্রের কারণে সারা দেশে বিভিন্ন সেক্টরে ৯০৫ জন শ্রমিক নিহত ও ২১৮ জন আহত হয়েছে। তবে গত বছরের তুলনায় শ্রমিক নিহত ও আহত কমেছে যথাক্রমে ৩৬ দশমিক আট ও ৫৬ দশমিক ছয় শতাংশ। ২০২৩ সালে নিহত হন ১ হাজার ৪৩২ জন এবং আহত হন ৫০২ জন। এ হিসাবে এ বছর নিহত ৫২৭ এবং আহত ২৮৪ জন কম।

সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪-এর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ ও লিখিত বক্তব্যে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ড. এস এম মোর্শেদ এসব তথ্য জানান।

ওশির প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ১১৩ জন ও আহত ৭৫ জন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৯২ জন ও আহত ১৪৩ জন। কর্মস্থলে হতাহতের উল্লেখযোগ্য কারণ সড়ক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকাণ্ড, ভবন বা স্থাপনা থেকে পড়ে যাওয়া, বজ্রপাত, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন, দেয়াল-ভবন-ছাদ ধস, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ ও ভূমিধস। ১৫টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ওশি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

প্রতিবেদনে খাতভিত্তিক হতাহতের চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, চলতি বছর পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ ৫২২ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ৫২ জন। দিনমজুর নিহত হয়েছেন ১৪৮ জন, আহত হয়েছেন ৭২ জন। নির্মাণ খাতে নিহতের সংখ্যা ৬২ জন এবং আহত ৫ জন, নিহত কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ৬১ জন, আহত ১। মৎস্য খাতে নিহত ২৫ ও আহত ১০ জন। পোশাক শিল্পে নিহত পাঁচজন ও আহত ২৯ জন, বিভিন্ন সেবা খাতে নিহত ২৪ জন ও আহত একজন, জাহাজভাঙা বা শিপব্রেকিংয়ে নিহত ১১ জন ও আহত ছয়জন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নিহত ছয়জন ও আহত তিনজন, নিরাপত্তা খাতে নিহত পাঁচজন ও আহত দুজন, গৃহস্থালি কাজে নিহত পাঁচজন ও আহত একজন, চা শ্রমিক নিহত তিনজন এবং অন্যান্য খাতে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ২৮ জন ও আহত ৩৬ জন।

নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করে বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ড. এস এম মোর্শেদ বলেন, কর্মক্ষেত্রে শ্রম আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।

শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে সেইফটি কমিটি গঠন করতে হবে। দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে এককালীন ১০ লাখ টাকা এবং আহত শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। সব সেক্টরে 'সেইফটি অডিট' চালু ও সরকারিভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত তথ্যের সঠিক ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের নাম রাখতে হবে। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করা হলে দুর্ঘটনাকালীন চিকিৎসা নেওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ পিপিই ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে দুর্ঘটনা কম হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সম্পর্কে শিল্প মালিক ও ব্যবস্থাপকদের অবহিত করতে হবে। পেশাগত ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করতে হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবার ও আহত শ্রমিককে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা করা জরুরি।

DHAKA TUESDAY DECEMBER 31, 2024
POUSH 16, 1431 BS
The Daily Star

# Address the plight of returning migrants

## Many suffering from medical issues, financial challenges

A recent study has offered us another stark glimpse into the harsh realities faced by returnee migrant workers. Many of these individuals, already burdened with hefty loans taken to secure overseas employment, return home to face additional financial strain due to medical expenses. The study, conducted by the Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP) between 2021 and 2023, reveals that migrant workers who spent two to four years abroad often came back with severe health issues, including back pain, tumours, cardiac and injury-related complications, kidney problems, hypertension, and uterine infections. Among the surveyed, 52 percent reported physical health issues, while 48 percent suffered from mental health problems. Moreover, 57 percent had to borrow an average of Tk 90,000 to cover treatment expenses upon their return.

This shows the inhumane conditions that many migrant workers often endure abroad. One woman, for example, recounted how a broker sent her to Saudi Arabia with the promise of a well-paying job, only for her to experience physical abuse, sexual harassment, and food deprivation at her employer's house. Another worker shared that after paying Tk 4 lakh to migrate to Saudi Arabia, he was left jobless for a month, confined in a room with 20-25 others without access to food, clean water or a bathroom. He eventually developed type 2 diabetes and urinary problems. Neither worker received any compensation for their suffering.

Such incidents are far from isolated. Experts and rights advocates have long highlighted the plight of our migrant workers both before and after migration. Exploited by corrupt and unscrupulous recruitment agents at home, they are often subjected to gruelling workloads, inadequate living conditions, and little or no salary abroad. This cycle of abuse and suffering simply cannot be accepted.

We, therefore, urge the government to take decisive action to address these challenges, including by improving the lives of returnee migrant workers. First, it should provide adequate medical support and assistance for their rehabilitation and reintegration into society. In this regard, properly utilising the Wage Earners Welfare Fund can be a big help. Second, the government must revise the existing insurance policies for migrant workers to ensure comprehensive health coverage. It must also engage with labour-importing countries to secure better living and working conditions, as well as access to medical treatment when needed. Furthermore, our embassies in those countries should have dedicated help desks to address the grievances of migrant workers promptly. These individuals, who contribute significantly to the nation's economy, deserve our respect and unwavering support.

DHAKA MONDAY DECEMBER 30, 2024
POUSH 15, 1431 BS
The Daily Star

# Address corruption in labour migration

## Govt must diversify markets and upskill our workers

We are concerned about the decline in the number of our migrant workers going abroad this year, given the fact that remittance remains one of the major sources of foreign currency earnings for Bangladesh. According to a recent report by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), labour exports from Bangladesh have dropped by 30.8 percent—from 1,305,453 in last year to 906,355 this year. What's worse is that the number of female migrant workers going abroad has gone down by 22 percent this year compared to last year.

According to the RMMRU report, persistent corruption, irregularities, and fraud have led to a contraction of foreign labour markets for Bangladesh. Italy and Serbia, for example, suspended labour recruitment from Bangladesh because some workers were found to have used fake documents. In Malaysia, a syndicate together with its Bangladeshi cohorts has embezzled $2 billion from Bangladeshi migrant workers by overcharging them, taking syndicate fees, and carrying out a "visa trade" since 2021. As a result, many workers could not find the jobs they were promised in Malaysia and had to return home empty-handed, losing their life savings and being pushed into poverty in the process. Because of this, Malaysia shut down labour imports from Bangladesh in May this year.

The challenges facing labour migration must be faced with timely, effective actions. The government must take strict legal steps against those accused of embezzling migrant workers and conducting labour export through unlawful means. To this end, it must also engage with the authorities in the destination countries. Failure to ensure workers' safety and rights is another huge factor. The physical, mental and financial abuse that they face in the destination countries, compounded by our society's failure to reintegrate them, can be demotivating enough. If this issue is not addressed promptly, the number of migrant workers, especially women, is unlikely to rise. Proper diplomatic efforts are needed to ensure that countries recruiting Bangladeshi workers are committed to ensuring their rights and safety.

Finally, since our labour exports are still mostly in the low- and semi-skilled categories, we must invest into upskilling the migrant workers with various training so they can meet the global demands. This will help us expand and diversify the labour export market, as well as ensure steady remittance earnings.

Hence, we urge the authorities to prioritise resolving these issues and bring order in labour export, so that our migrant workers can go abroad without much worry, and continue to contribute to the economy.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 1 December 2024

# গামছা তৈরির হাতের তাঁত বন্ধ সোনারগাঁয়ে, পেশা পাল্টেছেন তাঁতিরা

প্রতিনিধি, সোনারগাঁ

'তাঁত তাঁতি ব্যবসা, এই তিনে সোনারগাঁ'। এমন প্রবাদ ছিল ইতিহাসের নগরী নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলাকে নিয়ে। এক সময় সোনারগাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ জড়িত ছিল তাঁত ব্যবসার সঙ্গে। সোনারগাঁয়ের তাঁতের তৈরি ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি বিশ্ব নন্দিত। এছাড়াও হাতের তাঁতে তৈয়ার হতো গামছা, লুঙ্গি, মোটা কাপড় ইত্যাদি।

সোনারগাঁ যেমন ইতিহাসের একটা অংশ তেমনি তাঁত ব্যবসাও সোনারগাঁয়ের একটি ঐতিহ্য। শাড়ি, গামছা, কাপড় ছাড়াও এই অঞ্চলে প্রভাব রয়েছে তারের, তাঁতের। যেখানে তার (গুণা) দিয়ে তৈয়ার করা হয় নেট। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সোনারগাঁ থেকে হারিয়ে গেল গামছা তৈরির ঐতিহ্যবাহী হাতের তাঁত। সুতার দাম বৃদ্ধি, তাঁতিদের মজুরি দিয়ে মুনাফা না থাকা, আধুনিক তাঁত মেশিনের প্রভাব ইত্যাদি কারণে তাঁত বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন মালিকরা।

গত ৫-৭ বছরের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্রায় ২ হাজার তাঁত। সোনারগাঁয়ের তাঁতি পাড়ায় এখন আর শোনা যায় না গামছা তৈয়ার করা হাতের তাঁতের খুটখাট শব্দ। পাইকাররাও গামছা নিতে আর ভীড় জমান না এখানকার তাঁতি পাড়ায়। তাঁতগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পেশা পাল্টেছেন তাঁতিরা।

সোনারগাঁ উপজেলার খৈতেরগাঁও, চরভুলুয়া, আটঘড়িয়া, আলমদী, মিলকি বাড়ি, চান্দের ভুলুয়া, বড় আলমদী ও দক্ষিণপাড়া গ্রামে প্রবেশ করলেই কানে আসতো হাতের তাঁতে কাজ করার খুটখাট শব্দ। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ছিল তাঁত। গামছা বুননে ব্যস্ত সময় পার করেছেন তাঁতিরা। গুণগত মান ভালো হওয়ায় হাতে তৈরি গামছা নিতে বিভিন্ন এলাকার পাইকারেরা ভীড় জমাতেন সোনারগাঁয়ের তাঁতি পাড়ায়। কিন্তু

► পৃষ্ঠা ১১ : ক : ৩

## সোনারগাঁয়ে বন্ধ গামছা তৈরির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে সুতার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁত শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে মুনাফা তেমন না থাকার কারণে গামছা বুননের ঐতিহবাহী এই হাতের তাঁত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁত মালিকরা। আলমদী গ্রামে একটি বাড়িতে গিয়ে দেখা মেলে হাতের তাঁতের। সেখানে গামছার পরিবর্তে বুনন করা হচ্ছে জামদানি থ্রি পিছ।

তাঁত শ্রমিক মনির হোসেন, জাকির, ওবায়দুল, হৃদয়, জাহিদ, মাসুদ, জোনায়েদসহ আরও কয়েকজন জানান, তাদের অনেকে ৩০-৩৫ বছর যাবত হাতের তাঁতে কাজ করছেন। কাজের তুলনায় মজুরি তেমন একটা নেই। সারাদিন তাঁত চালিয়ে ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা মজুরি পাওয়া যায়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে এই টাকায় সংসার চালানো দায়। তাই অনেকে এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় ঝুঁকেছেন। তাঁত মালিক রুহুল আমিন, হালিম, আওলাদসহ কয়েকজন জানান, বারদী এলাকার খৈতেরগাঁও, চরভুলুয়া, আটঘড়িয়া, আলমদী, মিলকি বাড়ি, চান্দের ভুলুয়া, বড় আলমদী ও দক্ষিণপাড়াসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামে হাতের তাঁত চালিয়ে স্বনির্ভর হয়েছেন অনেকে। ৫-৭ বছর আগে এক মুড়া (২৮০ গ্রাম) সুতার দাম ছিল মাত্র ২০ টাকা। রঙের দামও ছিল কম। এক মুড়া সুতা দিয়ে এক জোড়া গামছা বানানো যায়। তখন এক জোড়া গামছার পাইকারি দাম ছিল ১২০-১৪০ টাকা। প্রতি জোড়া গামছায় গড়ে লাভ ছিল ৭৫ থেকে ৮০ টাকা। সংসারে নারী পুরুষ ও বৃদ্ধরা মিলে প্রতি তাঁতে দিনে ৭/৮টি গামছা বুনতে পারতেন। বর্তমানে এক মুড়া সুতার দাম ১০০ থেকে ১২০ টাকা। একজোড়া গামছা তৈরিতে রং লাগে আরও ৪০ টাকার। পাইকারি দামে গামছা জোড়া বিক্রি করা যায় ১৮০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতি জোড়া গামছায় গড়ে লাভ হয় মাত্র ৪০/৫০টাকা। একটি তাঁতি পরিবার সারাদিন গামছা বুননের কাজ করলে পায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। গামছাতে লাভ কমে যাওয়ায় এই পেশা ছেড়েছেন তাঁতিরা। তাছাড়া সুতার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে তেমন মুনাফা হয় না। এছাড়া আধুনিক বৈদ্যুতিক তাঁতের মেশিনে দ্রুত গামছা, কাপর তৈরি হওয়ার কারণেও হাতের তাঁত বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে মালিকরা।

গত ৫-৭ বছরের মধ্যে প্রায় ২ হাজার হাতের তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর হাতের তাঁতে তৈয়ার করা হয়না গামছা। তবে বর্তমানে সব মিলিয়ে শ' খানেক হাতের তাঁত রয়েছে আশপাশের এলাকায়। সেখানে শুধু জামদানি থ্রী পিছ বোনা হয়। এগুলোও এখন বন্ধের পথে।

তাঁতিরা জানান, তারা পেশা পাল্টে কেউ দিনমজুর, কেউ গার্মেন্টস কর্মী আবার কেউ অটোরিকশা চালিয়ে জিবীকা নির্বাহ করছেন। স্থানীয়রা জানায়, গত ৫০ বছর ধরে এখানকার তৈরি গামছা নিজেরা ব্যবহার করি। এই গামছার বিশেষত্ব হলো সুতা ও বুনন, যা দেশের অন্য কোন স্থানের গামছায় পাওয়া যায় না, এই গামছা খুব মসৃন। এখানে পাইকারদের আনাগোনায় মুখরিত ছিল তাঁতিপাড়া। কিন্তু গামছা তৈয়ারের তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন আর আসেন না কোনো পাইকার বা ক্রেতা। বন্ধ হয়ে গেছে তাঁতি পাড়ার খুটখাট শব্দ। কালের গর্ভে হারিয়ে গেল গামছা তৈয়ারের হাতের তাঁত।

বণিকবার্তা সোমবার, ডিসেম্বর ২, ২০২৪

# দুই মাস ধরে নেতিবাচক ধারায় রেমিট্যান্সের প্রবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঠেকাতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ইন্টারনেট বন্ধ ও সাধারণ ছুটির কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল। তবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে উর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরে প্রবাসী আয়। নানামুখী সংকটে থাকা দেশের অর্থনীতিতে তা কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল। কিন্তু গত দুই মাস আবারো নেতিবাচক ধারায় রয়েছে রেমিট্যান্স। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারের দিক থেকে দৃশ্যমান নীতি ও কৌশল নিতে হবে, যা বর্তমানে তেমন দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) দেশে ১ হাজার ১১৩ কোটি ৭৩ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৮৮০ কোটি ৮৪ লাখ ডলার। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গত জুলাইয়ে দেশে ১৯১ কোটি ৩৮ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে।

এর পরের দুই মাস আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে এসেছে যথাক্রমে ২২২ কোটি ৪২ লাখ ও ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। অক্টোবরে কিছুটা কমে ২৩৯ কোটি ৫১ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। আর সদ্য সমাপ্ত নভেম্বরে এসেছে ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স। অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে প্রবাসী আয় কমেছে ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ২২২ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে অবশ্য গড়ে ১৭৬ কোটি ১৭ লাখ ডলার এসেছিল। সাধারণত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার মতো উৎসবকে ঘিরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এবারই প্রথম বড় কোনো উৎসব ছাড়াই পরপর দুই মাসে প্রবাসীরা এত বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এর আগে দেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে ২০২০ সালের জুলাইয়ে। ওই মাসে করোনাভাইরাসসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে প্রবাসীরা রেকর্ড ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠান। ওই বছরের ১ আগস্ট থেকে দেশে ঈদুল আজহার ছুটি শুরু হয়। অর্থাৎ ২০২০ সালের জুলাইয়ে এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে ঈদুল আজহার ভূমিকাই বেশি ছিল। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫৩ কোটি ৮৬ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে চলতি বছরের জুনে। গত জুনের মাঝামাঝিতেও দেশে ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে এসেছে, সেটি ইতিহাসে তৃতীয় ও চতুর্থ সর্বোচ্চ।

ডলার সংকট ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে এখনো বেশ চাপের মুখে রয়েছে দেশের অর্থনীতি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বকেয়া পরিশোধ, ঋণের কিস্তি ও সুদ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির ব্যয় মেটাতে সরকারকে মূল্যবান ডলার খরচ করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় গত কয়েক মাসে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ায় সেটি সরকারের বৈদেশিক ব্যয় মেটানোর চাপ কমাতে কিছুটা সহায়ক হয়েছে। তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন কোনো ধরনের কার্যকর উদ্যোগ ছাড়া এমনিতেই দেশে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী ধারায় থাকবে এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়। বৈধ পথে প্রবাসীদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স আহরণ বাড়াতে হলে সরকারের দৃশ্যমান নীতি ও কৌশল থাকতে হবে বলে মনে করছেন তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'রেমিট্যান্সে কম-বেশি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থাকবে এটি সবার প্রত্যাশা ছিল। তবে রেমিট্যান্স কমে যাওয়াটা আমাদের আশাহত করেছে। রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়লে সেটি আমাদের অর্থনীতির চাপ কমাতে সহায়ক হয়। সামনের মাসগুলোয় রেমিট্যান্সের প্রবাহ যদি বাড়ে তাহলে গত দুই মাসে কমে যাওয়ার বিষয়টি সাময়িক বলে ধরে নেয়া যাবে। রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য সরকারের দিক থেকে প্রচেষ্টা থাকতে হবে। কিন্তু রেমিট্যান্স বাড়াতে কোন ধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ ধরনের কোনো কিছু দৃশ্যমান নয়। আমরা ধরেই নিয়েছি রেমিট্যান্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে, কিন্তু তা নয়। এজন্য যেসব বাধা রয়েছে, সেগুলো দূর করতে হবে। যাতে করে প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। অনতিবিলম্বে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য আমাদের কৌশল গ্রহণ করা উচিত এবং সেটি যাতে প্রবাসীদের কাছে দৃশ্যমান হয়।'

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস
কালের কণ্ঠ ৫
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ৫ ডিসেম্বর ২০২৪। ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১। ২ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

# রপ্তানি আয় বেড়েছে ১১.৭৬%

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৬৩ শতাংশ। এ মাসে রপ্তানি আয় বেড়ে ৪১১ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে আয় হয়েছিল ৩৫৬ কোটি ডলার। গতকাল বুধবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রকাশিত রপ্তানি হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১১.৭৬ শতাংশ এবং ওই সময় আয় হয়েছে এক হাজার ৯৯০ কোটি ডলার, যা আগের বছর ছিল এক হাজার ৭৮১ কোটি ডলার।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১২.৩৪ শতাংশ এবং আয় হয়েছে এক হাজার ৬১১ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল এক হাজার ৪৩৪ কোটি ডলার। নভেম্বর মাসে পোশাক খাতে আয় বেড়েছে ১৬.২৫ শতাংশ এবং আয় হয়েছে ৩৩০ কোটি ডলার, যা গত বছর ছিল ২৮৪ কোটি ডলার।

অন্যান্য প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় ৭.৬১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ কোটি ৬৩ লাখ ডলার, যা গত বছর ছিল ৪৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার, যা গত বছরের তুলনায় ৮.৩৪ শতাংশ বেশি। হোম টেক্সটাইল থেকে আয় হয়েছে ৩২ কোটি ৬৮ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০.৭৪ শতাংশ। পাট ও পাটজাত পণ্যে থেকে আয় হয়েছে ৩৪ কোটি ১৭ লাখ ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ।

**জুলাই-নভেম্বর**

**৪১১ কোটি ডলার**
নভেম্বরে রপ্তানি আয় হয়েছে

**১,৯৯০ কোটি ডলার**
মোট আয় হয়েছে

**১৬.২৫%**
পোশাক খাতে আয় বেড়েছে

**১৩.২৭%**
বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে

“ মোট রপ্তানিতে এবারও পোশাক খাতে হিস্যা ৮১%

মো. আনোয়ার হোসেন
ভাইস চেয়ারম্যান, ইপিবি

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে রপ্তানি আয় কমলেও ফুটওয়্যার (চামড়াজাত ব্যতীত) রপ্তানিতে আয় হয়েছে ২১ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৪৫ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, এবার তৈরি পোশাক খাতে মোট ৮১ শতাংশ হিস্যা ছিল। এ ছাড়া বড় দিন ক্রিসমাস, ব্ল্যাক ফ্রাইডে ও থ্যাংকস গিভিংকে ঘিরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে।

কমেছে বাণিজ্য ঘাটতি

এদিকে আমদানির সঙ্গে রপ্তানি বাড়ায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর মেয়াদে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে ১৩.২৭ শতাংশ; অর্থের হিসাবে ৮৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যালান্স অব পেমেন্ট (বিওপি) সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জুলাই-অক্টোবরের যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে বাণিজ্য ঘাটতি ৬৬৫ কোটি ডলার দেখানো হয়েছে। গত অর্থবছরে যা ছিল ৭৫৪ কোটি ডলার। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৪৬৩ কোটি ডলার।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৪
২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# ফাইন্যান্স কোম্পানি | ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণের জোগান বাড়াতে বিশেষ ছাড়

যুগান্তর প্রতিবেদন

কুটির, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়াতে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ জন্য ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর সিএমএসএমই খাতে বিতরণ করা ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের হার কমানো হয়েছে। খেলাপি ঋণের আগের ধাপ বিশেষ হিসাবে, নিম্নমান ও সন্দেহজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রভিশনের হার কমানো হয়েছে। তবে মন্দ বা আদায় অযোগ্য ঋণের বিপরীতে প্রভিশনের হার কমানো হয়নি। এ হার আগের মতো শতভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ব্যাংকের মতো ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোকে নিয়মিত ও খেলাপি ঋণের বিপরীতে নির্ধারিত হারে প্রভিশন রাখতে হয়। সিএমএসএমই খাতে প্রভিশন রাখার হার কমানোর ফলে এ খাতে ঋণ বিতরণ করলে কোম্পানিগুলোর ঋণের খরচ কমবে। এ খাতে আটকে তহবিলের পরিমাণ কমে যাবে। ফলে ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করতে উৎসাহিত হবে। আগের নিয়ম অনুযায়ী ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর বিতরণ করা ঋণের মধ্যে যেসব ঋণ বিশেষ হিসাবে চিহ্নিত হবে সেগুলোর বিপরীতে ৫ শতাংশ, নিম্নমান ঋণের বিপরীতে ২০ শতাংশ, সন্দেহজনক ঋণের বিপরীতে ৫০ শতাংশ এবং মন্দ বা ক্ষতি মানের চিহ্নিত খেলাপি ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন রাখার বিধান রয়েছে।

বর্তমানে সিএমএসএমই খাতে ঋণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রাখার হার কমানো হয়েছে। এখন থেকে বিশেষ হিসাবে ঋণের বিপরীতে বকেয়া স্থিতি হতে স্থগিত সুদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট স্থিতির ওপর ৫ শতাংশ প্রভিশন রাখতে হবে। তবে সিএমএসএমই খাতে বিতরণ করা ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রাখতে হবে দশমিক ২৫ শতাংশ। নিম্নমান হিসাবে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে সিএমএসএমই খাতে ৫ শতাংশ ও অন্যান্য ঋণের বিপরীতে ২০ শতাংশ প্রভিশন রাখতে হবে। সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত খেলাপি ঋণের বিপরীতে সিএমএসএমই খাতে ২০ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ৫০ শতাংশ প্রভিশন রাখতে হবে। মন্দ ঋণের বিপরীতে সব খাতেই শতভাগ প্রভিশন রাখতে হবে।

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ ৫

ঢাকা । শুক্রবার । ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ । ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ । ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

# আড়াই লাখ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করবে সরকার

## ৪৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প চালু

**প্রকল্প বাস্তবায়ন**
এডিবি ও সরকারের অর্থায়নে

**দক্ষ জনশক্তি**
দেশের ব্যবসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

**দক্ষতা উন্নয়ন**
ব্রিজ ও সড়ক তৈরির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

**৭৫ মিলিয়ন ডলার**
সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হবে

**প্রকল্পের মেয়াদ**
২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত

এক লাখ ৫৩ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

দেশের উদ্ভাবনীসূচক সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই। এ কারণে এসআইসিআইপি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে

**সালেহ উদ্দিন আহমেদ**
অর্থ উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মানানসই দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। চাহিদামতো মানবসম্পদ কাজে লাগাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে নানা খাতের জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা হবে। এ জন্য প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 'স্কিল ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রগ্রাম (এসআইসিআইপি) নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আড়াই লাখের বেশি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

গত বুধবার ঢাকায় একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসআইসিআইপির কার্যক্রম চালুর ঘোষণা দেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। অর্থসচিব ও এসআইসিআইপির পরিচালক ড. মো. খায়রুজ্জামান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব মো. সাইফুল্লাহ পান্না, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জিয়াংবো নিংসহ অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পের কর্মকর্তারা।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আগামী দিনে দেশ এগিয়ে নিতে উদ্ভাবন লাগবে। কিন্তু দেশের উদ্ভাবনীসূচক সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই। এ কারণে এসআইসিআইপি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এতে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে। দেশের ব্যবসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি।

সালেহউদ্দিন বলেন, দেশে প্রচুর জনশক্তি থাকলেও তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা হচ্ছে শিল্পের চাহিদামতো শিক্ষার অভাব। এ জন্য শিল্প মালিকদের দোষারোপ করে তিনি বলেন, তারা দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও গবেষণায় কেন ব্যয় করবে। তারা সন্তানদের লাখ লাখ টাকা মূল্যের মোবাইল ফোনসেট কিনে দেবে। অথচ দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণায় ১০ হাজার টাকাও দেন না। দেশে ব্রিজ ও সড়ক তৈরির চেয়ে দক্ষতা উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই প্রগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতের দুই লাখ ৬৬ হাজার ৬৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রগ্রামের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৭৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার বা প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ঋণ সহায়তা হিসেবে দেবে ৩০০ মিলিয়ন ডলার। বাকি ৭৫ মিলিয়ন ডলার সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হবে।

তিনটি স্কিমে এই অর্থ ব্যয় হবে। এর মধ্যে প্রথম স্কিমে ১৫৮ মিলিয়ন ডলার, দ্বিতীয় স্কিমে ১৬২ মিলিয়ন ডলার এবং তৃতীয় স্কিমে ৫৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত।

প্রগ্রামের আওতায় এক লাখ ৫৩ হাজার জনকে দক্ষতাভিত্তিক কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারী ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর ৫৫ হাজার ৫০০ জনকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ২০ হাজার জনকে। এ ছাড়া শিল্পের উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে ৯ হাজার ২৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পের ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে দুই হাজার ৮৯৫ জনকে এবং ২৬ হাজার অভিবাসী শ্রমিককে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশনসহ দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পে ৯টি খাত অগ্রাধিকার পাবে। এর মধ্যে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ওষুধ ও অটোমোবাইল খাত। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও খাতভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত করা হবে; এমনকি খাতভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষায় গবেষণার সুবিধা দেওয়া হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৬ ডিসেম্বর ২০২৪
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# মধ্যপ্রাচ্যগামী শ্রমিকদের মেডিকেলে হয়রানি

**সাদেক রিপন**, কুয়েত

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে দেশের অর্থনীতির ভিত শক্ত হয়। রিজার্ভ বৃদ্ধিতেও তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে তাদের পরিবারে আসে সচ্ছলতা। অথচ নতুন বিদেশগামী প্রবাসীদের ঠুনকো সমস্যায় বা ঘুস না দিতে পারায় মেডিকেল টেস্টে আনফিট (স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য) দেখানো হয়। এতে প্রতিনিয়ত শত শত বিদেশগামীর স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী শ্রমিকদের ভিসা চূড়ান্ত হলে মেডিকেল টেস্টের (স্বাস্থ্য পরীক্ষা) প্রয়োজন হয়। তবে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো মেডিকেল টেস্টের নামে বিদেশগামীদের কাছ থেকে কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশে অবৈধভাবে অর্থবাণিজ্য করে আসছে। যারা বাড়তি টাকা দিতে পারে না তাদের এজেন্সির সংকেতে আনফিট (অযোগ্য) দেখানো হয়।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বেকারত্ব ঘুচতে ও পরিবারে সচ্ছলতা আনতে তারা ভিটেমাটি বিক্রি করে দেশের বাইরে যান। অথচ দালাল বা এজেন্সিগুলো মেডিকেলের নামে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত করছে বিদেশ গমনেচ্ছুদের। মেডিকেল ফিটনেস কার্ড সংগ্রহের প্রতিটি ধাপে ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হতে হয় তাদের। সাধারণ মেডিকেল পরীক্ষায় ১ হাজার টাকা খরচ হলেও বিদেশগামীদের জন্য হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নেওয়া হয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা। আর টাকা না দিলে আনফিট দেখানোর অভিযোগ রয়েছে মেডিকেল সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে। দেশে মানসম্মত সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার থাকলেও বিদেশ গমনেচ্ছুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিটি জেলা শহরে বাছাই করা হয় মাত্র ৫ থেকে ৬টি ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠানকে। কুয়েতে ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ফিলিপিনো শ্রমিকদের ভিসা বের হওয়ার এক মাসের কম সময়ে তার প্রসেসিং (প্রক্রিয়া) সম্পন্ন হয় এবং সেসব দেশের লোক কাজে যোগদান করে। অন্যদিকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মেডিকেলসহ ভিসা প্রক্রিয়ায় পদে পদে ভোগান্তির কারণে তাদের আসতে বিলম্ব হয়। যার ফলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ব্যাপারে আগ্রহ হারাচ্ছে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সংকুচিত হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজার এবং দেশ বঞ্চিত হচ্ছে রেমিট্যান্স থেকে।

নতুন ভিসায় কুয়েতে আসা বাংলাদেশি জয়নাল আহমেদ জানান, আমি মেডিকেল করালে দুইবার আমাকে আনফিট দেখানো হয়। পরে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে রিপোর্টে কোনো সমস্যা আসেনি। পরে ৩৫ হাজার টাকায় চুক্তি করায় তৃতীয়বারের মেডিকেল রিপোর্টে আমাকে ফিট দেখানো হয়। আমার মতো অনেকেই বড় অঙ্কের টাকায় চুক্তিবদ্ধ না হওয়ায় মেডিকেলের হয়রানিতে পড়ে তাদের ভিসা বাতিল হয়ে যায়।

কুয়েত প্রবাসী এক বাংলাদেশি জানান, আমার ভাইকে ঢাকার একটি নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টারে পরীক্ষা করালে আনফিট রিপোর্ট দেয়। অথচ এর বাইরে অন্য এক জায়গায় পরীক্ষা করালে আমার ভাইয়ের ফিট রিপোর্ট আসে। পরে এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে বাড়তি টাকা দিলে ফিট রিপোর্ট দেয় আগের মেডিকেল সেন্টার। তাই এই ধরনের হয়রানি বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

কুয়েতে বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতারা জানান, বিদেশগামী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সে দেশের অর্থনীতির চাকা অনেকটা সচল থাকে। অথচ দালালদের দৌরাত্ম্য, পদে পদে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হতে হয় তাদের। অবিলম্বে এসব বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন কমিউনিটি নেতারা।

যুগান্তর
শুক্রবার ৬ ডিসেম্বর ২০২৪
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# কর্মী ছাঁটাইয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে মালয়েশিয়া

**আহমাদুল কবির**

অদক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে মালয়েশিয়া সরকার। দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রী স্টিভেন সিম চি কিয়ং বৃহস্পতিবার সংসদে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দেশটির (২০২১-২০২৫) অর্থবছরে দেশের মোট শ্রমশক্তির ১৫ শতাংশের বেশি বিদেশি কর্মী হবে না—এমনটাই পরিকল্পনা করছে সরকার। স্টিভেন বলেন, 'সরকার এই নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।' মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ২৪,৭০,৭৮১ জন অদক্ষ বিদেশি কর্মী কাজ করছেন। ফলে এই নীতির আওতায়, গত বছরের ১৮ মার্চ থেকে নতুন বিদেশি কর্মী নিয়োগের অনুমোদন স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কৃষি বাদে সব খাতে মাল্টি-টায়ার লেভি ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। এছাড়া সরকার টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভেট) প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষ মালয়েশিয়ান কর্মশক্তি তৈরিতে মনোযোগ দিচ্ছে।

NEW AGE
SATURDAY, DECEMBER 7, 2024,

# Reopen closed state-run jute and sugar mills: labour leaders

**Staff Correspondent**

LEADERS of different labour rights organisations on Friday urged the government to reopen 26 nationalised jute mills and nine sugar mills closed during the fascist Awami League regime.

They made the urge at a human chain formed jointly by the Jatiya Sramik Federation, the National Garments Workers Federation and the Ekota Garments Sramik Federation in front of the National Press Club to press the demands.

Addressing the human chain as the chair, labour leader Amirul Haque Amin said that in the past 15 years of misrule of the Sheikh Hasina regime 26 nationalised jute mills and nine sugar mills were closed under the excuse of cumulative losses in the mills.

But, workers were not responsible for the losses, he said and blamed mismanagements for the losses in the mills.

As a result, a huge number of workers became jobless and now passing their days helplessly, Amirul said.

He called on the interim government headed by Professor Muhammad Yunus to take immediate steps to reopen the nationalised mills and bring back Tk 28 lakh crore that was laundered to different countries during the past 15 years' misrule of Sheikh Hasina government.

Labour leader Abul Hossain said that the mismanagement of Bangladesh Jute Mills Corporation was mainly responsible for the losses in the nationalised jute and sugar mills.

Besides, 64 private jute mills remained closed during the rule of the Awami League, he said.

Labour leaders ASM Zakaria, Anwar Ali, Lokman Ali, Mohammad Dider Hossain, Monira Munni also spoke.

The then Awami League government on June 2, 2020 closed all the state-owned jute mills, rendering around 50,000 workers jobless overnight.

Six months later, the AL regime, for the last time, decided to suspend production at six state-run sugar mills to 'minimise the accumulated losses' of the Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪,

# মালিকের শাস্তি হোক, প্রতিষ্ঠান বন্ধ নয়

**ইআরএফে আবদুল আউয়াল মিন্টু**

বেক্সিমকো গ্রুপের কোম্পানি বিক্রি ও বন্ধে উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

ইআরএফের আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু। গতকাল ঢাকার পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, শুধু সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় অর্থনীতির অন্যান্য ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যাংকঋণ কমে গেলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়বে না; কর্মসংস্থানও হবে না। তাতে মানুষ আরও গরিব হবে এবং অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা বাড়বে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর পল্টনে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সদস্যদের সঙ্গে এক আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি। সভায় দেশের বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়ে তিনি নিজের মতামত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমসহ সংগঠনটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সম্প্রতি বেক্সিমকো গ্রুপের ১৬টি কোম্পানির মালিকানা বিক্রি ও কিছু কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়ার উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, 'কারা বিক্রি করবে, কেন করবে? কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বা প্রতিষ্ঠান নৈতিকও না অনৈতিকও না। এসব প্রতিষ্ঠান যারা চালায়, তারা যদি অনৈতিক হয়, আইন মেনে তাদের বিচার হওয়া উচিত। এ নিয়ে আমি কিছু বলব না। মালিকদের শাস্তি হোক, কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান যেন বন্ধ না হয়। কোনো উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান, যেখানে হাজার হাজার লোক কাজ করে, তা নিয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকার নেবে না, সেটা আশা করব।'

সুদহার বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, সুদহার বাড়িয়ে টাকার সরবরাহ কমালে ঋণপত্র খোলা কমে যাবে। এতে পণ্যের সরবরাহ কমবে। অর্থাৎ মুদ্রা সরবরাহ কমাতে গিয়ে পণ্যের সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেওয়া হবে।

**লুটপাটকে আইনি সুরক্ষা**

বিগত সরকারের দলীয় রাজনীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে দলীয় লোকদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মূল্যস্ফীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির অস্থিশীলতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছরে অনির্বাচিত ও স্বেচ্ছাচারী সরকার দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছে। সরকারদলীয় ব্যবসায়ীদের তোষণ-পোষণ, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটকে আইনি সুরক্ষা দিয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আইন করে এভাবে লুটপাটকে বৈধ করা হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। বিগত সরকারের আমলে বিনিয়োগের নামে বহু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে শুধু দুর্নীতি ও লুটপাটের জন্য। এ ধরনের অপরিকল্পিত ব্যয় দেশে মুদ্রাস্ফীতিকে উসকে দিয়েছে।'

তবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হচ্ছে বলে জানান এফবিসিসিআইয়ের সাবেক এই সভাপতি। তিনি বলেন, সরকার একদিকে খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার এবং অন্যদিকে গ্রাহকের আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ফলে যেসব ব্যাংককে দুর্বল বলা হয়, তারা ক্রমেই ভালো করছে। তবে পরিস্থিতির পুরোপুরি উন্নতি করতে হলে গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন। অন্তত নির্বাচন নিয়ে একটা রোডম্যাপ দেওয়া জরুরি।

**ব্যাংক হিসাব জব্দ আইনসিদ্ধ নয়**

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাবেক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ প্রসঙ্গে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, 'অন্যায়ভাবে ব্যাংক হিসাব জব্দ করাটা আমি নিজে পছন্দ করি না। এখন যেটা ঘটছে, ইচ্ছা হলেই আরেকজনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হচ্ছে; এটা আইনসিদ্ধ নয়। বিষয়টি আদালতের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত। যদি উপযুক্ত প্রমাণ থাকে, তাহলে অনুসন্ধান করে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে ব্যাংক হিসাব জব্দ করা যেতে পারে।'

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, 'এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমানে ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা মন-কষাকষি চলছে। এর কারণ, ভারত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ভুলে গিয়ে শুধু একটি দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। এখন সেই সরকার আর ক্ষমতায় নেই, এটা ভারতের জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নীতি হচ্ছে, আগে আপনি (ভারত) ৫ আগস্ট এর নীতিগত স্বীকৃতি ঠিকমতো দেন; এরপর আমরা ভবিষ্যতের দিকে আগাই। আমিও মনে করি, এটা যথাযথ চিন্তাধারা।'

সমকাল । বুধবার । ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# আরব আমিরাতের শ্রমবাজার বন্ধ

**তীব্র ভিসা জটিলতায় বিপাকে বাংলাদেশিরা**

■ **কামরুল হাসান জনি, ইউএই**

সৌদি আরবের পর মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু দেশটিতে বেশ কিছু দিন ধরে বাংলাদেশিদের জন্য প্রায় সব ধরনের ভিসা বন্ধ। এতে রুদ্ধ হয়ে আছে বৃহত্তর এই শ্রমবাজারের দুয়ার। ভিসা বন্ধ থাকায় ভ্রমণে আগ্রহীরা যেমন হতাশ, তেমনি পিছিয়ে পড়ছেন কর্মসংস্থান প্রত্যাশীরাও। এ ছাড়া ভিসা জটিলতায় গত বছরের তুলনায় এ বছর দেশটিতে কর্মী পাঠানো প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। অন্যদিকে আমিরাত প্রবাসীরা প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগদাতা পরিবর্তনের সুযোগবঞ্চিত হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন অনেকে। তবে আমিরাতের ঘোষিত চলমান সাধারণ ক্ষমার আওতায় দেশটিতে থাকা প্রবাসী ও শুধু দুবাইয়ে শিক্ষাগত সনদধারী চাকরিপ্রত্যাশীদের ভিসা মিলছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন সময় কর্মসংস্থান ভিসা বন্ধের কারণে আমিরাতে কর্মী পাঠানো অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ২০১২ সালে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে বার্ষিক ৩০ হাজারের নিচে নেমে আসে বাংলাদেশি কর্মী যাওয়ার সংখ্যা। এ অবস্থা চলতে থাকে প্রায় ৯ বছর। এর পর ২০২২ ও '২৩ সালে ভিজিট ভিসা ও শিক্ষাগত সনদ প্রদান শর্তে কর্মসংস্থান ভিসা দেয় আমিরাত। এ সময় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র পেয়ে দেশটিতে প্রবেশের সুযোগ পান প্রায় দুই লাখ কর্মী। চলতি বছর আবারও ভিসা বন্ধ করা হলে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা কমতে থাকে।

বিএমইটির তথ্য বলছে, বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে গত বছর আমিরাত গেছেন ৯৮ হাজার ৬১৪ জন। চলতি বছর পুরুষ ও নারী কর্মী মিলে গত নভেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে গেছেন মাত্র ৪৭ হাজার ১৬৫ জন।

আজমান আল মানামা বিজনেসম্যান সার্ভিস এলএলসির বিজনেস কনসালট্যান্ট কামাল হোসাইন খান সুমন বলেন, বাংলাদেশিদের জন্য এই মুহূর্তে ভিজিট ভিসা, ফ্যামিলি ভিসা, কর্মসংস্থান ভিসা, বিনিয়োগকারী ভিসা, গোল্ডেনসহ প্রায় সব ধরনের ভিসা বন্ধ রেখেছে আমিরাত।

বারবার বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতার বিষয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, সঠিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবকে দায়ী করছেন প্রবাসীরা। বিশেষ করে ভিজিট ভিসায় গিয়ে দেশে ফেরত না আসা, সনদ জালিয়াতি ও আইন ভঙ্গের মতো নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে বাংলাদেশিদের নামে। এ জন্য কর্মী পাঠানোর আগেই এসব বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছেন প্রবাসীরা।

বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সহসভাপতি তরিকুল ইসলাম শামীম বলেন, অনেকেই আইনকানুন না জেনে বিদেশে পাড়ি দেন। যে কারণে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেন। তাই কর্মী পাঠানোর আগে যে দেশে যাবেন, সে দেশের নিয়মকানুন সম্পর্কে সরকারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে ভিসা সংকটের পাশাপাশি দীর্ঘদিন আমিরাতে থাকা প্রবাসীরা নিয়োগদাতা পরিবর্তন নিয়েও জটিলতায় ভুগছেন। প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সুযোগ বন্ধ থাকায় সাধারণ শ্রমিকদের মতো বিপাকে পড়েছে আমিরাতে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো।

বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা ও অভ্যন্তরীণ মালিক পরিবর্তন বিষয়ে মিশন কর্মকর্তারা অবগত। এ সমস্যা নিরসনে কূটনৈতিক পর্যায় থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান।

ঢাকা : মঙ্গলবার ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 10 December 2024
সংবাদ
e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

# রেমিট্যান্সে সুবাতাস, প্রতিদিন আসছে হাজার কোটি টাকারও বেশি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উর্ধ্বমূখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের পর চলতি বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরেও বেশি রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ষষ্ট মাস ডিসেম্বরের প্রথম সাত দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ৬১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার (১.৭২ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। বর্তমান বিনিময় হার (প্রতি ডলার ১২০ টাকা) হিসাবে টাকার অঙ্কে এই অর্থের পরিমাণ ৭ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার। টাকার অঙ্কে যা এক হাজার ৫৬ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, মাসের বাকি ২৪ দিনে (৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর) এই হারে এলে মাস শেষে গত চার মাসের মতো ডিসেম্বরেও ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে আসবে। গত বছরের ডিসেম্বরে ১৯৯ কোটি ১২ লাখ (১.৯৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। চলতি অর্থবছরের চতুর্থ মাস অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫১ লাখ (২.৩৯ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে যা ছিল গত বছরের অক্টোবরের চেয়ে ২১ দশমিক ৫০ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের পঞ্চম মাস নভেম্বরে ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ (২ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে। যা ছিল গত বছরের নভেম্বরের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি। চতুর্থ মাস অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫১ লাখ (২.৩৯ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে। প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২১ দশমিক ৫০ শতাংশ বেশি।

এছাড়া, তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে এসেছিল ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ (২.৪০ বিলিয়ন) ডলার। দ্বিতীয় মাস আগস্টে এসেছিল ২২২ কোটি ৪১ লাখ (২.২২ বিলিয়ন) ডলার। প্রথম মাস জুলাইয়ে এসেছিল ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ (১.৯১ বিলিয়ন)। অর্থবছরের পাঁচ মাসের (জুলাই-নভেম্বর) হিসাবে দেশে রেমিটেন্স এসেছে এক হাজার ১১৩ কোটি ৭৩ লাখ (১১.১৪ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩-

> চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ষষ্ট মাস ডিসেম্বরের প্রথম সাত দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ৬১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার। টাকার অঙ্কে যা এক হাজার ৫৬ কোটি টাকা

২৪ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে ৮৮০ কোটি ৮৪ লাখ (৮.৮১ বিলিয়ন) প্রবাসী আয় এসেছিল দেশে। সব মিলিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পাঁচ মাস ৭ দিনে (১ জুলাই থেকে ৭ ডিসেম্বর) ১ হাজার ১৭৫ কোটি ৩৭ লাখ (১১.৭৫ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে দেশজুড়ে সহিংসতা, মৃত্যু, ইন্টারনেট বন্ধ, কারফিউ, মামলা, গ্রেপ্তার ও প্রবাসীদের উৎকণ্ঠার প্রেক্ষাপটে জুলাই মাসে রেমিটেন্স কমেছিল বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। ওই সময় আন্দোলনকে ঘিরে সংঘাত-সহিংসতার জন্য সরকারকে দায়ী করে দেশে রেমিটেন্স না পাঠাতে সোশাল মিডিয়ায় কেউ কেউ প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম চলে মাত্র এক দিন। শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনের মধ্যে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণে

১৯ জুলাই রাত থেকে কারফিউ জারি করে বিদায়ী সরকার। এরপর ২৩ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ ছিল।

ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় ব্যাংকের অনলাইন লেনদেনও বন্ধ ছিল। কয়েক দিন লেনদেন বন্ধের পর ২৪ জুলাই ব্যাংক চালু হয়। ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ১৯ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই বৈধ পথে তথা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে কোনো প্রবাসী আয় আসেনি। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর রেমিটেন্স প্রবাহে আরও ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। ৮ আগস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু হয় অন্তর্বর্তী সরকারের। রেমিটেন্স প্রবাহেও গতি ফেরে।

দেশে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি মুদ্রার সংকট চলছে। কোভিড মহামারীর সময়ে আমদানি তলানিতে নামায় একপর্যায়ে দেশে রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্ববাজারে সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আমদানি খরচ অনেক বেড়ে যায়। একই সাথে প্রবাসী আয় ও রপ্তানিতে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি না হওয়ায় রিজার্ভ দ্রুত কমতে থাকে। সংকট কাটাতে ও রিজার্ভ বাড়াতে প্রবাসী আয়সহ বিদেশ থেকে অর্থ আনতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত কয়েক মাসে এসব পদক্ষেপের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে প্রবাসী আয়ে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে, যা ছিল আগের অর্থবছরের (২০২২-২৩) চেয়ে ১০ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি।

রিজার্ভের প্রধান দুই উৎস হচ্ছে- রপ্তানি আয় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স। এই দুই সূচক বাড়ায় রিজার্ভ বাড়ছে। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক যে 'উইকলি সিলেক্টেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন) হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ১৮ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলার। এক সপ্তাহ আগে ২৮ নভেম্বর রিজার্ভ ছিল ১৮ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার।

দুই সপ্তাহ আগে ২০ নভেম্বর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৮ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সপ্তাহের ব্যবধানে বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ বেড়েছে ১১ কোটি ডলার। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে ৩৪ কোটি ডলার।

গত ১২ নভেম্বর এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মেয়াদের ১ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ কমে ১৮ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল। 'গ্রস' হিসাবে রিজার্ভ নেমেছিল ২৪ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলারে। তার আগে ৭ নভেম্বর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২০ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৫ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলারে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার 'উইকলি সিলেক্টেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস' প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে রিজার্ভের পাশাপাশি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

বণিকবার্তা শনিবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ ২৯, ১৪৩১

মিরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ করছেন নারী শ্রমিকরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

## মিরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল

# প্লট বরাদ্দ পেয়েছে ৪১ প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে তিনটি

রাজু কুমার দে ■ মিরসরাই

বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকা সন্দ্বীপ চ্যানেলের পাশে প্রায় ১ হাজার ১৩৮ দশমিক ৫৫ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল ন্যাশনাল স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এনএসইজেড) বা জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এরই মধ্যে ৪১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে উৎপাদনে গেছে তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান।

অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা ঘিরে এ শিল্পনগরের আয়তন ৩৩ হাজার ৮০৫ একর। এর ৪১ শতাংশ বা ১৪ হাজার একরে শুধু শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। বাকি ৫৯ শতাংশ এলাকার মধ্যে রয়েছে খোলা জায়গা, বনায়ন, বন্দর সুবিধা, আবাসন, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র।

জানা গেছে, ২০১৮ সালে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (আগের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর) ১ হাজার ১৫০ একর জমি বরাদ্দ পায় বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। ওই বছরের ২৪ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৯ সালে বেজা ১ হাজার ১৩৮ দশমিক ৫৫ একর জমি বুঝিয়ে দেয়। এরপর ৫৩৯টি প্লট তৈরি করে বেপজা। চলতি বছরের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪১টি প্রতিষ্ঠানকে ২৪৪টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদনে গেছে। এগুলো হলো খাইশি লিনজেরি বাংলাদেশ লিমিটেড, কেপিএসপি সুজ বাংলাদেশ ও পেংকুইন। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ হাজার ৫০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে বেপজা সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া উৎপাদনের অপেক্ষায় রয়েছে আরো তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মিনতা বাংলাদেশ, গুড উড ঢাকা ও ইয়াংচেন বিডি।

দেশে বেপজার নয়টি অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় মিরসরাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাটি। বর্তমানে এখানে ৯২৩ দশমিক ১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

- ৫৩৯টি প্লটের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪৪টি
- উৎপাদনে যাওয়া তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে আড়াই হাজার মানুষের

এদিকে জমি বরাদ্দ নিয়ে কাজ শুরু না করায় তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ বাতিল করেছে বেপজা। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো কাজী ফার্ম, কেবি পেট্রো কেমিক্যাল ও এইচ কেন্ডি।

সরজমিনে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গিয়ে দেখা যায়, উৎপাদনে যাওয়া তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে চীনা কোম্পানি খাইশি লিনজেরি বাংলাদেশ লিমিটেডে। প্রতিষ্ঠানটি নারীদের বিভিন্ন পোশাক ও ফোম উৎপাদন করে থাকে। এখানে প্রায় দুই হাজার লোক কাজ করছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক কর্মকর্তা জামান উল্যা। তিনি বলেন, 'আমাদের একটি ইউনিট চালু করা হয়েছে। এতে প্রায় দুই হাজার লোক কাজ করছে। ধীরে ধীরে শ্রমিক সংকট কাটতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা বুঝতে শুরু করেছে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের গুরুত্ব।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেপজার প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'বেপজা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি ব্র্যান্ড। এরই মধ্যে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৬ শতাংশ। বেপজা ইজেড এলাকা-১ প্লট বরাদ্দ সমাপ্তির পথে। ইজেড এলাকা-২ প্লট বরাদ্দ শুরু হয়েছে। শ্রমিক প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবুও বেজা ও বেপজার সমন্বিত উদ্যোগে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা চলছে।'

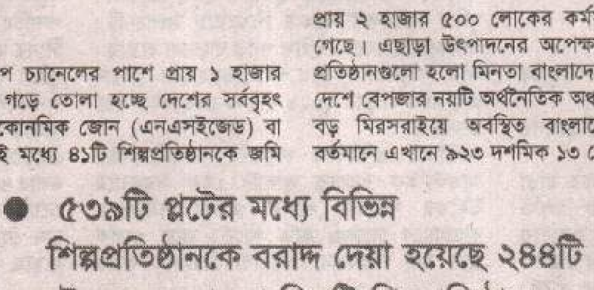

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪

# মালয়েশিয়ায় ২৬ হাজার প্রবাসী পাসপোর্ট সমস্যায়

- আবেদনের কয়েক মাস কেটে গেলেও পাসপোর্ট মিলছে না
- সমস্যা সমাধানের আশ্বাস আসিফ নজরুলের

■ জামিউল আহসান সিপু

সময়মতো পাসপোর্ট নবায়ন না হওয়ার কারণে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করা ২৬ হাজার বাংলাদেশি কর্মীর প্রবাস জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদের অনেককেই দেশে ফিরে আসতে হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মূলত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনের গাফিলতির কারণেই এসব পাসপোর্ট নবায়ন হচ্ছে না। ভুক্তভোগীরা এ বিষয়ে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভিাগের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

তারা বলছেন, বাংলাদেশ হাইকমিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তার ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা দালালচক্রের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আবেদনের পর কয়েক মাস কেটে গেলেও তারা পাসপোর্ট পাচ্ছেন না। তবে প্রবাসীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে দেওয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আইন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এক ভিডিও পোস্টে তিনি এ কথা জানান। সেখানে তিনি বলেন, প্রবাসীদের এমআরপি পাসপোর্টে খুবই সমস্যা হচ্ছে এটা আমরা জানি। এই ১৫ ডিসেম্বর থেকে আপনারা এমআরপি পাওয়া শুরু করবেন এবং পরবর্তী তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেকে যারা এমআরপির আবেদন করেছেন তারা পেয়ে যাবেন। আসিফ নজরুল বলেন, সমস্যা তৈরি হয়েছে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে। তৎকালীন যে মন্ত্রী ছিলেন উনি পাসপোর্ট ছাপানোর কাজটা ওনার একটা পরিচিত কোম্পানিকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই প্রক্রিয়ার জন্য দেড় বছর সময়ক্ষেপণ হয়। আমরা আসার পর ঐ পুরো প্রক্রিয়া বাতিল করে সমস্যা সমাধানে একটু সময় লেগেছে। মালয়েশিয়ায় প্রায় ১৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মী কঠোর পরিশ্রম করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠায়। এই রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখলেও হাইকমিশনের পাসপোর্ট বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দালালের যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত হয়ে আসছেন তারা। এসব প্রতারণা দূর করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ হাইকমিশন মালয়েশিয়ার উদ্যোগে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের জন্য আউটসোর্সিং কোম্পানি ইএসকেএল-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের দায়িত্ব হলো—অ্যাপয়েনমেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন, ব্যাংকিং ও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট সেবা প্রদান করা। ইএসকেএল তাদের পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার জন্য সেবা গ্রহণকারীদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। মাত্র ৩২ রিংগিতের বিনিময়ে ই-পাসপোর্ট সেবা দিয়ে থাকে ইএসকেএল। অথচ এখনো পাসপোর্ট করে দেওয়ার কথা বলে দালালেরা প্রবাসীদের কাছ থেকে ৩০০-৫০০ রিংগিত হাতিয়ে নিচ্ছে নানা অজুহাতে।

আবুল কাশেম নামের এক বাংলাদেশি প্রবাসী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার চলে গেলেও তাদের ক্ষমতার দাপট এখনো মারয়েশিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনে থেকে গেছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবি জানাই। নির্দিষ্ট সময়ে পাসপোর্ট না পাওয়া এবং অসাধু কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য ও হয়রানির বিষয়ে জানতে চাইলে মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশে হাইকমিশনের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইত্তেফাককে বলেন, সরকার উৎসাহ দিচ্ছে এমআরপি থেকে ই-পাসপোর্টে উত্তরণে। আমরাও সেটাই করছি। জরুরি কারণ ছাড়া আমরা এমআরপি করতে নিরুৎসাহিত করছি।

এদিকে পাসপোর্টের জন্য অপেক্ষমাণ ভুক্তভোগীরা জানান, ছয় মাসেরও বেশি আগে পাসপোর্ট নবায়নের জন্য আবেদন করেও তারা এখনো তাদের পাসপোর্ট পাননি। এই বিলম্ব তাদের কর্মসংস্থান ভিসা নবায়ন এবং জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

আউটসোর্সিং কোম্পানি এক্সপার্ট সার্ভিস কুয়ালালামপুর (ইএসকেএল) গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে পাসপোর্ট এবং ভিসা সেবা পরিচালনার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। হাইকমিশনের কর্মীরা আবেদনকারীদের ই-পাসপোর্ট নিতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এই ধরনের আচরণ সরকারি নির্দেশনার পরিপন্থি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

অপরদিকে, হাইকমিশনের কিছু কার্যক্রমে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। যার মধ্যে রয়েছে অসম্পূর্ণ আবেদন অনুমোদন, জাল নথি ব্যবহার প্রভৃতি। হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা হয়রানির অভিযোগও আছে। কর্মকর্তা মিয়া মোহাম্মদ কিয়ামউদ্দিনের বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনায় মিয়া কিয়ামউদ্দিন এবং তার সহকারী মঞ্জিল (রাতুল)-এর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ দেওয়া হলেও নোটিশের জবাবে তারা কী বলেছেন সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাইকমিশনকে ই-পাসপোর্টে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় সরকারি নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব নির্মূল করতে এবং স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপদেষ্টা আসিফ নজরুল তার পোস্টে বলেছেন, এত পরিমাণ এমআরপি পাসপোর্ট ছাপানো হচ্ছে যে, আগামী দুই তিন বছরে এই সমস্যা আর কখনো হবে না। প্রবাসীদের এমআরপি নিয়ে অনেক কষ্ট, দুর্ভোগ ও অনেক ধরনের হয়রানি হয়েছে জানিয়ে তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। ই-পাসপোর্ট বিষয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে প্রবাসীদের সহযোগিতা করার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে। দরকার হলে এখান থেকে টিম যাবে বায়োমেট্রিক ডেটা নেওয়ার জন্য। সেগুলো পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪

# ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে দক্ষ শ্রমিক তৈরির প্রকল্প শুরু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ৩০ লাখ ইউরোর ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয়েছে। এটি শ্রমিকদের দক্ষতার ঘাটতি মোকাবিলা, অভিবাসন খরচ কমানো এবং বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসনে ইচ্ছুক জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ বাড়াবে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আয়োজিত প্রোগ্রামে এ তথ্য জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) তিন বছরে ২০২৪-২৭ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলো ইইউতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা পূরণের জন্য ৩ হাজার কর্মীকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ করবে বলে প্রোগ্রামে জানানো হয়েছে।

এছাড়াও প্রকল্পটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনলাইন প্ল্যাটফরমকে চাকরি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তুলবে। দক্ষ চাকরি প্রার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগে এই উদ্যোগগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আড়াই লাখ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পোটিআইনেন বলেন, এই প্রকল্পটি দক্ষতা উন্নয়নে অনেক বেশি উপকারী হবে। এটি প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং ন্যায্য নিয়োগকে সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং প্রধান প্রতিনিধি মাইকেল মিলার বলেন, ইইউ-বাংলাদেশ ট্যালেন্ট পার্টনারশিপকে রূপান্তরকারী এবং সবার জন্য হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন, অভিবাসী শ্রমিক মানবাধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করবে। আইনি অভিবাসনের পথ তৈরির পাশাপাশি, আমাদের অনিয়মিত অভিবাসন শেষ করতে এবং পাচার ও শোষণের দুর্ভোগ মোকাবিলা করতে কাজ বাড়াতে হবে। আইএলও জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ আইনি অভিবাসনের পথ এবং অনিয়মিত অভিবাসন কমানোর ওপর জোর দিয়ে প্রকল্পটি ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শ্রমবাজারে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম অভিবাসনের জন্য তাদের দক্ষতার মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ আইনি অভিবাসনের পথ এবং অনিয়মিত অভিবাসন কমানোর ওপর জোর দিয়ে প্রকল্পটি ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শ্রমবাজারে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম অভিবাসনের জন্য তাদের দক্ষতার মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

সমকাল রোববার । ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# শ্রমিকদের হতাশা নিয়ে শুরু মাড়াই মৌসুম

**মোবারকগঞ্জ চিনিকল**

- দৈনিক চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া গত মৌসুমের ১৩৭ জনের যোগদান নিয়ে অনিশ্চয়তা
- প্রধান ফটকে পুলিশ সদস্য মোতায়েন করে মাড়াই কার্যক্রমের শুরু

■ কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

গত মৌসুমে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ১৩৭ শ্রমিকের কাজে যোগদান নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে অবস্থিত মোবারকগঞ্জ চিনিকলে শুরু হয়েছে মাড়াই মৌসুম। গত শুক্রবার বিকেলে ওই কারখানায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় প্রধান ফটকে পুলিশ সদস্য মোতায়েন ছিল। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ইক্ষু গবেষণা বিভাগের পরিচালক ও যুগ্ম সচিব এ টি এম কামরুল ইসলাম ভোঙায় আখ ফেলে ৫৮তম মাড়াই মৌসুম উদ্বোধন করেন।

কারখানা সূত্র জানায়, চলতি মাড়াই মৌসুমে ৫০ দিনে ৭০ হাজার টন আখ মাড়াইয়ের মাধ্যমে তিন হাজার ৩৭৮ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। চিনি আহরণের গড় ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। এ বছর কারখানায় প্রতি মণ আখের দাম ধরা হয়েছে ২৪০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গত মাড়াই মৌসুমে দৈনিক ভিত্তিতে ১৩৭ জন শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, ওই সময় অসাধু সিবিএ নেতা, মিল প্রশাসন ও তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা এ নিয়োগ থেকে টাকা কামিয়েছেন। সরকারের পতনের পর স্থানীয় রাজনীতির মাঠ বিএনপির দখলে। তাদের একাধিক গ্রুপ সক্রিয়। এক গ্রুপের নেতারা দরিদ্র শ্রমিকদের বহাল রাখার পক্ষে। কিন্তু অন্য পক্ষের নেতারা ১৩৭ জনের নিয়োগকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের পর নতুন করে শ্রমিক নিয়োগে মত দিচ্ছেন। এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে কারখানা এলাকায় উত্তেজনা চলছে। অতীতে এভাবে নিয়োগ পাওয়া আরও পাঁচ শতাধিক শ্রমিক এখানে কর্মরত। গত মৌসুমের নিয়োগ বাতিল হলে তাদের নিয়োগ নিয়েও ঝামেলা হতে পরে বলে মনে করছেন। যে কারণে হতাশায় পড়েছেন তারা।

কালীগঞ্জের মধুগঞ্জ বাজার এলাকার বাসিন্দা শামসুল করিম (৩২)। গত মাড়াই মৌসুমের সপ্তাহখানেক আগে দৈনিক চুক্তিতে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পান। দিনে ১৮০ টাকা মজুরি পান তিনি। গত বছর দেড় মাসের মতো কাজ করেছেন। এবার তাঁর কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এতে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন তিনি।

চিনিকলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে শুক্রবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন ইউএনও সেদারুল ইসলাম, থানার ওসি ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলার সমন্বয়ক আবু হুরাইরা, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও আখচাষি মিজানুর রহমান প্রমুখ। এখানে আখ চাষে অবদান রাখায় তিন চাষিকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

কারখানার মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) গৌতম কুমার মণ্ডল জানান, এ বছর মাড়াইয়ের জন্য ৪ হাজার ১০ একর জমিতে আখ রয়েছে। চলতি রোপণ মৌসুমে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার একর জমিতে আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। চিনি শিল্প করপোরশনের প্রধান কার্যালয়ে জানিয়েছেন। সেখান থেকে যে সিদ্ধান্ত আসবে, সে অনুযায়ী কাজ করবেন।

সমকাল বৃহস্পতিবার । ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ প্রকল্প

# ইউরোপে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন তিন হাজার শ্রমিক

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭ দেশে নিরাপদ অভিবাসন সহজ এবং ব্যয় কমাতে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 'ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ' নামের প্রকল্পটির আওতায় তিন হাজার কর্মীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে প্রয়োজনীয় ৩০ লাখ ইউরোর অর্থ সহায়তা দিচ্ছে ইইউ।

বুধবার প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, এই প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশে প্রবাসী আয় বাড়বে।

বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পোটিআইনেন কর্মীদের দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন' ও 'ন্যায্য নিয়োগ' সহজতর করতে আইএলও কাজ করবে।

বাংলাদেশে ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, ইইউ-বাংলাদেশ ট্যালেন্ট পার্টনারশিপকে রূপান্তরকারী ও সবার জন্য উপযোগী হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

# মালয়েশিয়ায় পোশাক কারখানা থেকে ৩৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পোশাক কারখানায় অভিযান চালিয়ে ৩৫ বাংলাদেশিসহ ৫০ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে মালয়েশিয়ার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর মধ্যে ৩৫ বাংলাদেশি পুরুষ এবং ১৫ মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নারী রয়েছেন। মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম দ্য স্টারের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক জাকারিয়া শাহাবান জানান, স্থানীয়দের অভিযোগ এবং দুই সপ্তাহের নজরদারির পর ১১ ডিসেম্বর চেরাসের পোশাক কারখানায় অভিযান চালানো হয়। তিনি বলেন, অভিযান চলাকালে ৪৬ বছর বয়সি একজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়, তিনি ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি অবৈধ অভিবাসীদের নিয়োগ দিচ্ছিলেন। তারা পোশাককর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন। কোম্পানিটি প্রায় দুই বছর ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল বলে তদন্তে জানতে পেরেছে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে কুয়ালালামপুরের চেরাসে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারী চক্রের হাত থেকে ১১ বাংলাদেশিকে উদ্ধার করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ। এই মানব পাচার চক্রের নেতৃত্বে তিন জন বাংলাদেশি ছিলেন বলে জানা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# লেবানন থেকে ফিরলেন আরো ৮৫ বাংলাদেশি

## ১৬টি ফ্লাইটে সর্বমোট ফিরেছে ১ হাজার ৪৮ জন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে আরো ৮৫ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। এ নিয়ে সর্বমোট ১ হাজার ৪৮ বাংলাদেশিকে লেবানন থেকে ফেরত আনা হলো। গতকাল শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ খবর জানায়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় এই ৮৫ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হলো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে ইচ্ছুক আটকে পড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ৮৫ জনকে ইথিওপিয়ার একটি ফ্লাইটে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে শুক্রবার দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬টি ফ্লাইটে সর্বমোট ১ হাজার ৪৮ জন বাংলাদেশিকে লেবানন থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।

প্রত্যাবাসন করা বাংলাদেশি নাগরিককে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) কর্মকর্তারা।

আইওএমের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের জন্য ৫ হাজার টাকা পকেটমানি, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক মেডিক্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দরে ফিরে আসা বাংলাদেশিদের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। এ পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

লেবাননে চলমান যুদ্ধাবস্থায় যতজন প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক, তাদের সবাইকেই সরকার নিজ খরচে দেশে ফেরত আনবে। বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের নিরাপদে ফেরাতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সময়ের আলো রোববার। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

# যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানিতে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ

- জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কম্বোডিয়ার পোশাক রফতানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ
- পাকিস্তানের বেড়েছে ৪.৫৩ শতাংশ
- ভিয়েতনামের বেড়েছে ৪ শতাংশ
- ভারতের বেড়েছে ২.৬৮ শতাংশ

**বাজার ধরে রাখতে হলে সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান দরকার**

মোহাম্মদ হাতেম
সভাপতি বিকেএমইএ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একক দেশ হিসেবে সর্ববৃহৎ বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে বছরে পোশাক রফতানি হয় ৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। অথচ প্রতিযোগী দেশের তুলনায় প্রধান এই বাজারে পোশাক রফতানিতে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের পোশাক রফতানি যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বেড়েছে ৪ শতাংশ। এ ছাড়া পাকিস্তানের ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ১৩ শতাংশ এবং ভারতের ২ দশমিক ৬৮ শতাংশ পোশাক রফতানি বেড়েছে মার্কিন বাজারে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (অটেক্সা) পরিসংখ্যানে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

তথ্যে আরও জানা যায়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম পোশাক রফতানি করেছে ১ হাজার ২৭০ কোটি ৪০ লাখ ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪ শতাংশ বেশি। একই সময়ে বাংলাদেশ রফতানি করেছে ৬১৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

অটেক্সার তথ্য বলছে, অন্যান্য রফতানিকারক দেশের মধ্যে ভারতের পোশাক রফতানি বেড়েছে ২ দশমিক ৬৮ শতাংশ, পাকিস্তানের ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার প্রায় ১৩ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই বাড়তি প্রবৃদ্ধি এসব দেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে তুলে ধরছে।

অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রধান রফতানিকারক দেশ চীনের পোশাক রফতানি ১ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে ইন্দোনেশিয়ার রফতানি কমেছে ১ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং মেক্সিকোর রফতানি কমেছে ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। তবে সার্বিকভাবে সারা বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানি কমেছে মাত্র শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ।

বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক ও ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে গত বছরের তুলনায় ইউরোপ ও আমেরিকায় পোশাক আমদানি কমেছে, যার প্রভাব আমাদের রফতানিতেও পড়েছে। তবে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, দুর্বল ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শ্রমিক অসন্তোষের মতো অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো আমাদের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান হলে আমরা রফতানিতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারতাম।'

মহিউদ্দিন রুবেল আরও জানান, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রফতানি আয় কমেছিল ৬ শতাংশের বেশি; তবে অক্টোবর থেকে কিছুটা প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। তবু প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এখনও কম। উদাহরণস্বরূপ কম্বোডিয়া ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে ১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা তাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ কমেছে এবং ভারতের রফতানি কমেছে ১৩ শতাংশ। তবে দশ মাস শেষে ভারত প্রায় ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যেখানে বাংলাদেশ এখনও নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রফতানি পণ্য, যা দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮৫ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে। যুক্তরাষ্ট্র একক বাজার হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা, যেখানে মোট রফতানি আয়ের ২০ থেকে ২২ শতাংশ আসে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ ৩ হাজার ৮০০ কোটি (৩৮ বিলিয়ন) ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে, যা বৈশ্বিক পোশাক বাজারে ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ হিস্যার প্রতিনিধিত্ব করে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানির পরিমাণ ছিল ৯৭৩ কোটি ডলার। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই রফতানি কমে ৭২৯ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রধান বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস নির্দেশ করে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রফতানি কমে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগের উল্লেখ করে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সময়ের আলোকে বলেন, 'এমনিতেই দেশের তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে। গত তিন-চার মাস চরম অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে। শিল্পে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফেরেনি। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন বাজারে পোশাক রফতানি কমে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ আমাদের পোশাক রফতানি কমে যাওয়া মানে ওই জায়গা প্রতিযোগী অন্য দেশের হাতে চলে যাবে।

# Prices of garments exported to the US fall

REFAYET ULLAH MIRDHA

The prices of major garment items exported to the US declined year-on-year in the January-October period this year as American consumers are yet to recover from heightened inflationary pressures.

During the 10 months, the price of men's cotton woven trousers declined by 7.7 percent, according to data from the US Office of Textiles and Apparel (OETXA).

Meanwhile, prices of women's cotton woven trousers declined by 4.4 percent, men's cotton woven shirt by 3.8 percent, cotton knitted sweater by 7 percent and cotton knitted t-shirt by 3.9 percent.

This resulted in 3.33 percent decline in garment shipments from Bangladesh to the US, hitting $6.14 billion.

The US's overall global apparel imports fell 0.33 percent to $67.04 billion in the same period.

China ranked first in apparel shipments to the US while Vietnam took second place.

Bangladesh retained its position as the third-largest garment exporter to the US.

Both the prices and volume of garment export to the US, Bangladesh's single largest export destination, declined as the world's largest economy slowly recovers from persistent inflation, with retail sales growth increasing gradually.

Additionally, due to some domestic problems, the export prices of the garment items declined.

**The US's overall apparel imports from the world fell by 0.33 percent year-on-year to $67.04 billion in the January-October period this year. China ranked first in apparel shipments to the US, with Vietnam in second place. Bangladesh retained its position as the third-largest garment exporter to the US.** PHOTO: STAR/FILE

For instance, the garment sector faced massive spates of labour unrest in recent months, meaning many factories could not ship goods on time. So, they had to provide big discounts, reduce prices, or face work order cancellations.

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, added that the negative import growth of clothing items by US retailers and brands also impacted the volume and value of Bangladeshi garments.

"But on the bright side, the US market is rebounding gradually. Shipments have been showing a bit of an upward trend," Hassan told The Daily Star over the phone.

The garment and textile sectors must be supplied with adequate gas and power so that those can run at full capacity, recover their exports and ensure timely shipments, he added.

The taka's sharp depreciation against the US dollar is another reason, with the per unit price of local garment items falling. The taka has lost 36 percent of its value against the greenback since January 2022.

Another reason outlined by the former BGMEA chief is that local manufacturers are now booking work orders at lower prices to keep factories running since they have to incur big losses if machines remain idle.

Local garment factories have been facing challenges such as massive labour unrest and factory closures following the deferral in timely production and shipment.

Very often, factories were shut down in major industrial zones like Ashulia, Savar, Zirani and Zirabo because of the labour unrest, which affected the production and shipment of goods, exporters said.

SUNDAY DECEMBER 15, 2024
AGRAHAYAN 30, 1431 BS
The Daily Star

DHAKA SUNDAY DECEMBER 15, 2024
AGRAHAYAN 30, 1431 BS
The Daily Star

# Jute millers struggling amid export slump

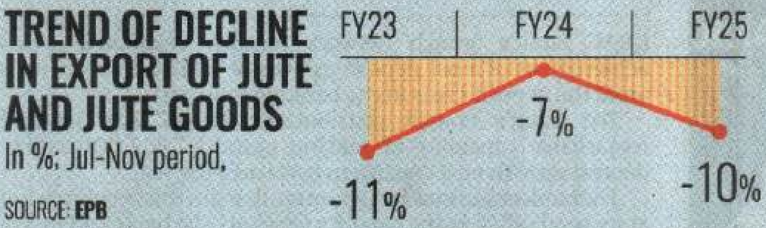


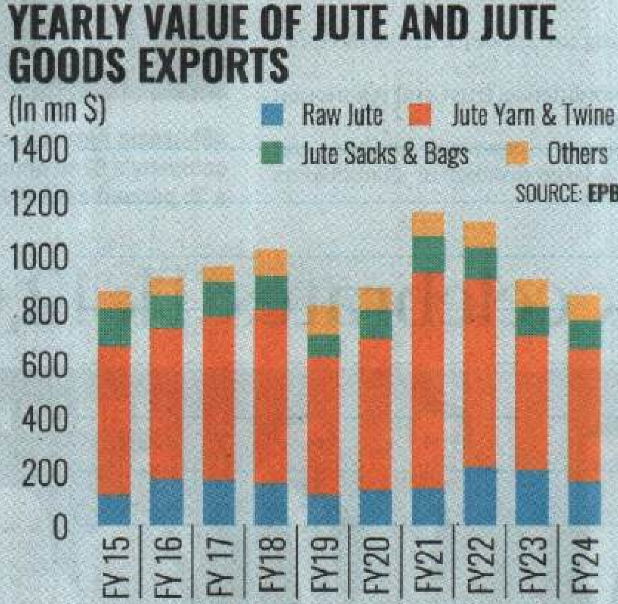


**SOHEL PARVEZ**

Jute millers are struggling as exports show no sign of recovery and demand in the domestic market remains lukewarm amid slack implementation of the mandatory jute packaging act.

Industry operators say falling demand for jute -- once dubbed the golden fibre of Bangladesh -- has forced jute yarn makers to slash production by up to 40 percent, with only two dozen of a total of 77 spinners under the Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) operating at full capacity.

"The health of the sector is dire. We are struggling too much. Only a few mills are solvent now," said BJSA Chairman Tapash Pramanik.

Jute yarn is the main export item within the sector, and shipments of jute yarn and twine have been falling since their peak of around $800 million recorded in 2020-21 fiscal year.

Many foreign buyers have switched to cotton yarn and polypropylene (PP) due to the high prices of jute yarn caused by increases in raw jute prices.

Overall earnings from the natural fibre-based yarn slumped to $492 million at the end of FY24, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Shipments of jute sacks and bags also declined during these years, bringing total receipts to $855 million in FY24 -- a 6 percent year-on-year decrease.

During the July-November period of the current FY25, exports of jute and jute goods slipped 10 percent year-on-year to $341 million.

"The situation of composite mills is not good either," Pramanik said.

"We are gradually losing competitiveness in the global market. We used to export to India, but exports there have declined after the imposition of anti-dumping duty by the Indian authorities."

The sector has not received the same level of policy support as it did in the past, while the cost of production has surged due to increased raw jute prices, according to Pramanik.

"We could have navigated this turbulent time had the mandatory jute packaging act been implemented effectively in the local market," he said.

The government enacted a law in 2010 making jute sacks mandatory for packaging 19 essential products, including rice, wheat, maize, pulses and flour.

This was aimed at stabilising the sector amid fluctuating international demand and promoting the use of biodegradable bags.

However, it took five years for the rice millers to start complying with the law, and many have since switched to plastic bags.

"We are facing competition from plastics in the domestic market," Pramanik said.

An industry insider said most mills have significantly scaled down production to maintain minimal operations because of bank loans.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Jute millers struggling

FROM PAGE B1

"We have fixed costs despite the decline in exports. Our current income is barely enough to cover interest payments on bank loans," said Abdul Barik Khan, secretary-general of the Bangladesh Jute Mills Association.

Besides, jute hoarders are driving up raw jute prices, making the situation complicated further.

Industry operators previously blamed a poor jute yield for higher prices.

Bangladesh's jute production fell 18 percent year-on-year to 75.65 lakh bales (one bale is around 182 kilogrammes) in FY25, according to the Department of Agricultural Extension (DAE).

Jute millers and spinners process nearly 80 percent of the natural fibre to produce sacks, bags, yarn and twine, mainly for export markets.

Helal Ahmed, chief operating officer of leading jute exporter Janata-Sadat Jute Mills, said raw jute used for yarn production is selling for around Tk 4,000 per maund.

"However, export prices are declining. Demand for yarn from Turkey and Uzbekistan has decreased, as carpet makers there are exploring alternatives to jute yarn," he said.

"The overall jute industry is not in good shape," Ahmed said.

Helal said the demand for jute bags has increased in the domestic market recently following the government's move to discourage the use of plastic bags in shopping. But the government should come up with a solid plan to restrict the use of plastic bags, enabling local mills to be ready to meet the local demand.

"Many factories that once operated three shifts a day have reduced production to a single shift. We expect a positive outlook after the next harvest in August, as production is expected to increase," he added.

প্রথম আলো • বুধবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪,

# সৌদি আরবে ভর করে আবার বাড়ছে বিদেশে কর্মসংস্থান

আজ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

গত দুই বছর প্রতি মাসে গড়ে লাখের বেশি কর্মী গেছেন। এ বছর কমলেও দুই মাস ধরে আবার বাড়ছে।

- এ বছর বিদেশে যাওয়া কর্মীর ৬০ শতাংশ গেছে সৌদি আরবে।
- গত দুই মাসে বিদেশে কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশের বেশি সৌদিতে।

**মহিউদ্দিন**, *ঢাকা*

গত দুই বছর প্রতি মাসে গড়ে লাখের বেশি কর্মী গেছেন বিদেশে। এ বছরের শুরুতে এটি কমতে শুরু করে। এর মধ্যে গত জুন থেকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। এতে আরও কমে যায় প্রবাসে কর্মী পাঠানোর সংখ্যা। তবে সৌদি আরবের ওপর ভর করে দুই মাস ধরে এটি আবার বাড়ছে। অক্টোবর ও নভেম্বরে দুই লাখের বেশি কর্মী গেছেন বিভিন্ন দেশে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ১১ লাখের বেশি কর্মী। গত বছর গেছেন ১৩ লাখ কর্মী। আর এ বছর ১১ মাসে গেছেন ৯ লাখ। বছর শেষে এটি ১০ লাখে দাঁড়াতে পারে। তার মানে গত বছরের চেয়ে তিন লাখ কর্মী পাঠানো কমে গেছে এ বছর।

এমন প্রেক্ষাপটে আজ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস। দিবসটির পাশাপাশি আজ জাতীয় প্রবাসী দিবস পালন করছে বাংলাদেশ সরকার। এবারের প্রতিপাদ্য করা হয়েছে 'প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার; বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার।'

সৌদি আরবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হয়েছে সৌদি আরব। দেশটিতে ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এতে কর্মীর চাহিদা আসছে নিয়মিত। এ বছর বিদেশে যাওয়া কর্মীর ৬০ শতাংশ গেছে দেশটিতে। গত দুই মাসে বিদেশে কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশের বেশি হয়েছে সৌদিতে।

সৌদি আরবে যেতে হলে একজন নিয়োগকর্তা বা কফিলের মাধ্যমে যেতে হয়। কোনো নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তা ছাড়া দেশটিতে কর্মী যেতে পারবেন না। গিয়েও ওই নিয়োগকর্তার অধীন কাজ করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে কর্মী অবৈধ হিসেবে গণ্য হবেন। কোনো কারণে চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে নিয়োগকর্তার অনুমতি নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয়।

বেসরকারি খাতে কর্মী পাঠানো রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। মূলত সৌদি আরবেই কর্মী যাচ্ছেন এখন। দেশটির অবকাঠামো নির্মাণে কর্মীর চাহিদা আসছে। এটি ধরে রাখতে দুই দেশের কারিগরি কমিটির সভা ডেকে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

অভিবাসন খাতে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রামরু বলছে, শ্রমবাজারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো একক দেশনির্ভরতা। একটা সময় কোনো এক দেশে বিপুল হারে কর্মী যেতে শুরু করে। এরপর নানা সমস্যা তৈরি হওয়ার পর ওই শ্রমবাজার কয়েক বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আরেকটি দেশে কর্মী পাঠানো শুরু হয়। এভাবেই ঘুরেফিরে হাতে গোনা কয়েকটি দেশের শ্রমবাজারে সীমিত হয়ে আছে বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান।

> **নির্দিষ্ট শ্রমবাজারে নির্ভরতা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, যা দীর্ঘ সময়ে কাটিয়ে ওঠা যায়নি। তবে এখন আগের মতো সিন্ডিকেট তৈরির সুযোগ নেই।**
>
> **তাসনিম সিদ্দিকী**, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানসচিব মো. রুহুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, বাজার সম্প্রসারণে নিয়মিত চেষ্টা চলছে। ব্রুনেই চালু করা হয়েছে। রাশিয়ায় কর্মী যাচ্ছেন। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু করতে শিগগিরই সভা হবে দুই দেশের। ইউরোপে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বেশি, তাই দক্ষতা বাড়ানোয় জোর দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভিবাসন খাতে বৈষম্য দূর করতে সরকারের কয়েকটি নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কর্মী পাঠানোর চাহিদাপত্রের সংশ্লিষ্ট দেশে থাকা দূতাবাসের সত্যায়ন বন্ধ করে রিক্রুটিং এজেন্সিকে এর জন্য দায়বদ্ধ করতে হবে। এতে বিদেশে গিয়ে কাজ না পাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না। দূতাবাসের শ্রম উইং থেকে প্রবাসীদের সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা সাময়িকভাবে শ্রম উইংয়ে কাজ করে বদলি হয়ে যান, তাই তাঁরা কর্মীদের যথাযথ সেবা দেন না। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন আলাদা ক্যাডার তৈরি করা দরকার। দালালদের নিবন্ধনের আওতায় এনে বৈধতা দিতে হবে।

রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্দিষ্ট শ্রমবাজারে নির্ভরতা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, যা দীর্ঘ সময়ে কাটিয়ে ওঠা যায়নি। তবে এখন আগের মতো সিন্ডিকেট তৈরির সুযোগ নেই। তাই চাইলে বর্তমান সরকার এটি বদলানোর চেষ্টা করতে পারে। এ ছাড়া কর্মী কম গেলেও তাঁর সবার চাকরি নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিকে দায়বদ্ধ করতে হবে।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০২৪ ■ পৌষ ২, ১৪৩১

### যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির উৎস দেশ
(কোটি ডলার)

| দেশ | ২০২৩ জানু.-অক্টো. | ২০২৪ জানু.-অক্টো. | প্রবৃদ্ধি |
| --- | --- | --- | --- |
| সারা বিশ্ব | ৬৭২৬.৬ | ৬৭০৪.৬ | -০.৩৩% |
| চীন | ১৪১৮.১ | ১৪০৩.২ | -১.০৬% |
| ভিয়েতনাম | ১২২২.৪ | ১২৭০.৪ | ৩.৯৩% |
| বাংলাদেশ | ৬৩৫.৮ | ৬১৪.৬ | -৩.৩৩% |
| ইন্দোনেশিয়া | ৩৬৭.৪ | ৩৬১.৯ | -১.৪৯% |
| ভারত | ৩৯৪.৫ | ৪০৫.১ | ২.৬৮% |
| মেক্সিকো | ২৪১.৮ | ২১৯.৬ | -৯.১৬% |
| হন্ডুরাস | ২০৩.৫ | ১৯৩.৮ | -৪.৭৮% |
| কম্বোডিয়া | ২৮৫.৬ | ৩২২.৪ | ১২.৯১% |
| পাকিস্তান | ১৭২.১ | ১৮৯.৯ | ৪.৫৩% |
| কোরিয়া | ১৭.৬ | ১৫.১ | -১৪.১৬% |

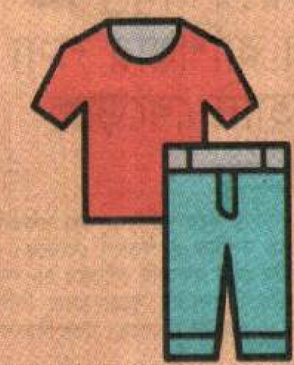

২০২৪ সালের জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা পোশাকের অর্থমূল্য ছিল ৬১৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ২০২৩ সালের একই সময় ছিল ৬৩৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার

সূত্র : ওটিইএক্সএ

## যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি

# বাংলাদেশ থেকে কমেছে, বেড়েছে ভিয়েতনাম ও ভারত থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরের ১০ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে দেশটির পোশাক আমদানি কমেছে। একই সময় বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম ও ভারত থেকে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটিইএক্সএ) হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা পোশাকের অর্থমূল্য ছিল ৬১৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ২০২৩ সালের একই সময় ছিল ৬৩৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার। এ হিসেবে চলতি বছরের ১০ মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

চলতি বছরের জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত ভিয়েতনাম থেকে ১ হাজার ২৭০ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের একই সময় আমদানি হয়েছিল ১ হাজার ২২২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের। এ হিসেবে দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির অর্থমূল্য আলোচ্য ১০ মাসে ছিল ৪০৫ কোটি ১০ লাখ ডলারের, যা গত বছরের একই সময় ছিল ৩৯৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এ হিসেবে ভারত থেকে আমদানি বেড়েছে ২ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

চলতি বছর ১০ মাসে গোটা বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। অর্থমূল্য বিবেচনায় শীর্ষ অবস্থানে থাকা চীন থেকে আমদানি কমেছে ১ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। চীন ও ভিয়েতনামের পরে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এরপর রয়েছে যথাক্রমে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, কম্বোডিয়া, হন্ডুরাস ও পাকিস্তান। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ১ দশমিক ৪৯ শতাংশ। মেক্সিকো থেকে কমেছে ৯ দশমিক ১৬ ও হন্ডুরাস থেকে কমেছে ৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ। কম্বোডিয়া ও পাকিস্তান থেকে বেড়েছে যথাক্রমে ১২ দশমিক ৯১ ও ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

ওটিইএক্সএ বছরভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা পোশাকের অর্থমূল্য ছিল ৯৭২ কোটি ৫৪ লাখ ৯৮ হাজার ডলার। ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৭২৮ কোটি ৮৩ লাখ ৭০ হাজার ডলারে। এ হিসেবে ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা পোশাকের অর্থমূল্য কমে যায় ২৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেশি আমদানি করা পোশাক পণ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মেন অ্যান্ড বয়েজ ওভেন ট্রাউজার, উইমেন অ্যান্ড গার্লস ওভেন ট্রাউজার, মেন অ্যান্ড বয়েজ ওভেন শার্টস পোশাক, কটন নিটেড সোয়েটার ও কটন নিটেড টি-শার্টস। বাংলাদেশের পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত এ পণ্যগুলোর মূল্য ন্যূনতম ৩ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

DHAKA MONDAY DECEMBER 16, 2024
POUSH 1, 1431 BS
The Daily Star

# Migrant workers unsung heroes

## Say speakers at BRAC Migration Media Award ceremony

STAFF CORRESPONDENT

Migrant workers are the unsung heroes of the country's development, and if formal means of overseas money transfer were stronger, remittances could exceed $40 billion annually.

The view was expressed yesterday at the 9th BRAC Migration Media Award ceremony held at The Daily Star Centre in the capital.

For reports on migration, 15 journalists and a TV programme were recognised at the event.

BRAC Executive Director Asif Saleh said there was no one to listen to what the migrant workers had to say. As a result, they were often deprived of their rightful benefits.

"Migrant workers remit $22 billion through formal channels. But if you count what they send through hundi and other informal methods, the amount would be over $40 billion. One of the things we are working on is increasing the formal means of remitting," he said.

Highlighting BRAC's efforts to support migrant workers, he said more migrant friendly formal channels would help bolster foreign reserves.

He also stressed the importance of coordination among ministries for migrants' welfare.

Michael Miller, ambassador and head of the Delegation of the European Union in Bangladesh, said the EU member states believed in regular, safe, and dignified migration.

"If Bangladeshi workers possess the necessary skills for the types of jobs we are seeking, more of them will be able to migrate to Europe for employment. Ensuring safe migration will benefit both the European Union and Bangladesh," he said.

He also highlighted the critical role of journalists in the migration sector, saying, "The work of journalists influences policy makers. The media contributes by working objectively."

Mahfuz Anam, editor and Publisher of The Daily Star, said he wondered how much the government invested for migrant workers who send $22 a year.

He noted that the ministry received just 0.5 percent of the national budget and asked, "Which ministry or government department earns even $1 billion? Yet, this is among the most underfunded ministries in our government."

He opined that the current system exploits human resources.

"You send them abroad. But where do they go? How do they live? What are their health issues? Are they safe? These are not our concerns. How much money they send is our concern," he said.

Mohammad Shaheen, NDC, joint secretary of the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, said the government was working on developing skills of prospective migrants.

"Skilled labour migration will make the migration process safer," he said.

Shariful Hasan, associate director (Migration and Youth Platform) of BRAC, presented the keynote paper, while Safi Rahman Khan, director of the Education, Skills Development, and Migration Program at BRAC, delivered the welcome address.

Rahnuma Salam Khan, national programme manager of the International Labour Organization, spoke as a jury board member.

The award-winning journalists in the newspaper (national) category are Kamrun Nahar and Masum Billah of The Business Standard (first), Saiful Islam of Ajker Patrika (second), and Hasanuzzaman of Dainik Inqilab (third).

In the newspaper (regional) category: Shariful Islam of Ekushey Patrika (Chattogram), Iftekharul Islam of Dainik Chattogram Khobor, and Shahin Alam of Saptahik Choddogram (Sylhet) won.

From TV: Khefayet Ullah Chowdhury Shakil of Bangla Vision with cameraperson Rajibul Islam, Rasheduzzaman with videographer SI Suman of Channel 24, and Tanvir Hossain with Jakir Hossain Rana of RTV won.

Independent Television's Talash won in the programme category, while Badsha Miah of Radio Tehran won in the radio category.

Jahangir Alam of Jagonews24.com, Ajoy Kundo of Daily Madaripur Sangbad, Saddif Ovee of Bangla Tribune, and Shakila Khatun of Daily Khoborer Kagoj (Sylhet) were the winners in the online category.

প্রথম আলো • বুধবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

বেক্সিমকোর ১৬ কারখানা বন্ধ

# শ্রমিকদের জানুয়ারি পর্যন্ত বেতন দেবে জনতা ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

তৈরি পোশাকের রপ্তানি ক্রয়াদেশ না থাকা ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে না পারায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা লে-অফ বা বন্ধ ঘোষণা করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। কারখানাগুলো বন্ধ থাকলেও শ্রম আইন অনুযায়ী ডিসেম্বর ও জানুয়ারির বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ঋণ দেবে জনতা ব্যাংক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপের বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোয় কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার পোশাকশ্রমিক।

জানা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার গত ২৪ নভেম্বর 'বেক্সিমকো শিল্প পার্কের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এই উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। গত রোববার সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কমিটির তৃতীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে আরও দুই মাস জনতা ব্যাংক থেকে ঋণসহায়তা দেওয়া হবে। তারপর আর কোনো সহায়তা নয়।

উপদেষ্টা কমিটির এ সিদ্ধান্তের পর ওই দিনই, অর্থাৎ রোববার ১৬ কারখানায় লে-অফ ঘোষণা করে বেক্সিমকো। নোটিশে বলা হয়, কারখানায় কোনো কাজ না থাকায় ১৬ ডিসেম্বর থেকে শ্রম আইন অনুযায়ী লে-অফ থাকবে। লে-অফ চলাকালে শ্রমিকেরা আইন অনুযায়ী মজুরি পাবেন। এ সময় শ্রমিকদের সশরীর কারখানায় এসে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

জানতে চাইলে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান গত রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বেক্সিমকোর পোশাক কারখানাগুলো আমরা সচল করার চেষ্টা করেছি। তবে গ্রুপটির কর্মকর্তারা আমাদের কোনো ধরনের সহায়তা করছিলেন না। চার মাস ধরে সরকার বেক্সিমকোর শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে। এভাবে তো চলতে পারে না। তাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আরও দুই মাস জনতা ব্যাংক ঋণ দেবে। তারপর কারখানা চলবে নাকি বন্ধ হবে, সেটি তাদের (বেক্সিমকো) সিদ্ধান্ত। তিনি জানান, বেক্সিমকো ফার্মা ও শাইনপুকুর সিরামিকস কারখানা চালু থাকবে।

সহযোগিতা না করার অভিযোগের বিষয়ে বেক্সিমকো গ্রুপের পরিচালক (অর্থ ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স) ওসমান কায়সার চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা দুই মাস আগে কারখানা লে-অফ করেছিলাম। তবে জোর করে সেটি প্রত্যাহার করানো হয়। তাতে আমাদের ১৫০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ঋণপত্র খুলতে না পারায় আমরা ক্রয়াদেশ নিতে পারিনি। আমরা সরকারকে বলেছিলাম, ঋণপত্র খোলার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা মাসে মাসে ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দেব। এ সহায়তা না পেলে কারখানা বন্ধ করা ছাড়া গতি নেই।'

গাজীপুরের সারাব এলাকায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ২৪টি কারখানায় কাজ করেন প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক। তবে ঋণ খেলাপি হওয়ায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কাঁচামাল আমদানি করতে পারছে না বেক্সিমকোর কোম্পানিগুলো। এতে বিদেশি ক্রেতারা ক্রয়াদেশ অন্যত্র স্থানান্তর করে। প্রতি মাসে গড়ে তিন কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বেক্সিমকো।



পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# শ্রমিকদের জানুয়ারি পর্যন্ত বেতন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সালমান এফ রহমান গ্রেপ্তার হন। অনেক ব্যাংকের সঙ্গে বেক্সিমকোর লেনদেন থাকলেও শুধু জনতা ব্যাংকে ঋণপত্র খোলা হতো। জনতায় গ্রুপটির ২৩ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে বড় অংশই এখন খেলাপি। গ্রুপটির ঋণ একক ঋণগ্রহীতার সীমাও অতিক্রম করায় বেক্সিমকোর নতুন করে ব্যাংক ঋণ নেওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে না পারায় বেক্সিমকো গ্রুপের একাধিক কারখানায় শ্রম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের মাসিক বেতন ৬০ কোটি টাকা আর কর্মকর্তাদের বেতন ১৫ কোটি টাকা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ব্যাংক কোম্পানি আইনের দুটি ধারা শিথিল করে জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে বেক্সিমকোর কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

সম্প্রতি হাইকোর্টে এক রিটের শুনানিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৬টি ব্যাংক ও ৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বেক্সিমকোর ৭৮টি প্রতিষ্ঠানের দায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা।

**শ্রমিকদের কী হবে**

বেক্সিমকোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পোশাক কারখানাগুলো বন্ধ হলেও বস্ত্রকলগুলো চলছে। পাঁচটি বস্ত্রকলে কাজ করেন প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক। বস্ত্রকলগুলো সাবকন্ট্রাক্টে বা ঠিকা কাজ করে চালানোর পরিকল্পনার কথা জানান বেক্সিমকো গ্রুপের পরিচালক ওসমান কায়সার চৌধুরী। লে-অফ করা কারখানার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা আবার চালু করার চেষ্টা করব। তবে শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না।'

প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকজন শ্রমিকনেতা জানান, শ্রম আইন অনুযায়ী, লে-অফ চলাকালে ৪৫ দিন পর্যন্ত মূল মজুরির অর্ধেক ও বাড়িভাড়া পাবেন শ্রমিকেরা। তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি না হলে লে-অফ ১৫ দিন বাড়াতে পারবে মালিকপক্ষ। তখন মূল মজুরির চার ভাগের এক ভাগ আর বাড়িভাড়া পাবেন শ্রমিকেরা। তারপর যদি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়, তাহলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা প্রতিবছর চাকরির জন্য একটি মূল মজুরি, বার্ষিক ছুটির টাকা এবং ভবিষ্য তহবিলের অর্থ পাবেন। তবে যাঁদের চাকরির বয়স এক বছরের কম, তাঁরা কোনো সুবিধা পাবেন না।

জানতে চাইলে গাজীপুর শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু তালেব প্রথম আলোকে বলেন, বেক্সিমকোর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের পাওনা কর্তৃপক্ষ দেবে। কোনো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ নেই। শিল্প পুলিশের সদস্যরা কারখানা এলাকায় টহলে আছেন।

কালের কণ্ঠ

১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ । ৩ পৌষ ১৪৩১

# কাজ না পেয়ে ফেরত কর্মী বাড়ছে

তৌফিক হাসান ▷

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ফরাদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ আলী। পাঁচ লাখ ৫০ হাজার টাকা খরচ করে চলতি বছর ৩০ জুন সৌদি আরব যান তিনি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দুই মাস ১৮ দিনের মাথায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরে আসতে হয় তাঁকে।

কালের কণ্ঠকে আব্দুল্লাহ আলী বলেন, 'ভিটা-বাড়ি বন্দক রেখে, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে, গরু-ছাগল বিক্রি করে সৌদি আরব গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি কাজ নেই। ২২ দিন আমাকে একটি হোটেলে আটকে রাখা হয়েছিল। এরপর এক বাসায় গাড়ি চালানোর কাজ দেয়। কিন্তু এক মাস কাজ শেষে বেতন দেয় মাত্র ৩০০ রিয়াল (৯ হাজার ৫৮০ টাকা)। বিষয়টি আমার এজেন্টকে জানালে উল্টো আমাকে হুমকি দেয় সে। বলে, যে কাজ দিয়েছি সে কাজ করবেন নইলে দেশে পাঠিয়ে দেব। এদিকে দেশের দালালকেও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফোন করলে ধরে না সে। এভাবে আরো ১৫ দিন কাটে। শেষে কোনো উপায় বের করতে না পেরে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে আসি। এখন আমি পুরো নিঃস্ব। কিভাবে ভিটা-বাড়ি ফিরে পাব তা-ও জানি না।'

আব্দুল্লাহ আলীর মতো অসংখ্য কর্মী প্রবাসে গিয়ে কাজ না পেয়ে তিন থেকে ছয় মাসের মাথায় স্বপ্নভঙ্গ হয়ে দেশে ফিরে আসছেন। তবে এভাবে কত কর্মী দেশে ফেরত আসছেন তার

**বিশ্ব অভিবাসী, জাতীয় প্রবাসী দিবস**

- কর্মী ফেরত আসার সঠিক তথ্য নেই সরকারের কাছে
- ৬ মাসের মধ্যে দেশে ফিরে এলে ৫০ হাজার টাকার বীমা সুবিধা
- বীমা সুবিধায় দুই বছরে ফিরেছেন ১ হাজার ৯২৬ জন কর্মী

সঠিক তথ্য নেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে। ২০২৩ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ছয় মাসের মধ্যে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য ৫০ হাজার টাকা বীমা সুবিধা চালু করেছিল। সে বীমা সুবিধার আবেদনের তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে, গত দুই বছরে বিশ্বের ১২টি দেশ থেকে এক হাজার ৯২৬ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশে ফেরত এসেছেন, যার মধ্যে চলতি বছর ফে.. এসেছেন এক হাজার ২০০ জন। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর ৩৭ শতাংশ বেশি কর্মী ফেরত এসেছেন। এ ছাড়া চলতি বছর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে আউটপাস নিয়ে ফেরত এসেছেন ৪০ হাজার ৩০৫ জন কর্মী।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তারা বলছেন, এই কর্মীদের বড় একটি অংশ কাজ না পেয়ে ফেরত এসেছেন। তবে সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করতে পারেনি প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক। আর চলতি বছর মালয়েশিয়ায় অভিবাসন প্রত্যাবাসন কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশে ফিরে আসতে ৩১ হাজার ৪১ জন বাংলাদেশি কর্মী নিবন্ধন করেছেন। গত ১২ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক জাকারিয়া শাবান।

কাজ না পেয়ে কর্মীদের দেশে ফিরে আসার পেছনে দূতাবাসের ব্যর্থতা রয়েছে বলে মনে করছেন জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, দূতাবাসের সত্যায়নের ওপর ভিত্তি করে কর্মী পাঠানো হয়। তাহলে এই কর্মীরা কেন কাজ পাবেন না?

আর দূতাবাস বলছে, কম্পানি যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকে না। কিন্তু কোনো কম্পানি ১০০ কর্মী নেওয়ার কথা জানালে জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা ৩০০ কর্মী পাঠান।

যুগান্তর

বুধবার ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪
৩ পৌষ ১৪৩১

# দিনে ৪-৬ হাজার বাংলাদেশি কর্মীকে ভিসা দিচ্ছে সৌদি

যুগান্তর ডেস্ক

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য প্রতিদিন ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার ভিসা দিচ্ছে সৌদি আরব। আগামীতে এ হার অব্যাহত থাকবে বলেও আশা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মাসেও সৌদি আরব ৮৩ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ দিয়েছে। এটি দেশটিতে এক মাসে বিশ্বের যে কোনো দেশের জন্য সর্বোচ্চ নিয়োগ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সৌদি সরকার তাদের উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন পরিকল্পনা 'ভিশন ২০৩০' বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছে। ২০৩০ সালের রিয়াদ এক্সপো ও ২০৩৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপসহ বেশ কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশটি। এজন্য এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে ও স্টেডিয়ামের মতো বিশাল অবকাঠামো প্রকল্প রয়েছে তাদের। এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে শ্রমশক্তির চাহিদা বাড়িয়েছে সৌদি।

গালফ নিউজ বলছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্য সম্প্রতি ৩৭২ টন মাংস দিয়েছে সৌদি আরব। সেগুলো অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় স্কুল ও সারা দেশের দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হবে বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

ঢাকা : বুধবার ৩ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 18 December 2024
সংবাদ
e-mail : sangbadeo

# ক্রয়াদেশ বাড়ছে তৈরি পোশাক শিল্পে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুদ্ধ আর উচ্চ মূল্যস্ফীতির ধাক্কা কাটিয়ে আবার তৈরি পোশাকের ব্যবসা ফিরছে। পাশাপাশি চীন থেকেও ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে আগামী বসন্ত ও গ্রীষ্ম মৌসুমের ভালো ক্রয়াদেশ পেয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলো। এমনকি তারপরের শরৎ ও শীত মৌসুমের ক্রয়াদেশ নিয়ে আশাবাদী পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।

তৈরি পোশাকশিল্পের কয়েকজন উদ্যোক্তা জানান, ক্রয়াদেশ নিয়ে এখন কোনো সমস্যা নেই। ফলে বসন্ত ও গ্রীষ্ম মৌসুমের তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরু হলে ভালো প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে। অবশ্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কারখানার ক্রয়াদেশ দেশের মধ্যে অন্য কারখানাগুলো পেয়েছে। তা ছাড়া চীন থেকে স্থানান্তরিত ক্রয়াদেশের একটি অংশ পাচ্ছে বাংলাদেশের কারখানাগুলো। তবে বর্তমানে সবকিছু ছাপিয়ে শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা ও কারখানার নিরাপত্তা বড় দুশ্চিন্তার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশের গতিপ্রকৃতি বোঝার অন্যতম বড় নিয়ামক কাঁচামালের আমদানি প্রাপ্যতা বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, সংগঠনটির সদস্য কারখানাগুলোর পক্ষে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) পোশাক তৈরির কাঁচামাল আমদানি প্রাপ্যতা (ইউডি) নেওয়া ১৯ শতাংশ বেড়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে ১ হাজার ৭০ কোটি ডলারের ইউডি নেওয়া হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ১ হাজার ২৭৫ কোটি ডলারের ইউডি ইস্যু করা হয়। তার মধ্যে গত দুই মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর) ৪৯৭ কোটি ডলারের ইউডি ইস্যু হয়েছে।

আগামী বসন্ত ও গ্রীষ্ম মৌসুমের ভালো ক্রয়াদেশ পেয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলো। এমনকি তারপরের শরৎ ও শীত মৌসুমের ক্রয়াদেশ নিয়ে আশাবাদী পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় পোশাক শ্রমিকেরা গত সেপ্টেম্বর জুড়ে বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করে। পরে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে ১৮ দফার বিষয়ে সমঝোতা হওয়ায় ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অক্টোবর থেকে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকার আবারও শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটছে। নভেম্বরে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বেক্সিমকোর শ্রমিকেরা। তারা একটি কারখানায় আগুনও দিয়েছেন।

চলতি মাসে ১৫ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট, নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণসহ কয়েকটি দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রম অসন্তোষের ঘটনা ঘটছে। এতে সেখানকার বেশ কিছু কারখানায় দিনের পর দিন উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় চীনা পণ্যে আমদানি শুল্ক বাড়ানোর কথা বলেছেন ট্রাম্প। সেটি হলে চীন থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ায় বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বাড়তি ক্রয়াদেশ পেয়েছিলেন।

চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি রয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে ১ হাজার ৬১২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ৪৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। অর্থাৎ চলতি অর্থবছর তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ১২ শতাংশ।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আছে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। গত বছরগুলোতে বাংলাদেশের নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ দশমিক ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নতুন বাজারে আমাদের রপ্তানি ২১ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেড়ে ৫ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ববাণিজ্যসহ পোশাক রপ্তানিতে বিরাট প্রভাব পড়েছে। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানিতে ১৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে তার আগের অর্থবছরের তুলনায় আবার ৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানি ৩১ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেড়ে ৮ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। সে দিক থেকে এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের কাছাকাছি। তবে প্রবৃদ্ধির এই ধারায় বাজারটি শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে বলে মনে করছেন রপ্তানিকারকরা।

# Migration costs for workers still high despite govt assurances

MIGRATION - BANGLADESH

**KAMRAN SIDDIQUI**

Migration costs for Bangladeshi workers remain high despite assurances from the interim government that it will act against illegal "visa trading," a key factor driving up expenses.

The White Paper on the state of Bangladesh's economy, released earlier this month, has identified the high cost of migration as the top of the seven key challenges facing the overseas employment sector, which has intensified over the last decade.

Bangladeshi migrant workers pay the highest in South Asia, according to the White Paper findings.

Debapriya Bhattacharya, chair of the White Paper committee, at a roundtable discussion in Dhaka yesterday, said political corruption increases the expenses of sending Bangladeshi workers abroad.

"While sending a worker from Nepal costs a certain amount, in Bangladesh it costs three times more, with political corruption involved," he said.

Migration costs — including passport fees, training, recruiting agency fees and sub-agent fees — have doubled or tripled for various major destinations over the last 15 years. Industry insiders have attributed the soaring costs to the growth of illegal syndicates during the Sheikh Hasina-led government.

As part of providing "VIP services" to migrant workers, Chief Adviser Prof Muhammad Yunus last month inaugurated two lounges at Dhaka airport, one inside the terminal offering rest areas and subsidised food and another waiting lounge in the multilevel car park.

However, there has been no visible progress in the last five months to curb the high migration expenses which, according to estimates from the Bangladesh Bureau of Statistics, can force a migrant to work for up to 17 months simply to recoup the expense.

**Govt's action**

A top official of the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), the regulatory Body of the recruiting agencies, told TBS yesterday that curbing visa trading is challenging.

Many people obtain employment visas through personal connections, making it challenging to curb visa trading in these cases. Nonetheless, policy interventions will be necessary to end visa trading in destination countries," he said.

In addition, efforts are underway to make Bangladesh Overseas Employment and Services Limited, the government-owned recruiting agency, more active, said the official. "This would compel private agencies to reduce their expenses."

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Affairs Adviser Asif Nazrul in late September told reporters that the government was working to bring all recruiting agents and sub-agents under accountability.

He said that the government would not allow any syndicate to control migration expenses.

**Govt-set costs yet to be a reality**

The Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment in 2017 set the highest migration cost at Tk262,270 for Singapore.

It also set the highest costs at Tk1,65,000 for Saudi Arabia, Tk97,780 for Bahrain, Tk107,780 for the UAE, Tk106,780 for Kuwait, Tk100,780 for both Oman and Qatar, Tk129,540 for Iraq, Tk115,780 for the Maldives, Tk120,780 for Brunei, Tk117,780 for Lebanon, Tk102,780 for Jordan and Tk148,500 for Japan.

The government in 2021 had set a minimum cost at Tk78,990 for Malaysia.

But the expenses for low-skilled overseas job seekers from Bangladesh to major destinations, including Saudi Arabia, Kuwait, Qatar and Singapore,

## Migration costs for workers still hig

CONTINUED FROM PAGE 3

currently range from Tk4 lakh to Tk10 lakh, according to sector insiders. Before 2008, the costs ranged from Tk80,000 to Tk5 lakh.

Mostafa Kamal, a sub-agent involved in sending workers to Kuwait, told TBS that he recently sent a worker from Cumilla's Chauddagram to Kuwait, with total expenses amounting to Tk7 lakh.

**Reform commission demanded**

Although sector insiders have demanded the formation of a reform commission to bring about major changes by identifying the corrupt syndicates, the interim government has yet to form such a body to review labour migration, which generates over $22 billion in remittances annually — one of the pillars of Bangladesh's economy.

The government has said illegal visa trading, which has even led to the closure of two key markets — Malaysia and Oman — in recent times, must be eliminated.

"This sector is being regarded as a form of human trafficking, plagued by corruption, hundi operations and syndicates year after year. In the context of the anti-discrimination movement, a comprehensive reform was necessary to alleviate the suffering of remittance warriors in a new Bangladesh," Syed Saiful Haque, chairman of the Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants (WARBE) Development Foundation, told TBS.

He added, "Despite advocating for a commission to address these issues, we have yet to see any initiatives in this regard."

**Mushrooming recruiting agencies**

The white paper highlights the unprecedented growth of recruiting agencies over the last decade, where political considerations and corruption have played a dominant role.

Recruiting agents derive their influence from their involvement with the political process, which contributes to the high expense of migration.

From 1976 to 2015, the government issued licenses to 935 recruiting agencies. Annually, 20 to 30

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 18.12.2024

# FADING MEMORIES, LONGING FAMILIES

# The untold stories of lost migrant workers

FEATURE

KANIZ SUPRIYA

**Many Bangladeshi migrants often go missing or lose contact with their families while living abroad. When they return, sometimes after decades, they often struggle with mental trauma, making it hard to reconnect with their loved ones**

When Mizanur Rahman left Bangladesh for Saudi Arabia over two decades ago, his goal was to make a fortune and support his family and siblings. But during his stay abroad, he lost all contact with his family and as an undocumented migrant, life was not easy.

Upon landing in Bangladesh last year, he could not even tell where he was headed. His mental health appeared fragile — he frequently struggles with memory lapses and has difficulty articulating full sentences, pausing often to find the right words.

In the beginning, as he had faced issues in managing a job in Saudi Arabia, he hid for a while. At that point, he lost contact with his family. The jobs he managed later were barely enough to survive on. He also got into a tragic accident there and did not receive proper treatment.

After 22 years, Mizan was finally rescued by a joint effort between police and a team from BRAC's migration programme. He is still undergoing treatment in his hometown, Badarkhali in Chakaria, Chattogram and could not talk to us.

"When my brother left, I was a kid. I never heard from him again. When we reunited, he could not recognise me. In fact, he still forgets at times that I am his brother," said Rezaul Bhutto, Mizanur's younger brother.

Today, Mizanur is in his late 40s, unmarried, with no savings and severe physical and mental health issues.

There is no exact data on how many Bangladeshi migrants have gotten lost or gone missing abroad, as these incidents are often underreported or occur during informal migration. However, challenges such as detentions, deportations, and exploitation abroad are significant.

A recent study by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) highlighted that many Bangladeshi migrants return prematurely due to job losses, employer misconduct, or inadequate working conditions.

Abdul Jabbar, who also returned last year from Pakistan after 35 years of no contact with his family, comes from Dudhal village in Bakerganj, Barishal and once owned a rice mill.

After selling the rice mill, he handed over all the proceeds to a broker with dreams of migrating to Iran in 1988. The broker attempted to send him to Iran via India and Pakistan, but he was stranded in Pakistan. Without proper documentation, he was imprisoned.

Jabbar was able to send a few letters to his family in the first year, but later, lost contact. His last letter was written in Urdu and nobody could interpret it.

Last year, his family reached out to the BRAC Migration Programme and gave them whatever information they had about him. They requested that they bring him back.

After over three decades, when he finally returned, holding a Pakistani passport, he had lost the ability to speak Bangla, his native tongue.

"I was born three months after my father left for Iran. I never saw his face or heard his voice. When I was a kid, every time I saw a plane soaring through the sky, I would wish, with all my heart, that my father was on it, finally coming back home," said Kamal Hossain, the youngest son of Jabbar.

Abdul Jabbar has two more children. When he left the country to go to Iran, his eldest son, Awal Akon, was just three years old and his daughter, Nupur, was only two. His wife never remarried and she was diagnosed with cancer five years back.

"This is a bittersweet chapter for all of us. I am grateful that we are united now," added Kamal.

Bangladesh now stands as the sixth largest manpower exporter, with more than 10 million of our migrants working all over the world, according to government data.

"The actual figure likely exceeds 10 million, but we lack the means to track those who leave through informal channels. This makes comprehensive data collection difficult," explained Shariful Islam Hasan, associate director at BRAC.

"Additionally, Bangladesh is the seventh-largest remittance-receiving country globally. While this sector continues to expand, the welfare of the individuals driving this growth often goes unnoticed and neglected," he added.

Shariful further pointed out that Bangladesh ranked among the top countries with undocumented migrants attempting to reach Europe via the Central Mediterranean Route (CMR) for the last couple of years.

"This desperate journey is taken by many in search of a better life, but it comes with great personal risk," he said.

A large number of Bangladeshis are also returning. Since 2008, nearly a million Bangladeshis have faced deportation for various reasons, mostly from the Middle East.

Shariful suggested establishing a Standard Operating Procedure (SOP) at the airport to address the challenges faced by returning migrants.

"These individuals often come back in varying mental and physical conditions — some having endured abuse, exploitation, or torture, while others suffer from severe health issues. There are cases where individuals have lost their memory and cannot recall their families or locations. They require tailored support. Our airports should have dedicated sections and infrastructure to handle these cases sensitively and efficiently," he stated.

Shariful mentioned another migrant named Abul Kashem, who returned from Saudi Arabia after 25 years with a travel pass but could not find his family or address because of his mental trauma and sickness. Later airport authorities referred him to BRAC.

Abul Kashem mentioned several addresses, including Halishahar, Hathazari and Nayabazar in Chattogram, during the search for his family. BRAC workers visited these areas to gather information and put up posters in visible locations. He was sheltered at the BRAC Migrant Welfare Centre during the search period.

These posters eventually caught the attention of Abdus Sabur, the councillor of Ward 25 of the Chattogram City Corporation. Sabur recognised Kashem and reached out to his family. After confirming the connection, BRAC facilitated the reunion by handing over Abul Kashem to his family in Dhaka last year.

DHAKA WEDNESDAY DECEMBER 18, 2024
POUSH 3, 1431 BS
The Daily Star

INTERNATIONAL MIGRANTS DAY

# Actions, not slogans, are needed for migrant workers' welfare

Shariful Hasan
*is associate director of BRAC Migration Programme and Youth Platform and a columnist.*

SHARIFUL HASAN

Around 18,000 aspirant migrant workers could not fly to Malaysia this year before the May 31 deadline, when Malaysia closed its doors to Bangladeshi workers. Many paid lakhs of taka to recruiting agencies and received emigration clearance but failed to get a ticket due to mismanagement by the recruiting agencies and government authorities.

Even though the government instructed recruiting agencies to refund the money to the aspiring migrant workers by a set deadline, which was revised three times, none of the workers have been reimbursed yet.

In October, during his visit to Dhaka, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim promised that the migrant workers who failed to meet the May 31 deadline would be given priority when the country reopens recruitment of Bangladeshi workers. Yet, nobody knows when this will happen.

Over the past four decades, Malaysia has repeatedly shut down its labour market because of various irregularities, corruption, and syndicates. The last time the country resumed hiring Bangladeshi workers was in 2022. According to a survey conducted by Verite Incorporated and four other companies (May 2023), the syndicate charged an average of Tk 5,44,000 per worker instead of the government-specified cost of Tk 79,000. Allegations have been raised that Tk 1,07,000 has been taken as a syndicate fee from each worker, and approximately Tk 50 billion has been laundered in this way. Moreover, Tk 37.5 billion has been laundered in the name of visa trade.

Such irregularities have constantly raised the cost of migrating to Malaysia. In fact, the migration cost from Bangladesh is almost the highest in the world for most destinations, while the earnings of our migrants remain among the lowest. A 2020 survey by the Bangladesh Bureau of Statistics and ILO found that the average migration cost for a Bangladeshi was Tk 4.17 lakh, requiring a migrant worker to work for 18 months to recover the cost.

Though the government has fixed the migration cost to 14 countries at a maximum of Tk 1.66 lakh, job seekers often had to pay six times higher because of bribes, corruption, visa trading, and intermediaries at every stage. Despite the high costs, people are desperate to go abroad. Nearly one million Bangladeshis have already gone abroad this year, compared to 1,305,453 last year, a record for the last 53 years.

Like last year, Saudi Arabia (KSA), Malaysia, Qatar, Singapore, and Kuwait have been the top destinations for Bangladeshis in 2024.

A 2018 IOM report data shows that over 12 million Bangladeshis have gone abroad in the last four decades. In the last fiscal year, they sent approximately $22 billion with the highest amounts coming from UAE, USA, UK, KSA, and Malaysia.

FILE PHOTO: RASHED SHUMON

**Despite being one of the largest contributors to our GDP, migrant workers face harassment at home and exploitation abroad.**

According to a 2022 International Organization for Migration report, Bangladesh is the sixth-largest labour-sending country and the seventh-largest in terms of earning remittance. But despite such contributions, are Bangladeshi migrants getting the respect they deserve?

The answer is no; instead, they are harassed while getting a passport, completing medical check-ups, paying for tickets, etc. After facing all these barriers in the country, when a migrant finally reaches their destination, they are often exploited. They are given low or no salary, inhuman workload, and are made to live and work in dire conditions, which even results in death.

Last year, a record 4,552 Bangladeshi workers died abroad, with a majority in Gulf states. According to Wage Earners' Welfare Board (WEWB), Bangladesh received more than 50,000 corpses of migrant workers since 1993. Also, nearly one million migrants have returned as deportees almost empty-handed in the last 15 years. This year, nearly 85,000 have already returned, with half of them deported from KSA, according to airport sources.

Many of them endured physical injuries and mental torture, while many women migrants were sexually exploited, leading to severe trauma. To mitigate these challenges, the government can consider establishing standard operating procedures (SOPs) at the airport and setting up welfare desks and lounges for migrant workers in the new third terminal.

Besides, a more comprehensive reintegration service is essential for the returnees. However, high migration costs—fees paid to intermediaries and recruitment agencies by migrants—being the main problem, should be addressed first. Promoting and developing online platforms can reduce dependency on intermediaries, cutting down costs for workers. End-to-end digitalisation of services (e.g. throughout the life cycle of migrant workers) can also be a solution for ensuring transparency.

Focus should be placed on sending skilled workers instead of unskilled or semi-skilled workers. Two million people have gone to KSA in the last four years, but the remittance has decreased by almost two billion. So, skill and better migration governance should be prioritised rather than numbers.

The government can also upgrade its training centres to provide sector-specific skills based on labour market needs abroad in collaboration with private institutions. Emerging sectors such as technology, healthcare, care economy, and engineering should be more focused on.

Proper information and services are still a challenge at the grassroots. Migrant workers and their families often lack accurate and reliable information about the migration process and this makes them more vulnerable to exploitation and the risk of trafficking or irregular migration. In fact, in 2024, Bangladesh has once again emerged as the top country for migrants undertaking risky sea journeys to reach Europe, surpassing war-torn nations like Syria, which is a shame for Bangladesh.

To raise awareness against this, the government can conduct nationwide awareness campaigns, particularly in rural areas. Making formal migration pathways more accessible and affordable will help curb irregular migration by giving workers safe and legal options.

While the government has indeed taken various positive initiatives in the field of migration, there is still a long way to go. The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment should lead and ensure that the Wage Earners Welfare Board's fund management is transparent, BMET is corruption-free and Bangladesh Overseas Employment and Services Limited and Probashi Kallyan Bank more effective in serving millions of migrants every year.

It is also important to remember that migrants are not just money-making machines; they are human beings who deserve dignity and better care, which we often forget as they don't have voting rights. Most countries around the world now provide voting rights to their expatriates. Yet Bangladeshi expatriates, who make up a significant portion of the country's voting population, do not have the right to vote.

The irony is felt more today as the world observes International Migrants Day to recognise and celebrate the contributions of millions of migrants and protect their rights. This year, Bangladesh is observing this day along with National Expatriates' Day. The slogan for this year is, "Migrants' rights are our commitment; discrimination-free Bangladesh belongs to all." It's a good slogan, but we see good slogans every year rather than actions. The concerns for migrants and the actions taken should not be limited to just one day. Rather, our real unsung heroes should be celebrated every day, both within the country and abroad.

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪,

# অপপ্রচার রোধে প্রবাসীদের যেভাবে যুক্ত করা যেতে পারে

## প্রবাসীদের ভূমিকা

**আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অভিবাসী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের অর্থনৈতিক অবদান শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও অপরিহার্য। অপপ্রচার রোধে প্রবাসীদের কীভাবে যুক্ত করা যায়, তা নিয়ে লিখেছেন**

**মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার**

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণে বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মী ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রবাসী (ডায়াসপোরা) সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রবাসীরা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়, দেশের নানা ঐতিহাসিক আন্দোলনেও ভূমিকা রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি তাদের আহ্বান জানিয়েছেন আরও বেশি বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিথ্যা তথ্য এবং ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে লড়াই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠী থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অসত্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে, যা দেশের স্থিতিশীলতা এবং ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এখন এমন সময়ে দাঁড়িয়েছে, যখন তার প্রবাসী এবং অভিবাসী কর্মীরা শুধু রেমিট্যান্সের জন্য নয়; বরং তথ্য প্রচার এবং আন্তর্জাতিক লবিংয়ের মাধ্যমে দেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভুলে গেলে চলবে না ড. ইউনূসসহ বাংলাদেশি প্রবাসীরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক লবিং এবং বৈশ্বিক জনমত গঠনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অতীতে আমরা দেখেছি, অনেক দেশ তাদের সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রবাসী সম্প্রদায়ের সহায়তা নিয়েছে।

### কীভাবে অন্য দেশগুলো প্রবাসীদের সহায়তা পেয়েছে

প্রবাসী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা যেকোনো দেশের জন্য কতটা কার্যকর হতে পারে, তা আমরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ফিলিপাইনের কথা বলা যেতে পারে। প্রবাসীদের সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করেছে ফিলিপাইন। প্রবাসী ফিলিপিনোরা শুধু রেমিট্যান্সই পাঠাননি; বরং তাঁদের দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছেন। ফিলিপাইন সরকার তাদের প্রবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে এবং তাদের জন্য বিমা, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসীদের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। দেশটির যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রবাসী সম্প্রদায়ের পাঠানো অর্থ এবং আন্তর্জাতিক লবিংয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া তার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পন্ন করেছে। প্রবাসী কোরিয়ানরা তাদের দেশে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

লেবানন একটি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। এ সময়ে তাদের প্রবাসী সম্প্রদায় আর্থিক সহায়তা এবং তথ্য প্রচারের মাধ্যমে দেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। লেবানন সরকার প্রবাসী সম্প্রদায়কে সমন্বিত করার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, যা অর্থনীতি এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

এই উদাহরণগুলো আমাদের দেখায় যে প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সমন্বয় কীভাবে একটি দেশের জন্য শক্তিশালী সম্পদ হতে পারে। বাংলাদেশেরও এখন সময় এসেছে তার প্রবাসী (ডায়াসপোরা) এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুনভাবে শক্তিশালী করার।

### অন্তর্বর্তী সরকারের অংশগ্রহণ কেন গুরুত্বপূর্ণ

প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু একটি আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং তাঁদের সমস্যাগুলো শোনার মাধ্যমে তাঁদের মনে এই অনুভূতি তৈরি করতে হবে যে তাঁরা দেশের শক্তির অংশ। ড. ইউনূস যদি প্রবাসীদের সঙ্গে একটি সরাসরি অনলাইন সেশনের মাধ্যমে কথা বলেন, তাহলে এটি তাঁদের মনে একটি গভীর প্রভাব ফেলবে। তাঁরা মনে করবে যে সরকার তাদের কথা শুনছে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এটি তাঁদের মধ্যে একধরনের ক্ষমতায়ন অনুভূতি তৈরি করবে এবং তাঁদের দেশের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

একইভাবে অভিবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। তাঁরা পোশাক খাত, নির্মাণশিল্প, কৃষি ও সেবামূলক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। এই শ্রমিকদের অবদান দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অপরিসীম; কিন্তু তাঁদের সমস্যাগুলো প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

### প্রবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সুসংগঠিত কৌশল

বাংলাদেশ সরকারকে এ বিষয়ে একটি সুসংগঠিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, প্রবাসীদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশি প্রবাসীরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসরত প্রবাসীরা, বৈশ্বিক কূটনীতি এবং তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই দেশগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। সরকার যদি এই প্রবাসীদের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে তাঁদের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক লবিং তৈরি করা সম্ভব। তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় এবং বাংলাদেশি দূতাবাসের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রবাসীদের মধ্যে অনেকেই গণমাধ্যমের কাছে মতপ্রকাশ করতে চান বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো এই প্রবাসীদের প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারে, যাতে তাঁরা সত্য প্রচার ও মিথ্যা তথ্যের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়ন। প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে তাঁরা তথ্য যাচাই এবং প্রচারের কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবেন। এটি প্রবাসীদের মধ্যে একটি ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করবে এবং তাঁরা দেশকে রক্ষার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করবেন।

তবে শুধু প্রবাসীদের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে দূতাবাসগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দূতাবাসগুলোকে কূটনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি প্রবাসীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। এটি কেবল প্রবাসীদের ক্ষমতায়নই করবে না; বরং দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় দূতাবাসগুলোকে আরও কার্যকর করে তুলবে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রমিকেরা মিথ্যা তথ্য এবং ঘৃণার ফাঁদে পড়ে যান। তাদের এই ফাঁদ থেকে মুক্ত করতে সরকার এবং দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

তৃতীয়ত, অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর বা আধা শিক্ষিত এবং তাঁরা তথ্য যাচাই করার সক্ষমতা রাখেন না। তাঁদের জন্য সহজ ভাষায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা উচিত, যাতে তাঁরা জানতে পারেন, কীভাবে মিথ্যা প্রচার এড়ানো যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে দূতাবাসগুলো একটি কেন্দ্রীভূত তথ্যভান্ডার তৈরি করতে পারে, যেখানে প্রবাসীরা মিথ্যা তথ্য এবং বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। একই সঙ্গে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করতে দূতাবাসগুলো নিয়মিত আলোচনা এবং কর্মশালার আয়োজন করতে পারে।

চতুর্থত, বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো অন্য দেশের দূতাবাস বা প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোকে ভারতের প্রবাসী সম্প্রদায় এবং ভারতীয় অভিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উদ্যোগ নিতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতিগত যোগাযোগ গভীর হলেও বর্তমানে ভুয়া তথ্যে ও অপপ্রচারের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই বিভ্রান্তি মোকাবিলায় ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়কে সত্য জানানো গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো ভারতীয় প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সরাসরি আলোচনা আয়োজন করতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ে প্রচারিত মিথ্যা তথ্যের প্রকৃতি এবং তা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সেটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো কেবল তথ্য প্রচারে নয়; বরং ভুয়া খবর এবং বিভ্রান্তি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যান্য দেশের দূতাবাস এবং প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি তথ্য প্রচারকাঠামো তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশি প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও দৃঢ় করতে হবে।

একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা জরুরি, যেখানে বাংলাদেশি প্রবাসীরা শুধু তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায় নয়, অন্যান্য দেশের প্রবাসী সম্প্রদায়ের কাছেও সত্য তথ্য প্রচারের কাজ করতে পারবেন। এভাবে প্রবাসীদের মাধ্যমে একটি কৌশলগত শক্তি তৈরি করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সপ্তমত, বাংলাদেশি প্রবাসী যুবসমাজ এবং ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হতে পারে। তারা প্রবাসে বসবাস করলেও তাদের শিকড় বাংলাদেশে সংযুক্ত। তাঁদের জন্য এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা উচিত, যেখানে তাঁরা তাঁদের মেধা ও দক্ষতাকে দেশের জন্য কাজে লাগাতে পারেন। প্রবাসী যুবসমাজ যদি দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব অনুভব করে, তবে এটি শুধু তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়; বরং দেশের উন্নয়নের জন্যও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

**হুন্ডি : মিথ্যা প্রচার এবং অবৈধ কার্যক্রমের অর্থায়ন**

হুন্ডি শুধু দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় হুমকি নয়, এটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিবছর ১০-১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হুন্ডির মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে যায়। এই অর্থ কেবল দেশের বৈধ অর্থনীতির বাইরে চলে যাচ্ছে না; বরং এটি ভারত ও মিয়ানমারের অবৈধ মাদক, মানব পাচার, স্বর্ণ পাচার এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশেষ করে হুন্ডির মাধ্যমে যে অর্থ ভারত ও মিয়ানমারে প্রবাহিত হয়, তা সরাসরি ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য অর্থায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিথ্যা তথ্য এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পেছনে এই অর্থ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। যাঁরা দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন, তাঁরা জানেন না যে তাঁদের উপার্জিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অভিবাসী শ্রমিকদের এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে যে তাঁদের উপার্জিত অর্থ বৈধ চ্যানেলে পাঠালে তা দেশের উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যবহৃত হবে। তবে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠালে তা অনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সরকার ও বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোকে এই বিষয়ে বড় আকারে সচেতনতা কর্মসূচি চালু করতে হবে। তাদের জানাতে হবে যে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠানো বন্ধ করে বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সঠিক অবস্থান রক্ষায় সাহায্য করবে।

**শেষ কথা**

বাংলাদেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অভিবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের অর্থনৈতিক অবদান শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও অপরিহার্য। এ রকম অবস্থায়, অভিবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক শুধু সময়ের দাবি নয়, এটি একটি জাতীয় প্রয়োজন। এটা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে; তাঁদের এই অবদান দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ নির্মাণে সহায়ক হবে।

**মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার** শিক্ষক ও সদস্য, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

বৃহস্পতিবার। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪। ৪ পৌষ ১৪৩১ সময়ের আলো

# কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগিয়ে দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস

- কর্মরত শ্রমিকদের ৯৫ শতাংশই স্থানীয় বাসিন্দা
- মালিক-শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক
- আরও কিছু কারখানা চালু হলে গার্মেন্টস হাব হবে উত্তরা ইপিজেড

**এসএম আলমগীর** নীলফামারী থেকে ফিরে

গ্রামীণ জনপদে শিল্পায়নের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্যের ও জীবনযাত্রায় যে আমূল পরিবর্তন আনা যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ উত্তরা ইপিজেড। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা নীলফামারীতে গড়ে তোলা এই ইপিজেডে একেবারে গ্রাম পর্যায়ের প্রায় ৪০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যারা নিজ বাড়িতে থেকে-খেয়ে মাসে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে বদলে ফেলেছেন নিজেদের জীবন। একটা সময় যেখানে দিনের তিন বেলার আহার জোটানোই কঠিন ছিল এসব মানুষের, এখন তারা উত্তরা ইপিজেডের শিল্প কারখানায় চাকরি করে ভালো খাচ্ছেন, মোটরসাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে যাচ্ছেন, ঘরে ঘরে টিভি-ফ্রিজ শোভা পাচ্ছে এবং সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতও করছেন। এই এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবন-মান উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে উত্তরা ইপিজেডের দেশবন্ধু গ্রুপের প্রতিষ্ঠান 'দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস'। নীলফামারীর এই উত্তরা ইপিজেডে সরেজমিন ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। গত ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল সাড়ে ৭টা। ঘন কুয়াশায় ২০ গজ দূরের কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে কনকনে শীত। প্রচুর ঠান্ডা বাতাস। ঠান্ডা, শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে হাজার হাজার কর্মী ঢুকছেন নিজেদের কর্মস্থলে কাজের জন্য। কেউ পায়ে হেঁটে আবার কেউ মোটরবাইকে করে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। হ্যাঁ, সত্যিই তাই অসাধারণ এই দৃশ্য দেশের সবচেয়ে অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী জেলায় অবস্থিত উত্তরা ইপিজেডের। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেলে সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় মূলকাজ। চলে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। এরপর দেওয়া হয় নামাজ ও খাবারের বিরতি। এখানেও পরিপালন হয় স্বাস্থ্যবিধি। কারখানার নিজস্ব ক্যান্টিনে একসঙ্গে ৫০০ থেকে ৬০০ কর্মী লাইন করে বসে সবাই দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। ২০ মিনিট পর আসে আরেক গ্রুপ। এভাবে ২ হাজার ৫০০ জন কর্মী দুপুরের খাবার গ্রহণ শেষ করেন। আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ও সারিবদ্ধভাবে চলাচল করে শ্রমিক-কর্মচারীরা।

কারখানায় কর্মরত কর্মীর ৯৫ শতাংশ স্থানীয় বাসিন্দা। তাদের অনেকের সঙ্গে কথা হয়। তাদের সবাই নিজেদের কর্মে ও প্রাপ্য বেতন-ভাতায় ব্যাপক সন্তুষ্টি। ১২ হাজার ৮০০ টাকার কম কারও বেতন নেই, দক্ষতা অনুসারে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন কর্মীরা। তবে ২৫ হাজার টাকার বেশি বেতনের কর্মী সংখ্যা অনেক কম। প্রতিষ্ঠানকে ভালোবেসে নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করেন কর্মীরা।

আঁখি নামে এক সুয়িংয়ের কর্মী বলেন, আগে ঢাকার সাভারে কাজ করতেন। সেখানে ওভার টাইমসহ মোট ১৮ হাজার ৫০০ টাকা বেতন পেতেন, তা দিয়ে ঘর ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়ার পর হাতে বেশি টাকা থাকত না। কিন্তু এখানে ওভার টাইম ছাড়াই ১৪ হাজার ৩০০ টাকা বেতন পান। পাশেই বাড়ি হওয়ায় বাড়তি কোনো খরচ নেই বললেই চলে। ফলে পুরো টাকাই হাতে থাকে। তার চেয়ে বড় কথা নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারছেন তিনি। এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে বলে মন্তব্য করেন আঁখি।

সাইফুল নামে ফিনিশিংয়ের কর্মী বলেন, তিন বছর ধরে দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসে কাজ করছেন। কাজের পরিবেশ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহার এককথায় অমায়িক। তিনি এর আগে গাজীপুরের একটি কারখানায় কাজ করতেন। এ ধরনের পরিবেশ তিনি সেখানে পাননি। তা ছাড়া করোনার সময় কারখানা বন্ধ হওয়াতে এলাকায় চলে যান তিনি। বাড়িতে গিয়েই দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসের খবর পান, যথাযথ নিয়ম মেনেই চাকরিতে যোগ দেন তিনি। বর্তমানে তার বেতন ১৯ হাজারের একটু বেশি। নিজের এলাকায় নিজের পেশার কাজে ভালো বেতনে কাজ পাওয়ায় মহাখুশি সাইফুল। মা-বাবা, ভাইবোন ও স্ত্রী-সন্তান সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসের জেনারেল ম্যানেজার (প্রোডাকশন) ইসুরু উমেশ জানান, উত্তরবঙ্গে দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসের যাত্রা শুরু হয় ২০১৯ সালে। এটিই বর্তমানে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় পোশাক কারখানা।

দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসের জেনারেল ম্যানেজার (উৎপাদন) মো. ইব্রাহিম আকন্দ জানান, দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসের উৎপাদিত পণ্য শতভাগ রফতানি হয়। বর্তমানে ইউরোপের বড় দুটি দেশ এখানকার উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা। এর একটি হচ্ছে ইউএসএর জি-থ্রি, কসকো ও ডিকনি। অন্যটি হলো স্পেনের ম্যাঙ্গো কোম্পানি। নতুন করে আরও কয়েকটি দেশ ও কোম্পানিকে যুক্ত করার জোর চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে ইউকের প্রাইমার্ক কোম্পানিটি মোটামুটি আলোচনা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলসের হেড অব এইচআর, অ্যাডমিন অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স মো. আশরাফ উল্লাহ বলেন, দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস বিদেশে পোশাক রফতানি করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে যেমন অবদান রাখছে, তেমনই মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কর্মসংস্থান ব্যাপক হারে সৃষ্টি হয়েছে। এককথায় দেশবন্ধু গ্রুপের মতো কোম্পানির কারণে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের দরিদ্র দূর করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে উত্তরা ইপিজেড। বর্তমানে ২৬০ একর জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছে ইপিজেডটি। এই ইপিজেডের ব্যাপক চাহিদার কারণে এর আকার আরও বেড়ে প্রায় ৩০০ একর হচ্ছে। বর্তমানে ২৩টি কারখানায় প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করছে।

কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস শতভাগ রফতানিবান্ধব প্রতিষ্ঠান। যাতে এমব্রয়ডারি, ডেনিম গার্মেন্টস, ওয়াশিং ইউনিট এবং প্রিন্ট সুবিধা রয়েছে। প্রতি বছর এখান থেকে ১ কোটি ৭৪ লাখ ৭২ হাজার পিস ডেনিম/চিনো/কার্গো প্যান্ট, আউটওয়্যার, ফেন্সি অ্যাপারেলস উৎপাদনে সক্ষমতা রয়েছে। তবে বর্তমানে সব কয়টি লাইন চালু না হওয়াতে বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে ৬০ লাখ পিস। সর্বমোট আয়তন ২ লাখ ৭১ হাজার ২৭২ বর্গফুট। এতে ইটিপি প্লান্ট ও ওয়াশিং প্লান্ট সুবিধাও বাস্তবায়ন হয়েছে। দেশবন্ধু টেক্সটাইলস তার পরিবেশবান্ধব গ্রিন ফ্যাক্টরির মাধ্যমে মনোনিবেশ করেছে যা পরিবেশ গত সমস্যা নিরসন ও জ্বালানি উৎকর্ষ বৃদ্ধি করছে।

কালের কণ্ঠ । বৃহস্পতিবার । ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# টানা সংকটে ধুঁকছে শিল্প

মাসুদ রুমী ▷

একের পর এক সংকট ও অভিঘাতে ধুঁকছে বড় বড় শিল্পগ্রুপ। নানা কারণে উৎপাদন সক্ষমতার পুরোটা কাজে লাগাতে পারছে না তারা। তাদের একদিকে বিরাট অঙ্কের ব্যাংকঋণ অন্যদিকে উচ্চ সুদের হার, ডলার সংকট, কর্মীদের বেতন-ভাতা, জ্বালানি সমস্যা, ইউটিলিটি বিলসহ বহুমুখী খরচের চাপ। এসব ধকলের মধ্যেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শ্রমিক অসন্তোষ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মতো অসংখ্য সমস্যা। লাখ লাখ কর্মীর জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতিতে অবদান রাখা এসব শিল্পগ্রুপের চলমান পরিস্থিতি ক্রমেই তাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। এতে ধুঁকতে থাকা শিল্প খাতের সংকট আরো গভীর হচ্ছে বলে জানিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

উদ্যোক্তারা বলছেন, ডলারের আনুষ্ঠানিক

## আইএমএফের শর্ত মানলে খেলাপি ঋণ ৫ লাখ কোটি টাকা ছাড়াবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মানলে সামষ্টিক খেলাপি ঋণের পরিমাণ পাঁচ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে—এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সংস্থাটি খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেওয়ায় এবং ঋণ পুনঃ তফসিলের নীতিমালাকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার পরামর্শের কারণে এই ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণগুলো এখন একে একে খেলাপি হয়ে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে আর্থিক খাতের এই নেতিবাচক সূচক। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, শুধু এক জায়গায় টাইট দিয়ে অর্থনীতিকে ঠিক করা যাবে না। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন ঠিক রাখতে যে ধরনের নীতিমালা প্রয়োজন সেগুলো নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র বলছে, ঋণ শ্রেণীকরণ নীতিমালা আরো কঠোর করতে বলেছে আইএমএফ। এ ছাড়া সংস্থাটি বলছে, খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল সুবিধা নেওয়ার পরপরই সেই ঋণ নিয়মিত দেখানো যাবে না। দ্রুত এসব বিষয় সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারির পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল সুবিধা নেওয়ার পর ব্যাংকগুলো ওই ঋণটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত দেখায়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ করা হচ্ছে না। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আলোকে সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করতে বলেছে আইএমএফ।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী, খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল সুবিধা নিলেও ওই ঋণ তিন মাসের আগে নিয়মিত দেখাতে পারবে না। এই তিন মাস গ্রাহক ঠিকমতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারলে ঋণ নিয়মিত দেখাতে পারবে। কিন্তু দেশের ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করার সঙ্গে সঙ্গে ঋণটি নিয়মিত দেখাচ্ছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ শ্রেণীকরণ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত নীতিমালার প্রশংসা করেছে সংস্থাটি। ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো ঋণ পরিশোধ না করলে তা মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। এরপর অনাদায়ি হিসেবে ওই ঋণ ৯০ দিন অতিক্রম করলে খেলাপি হয়ে যাবে।

জানা গেছে, আইএমএফের সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করে। পাশাপাশি আগামী জুনে এই নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্যাংকগুলো তিন মাস ভিত্তিতে ঋণের মানসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। ফলে এপ্রিল থেকে এই নীতিমালা কার্যকর হতে পারে। এই নীতিমালার কারণে ব্যাংক খাতে খেলাপি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের সহযোগী ব্যবসায়ীদের দেওয়া ঋণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় গত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ রেকর্ড দুই লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া অবলোপনকৃত ঋণ ৬০ হাজার কোটি, অর্থঋণ আদালতে আটকা দুই লাখ ৭৮ হাজার কোটি।

আদালতে রিট করার মাধ্যমে স্টে অর্ডার নেওয়া ৭৬ হাজার কোটি টাকাও আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী খেলাপির খাতায় যুক্ত হবে। তাই আগামী বছর প্রকৃত হিসাবায়ন করলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ পাঁচ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# আইএমএফের শর্ত মানলে খেলাপি ঋণ পাঁচ লাখ কোটি টাকা ছাড়াবে

সেলিম আর এফ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগের সরকারকেও ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছিল আইএমএফ, কিন্তু তারা সেটা করেনি। বর্তমান সরকার বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হলে ব্যাংকের ভিত্তি শক্ত হয়। যেমন– আমাদের চেয়ে অনেক দুর্বল অর্থনীতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের ব্যাংকিং সেক্টরের ভিত্তি অনেক শক্ত। আমাদেরও ধীরে ধীরে সেদিকেই যেতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের ফলে নতুন করে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাবে না। কারণ এগুলো আগে থেকেই খেলাপি হয়ে আছে। এখন এগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর ফলে অর্থনীতিতে কোনো ক্ষতিকর প্রভাবও পড়বে না বলে মত এই ব্যাংকারের।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছে সেগুলো ভালো, কিন্তু তাদের সব শর্ত যে সব দেশ মানতে পারবে এমন তো কোনো কথা নেই। আমাদের দেশের হাজার জায়গায় হাজার সমস্যা। শুধু এক জায়গায় টাইট দিয়ে অর্থনীতিকে ঠিক করা যাবে না। আর অর্থনীতি ঠিক করার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের একার নয়। তাই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন ঠিক রাখতে যে ধরনের নীতিমালা প্রয়োজন সেগুলো নিতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের দেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালান্সে ঘাটতি, ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টে ঘাটতি। এখন নীতিমালা আরো কঠিন করলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারো কথায় হুট করে আইন জারি না করে অর্থনীতির অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ এই ব্যবসায়ীর।

প্রসঙ্গত, আইএমএফের ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ কর্মসূচির পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের আগে বিভিন্ন শর্ত পর্যালোচনায় একটি টিম দেশে এসেছে। তারা বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ (ইআরডি) বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করছে। এই ঋণ কর্মসূচি চলাকালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে। এরই মধ্যে আর্থিক খাত সংস্কারে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে নতুন সরকার। ওই ঋণের চতুর্থ কিস্তির জন্যই এসব শর্ত নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে সংস্থাটি।

গবেষণা সংস্থা চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা ফেলো এম হেলাল আহমেদ জনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইএমএফের পরামর্শ মেনে খেলাপি ঋণের হিসাব পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার পর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হতে পারে। কারণ ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধন রাখতে হবে এবং এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে, যেটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশ কঠিন। এসব বাস্তবায়নে সময় দিতে হবে। তবে এটি বাস্তবায়ন করা গেলে ভবিষ্যতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে যাবে এবং সমস্যা চিহ্নিত করা সহজ হবে।'

তিনি আরো বলেন, এই নীতিমালা যেমন তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তেমনি এখনই ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নেই।

ব্যবসা সম্পর্কে তিনি জানান, ব্যবসা-বাণিজ্যে ধীরগতির অনেক কারণ আছে। প্রথমত, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে গত ১৬ বছরে যেসব ব্যবসায়ী বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা কোনো কারণে আগের মতো মুভ করতে পারছেন না। তাদের সেই জায়গায় রাতারাতি পরিবর্তন এসেছে। সেই কারণে তারা এখনো পুরোপুরি পারফরম করতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, নির্বাচিত সরকার না থাকায় অন্য দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা সংশয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা ছাড়া দেশ অস্থিতিশীল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নেই–এমন প্রচারণাও বিরোধী রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে জোরদার করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে ব্যবসায় আস্থা ফেরাতে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যাতে সবার অংশগ্রহণ বাড়ে এবং সরকারের প্রতি আস্থা তৈরি হয়।

NEWAGE

FRIDAY, DECEMBER 20, 2024,

# Apparel exports to EU rise by 33.78pc in Oct

**Moinul Haque**

BANGLADESH'S apparel exports to the European Union in October recorded highest growth of 33.78 per cent year-on-year, marking the strongest performance in the first 10 months of 2024.

The EU's apparel imports from Bangladesh in October increased to 1.75 billion euros compared with those of 1.31 billion euros in the same month of 2023, according to data from Eurostat, the statistical office of the EU.

Exporters said that the flow of work orders from global buyers had been increasing but nearly 34 per cent surge in exports to the EU in October was abnormal.

They said that the shipments halted in July and August, caused by political instability and labour unrest, were likely deferred to September.

This backlog of shipments contributed to the surge in export growth in October, they said.

According to the EU data, Bangladesh's readymade garment exports to the EU faced steep declines early in the year 2024 but managed to rebound in the August, September and October.

The country's RMG export growth gained momentum in August with a 4.2 per cent increase, strengthened further in September with 7.4 per cent growth.

From January to October of 2024, Bangladesh's apparel exports to the EU saw poor growth of 0.76 per cent, reaching 15.19 billion euros, up from 15.08 billion euros during the same period in 2023.

This limited growth was primarily due to significant declines in exports during January, February and March.

Former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association vice-president Mahmud Hasan Khan Babu said that although global buyers were placing more orders in Bangladesh, the surge in export by nearly 34 per cent in October seemed unusual.

He said that shipments of many consignments were halted in July and August due to the student-led mass uprising and labour unrest in the country, with the goods being shipped later.

Babu said that this backlog of shipments from previous months might have contributed to the surge in export growth in October.

Regarding the current business trend, he said that the flow of orders had remained encouraging and that if the law and order situation improved, Bangladesh would receive more global orders.

The Eurostst data showed that the overall apparel imports by the EU from different countries in the first 10 months of 2024 decreased by 0.16 per cent to 71.47 billion euros from 71.58 billion euros in the same period of the previous year.

The EU's apparel imports from China in January-October of 2024 grew slightly by 0.24 per cent to 20.03 billion euros from 19.98 billion euros in the same period of 2023.

The EU's apparel imports from Turkey in the first 10 months of 2024 declined by 6.18 per cent to 7.90 billion euros from 8.43 billion euros in the same period of 2023.

The EU's apparel imports from India increased by 0.54 per cent to 3.68 billion euros in the first 10 months of 2024 compared with those of 3.66 billion euros in the same period of the past year.

Vietnam's apparel exports to the EU in January-October period of 2024 grew by 2.46 per cent to 3.27 billion euros from 3.19 billion euros in the same period of 2023.

Pakistan's apparel exports to the EU grew by 10.81 per cent in the first 10 months of 2024, increasing to 2.88 billion euros from 2.60 billion euros in the same period of 2023, the Eurostat data showed.

বণিকবার্তা শনিবার, ডিসেম্বর ২১, ২০২৪ ■ পৌষ ৬, ১৪৩১

## জানুয়ারি-অক্টোবর

# ইউরোপে পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশের কম

তোফাজ্জল হোসেন ■

ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রফতানি গত বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাস এবং জুন-জুলাই পর্যন্ত ব্যাপকভাবে রফতানি কমে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে মোট পরিসংখ্যানেও। ২০২৩ সালের জানুয়ারি-অক্টোবরের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে রফতানি বেড়েছে মাত্র ১২ কোটি ইউরো বা শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ। ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

২০২৪ সালে সার্বিকভাবে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রফতানিতে মন্দা ভাব দেখা গেছে। এর কারণ হিসেবে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাড়তি লিড টাইম, গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি, দুর্বল ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ বেশ কয়েকটি কারণে রফতানিতে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুসারে, বিগত ২০২৩ সালের প্রথম ১০ মাসে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে প্রায় ১ হাজার ৫০৮ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রফতানি হয়। চলতি বছরের একই সময়ে সেটি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ হাজার ৫২০ কোটি ইউরোতে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১২ কোটি ইউরো বা শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ।

তবে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে পোশাক রফতানি বেড়েছে। এ তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে অক্টোবরে। গত বছরের একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে প্রায় ১৩০ কোটি ৯২ লাখ ইউরোর পোশাক রফতানি হয়। আর চলতি বছরের অক্টোবরে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫ কোটি ১৫ লাখ ইউরোয়। অর্থাৎ প্রায় ৪৪ কোটি ২৩ লাখ ইউরো বা ৩৩ দশমিক ৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে, ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে ইউরোপের বাজারে পোশাক রফতানি কম হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে প্রায় ৬১ কোটি ৩২ লাখ ইউরো, ফেব্রুয়ারিতে ২৯ কোটি ১০ লাখ ইউরো এবং মার্চে রফতানি কমেছে ১৫ কোটি ৭০ লাখ ইউরো। তবে এপ্রিল ও মে মাসে রফতানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪০ কোটি ১৭ লাখ ও ২৭ কোটি ৩৭ লাখ ইউরোতে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপের বাজারে পোশাক রফতানিতে আবারো ছন্দপতন ঘটে চলতি বছরের জুন-জুলাইয়ে। এর মধ্যে জুনে প্রায় ৭ কোটি ইউরো এবং জুলাইয়ে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লাখ ইউরো রফতানি কম হয়েছে। তবে আগস্টে প্রায় ৬ কোটি ৫৫ লাখ ইউরো, সেপ্টেম্বরে প্রায় ১০ কোটি ৫৫ লাখ ইউরো এবং অক্টোবরে রফতানি বৃদ্ধি বেড়েছে প্রায় ৪৪ কোটি ২৩ লাখ ইউরো।

> আগামী গ্রীষ্ম মৌসুম পর্যন্ত তৈরি পোশাকের রফতানি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু শীতে হয়তো রফতানি বাড়বে। তবে এখনো পোশাকের দাম নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কম মূল্যের কারণে অনেক ক্রয়াদেশই নেয়া যাচ্ছে না
>
> —মোহাম্মদ হাতেম
> নির্বাহী সভাপতি, বিকেএমইএ

নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আগামী গ্রীষ্ম মৌসুম পর্যন্ত তৈরি পোশাকের রফতানি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু শীতে হয়তো রফতানি বাড়বে। তবে এখনো পোশাকের দাম নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কম মূল্যের কারণে অনেক ক্রয়াদেশই নেয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।'

এ ব্যবসায়ী নেতার মতে, গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো না গেলে ক্রয়াদেশ থাকলেও রফতানি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সুদের হার আবারো বাড়ানো হয়েছে। ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না বলেও মনে করেন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি।

এদিকে ইউরোপের বাজারে শীর্ষস্থানে থাকা চীনের রফতানি বেড়েছে শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ। এছাড়া বাংলাদেশের শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ, ভারতের শূন্য দশমিক ৫৪ শতাংশ, ভিয়েতনামের ২ দশমিক ৪৬ শতাংশ এবং পাকিস্তানের বেড়েছে ১০ দশমিক ৮১ শতাংশ। তবে তুরস্কের রফতানি ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ কমেছে।

অন্যদিকে, বৈশ্বিকভাবে ইউরোপের দেশগুলোয় গত বছরের প্রথম ১০ মাসের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে তৈরি পোশাকের আমদানি কমেছে শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সামান্য হলেও প্রতিযোগিতার বাজারে এটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ৮ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Monday 23 December 2024

e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

### অর্থনৈতিক শুমারি

# আয় ও মূলধনের সঠিক তথ্য দিতে গড়িমসি, সহযোগিতা করছে না পোশাক কারখানাগুলো

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অর্থনৈতিক শুমারিতে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) অসহযোগিতা করছে পোশাক শিল্প কারখানাগুলো। গণনাকারীরা একাধিকবার পোশাক কারখানায় গেলেও সঠিক তথ্য দিচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা।

চলতি বছরের ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক শুমারি। চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারির মূল তথ্য সংগ্রহের কাজ ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। দেশের ৪ কোটি পরিবারের মধ্যে এক কোটি ২২ লাখ অর্থনৈতিক পরিবার বা ইউনিট আছে। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ৭৩ শতাংশ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাকি তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। তবে অধিকাংশ অর্থনৈতিক ইউনিট ব্যয়ের সঠিক তথ্য দিতে চাইলেও আয় ও মূলধনের তথ্য দিতে গড়িমসি করছে।

পোশাক শিল্প কারখানাগুলো সব থেকে বেশি অসহযোগিতা করছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস)। আয় ও মূলধনের তথ্য দিলে নতুন করে কর বৃদ্ধি করা হতে পারে কিনা এই সব নানা ভুল ধারণা থেকে করেই মূলত তথ্য দিতে গড়িমসি করছে অর্থনৈতিক ইউনিটগুলো। তারপরও বিবিএসের গণনাকারীরা একাধিকবার তথ্য সংগ্রহের জন্য ছুটছে এসব ইউনিটে।

সাভার আশুলিয়া কাঠগড়া এলাকায় অবস্থিত আজমাত গ্রুপের আজমাত অ্যাপারেলস নিটওয়্যার লিমিটেডে। এই পোশাক কারখানায় তিনদিন গেলেও আয়-ব্যয় মূলধন ও শ্রমিকের সঠিক তথ্য দেয়নি। বার বার আসতে বলেও গণনাকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অথচ অর্থনৈতিক শুমারির কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার জন্য পোশাক শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) থেকে অবগত করা হয়। তারপরও তথ্য দিতে গড়িমসি করছে পোশাক কারখানাগুলো।

সাভার কাঠগড়া এলাকায় স্যানিটারি ও ফিটিংস আইটেম বিক্রি করছে মেসার্স জুবায়েদ এন্টারপ্রাইজ। দোকানে তিনজন কর্মী। তাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ১২ হাজার টাকা। ফলে বছরে এদের জন্য ব্যয় ৪ লাখ ৩২ হাজার টাকা। অন্যদিকে মাসে দোকান ভাড়া ৩০ হাজার টাকা। সেই হিসাবে বছরে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় আছে। এছাড়া দোকানে কয়েক কোটি টাকার মালামাল আছে। গড়ে বছরে দোকানের জন্য ব্যয় আছে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা। অথচ দোকানের মালিকের দাবি, বছরে এই দোকান থেকে ৩ লাখ টাকার বেশি আয় নেই। ১০ লাখ টাকা ব্যয় করে তিন লাখ টাকা আয় করে কীভাবে চলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে দোকানের মালিক জোবায়ের বলেন, 'আল্লাহ চালিয়ে নিচ্ছে।'

সাভার এলাকায় সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রায় ৭০টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন গণনাকারীরা। সারাদেশে ৯৫ হাজার তথ্য সংগ্রহকারী এবারের শুমারির জন্য তথ্য সংগ্রহ করছেন। অর্থনৈতিক ইউনিটগুলো সব তথ্য দিলেও আয়-ব্যয় ও মূলধনের তথ্য দিতে গড়িমসি করছে। এবারই প্রথম ট্যাবের মাধ্যমে ক্যাপি পদ্ধতিতে এই শুমারির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এবারের শুমারিতেই প্রথমবারের মতো দেশে কতজন বিদেশি কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন, তারা কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কোন পদে কর্মরত আছেন, সেসব তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

অনলাইনে ব্যবসা ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের তথ্যও থানা থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সাভার আশুলিয়ার বিবিএস জোনাল অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'অনেক অর্থনৈতিক পরিবার বা ইউনিট আছে তারা আয়ের সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। তবে তাদের যদি ঋণ থাকে এই তথ্য দিচ্ছে। এমনকি মূলধনের তথ্যও দিচ্ছে না। আয় কত হয়েছে এটা জিজ্ঞেসে করলে বলে কোনো রকম ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। আল্লাহ কোনো রকম চালিয়ে নিচ্ছে বেচাকেনা নেই।' কেন তথ্য দিচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তারা হয়ত ভাবছে নতুন করে কর জালে জড়িয়ে পড়ে কি না। আমাদের তথ্য দিতে সব থেকে গড়িমসি করছে পোশাক কারখানাগুলো। তারা একবার বলে সকালে এসো, আবার বলে বিকেলে এসো, এভাবে তিন থেকে চার দিন ফিরিয়ে দিচ্ছে।'

গণনাকারী ইয়াসিন আলী বলেন, 'কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে আগেই প্রশিক্ষণ দিয়েছে বিবিএস। সেই ফরমেট অনুযায়ী আমরা তথ্য নিচ্ছি। সব তথ্য দিলেও ব্যয় ও আয়ের তথ্য তারা দিতে চায় না। তখন আমরা নানান ধরনের প্রশ্ন করে তথ্য নিয়ে আসছি। দরকার হয় একাধিকবার আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। সবাই মোটামোটি তথ্য দিচ্ছে। তবে পোশাক কারখানাগুলো ঝামেলা করছে।'

দেশের সব অর্থনৈতিক ইউনিটের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভ্যানগাড়িতে সবজি বিক্রির তথ্যও বাদ যাচ্ছে না। এছাড়া দেশে গড়ে ওঠা অনলাইন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও এবার অর্থনৈতিক শুমারির হিসাবে আসবে।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে প্রতি ১০ বছর পর এমন শুমারি করছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। অনেক অর্থনৈতিক ইউনিট আয়ের সঠিক তথ্য দিতে গড়িমসি করবে, এটা ধরে নিয়েই নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে বিবিএস। এজন্য তথ্য সংগ্রহ ও চেকিংয়ের কাজ সমানতালে করা হচ্ছে। যেসব তথ্য সংগ্রহকারী ভুল তথ্য নিয়ে আসছে তাদের পুনরায় থানা বা অর্থনৈতিক ইউনিটগুলোতে পাঠানো হচ্ছে।

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার সুপারভাইজার সেলিনা আক্তার জানান, তিনি ৬ জন তথ্য সংগ্রহকারী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার দলের সদস্যরা মাঠে নেমে জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন। কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং আন্তরিকতা চোখে পড়ার মতো।

গাজীপুর জেলার শুমারি সমন্বয়কারী মুরশিদা ইয়াসমিন জানান, তাদের দায়িত্বে ৭৭৯ জন তথ্য সংগ্রহকারী আছেন। প্রথম দিকে কিছু সমস্যা হলেও তারা দ্রুত সমাধান করেছেন। সেলিনা আক্তার এবং মুরশিদা ইয়াসমিন জানান, তথ্য সংগ্রহকারীরা মাঠে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলেও তারা একে অপরকে সহযোগিতা করছেন এবং সমস্যা সমাধানে সক্ষম হচ্ছেন।

মাঠ পর্যায়ে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। মুদি দোকানি জাহেদ উদ্দিন বলেন, 'আমার আয় নেই। আমি লসে আছি। আপনি আমাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জেনে কী করবেন? সরকার কি আমাকে সাহায্য করবে?'

গণনাকারী লায়লা বেগম বলেন, 'মাঠে তথ্য সংগ্রহের সময় প্রায়ই দেখা গেছে লোকেরা আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব দিতে ভয় পাচ্ছে। তবে যখন তাদের বোঝানো হয় যে এ তথ্য আয়কর সংক্রান্ত নয়, তখন তারা সহযোগিতা করছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী ও গণনাকারীরা জনগণকে সঠিকভাবে বোঝান, যাতে তারা সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে।'

অর্থনৈতিক শুমারির প্রকল্প পরিচালক এস এম শাকিল আখতার বলেন, 'শুমারির তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা সঠিক সময়ে এটি শেষ করতে পারবে বলে আশা করছি। দেশের আর্থিক অবস্থা, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এবারের শুমারিতে বিশেষ করে বিদেশি কর্মীদের পরিসংখ্যানও সংগ্রহ করা হবে। যাতে জানা যাবে, দেশে কতজন বিদেশি কর্মী কাজ করছেন। তারা কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের সংখ্যা কত।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যগুলো যাচাই করছি। যে সব তথ্য সন্দেহ মনে হচ্ছে সেটা পুনরায় ফেরত পাঠাচ্ছি। আশা করি প্রযুক্তির সহায়তায় এবার একটি নির্ভুল অর্থনৈতিক শুমারি পাবে দেশবাসী।'

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 25.12.2024

# Labour rights at the centre: Bangladeshi migrant workers and the 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia

**Sanjana Prachee Rahman**
Contributor

## Ahead of the 2034 FIFA World Cup, both Bangladesh and Saudi Arabia must curb the exploitation of migrant workers and ensure their human rights

In 2022, an average of four Bangladeshi migrant workers died every day in Saudi Arabia, according to an investigation by 'The Guardian'. As of 2024, both Bangladesh and Saudi Arabia are yet to ratify various crucial international conventions on migrant rights, labour rights, and human rights.

With weak labour protections and poor enforcement of existing laws, the 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia poses potentially grave implications for Bangladeshi migrant workers unless decisive action and concrete steps are taken to prevent the kind of exploitation and deaths that frequently characterise the experiences of Bangladeshi workers in the Gulf region.

### 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia: A rigged match?

The announcement that Saudi Arabia will host the 2034 FIFA World Cup has sparked widespread criticism, particularly given FIFA's controversial decision to hold the 2030 tournament across three continents.

While most of the 2030 World Cup matches will be hosted by Spain, Portugal, and Morocco (Europe and North Africa), the opening matches have been set to take place in Uruguay, Argentina, and Paraguay (South America) to commemorate the tournament's Centenary.

This unprecedented move has effectively disqualified any South American nation from bidding for the 2034 event, as FIFA's rules prohibit consecutive hosting rights within the same region. By narrowing the pool to Asia and Oceania, FIFA created a pathway for Saudi Arabia's unopposed bid for 2034, a move which critics argue was strategically engineered, raising even more questions about the political manoeuvring behind these decisions.

For Saudi Arabia, hosting the 2034 FIFA World Cup is not just a matter of prestige but an opportunity to advance its ambitious Vision 2030 goals which include massive infrastructure projects and economic modernisation. Given that approximately 75 percent of Saudi Arabia's workforce is comprised of migrant workers, it is highly likely that the demand for large-scale stadiums, transport networks, and other mega-infrastructure projects related to the World Cup will need to be met predominantly through the labour of migrant workers.

However, migrant workers in the Gulf region, particularly those in the construction industry, often face hazardous conditions, wage theft, and death written off as 'due to natural causes' with limited accountability on the part of employers. Despite these conditions, FIFA's evaluation report on Saudi Arabia's bid rated the human rights risk assessment as "medium" based on the "substantial efforts that went into preparing the human rights-related submissions of the bid" and "concrete commitments made by the bid and all local stakeholders". Saudi Arabia has also been awarded an overall score of 4.2 on a scale of 5 in FIFA's bid evaluation, the highest in the history of the mega sport event.

### Bangladeshi migrant workers: Key players in the game

Bangladeshi migrant workers have long been integral to the construction industry in Saudi Arabia, and they are expected to play a critical role in meeting the labour demands associated with the 2034 FIFA World Cup given the historical patterns of migration from Bangladesh to the Gulf nation.

Over the past few years, Saudi Arabia has emerged as the top receiving state for Bangladeshi migrant workers. In 2023, around 4.9 lakh Bangladeshi workers migrated to Saudi Arabia. By November 2024, the number rose to 5.4 lakh, accounting for more than 50 percent of overseas employment of Bangladeshi workers this year. Additionally, according to the International Organization for Migration (IOM), Bangladesh has consistently been one of the top remittance-receiving countries globally since 2010. In 2023, total remittance inflows to Bangladesh amounted to a record-breaking $21.94 billion, with nearly a quarter of this figure coming from Saudi Arabia alone. This highlights the critical economic role that migrant workers play in strengthening the country's foreign exchange reserves.

However, poor work and residency conditions have instituted a highly precarious form of employment for Bangladeshi migrant workers. Even with various labour reforms in Saudi Arabia, the law still fails to adequately improve conditions for them due to the deeply embedded exploitative relationship between vulnerable workers and their employers. Despite reforms allowing some workers to change employers and restricting the confiscation of passports, these measures are not consistently enforced, and many migrant workers continue to be bound to exploitative employers. Malpractices such as unpaid wages, passport confiscation, unsafe work

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Labour rights at the centre: Bangladeshi migrant workers and the 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia

and living conditions, and denial of labour rights remain worryingly commonplace.

As the preparations for the 2034 World Cup unfold, both FIFA and the hosting nation of Saudi Arabia must ensure that labour standards are adhered to, and that the rights of migrant workers are not sacrificed for the sake of the event. In addition, as a major migrant-sending state, Bangladesh also bears responsibility in protecting its workers. Despite their vital economic contributions, workers face significant barriers even before departure from Bangladesh, particularly during the recruitment process.

## Pre-departure Exploitation: Foul play in migrant recruitment practices

One significant source of migrant precarity is associated with the requirement for workers to pay exorbitant recruitment fees for working overseas. Bangladeshi migrant workers are among the highest payers of recruitment fees worldwide. They often need to borrow from friends and family, thereby facing high indebtedness even prior to their departure.

Further, so-called 'low-skilled' workers – those who are already among the most vulnerable – typically pay the highest recruitment fees. As per the Bangladesh Bureau of Statistics (BSS), workers leaving for Saudi Arabia paid an average of Tk4.1 lakh (approximately $3,465 at current rates) in recruitment fees while earning only Tk32 thousand (270 USD) per month on average. It would therefore take workers over a year just to recover the cost of recruitment – and this is assuming that all earnings are dedicated towards the goal of recruitment cost recovery, and more importantly, that the monthly wages owed are indeed paid properly.

Crucially, Saudi Arabia's labour law prohibits the charging of recruitment fees to migrant workers. However, Bangladesh currently imposes no such restrictions. While, in theory, there is a recruitment fee cap set by the Bangladeshi government at Tk1.6 lakh (1,380 USD) for workers migrating to Saudi Arabia, the aforementioned figure shows that the real recruitment cost in practice is nearly threefold this amount. The gap between legislation and implementation thereby allows recruitment agencies and brokers to continue charging extortionate fees to aspiring but vulnerable migrant workers.

Recognising that recruitment fees are a key source of precarity and exploitative conditions, it is up to Bangladesh to take on the responsibility of ensuring that such fees are eliminated. One can take the bilateral agreement between Nepal and Jordan as an example, which stipulates that the employer is responsible for covering the cost of recruitment. Thus, both the migrant-receiving and the migrant-sending state are liable for ensuring that the fees are not passed on to the workers.

## Post-departure inadequacies: No assists from Labour Attachés

The Government of Bangladesh has established Labour Attachés across some migrant-receiving countries to provide guidance and services to labour migrants in case of exploitation or abuse. However, inadequate resources, limited personnel, and general inefficiency lead to ineffective assistance for migrants. Further, interviews with migrant workers in the Gulf have revealed that Labour Attaché officials are often dismissive of workers' complaints. Many workers report feeling unsupported or ignored, which only exacerbates their vulnerability in exploitative conditions.

A significant responsibility of the Government therefore is to improve the functionality of the existing Labour Attachés and build better communication channels between the Attachés and migrant workers to ensure that they can seek necessary support. In the case of Saudi Arabia, this task is important not just in light of the 2034 World Cup, but also due to the high number of Bangladeshi domestic workers, mostly women, who are highly vulnerable to abuse and exploitation.

## Lessons from the past: A need to centre labour rights and safety

Following the increased labour demand that will accompany Saudi Arabia's winning bid to host the 2034 FIFA World Cup, the outflow of migrant workers from Bangladesh is expected to increase tremendously over the next decade, particularly in the construction sector. Prioritising migrant rights is long overdue, but the announcement of the 2034 World Cup in Saudi Arabia makes it even more imperative that the Government of Bangladesh takes concrete action to prevent exploitation of workers from the side of the migrant-sending country. This entails not merely token reforms to laws, but rather the proper implementation of these laws, international labour standards, and ethical recruitment practices that serve to reduce migrant precarity.

The 2022 FIFA World Cup in Qatar serves as a cautionary tale in this regard for the 2034 Saudi Arabia World Cup. The severely circumscribed rights and mobility prescribed to migrant labour led to highly precarious conditions and exploitation, and even deaths of thousands of migrant workers involved in the preparation of this event. Further, the dearth of action from Bangladesh as a migrant-sending country meant that workers continued to fall prey to unethical recruitment practices within Bangladesh, falsified contracts, and extremely high recruitment fees.

Such practices were not unique to those employed for World Cup 2022 projects alone. Indeed, these conditions have persisted historically in Bangladeshi workers' migration trajectories, making it an even more imperative task for the Government of Bangladesh to address underlying structural issues in relation to the precarity of migrant workers.

The Government should urgently undertake the responsibility of mitigating unethical recruitment practices and the exploitation and financial burden faced by migrant workers, ensuring their safety and fair treatment.

As evidenced by the 2022 FIFA World Cup in Qatar, legal reforms in and of themselves are insufficient tools for ensuring labour rights if not accompanied by a plan for adequate implementation.

This is particularly relevant given that the central migration law in Bangladesh, the Overseas Employment and Migrants Act 2013, was amended last year to introduce some improvements towards protecting migrant rights.

Whether or not the amendment makes a substantial impact in improving the conditions of migrant workers remains to be seen. Such an impact can only occur if the rights of migrant workers are centred in recruitment and migration processes, and not overshadowed by remittance-seeking and other macroeconomic objectives.

Both proactive and reactive measures should be taken throughout the following decade of build-up to the 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia – and beyond – to prevent history repeating itself.

SANJANA PRACHEE RAHMAN IS A POLITICAL SCIENCE PHD STUDENT AT YORK UNIVERSITY IN CANADA

**Disclaimer:** The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

DHAKA FRIDAY DECEMBER 27, 2024
POUSH 12, 1431 BS
The Daily Star

# Rethinking our labour market challenges

Dr Shamsul Arifeen Khan Mamun
*is a professor of economics and is currently attached to the Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE) under the Ministry of Education.*

SHAMSUL ARIFEEN KHAN MAMUN

In a recent report on the labour market of Bangladesh published in *The Daily Star*, one of the key issues highlighted is the mismatch in the labour market, particularly between the oversupply of tertiary graduates and sufficient job creation. However, the concept of a "labour market mismatch," in my view, has become an overused and overly simplistic explanation. This narrative diverts attention from deeper economic challenges, allowing policymakers and employers to shift the blame for unemployment and underemployment onto workers' supposed lack of skills, rather than addressing the systemic issues at play. Education institutions—both colleges and universities—are responsible for the skill mismatch among graduates.

It is well understood that labour market mismatch may occur because of a lack of investment in key industries. When formal sector industries fail to grow or modernise in line with the demands, it is easy to claim that there is a shortage of skilled workers rather than admit that the industry itself is lagging behind in innovation or that the economy has not created enough high-quality jobs. It is asserted that except for the ready-made garment (RMG) industry, other industrial bases such as the information and communication (ICT) sector are still weak in this regard. To be specific, the Asian Development Bank's tracer study on ICT graduates in the country has found that job placement rate is as low as 57.6 percent.

The term "labour market mismatch" is often used as a blanket explanation, which can obscure more critical factors such as low wages and poor working conditions. Even when job vacancies exist, positions remain empty because they fail to meet workers' expectations in terms of pay, benefits and/or job security. This is not a mismatch of skills, but a mismatch between what workers' expectations are and what the employers are willing to offer.

As a consultant for the World Bank, I had the opportunity to conduct a diagnostic analysis of the tertiary education sector in Bangladesh. As part of this effort, the World Bank conducted a tracer survey in 2017 that asked unemployed tertiary graduates whether they had rejected job offers. According to the findings, 26 percent of unemployed graduates reported being offered jobs but having chosen to refuse them. The reasons for refusal varied, with low salaries being the most common (46 percent), followed by poor working conditions (16 percent), unsatisfactory job positions (11 percent), inconvenient job locations (13 percent), and other factors (14 percent).

**One potential initiative is for the government to establish employment centres at the upazila level, under the Department of Labour. These centres could act as bridges between jobseekers and employers, offering job matching services, as well as running reskilling and upskilling programmes to equip recent graduates with the skills that align with current economic demands.**

This data highlights that, in many industries, particularly the informal sector, poor working conditions—such as low wages, lack of job security, and limited benefits—are significant contributors to labour shortage. The issue of low wages is especially pronounced in the informal sector, where there is little standardisation of pay or clear paths for career progression. According to the 2017 World Bank tracer survey, tertiary graduates from colleges were offered an average monthly salary of Tk 15,000, which is insufficient given the rising living costs.

Moreover, many unemployed graduates, particularly those with tertiary education, tend to hold out for public sector jobs, which are seen as more stable and better-paying, rather than accepting lower-paying jobs in the informal sector. This preference for public sector employment can extend their period of unemployment, further complicating the job market dynamics.

Therefore, attributing labour shortages solely to a lack of qualified candidates oversimplifies the issue. The real challenge lies in the quality of jobs being offered. Improving labour standards—through wage reforms, better working conditions, and more robust career pathways—could play a crucial role in addressing these shortages and reducing unemployment among graduates.

In my view, the solution to the labour market challenges requires a multifaceted approach that addresses both the demand and supply sides of the labour market.

First, both the government and the private sector should invest in improved labour market information systems that can connect employers with jobseekers in real time. This would help reduce the gap between job openings and suitable candidates by providing timely, accurate data on available positions and the skills required. One potential initiative is for the government to establish employment centres at the upazila level, under the Department of Labour. These centres could act as bridges between jobseekers and employers, offering job matching services, as well as running reskilling and upskilling programmes to equip recent graduates with the skills that align with current economic demands.

Second, the government should consider formulating and enforcing a minimum wage law that reflects the cost of living across different regions. Establishing minimum wage standards, and ensuring they are periodically adjusted for inflation and regional economic conditions, would make jobs more attractive to workers. This would not only help reduce the perception of a labour market mismatch but will also improve working conditions, creating a more motivated and productive workforce.

While some degree of mismatch may exist, the education system should not be held solely responsible for that. To resolve the labour market dysfunction, the underlying systemic issues must be acknowledged and addressed properly.

কালের কণ্ঠ
২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ । ১১ পৌষ ১৪৩১
২৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

# বিদেশি শ্রমবাজারে বড় ধস

জনশক্তি রপ্তানি

তৌফিক হাসান ▷

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন কর্মী ও ২০২৩ সালে ১৩ লাখ পাঁচ হাজার ৪৫৩ জন কর্মী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আর চলতি বছরের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ লাখ ৭১ হাজার ৪৪১ জন কর্মী বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। চলতি বছর ২০২২ সালের তুলনায় ১৪.৪৮ শতাংশ ও ২০২৩ সালের তুলনায় ২৫.৫৯ শতাংশ কর্মী কম গেছেন।

অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে সিন্ডিকেট, অনিয়ম, প্রতিশ্রুত চাকরি ও বেতন নিশ্চয়তার অভাবে মালয়েশিয়া এবং ওমানের শ্রমবাজার বন্ধ হয়। এ ছাড়া আগস্ট থেকে অঘোষিতভাবে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে। ওমান, দুবাই ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার কারণেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে কর্মী যাওয়ার হার কমেছে। এ ছাড়া জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাবে সে সময় কর্মী যাওয়ার সংখ্যা কমে গিয়েছিল।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষ কর্মী তৈরি ছাড়া কর্মসংস্থান বাড়বে না। নতুন শ্রমবাজার তৈরি ও পুরনো শ্রমবাজার চালু করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলছে, বাজার সম্প্রসারণে নিয়মিত চেষ্টা চলছে। যেহেতু দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে, সেহেতু কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে জোর দিচ্ছে মন্ত্রণালয়।

- গত ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গেছেন ৯ লাখ ৭১ হাজার ৪৪১ জন কর্মী
- ২০২২ সালের তুলনায় ১৪.৪৮ শতাংশ এবং ২০২৩ সালের তুলনায় ২৫.৫৯ শতাংশ কম

**পড়েছে মালয়েশিয়া-ওমান বন্ধের প্রভাব**

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য বলছে, সৌদি আরবের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান ও এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া ছিল বাংলাদেশি কর্মীদের সবচেয়ে বড় পছন্দের স্থান। ওমানে গত দুই বছরে তিন লাখ সাত হাজার ৪৯৫ জন কর্মী গেছেন। এর মধ্যে ২০২২ সালে এক লাখ ৭৯ হাজার ৬১২ জন ও ২০২৩ সালে এক লাখ ২৭ হাজার ৮৮৩ জন কর্মী গেছেন। কিন্তু ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর দুর্নীতি, অনিয়ম ও কাজ না থাকার অভিযোগে বন্ধ হয়ে যায় ওমানের শ্রমবাজার। এরপর আর চলতি বছর এই শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানো সম্ভব হয়নি। তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী ওমান সফর করেন। সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, দক্ষ কর্মী নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওমান সরকার। খুব দ্রুত দক্ষ কর্মী যাওয়া শুরু করবে।

কিন্তু বিএমইটির তথ্য বলছে, চলতি বছর মাত্র ৩৫০ জন কর্মী ওমানে পাড়ি দিয়েছেন। এর মধ্যে শুধু জানুয়ারি মাসেই ৩০২ জন কর্মী ওমান গেছেন। বিএমইটির কর্মকর্তারা বলছেন, এই ৩০২ জন কর্মী হচ্ছেন, যাঁরা গত বছরের অক্টোবর মাসের আগেই ভিসা হাতে পেয়েছেন। অক্টোবর মাসের পর কেউ ভিসা পাননি। আর হাসিনা সরকারের পতনের পর অক্টোবর মাসে ১৮ জন ও ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭ জন কর্মী ওমান গেছেন। বাকি ১৩ জন বিভিন্ন সময় গেছেন।

বিদেশি শ্রমবাজারে বড় ধস

অন্যদিকে ২০১৬ সালের পর ২০২২ সালের আগস্ট মাসে চালু হয় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এরপর দীর্ঘ ২২ মাস চালু থাকার পর ওমানের মতো একই অভিযোগে চলতি বছরের ৩১ মে বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। বিএমইটির তথ্য বলছে, এই ২২ মাসে চার লাখ ৯৪ হাজার ১৮০ জন কর্মী মালয়েশিয়া গেছেন। এর মধ্যে শুধু ২০২৩ সালেই তিন লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন কর্মী মালয়েশিয়া গেছেন। এমনকি চলতি বছর বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিন পর্যন্ত ৯৩ হাজার ১৩৬ জন কর্মী মালয়েশিয়া গেছেন। এরপর আর তেমন কর্মী মালয়েশিয়া পাঠানো যায়নি।

অথচ গত সেপ্টেম্বর মাসে মালয়েশিয়ার পামবাগানে কর্মী নেওয়া হবে বলে জানায় মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশ হাইকমিশন। এ ছাড়া হাসিনা সরকার পতনের পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ঢাকায় এসে ড. ইউনূসকে পাশে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়ে তাঁর দেশে যেতে না পারা ১৭ হাজার বাংলাদেশি নিয়োগ পাবেন। কিন্তু বিএমইটি তথ্য বলে, ৩১ মের পর মাত্র ৯৭৫ জন কর্মী মালয়েশিয়া পাড়ি দিয়েছেন, যার মধ্যে ওই ১৭ হাজার কর্মীর কেউ নেই বলে জানান বিএমইটির কর্মকর্তারা।

**পড়েছে ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব :** জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের ছাত্র আন্দোলনের প্রভাবও শ্রমবাজারগুলোতে পড়েছে। গত আগস্ট মাস থেকে অঘোষিতভাবে বন্ধ রয়েছে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের শ্রমবাজার। বিএমইটির তথ্য মতে, চলতি বছর সংযুক্ত আরব-আমিরাতের শ্রমবাজারে গেছেন ৪৭ হাজার ১৬৩ জন। এর মধ্যে আগস্ট মাস পর্যন্ত এই শ্রমবাজারে ৪৫ হাজার ৭৯৮ জন কর্মী গেছেন। আর আগস্ট মাসের পর থেকে মাত্র এক হাজার ৩৬৫ জন কর্মী সংযুক্ত আরব-আমিরাতের শ্রমবাজারে গেছেন। এ ছাড়া এই সময়টাতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক থাকায় সৌদি আরবসহ অন্য শ্রমবাজারগুলোতে অল্পসংখ্যক কর্মী যেতে পেরেছেন।

**ভরসা সৌদির শ্রমবাজার :** বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো মতে, চলতি বছর বিদেশে পাড়ি দেওয়া ৯ লাখ ৭১ হাজার ৪৪১ জন কর্মীর মধ্যে পাঁচ লাখ ৯৫ হাজার ২৫ জন কর্মী সৌদি আরব গেছেন। অর্থাৎ মূল শ্রমশক্তির ৬০ শতাংশ কর্মী সৌদি আরব পাড়ি জমিয়েছেন। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক সৌদি আরব। দেশটিতে ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এতে কর্মীর চাহিদা নিয়মিত আসছে। তবে সৌদি আরবে কর্মসংস্থানের কারণে জনশক্তি রপ্তানি বড় দেখালেও দেশটিতে যাওয়া কর্মীর বড় অংশ কাজ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

সৌদি আরবের এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'প্রথমে আমাদের সৌদি আরবের শ্রমবাজারে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কারণ সৌদি আরবে এখনো অনেক চাহিদা রয়েছে। তাই সেখানের সমস্যাগুলো আগে ঠিক করতে হবে। এরপর যেসব শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলো পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের যে পদক্ষেপগুলো রয়েছে সেগুলো কার্যকর করতে হবে। সর্বশেষ নতুন কিছু শ্রমবাজার তৈরি করার জন্য আমাদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হবে।'

সৌদি আরবে সমস্যা দূর করার পাশাপাশি মালয়েশিয়া ও ওমানের শ্রমবাজার খোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গাজী মো. শাহেদ আনোয়ার। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়া এবং ওমানের শ্রমবাজারগুলো খোলার চেষ্টা আমাদের অব্যাহত রয়েছে। মালয়েশিয়ার জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনো তারিখ নির্ধারিত হয়নি। আশা করছি আগামী মাসেই আমরা বৈঠকটি করতে পারব।'

দক্ষতার প্রতিযোগিতা বাড়লে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'আমাদের শ্রমবাজারগুলো যেহেতু সঠিক পদ্ধতিতে চলে না, ফলে ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখন বাজার হয়ে গেছে প্রতিযোগিতামূলক বাজার। আমাদের শ্রমবাজারগুলোতে সঠিক পদ্ধতি নির্ণয় করা প্রয়োজন। এরপর প্রয়োজন দক্ষ কর্মী। দক্ষ কর্মী তৈরি না হলে আমরা পিছিয়ে পড়ব।'

কালের কণ্ঠ রবিবার। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

# ১৬৮ দেশের কথা বললেও কর্মী যাচ্ছেন ১০ দেশে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিভিন্ন সরকার ঢালাওভাবে প্রচার করে আসছে যে বাংলাদেশি কর্মীরা ১৬৮টি দেশে কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে প্রতিবছর বেশির ভাগ কর্মী অভিবাসিত হয়ে থাকেন মাত্র ১০টি দেশে। গত পাঁচ বছরে ৯৭ শতাংশ কর্মী ১০টি দেশেই গেছেন। এমনকি চলতি বছর যাওয়া কর্মীর ৯০ শতাংশ মাত্র ছয়টি দেশে অভিবাসিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানী ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করে অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)।

রামরুর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর যাওয়া কর্মীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ সৌদি আরব গেছে। এ ছাড়া মালয়েশিয়ায় ১০.৩০ শতাংশ, কাতারে ৭.৫৬ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে ৫.৭৬ শতাংশ, ইউএইতে ৫.২০ শতাংশ ও জর্দানে ১.৫৪ শতাংশ কর্মী গেছেন।

রামরু বলছে, অর্থনৈতিক অস্থিরতায় অভিবাসন ৩০ শতাংশ কমে গেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৯ লাখ ৬ হাজার ৩৫৫ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। এটি ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ৩০.৮০ শতাংশ কম।

গত এক বছরে বিদেশে নারী কর্মী যাওয়া ২২ শতাংশ কমে গেছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে নভেম্বর পর্যন্ত নারী কর্মীর অংশগ্রহণ ২২ শতাংশ কমেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৫৪ হাজার ৬৯৬ জন নারীকর্মী বিদেশে গেছেন। অর্থাৎ এই সময়ে মোট অভিবাসীর ৬.৩ শতাংশ ছিলেন নারী কর্মী। কভিডের সময় বাদ দিলে গত ১০ বছরে এটি নারী অভিবাসনের সর্বনিম্ন রেকর্ড। শোভন কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তার কারণে নারী কর্মীরা ক্রমেই অভিবাসনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন।

## রামরুর গবেষণা

- চলতি বছর যাওয়া কর্মীর ৯০ শতাংশ গেছে ৬টি দেশে
- চলতি বছর কর্মীর ৬০ শতাংশ সৌদি আরবে গেছে
- অর্থনৈতিক অস্থিরতায় অভিবাসন ৩০ শতাংশ কমে গেছে

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আগের বছরগুলোর মতোই এ বছরও জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাধিকসংখ্যক নারী কর্মী সৌদি আরবে অভিবাসিত হয়েছেন। চলতি বছর সৌদি আরবে গেছেন ৩৫ হাজার ৫৩৮ জন। জর্দানে গেছেন দুই হাজার ১২৪ জন। এ ছাড়া কাতার, যুক্তরাজ্য, ইউএই, কুয়েত, হংকং, জাপানেও নারী কর্মী অভিবাসিত হয়েছেন। তবে হংকং, জাপান ইত্যাদি দেশে যাওয়া নারী কর্মীর সংখ্যা নগণ্য।

রামরুর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে যাঁরা কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ পাড়ি জমিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৪.৫৯ শতাংশ পেশাজীবী, ২৩.৬২ শতাংশ দক্ষ, ১৭.৫৬ শতাংশ আধাদক্ষ ও ৫৪.২৩ শতাংশ স্বল্প দক্ষ কর্মী রয়েছেন। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পেশাজীবী কর্মীর সংখ্যা সব সময় সামান্য ছিল। এ ছাড়া এ বছরের প্রথম সাত মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৫.২ বিলিয়ন ডলার। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ছিল ৯.২২৩ বিলিয়ন ডলার। গত ১১ মাসে রেমিট্যান্সের ধারা অব্যাহত থাকলে এ বছর রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬.৪ বিলিয়ন ডলার। এটি গত বছরের চেয়ে ৩২.৫৪ শতাংশ বেশি। তবে যেসব দেশে অভিবাসন বেশি হয়েছে, সেসব দেশ থেকে রেমিট্যান্স বাড়েনি।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. তাসনিম সিদ্দিকী। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন রামরুর পরিচালক মেরিনা সুলতানা, সিনিয়র অফিসার মো. পারভেজ আলম প্রমুখ।

প্রথম আলো • সোমবার, ২ ডিসেম্বর ২০২৪,

# দুই জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের দুই জেলা চাঁদপুর ও ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে ও গতকাল রোববার এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে গতকাল বিকেলে চাঁদপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সোহেল খান (২৫) নামের এক অটোচালক নিহত হয়েছেন। চাঁদপুর শহরের টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল বালুথুবা পশ্চিম ইউনিয়নের শেখদী গ্রামের আনোয়ার খানের ছেলে। চাঁদপুর সদর মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রাজীব চক্রবর্তী এ ঘটনা নিশ্চিত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে সোহেল ও ইমরান নামের দুই যুবক মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হন। এ সময় চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কের টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে গেলে তাঁদের মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই সোহেল নিহত হন। আহত হন ইমরান। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সোহেলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ইমরানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।

ফেনীর ছাগলনাইয়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মো. কামরুজ্জামান (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে ছাগলনাইয়া পৌর এলাকার শহীদ মিনার-সংলগ্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ছাগলনাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম।

নিহত মো. কামরুজ্জামান নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার মো. নুরুজ্জামানের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। গত শনিবার রাতে কাজ শেষে অফিস থেকে বাসায় যাওয়ার পথে ছাগলনাইয়া শহীদ মিনার এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে কামরুজ্জামানের। পরে হাসপাতালে তিনি মারা যান।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৩ ডিসেম্বর ২০২৪
১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# সাভারে বাস প্রাইভেটকার সংঘর্ষে নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকার সাভারের বলিয়ারপুরে প্রাইভেটকারের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে প্রাইভেটকারের চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন প্রাইভেটকারের আরও দুই যাত্রী। তাদের উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল ও ঢাকার ইবনেসিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া সাত জেলায় প্রাণ গেছে আরও আটজনের। তাদের মধ্যে গোপালগঞ্জে ভ্যানচালকসহ দুই, গাজীপুরের শ্রীপুর ও মাদারীপুরের রাজৈরে দুই নারী, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে মসজিদের মোয়াজ্জিন, পাবনার চাটমোহরে যুবক, ফরিদপুরের নগরকান্দা ও ভোলার চরফ্যাশনে দুই ব্যবসায়ী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**সাভার (ঢাকা) :** সোমবার বেলা ২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের বলিয়ারপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। নিহতরা হলেন—সাভারের নগরকুন্ডা এলাকার ইব্রাহিম, বলিয়ারপুরের সাবেক মেম্বার নাজিমউদ্দীন ও একই এলাকার আব্দুল আলেকের ছেলে মজিবুর। মজিবুর রহমান নিজের গাড়ি নিজেই চালাচ্ছিলেন। আহত দুজন হলেন শাহাবুদ্দিন ও আব্দুল জলিল। প্রাথমিকভাবে আহত ও নিহতদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

**গোপালগঞ্জ :** দুই বাসের সংঘর্ষে এক ভ্যান চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। সোমবার সকাল ১০টায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর শরীফপাড়া বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুরের ফেলু কাজীর ছেলে বাসের মালিক ইলিয়াস কাজী ও যশোরের মনিরামপুর রামনাথপুরের ভ্যান চালক মাসুম মিয়া।

বণিক বার্তা
বুধবার, ডিসেম্বর ৪, ২০২৪

# পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁয় দুটি দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঠাকুরগাঁও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কক্সবাজারে আরো চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**নওগাঁ :** গতকাল ভোরে ট্রাকে খড় নিয়ে নওগাঁ হয়ে রাজশাহী যাচ্ছিলেন চালক সুমন মিয়া (৪০)। পথে মহাদেবপুর উপজেলার রাণীপুকুরে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই চালক সুমন ও হেলপার মারা যান। সুমন মিয়া গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারনাই গ্রামের সামছুল আলমের ছেলে। হেলপারের পরিচয় জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন মহাদেবপুর থানার ওসি হাশমত আলী।

অন্যদিকে সকালে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলেন আবুল কাশেম (৭৫)। এ সময় নওগাঁ শহর অভিমুখী একটি পিকআপ পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। স্থানীয়রা পিকআপটি আটকে দিলেও চালক পালিয়ে যান বলে জানিয়েছেন নওগাঁ সদর মডেল থানার এসআই আবু তাহের।

বণিক বার্তা
সোমবার, ডিসেম্বর ২, ২০২৪

# ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। গতকাল ও আগের দিন রাতে লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, সিলেট, পাবনা, মেহেরপুর ও কক্সবাজারে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**সিলেট :** সুনামগঞ্জের ছাতকে ট্রাক উল্টে অটোরিকশার ওপর পড়ে শিহাব উদ্দিন (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পেশায় অটোরিকশাচালক শিহাব উপজেলার সৈদেরগাঁও ইউনিয়নের বুড়াইরগাঁও হায়াতপুর গ্রামের মৃত নুর ইসলামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সিলেটগামী একটি ট্রাক সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ পয়েন্টে সড়ক ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে অটোরিকশার ওপর পড়ে। এ সময় অটোরিকশার ভেতর থাকা তিনজনের দুজন বেরিয়ে আসতে পারলেও শিহাব ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন। রাত দেড়টার দিকে ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, পুলিশ, স্থানীয় জনতা মিলে তাকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ছাতক থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া হাসান জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

**পাবনা :** ঈশ্বরদীতে ট্রাকের ধাক্কায় নাহিদ প্রামাণিক (২০) নামে এক অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ঈশ্বরদী-পাবনা মহাসড়কের দাশুড়িয়া কালিকাপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাহিদ পাবনা সদর উপজেলার টেবুনিয়ার ছোট মাটিয়া বাড়ি গ্রামের সুমন প্রামাণিকের ছেলে।

পাকশী হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আতিকুর রহমান জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ বিষয়ে থানায় মামলা হয়েছে।

যুগান্তর সোমবার ২ ডিসেম্বর ২০২৪ •
E-mail : sportsjugantor@

# নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর লালবাগ থানাধীন আজিমপুর এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম নয়ন মিয়া। রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রাহাত নামে আরেক শ্রমিক জানান, ভবনের ষষ্ঠ তলায় কাজ করার সময় হঠাৎ উপর থেকে নিচে পড়ে যান নয়ন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত তাকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নয়নের গ্রামের বাড়ি রাজশাহীতে। তার বাবার নাম মো. কামাল উদ্দিন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, লাশ মর্গে রাখা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

## ঈশ্বরদীতে আহত ৪

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় অন্য এক সড়ক দুর্ঘটনায় চার জন আহত হয়েছেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ঈশ্বরদী (পাবনা) সংবাদদাতা: ঈশ্বরদী পৌর এলাকার কাচারীপাড়া মোড়ে ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স মুখোমুখি সংঘর্ষে অ্যাম্বুলেন্সের চালকসহ চার জন গুরুতর আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ থেকে রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি রাজশাহী মেডিক্যালে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় ঐ অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগী ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার মুনসুর আলীর ছেলে আব্দুর রউফ, আব্দুর রউফের স্ত্রী শিউলী বেগম, ছেলে রিজভী এবং চালক ইমরান গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঈশ্বরদী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাৎক্ষণিক তাদের উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিক্যালে পাঠান। ঈশ্বরদী থানার ইনসপেক্টর (তদন্ত) মনিরুল ইসলাম বলেন, 'দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চালক ইমরানের অবস্থা বেশি আশঙ্কাজনক।' দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৪
২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# নকলায় ট্রাকচাপায় নানি-নাতি নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

শেরপুরের নকলায় রাস্তা পারের সময় ট্রাকচাপায় নানি-নাতি প্রাণ হারিয়েছেন। উপজেলার ধুকুড়িয়া পশ্চিম পাড়া এলাকায় ময়মনসিংহ-নালিতাবাড়ী আঞ্চলিক সড়কে মঙ্গলবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্য ফাহিম আহাম্মদ জিদান নিহত হয়েছেন। এছাড়া নয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ১০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এদের মধ্যে ঢাকায় ভ্যানচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিক্ষক, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে দুই শিক্ষার্থী, ফরিদপুরে তরুণ, নীলফামারীতে নৈশপ্রহরী, নাটোরে বৃদ্ধা, রংপুরে শিশু এবং চুয়াডাঙ্গায় চালকসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**ময়মনসিংহে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু**

**সড়কে নয় স্থানে ঝরল আরও ১০ প্রাণ**

**ঢাকা উত্তর :** সাভারে ট্রাকচাপায় ভ্যানচালক রাব্বি হাওলাদার নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাব্বি বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার রঙুনাথপুরের রিয়াজ হাওলাদারের ছেলে। এছাড়া এদিন বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কায় ১০ যাত্রী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সাভারের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল।

**শেরপুর :** নিহত সিন্দুরী বেগম উপজেলার ধুকুড়িয়া পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃত কফিল উদ্দিনের স্ত্রী আর নাতি তাসলিম ওই এলাকার রেফাজ উদ্দিনের ছেলে। তারা নানি-নাতি বিকালে রাস্তা পার হতে লাগলে দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাসলিম। আর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার প্রাণ হারান নানি সিন্দুরী বেগম। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

**গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) :** পুলিশ সদস্য জিদানের বাড়ি পার্শ্ববর্তী নান্দাইল উপজেলার মহেশ কুড়া গ্রামে। তার বাবার নাম রুহুল আমিন। মঙ্গলবার রাতে গফরগাঁওয়ের ভারইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) :** বাঞ্ছারামপুরে গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন শিক্ষক আব্দুল সামাদ ওসমানী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আব্দুল সামাদ দরিয়াদৌলত দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার রুথারপুড্ডা এলাকায়।

**শ্রীপুর (গাজীপুর) :** শ্রীপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে স্কুলছাত্র সাব্বির হোসেন মারা গেছে। বুধবার সকালে উপজেলার টেংরা-জৈনা বাজার আঞ্চলিক সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাব্বির উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের বেকাসাহারা গ্রামের সোহেল মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় নওয়াব আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। সকালে সাব্বির ও তার বন্ধু মোটরসাইকেলে পাশের গ্রামে খেজুরের রস খেতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

**চট্টগ্রাম (ফটিকছড়ি) :** ফটিকছড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী জুবায়েরের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে ফটিকছড়ি পৌরসভার রাঙামাটিয়া রাবার বাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জুবায়ের কাঞ্চনগর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের খোরশেদ সওদাগরের ছেলে।

**ফরিদপুর :** সদরপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তরুণ আশরাফুল আলম আশিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার স্কাউট অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আশিক সদরপুর উপজেলা সদর ইউনিয়নের দশহাজার গ্রামের ফজলুর রশিদের ছেলে।

**সৈয়দপুর (নীলফামারী) :** পিকআপের চাকায় পিষ্ট হয়ে নৈশপ্রহরী সামসুল হকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সামসুলের বাড়ি সৈয়দপুর শহরের ইসলামবাগে। সৈয়দপুর-নীলফামারী বাইপাস সড়কে অবস্থিত আহমেদ ফ্লাইউড কারখানায় নৈশপ্রহরী হিসাবে কাজ করতেন সামসুল। রাতের ডিউটি শেষ বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

**বড়াইগ্রাম (নাটোর) :** বড়াইগ্রামে মোটরসাইকেল-ভ্যান সংঘর্ষে বৃদ্ধা জরিনা বেগম প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার ইকড়ী পঞ্চগ্রাম কবরস্থানের সামনে আহম্মেদপুর-গুরুদাসপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জরিনা বেগম বড়াইগ্রাম ইউনিয়নের মাড়িয়া গ্রামের নবীর উদ্দীনের স্ত্রী।

**পীরগঞ্জ (রংপুর) :** পীরগঞ্জে অটোর ধাক্কায় পাঁচ বছর বয়সি শিশু মোজাহিদ মিয়া নিহত হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার ধনশালা দক্ষিণপাড়ায় পীরগঞ্জ-চতরা সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোজাহিদ ওই গ্রামের তাহেরুল ইসলামের ছেলে। রাস্তা পার হতে গেলে সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

**চুয়াডাঙ্গা :** চুয়াডাঙ্গায় দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—সদর উপজেলার হরিশপুর গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে আলমসাধু চালক সেলিম ও জীবননগর উপজেলার কর্চাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল্লাহ গাজীর মেয়ে শিশু রাফিয়া খাতুন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ি ও জীবননগরের কর্চাডাঙ্গায় দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। আলমসাধু উলটে চালক সেলিম ও গাড়ির ধাক্কায় রাফিয়া মারা যায়।

যুগান্তর
শুক্রবার ৬ ডিসেম্বর ২০২৪
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চন্দনাইশে যুবক, কলমাকান্দায় শ্রমিকের মৃত্যু

চন্দনাইশ ও কলমাকান্দা প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আজগর নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজের পাওয়ার হাউজ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি চন্দনাইশ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের নবী আলমের ছেলে। স্থানীয়দের ধারণা, ৭-৮ দিন আগে আজগর গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজ পাওয়ার হাউজে তার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যায়। এদিকে নেত্রকোনার কলমাকান্দায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জামিল মিয়া নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলার পোগলা ইউনিয়নের চন্দনকান্দি গ্রামের একটি ফিশারিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জামিল ওই গ্রামের জামাল মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, দুপুরে ফিশারিতে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক পাম্পের তারে জড়িয়ে পড়ে। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# সোনারগাঁওয়ে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় অটোরিকশা চালক নিহত

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বেপরোয়া গতির এক কাভার্ড ভ্যানে চাপা পড়ে একজন অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সোনারগাঁও থানার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অটোরিকশা চালকের নাম নিতাই বর্মণ। তিনি সোনারগাঁওয়ে বৈদ্যেরবাজার সাতভাইয়াপাড়া গ্রামের উমেষ বর্মণের ছেলে। ঘটনার পর পরই স্থানীয়রা কাভার্ড ভ্যান চালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। সোনারগাঁও থানার ওসি মো. আব্দুল বারী জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে চালককে। থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

বণিকবার্তা
শনিবার, ডিসেম্বর ৭, ২০২৪

# সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জেলায় ১৩ জন নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের ৯ জেলায় ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতের এসব দুর্ঘটনায় দিনাজপুরে তিনজন, মুন্সিগঞ্জে পৃথক দুই দুর্ঘটনায় দুজন, কুড়িগ্রামে দুজন, যশোর, টাঙ্গাইল, নাটোর, ভোলা, বগুড়া ও বরিশাল জেলায় একজন করে নিহত হয়েছেন।

দিনাজপুর: জেলার বীরগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। গতকাল উপজেলার ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কের যদুরমোড় নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত বাসের চালক আব্দুল করিম ও ট্রাকচালকের নাম আনোয়ার।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক সাহিদুর ইসলাম জানান, সকালে ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী যাত্রীবাহী হেরিটেজ পরিবহন এবং ধান বোঝাই একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। হতাহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় কয়েকটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল গফুর বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের দল আহতদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

ইত্তেফাক
শনিবার
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# মেঘনায় ট্রলার ডুবে দুই জেলের মৃত্যু

■ হাতিয়া (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ট্রলার ডুবির ঘটনায় দুই জেলের লাশ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। এখনো আরো দুই জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। ২০ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে হাতিয়ার বুড়ির দোনা ঘাটের দক্ষিণে মেঘনা নদীতে এ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হাসেম (৪৫) বুড়িরচর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আব্দুল আলীর ছেলে এবং মো. জুয়েল (২৬) একই এলাকার মো. মোস্তফার ছেলে। তারা সম্পর্কে মামা-ভাগনে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে ২৪ জন জেলে নিয়ে হাতিয়ার বুড়ির দোনা ঘাটের দক্ষিণে মেঘনা নদীতে বিন্দী জাল বসানোর জন্য গিয়েছিল রবিয়ল মাঝির ট্রলার। শুক্রবার ভোরে ডুবো চরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তাদের ট্রলারটি উলটে যায়। এ সময় ২০ জন জেলে সাঁতরে উপরে উঠলেও চার জন উঠতে পারেনি। পরে স্থানীয়রা গিয়ে ট্রলারের ভেতরে থাকা দুই জনের লাশ উদ্ধার করে। দেলোয়ার ও ইরান নামের অন্য দুই জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

এই বিষয়ে উপজেলা মৎস্য অফিস এবং নলচিরা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ টিটু কুমার নাথ জানান, তাদের একটি টিম ঘটনাস্থলে গেছে। ইতিমধ্যে মৃত জেলেদের পরিবারে সঙ্গে কথা হয়েছে। লাশ দাফনের প্রক্রিয়া চলছে। নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# সড়কে দুই বন্ধুসহ নিহত ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সাতজন। বুধবার রাত থেকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর-

চট্টগ্রাম : সমুদ্র সৈকত থেকে বাড়ি ফেরার পথে কভার্ডভ্যানচাপায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাঁশবাড়িয়ার বার আউলিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ফেনী উপজেলার মোহাম্মদ ইউনুস (১৮) ও পূর্ব ছাগলনাইয়ার মোহাম্মদ শাহজালাল (২১)। ঠাকুরগাঁও : পীরগঞ্জে মহেন্দ্র ট্রাক্টর ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হারুন অর রশিদ ও আবদুল খালেক নামে দুই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে উপজেলার চাপোর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের বাড়ি দিনাজপুরের কাহারোলে। গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে বাসচাপায় ত্রিমন বালা (৩০) নামে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের চামটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের বাড়ি মুকসুদপুর উপজেলায়। মাদারীপুর : মাদারীপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে সৈকত মন্ডল (১৭) নামে এক কিশোর। গতকাল দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের সদর উপজেলার কাঠেরপোল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সৈকত সদর উপজেলার চৌহদ্দি গ্রামের সত্য রঞ্জন মন্ডলের ছেলে। রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে কভারভ্যান চাকায় পিষ্ট হয়ে নিতাই বর্মণ (২৫) নামের এক অটো চালকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় সোনারগাঁ থানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নিতাই উপজেলার সাতভাইয়া পাড়া এলাকার উমেশ বর্মণের ছেলে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার ৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# সড়কে প্রাণ গেল ৯ জনের

**বীরগঞ্জে কোচ-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত :** দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে বীরগঞ্জে হেরিটেজ পরিবহন ও ধানবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২০ জনের বেশি। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় বীরগঞ্জ উপজেলার যদুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বীরগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর গাড়ির ভেতরে চাপা পড়া অবস্থায় তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত আটজনকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতরা হলেন- হেরিটেজ পরিবহন বাসের চালক পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার আমজাদ আলীর ছেলে আবদুল করিম (৩০) ও ট্রাকের চালক পঞ্চগড় সদর উপজেলার আহমদপুর বাজার এলাকার আনোয়ার হোসেন (২৮) এবং হেরিটেজ পরিবহনের যাত্রী ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল থানার সুন্দরই গ্রামের মৃত রেজাউল করিমের স্ত্রী হাসিনা বেগম (৩৫)।

বীরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল গফুর জানান, দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক মহাসড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৮ ডিসেম্বর ২০২৪

# দাউদকান্দিতে তিন জনসহ সড়কে ঝরল ১৩ প্রাণ

## সাজেকে পর্যটকবাহী জিপ উলটে আহত ১০

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দাউদকান্দিতে তিন জনসহ বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে সাজেকে পর্যটকবাহী জিপ খাদে পড়ে ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার ও শুক্রবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

রাউজান (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা : চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কে বেপরোয়া গতির ট্রাকের ধাক্কায় মো. আবদুল কাদের (৩১) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে রাউজান পৌরসভার বেরুলিয়ার দায়েরঘাটা এলাকায়

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা : আক্কেলপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানবোঝাই একটি ট্রাক্টর উলটে পুকুরে পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে আক্কেলপুর-সান্তাহার সড়কের কাঁঠালবাড়ি কবিরের মোড়ে। নিহত ট্রাক্টর চালক সামছুল ইসলাম (৩৮) বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার পূর্ব ঢাকা রোড সিংড়াপাড়া গ্রামের জবিবর রহমানের ছেলে। আক্কেলপুর থানার ওসি মইনুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বণিকবার্তা রোববার, ডিসেম্বর ৮, ২০২৪

# কুমিল্লায় পাঁচজনসহ সড়কে ঝরল ১১ প্রাণ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঝালকাঠিতে আরো ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। অন্যদিকে রাঙ্গামাটিতে জিপ উল্টে ১০ পর্যটক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**কুমিল্লা:** দাউদকান্দির শায়েস্তানগরে ইটবোঝাই ট্রাক্টরকে ধাক্কা দেয় ঢাকাগামী আল-আরাফা পরিবহনের একটি বাস। এতে ট্রাক্টরটি উল্টে ইটভাটা শ্রমিক উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে বোরহান (২৮) ও জামালপুর সদর উপজেলার সৈয়দ আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৩২) নিহত হন।

গৌরীপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক মো. হেলাল জানান, মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িগুলো আটক করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দৌলতপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন ডলি আক্তার (৩০), জিয়ানা আক্তার (১১) ও জাহানারা বেগম (৬০)। তারা সবাই পাশের বাসরা গ্রামের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ডলি আক্তার ঘটনাস্থলে মারা যান। বাকি দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।

**জয়পুরহাট:** আক্কেলপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানবোঝাই একটি ট্রাক্টর উল্টে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে আক্কেলপুর-সান্তাহার সড়কের কাঁঠালবাড়ী কবিরের মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সামছুল ইসলাম (৩৮) বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার পশ্চিম সিংড়া গ্রামের জবিবর রহমানের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আক্কেলপুর থানার ওসি মইনুল ইসলাম।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সামছুল ক্ষেতলাল বাজার থেকে ট্রাক্টরে ধান নিয়ে বগুড়ার সান্তাহারে যাচ্ছিলেন। পথে উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের কাঁঠালবাড়ি কবিরের মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের মুখোমুখি পড়ে যান। এ সময় ট্রাককে সাইড দিতে গেলে ট্রাক্টরের চাকা ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আক্কেলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আক্কেলপুর থানার ওসি মইনুল ইসলাম জানান, চাকা ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটি পুকুরে উল্টে পড়ে। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেননি।

ইত্তেফাক
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৮ ডিসেম্বর ২০২৪

## এসি মেরামত করতে গিয়ে ভবন থেকে পড়ে মিস্ত্রির মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে একটি ভবনে এসি মেরামতের সময় নিচে পড়ে মো. ইউসুফ (১৮) নামের এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, নিহত ইউসুফের পিতার নাম আব্দুল করিম। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা থানা এলাকায়। ইউসুফ কামরাঙ্গীরচর এলাকায় থাকতেন। ইউসুফের সহযোগী রুবেল জানান, কামরাঙ্গীরচর রনি মার্কেটের চতুর্থ তলায় এসি মেরামত করছিলেন তারা। এ সময় ইউসুফ অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত ঢামেকে আনা হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকাল ৪টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক হোসেন জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৭ ডিসেম্বর ২০২৪
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## সাভারে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভারে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। এলাকাবাসী জানায়, শুক্রবার সকালে বনগাঁও ইউনিয়নের সাধাপুর পুরানবাড়ি এলাকায় এমএম হারবাল ফ্যাক্টরিতে কারখানার শ্রমিক রাকিব গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার পর থেকে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে পালিয়েছে মালিকপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেছে। অপরদিকে সাভারের বাজার রোডে কাজ করার সময় তিনজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আইজ উদ্দিন নামের এক শ্রমিক মারা যায়।

যুগান্তর
রোববার ৮ ডিসেম্বর ২০২৪
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## কামরাঙ্গীরচরে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের রনি মার্কেট এলাকায় চারতলা ভবন থেকে পড়ে ইউসুফ (১৭) নামে এক শ্রমিক মারা গেছে। শনিবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে।

ওই শ্রমিক ভবনে এসি লাগানোর সময় নিচে পড়ে যায় বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ইউসুফের বাড়ি শরীয়তপুরে। কামরাঙ্গীরচর টেকেরহাটি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত সে।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৮ ডিসেম্বর ২০২৪

## যুবকের লাশ উদ্ধার ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর কদমতলীর একটি বাসা থেকে গতকাল শনিবার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মো. তানজিল (২৩) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুপুরে কামরাঙ্গীর চরের রনি মার্কেট এলাকার ভবন থেকে পড়ে মো. ইউসুফ (১৬) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কদমতলী থানার উপপরিদর্শক শেখ আকতার ইসলাম জানান, নিহত তানজিল চাঁদপুরের মতলব উপজেলার মধ্য হাজীপুর গ্রামের মো. নবী হোসেনের ছেলে। তিনি কদমতলীর দক্ষিণ দনিয়া শাহী মসজিদ রোডের একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন।

এদিকে কামরাঙ্গীর চরের রনি মার্কেট এলাকার ভবন থেকে পড়ে নিহত ইউসুফ শরীয়তপুরের জাজিরা থানাধীন মো. আব্দুল করিমের ছেলে। সে কামরাঙ্গীর চর এলাকায় থাকত এবং এসি মেরামতের কাজ করত।

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৫, ২০২৪

## সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের

**ময়মনসিংহ:** গফরগাঁও-ভালুকা সড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে ফাহিম আহাম্মদ জিদান (২২) নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোরিকশাচালকসহ বেশ কয়েকজন। নিহত জিদান নান্দাইল উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের মহেশকুড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনের ছেলে। তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) দক্ষিণ ভাটারা থানায় কর্মরত ছিলেন। গতকাল বিকালে গফরগাঁও থানার ওসি শিবিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অটোরিকশাটি উল্টে পড়ে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥

# চার জেলায় সড়কে সাত প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

হবিগঞ্জে ঘন কুয়াশায় ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত ও আহত হয়েছেন ১০ জন। এ ছাড়া চার জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে আরও পাঁচজনের। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **হবিগঞ্জ :** ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ঘন কুয়াশার মধ্যে চলন্ত ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাস্থলেই মারা যান বাসের দুই যাত্রী। আহত হয়েছেন ১০ জন। মহাসড়কের কান্দিগাঁও নাঈমা ফিলিং স্টেশনের সামনে শনিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের একজন নরসিংদীর পূর্ব ব্রাহ্মন্দী গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে মেহেদী হাসান শ্রাবণ (২৫)। অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। **বগুড়া :** নন্দীগ্রামে শনিবার রাতে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- নন্দীগ্রামের হাটুয়া আলাইপুর গ্রামের হরেরাম সাহার ছেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক জিতেন্দ্র নাথ সাহা (৪৫)। অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। **চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** কানসাট মিলিকমোড়ে ট্রাকচাপায় জাহানারা বেগম (৬০) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারী নিহত হয়েছেন। তিনি শিবগঞ্জ উপজেলার সেলিমাবাদ বেকিমোড় এলাকার ওয়াজেদ আলীর মেয়ে। **চুয়াডাঙ্গা :** আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালীতে গতকাল দুপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছেন খবির উদ্দিন (৪৫) নামে একজন দিনমজুর। খবির আলমডাঙ্গার বড় হাপানিয়া গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে। **ভাঙ্গা :** ফরিদপুরের ভাঙ্গায় শনিবার বিকালে মোটরসাইকেল-ট্রাক সংঘর্ষে আহত আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম রমজান খান তৌকির (২৩)। এর আগে দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন মোটরসাইকেল চালক ইমন খালাসী (২২)। ইমন ও রমজান দুজন বন্ধু। **কুতুবদিয়া :** কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপজেলায় গতকাল দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১০ ডিসেম্বর ২০২৪
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# চাঁপাইয়ে বাবা-ছেলেসহ প্রাণ গেল ৪ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ চার জন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া সাত জেলায় প্রাণ গেছে আরও আটজনের। তাদের মধ্যে নওগাঁর মান্দায় প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী, রাজধানী ও মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে দুই পথচারী, মৌলভীবাজারের কমলনগরে বৃদ্ধা, নীলফামারীর ডোমার ও বাগেরহাটের ফকিরহাটে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, ফরিদপুরের মধুখালীতে বাসের হেলপার রয়েছে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়কের ফুলতলা মোড়ে সোমবার বিকালে ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। অপর আরোহীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার ধোবড়া গ্রামের মিজানুর রহমান ও তার ছেলে সাগর আলী। গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নের তেঁতুলতলা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানচালক বাবর আলী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার নজিরপুর পাথরপুজা গ্রামের খোদা বখশের ছেলে। ওই ট্রাকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুপুর আড়াইটায় রহনপুর পৌর এলাকার কলোনির মোড়ে দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে চাপা দিলে তারা গুরুতর আহত হন। আহতরা হলেন—নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার গাঙ্গর এলাকার নাদিম ও তুষার। এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের হরিপুরে ট্রাকচাপায় এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ছিগ্রাম লাইনপাড়ার আনসার আলীর ছেলে রাজু আহমেদ।

**নওগাঁ ও মান্দা :** মান্দা উপজেলায় বাস ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। সোমবার বিকাল ৪টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের মোহাম্মদপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—জেলার সাপাহার চৌধুরীপাড়ার এনামুল হক চৌধুরীর ছেলে আলভী রব্বানী জিসান ও একই এলাকার আব্দুল জব্বারের ছেলে মাহিন আহমেদ সাগর।

**ঢাকা :** কাওরানবাজারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক পথচারী অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। তার পরনে ছিল চেক লুঙ্গি ও পুরাতন সোয়েটার। রোববার রাত সাড়ে ১০টায় এ ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলটির চালকসহ এক আরোহী।

**শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) :** শ্রীনগরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। রোববার রাত ৯টার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলা ষোলগড় বাসস্ট্যান্ডে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মো. রমিজ শেখ নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় মোটরসাইকেলের চালক বাদশা মিয়া ও আরোহী টিটু শেখ আহত হন। নিহত রমিজ শেখ উপজেলার ষোলঘর সরকারপাড়ার বাসিন্দা। তিনি ষোলঘর একেএসকে উচ্চবিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী ছিলেন। অপরদিকে সোমবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার মাসুরগাঁওয়ে বাসের পেছনে আরেকটি বাস ধাক্কা দিলে বাস দুটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে দুই বাসের অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়।

**কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) :** কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগর ইউনিয়ন মৌলভীবাজার রোডে ব্র্যাক অফিসে সামনে সোমবার দুপুরে সড়ক পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী গুরুতর আহত হন।

**ডোমার (নীলফামারী) :** ট্রাকের ধাক্কায় সেলিম আহমেদ নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার পশ্চিম বোড়াগাড়ীর কাকতলী গ্রামের সোলেমান আলীর ছেলে। সোমবার বিকালে নীলফামারীর ডোমার উপজেলার শহরের পোস্ট অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**বাগেরহাট :** ফকিরহাটে বাসের ধাক্কায় আশরাফুল নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে ফকিরহাটের বনফুল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে খুলনা-মাওয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**ফরিদপুর ও মধুখালী :** মধুখালী উপজেলার মাঝকান্দি এলাকায় সোমবার বেলা ১টার দিকে দুই গাড়ির ধাক্কায় বাস খাদে পড়ে একজন নিহত ও কমপক্ষে সাতজন আহত হয়েছেন। নিহত বাসের হেলপার মো. মিলন ফরিদপুর পৌরসভার টেপাখোলা এলাকার বাসিন্দা। এ সময় আহত হন গাড়ি চালক মো. ইসমাইল।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 10 December 2024

# ৩ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে দুই জন, বগুড়ার আদমদীঘিতে ভটভটি ও অটোরিকশার সংঘর্ষে এক অটোরিকশা চালক এবং চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজি অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী লিমন পরিবহনের একটি বাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গত শনিবার দিনগত রাত দেড়টায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ রুদ্রগ্রাম এলাকাধীন নাঈমা ফিলিং স্টেশনের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত একজন হলেন লিমন পরিবহনের বাসের হেল্পার জেলার নরসিংদী উপজেলার পূর্ব ব্রাহ্মন্দী এলাকার মো. কামাল হোসেনের ছেলে মেহেদী হাসান শ্রাবণ। অপর নিহত বাসে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. আবু তাহের দেওয়ান জানান, দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের মধ্যে একজনের আত্মীয়রা এসে তার পরিচয় শনাক্ত করছেন। অপর জনের পরিচয় এখনও শনাক্ত হয়নি। দুর্ঘটনা কবলিত বাস গাড়িটি শেরপুর হাইওয়ে থানার হেফাজতে আছে।

আদমদীঘি (বগুড়া) : বগুড়ার আদমদীঘিতে ভটভটি ও অটোরিকশার সংঘর্ষে আব্দুল মতিন নামে অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় সান্তাহার পূর্ব-ঢাকা রোড এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দল মতিন উপজেলার কুন্দগ্রাম ইউনিয়নের শিববাটি কান্তারপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে। আদমদীঘি থানার ওসি এসএম মোস্তাফিজুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাউজান (চট্টগ্রাম) : চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজি অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় মো. আবদুল কাদে নামে সিএনজি অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। গত শনিবার সকালে রাউজান পৌরসভার বেরুলিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুল কাদের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ডিসেম্বর ২০২৪

# জিগাতলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর হাজারীবাগের জিগাতলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোহাম্মদ শহীদ (৬০) নামে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় সহকর্মীরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের বাড়ি রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাহাদুরপুর গ্রামে। এলিফ্যান্ট রোডের বাটার সিগন্যালে এসকে গলিতে স্ত্রী, দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

নিহতের দূর সম্পর্কের আত্মীয় মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া জানান, শহীদ নিজের রিকশাভ্যানে মালামাল পরিবহনের কাজ করেন। গতকাল দুপুরে দিকে জিগাতলা কাঁচা বাজার-সংলগ্ন একটি পোশাককারখানার দ্বিতীয় তলায় লোহার পাইপ জানালা দিয়ে নিচে নামানোর সময় সড়কের পাশে বৈদ্যুতিক লাইনে পাইপটি স্পর্শ হয়। এতে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

বুধবার, ডিসেম্বর ১১, ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ ২৬, ১৪৩১ বণিক বার্তা

# তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় কিশোরগঞ্জ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**কিশোরগঞ্জ :** জেলার কুলিয়ারচরে মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিন যাত্রী। গতকাল সকাল ৭টার দিকে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের আলী আকবরী এলাকার নাহার ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কুলিয়ারচর উপজেলার রামদি এলাকার আবু আল হেলাল (৪৯), অন্যজন একই উপজেলার দাড়িয়াকান্দি এলাকার সিএনজি চালক মো. আবুল কালাম।

ভৈরব হাইওয়ে থানার ওসি মো. সাজু মিঞা জানান, কিশোরগঞ্জ থেকে ভৈরবমুখী একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সিএনজির চালকসহ দুজন নিহত হন। আহতদের বাজিতপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

**নাটোর :** নলডাঙ্গায় অটোরিকশার ধাক্কায় ফাতেমা খাতুন নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার বাঁশিলা ইছলাপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফাতেমা খাতুন বাঁশিলা ইছলাপাড়া গ্রামের সেলিম সরদারের মেয়ে ও রিয়াজুল জান্নাত একাডেমির শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) মোনোয়ার হোসেন।

নিহতের পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে ওসি জানান, ফাতেমা খাতুন বাড়ির সামনে রাস্তা পার হচ্ছিল। এ সময় পাটুল থেকে নলডাঙ্গা বাজারগামী একটি অটোরিকশা তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে ও নিহত শিশুর পরিবারের সদস্যদের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** ট্রলির নিচে চাপা পড়ে কামরুল আলী ভুট্টু (৫৫) নামে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বিদিরপুর পুলপাড়া উলফুজ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সদর মডেল থানার ওসি রইস উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | বুধবার ১১ ডিসেম্বর ২০২৪
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# স্কুলঘর রঙ করে ফেরার পথে নিহত তিন যুবক

যুগান্তর ডেস্ক

স্কুলঘরে রঙয়ের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেল-ট্রাক সংঘর্ষে নওগাঁয় তিন যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে জেলার মান্দা উপজেলার দেলুয়াবাড়ী-চৌবাড়ীয়াহাট আঞ্চলিক সড়কের বাঁকাপুরে দুর্ঘটনাটি। পটুয়াখালীর বাউফলে শ্বশুরবাড়ির জন্য মিষ্টি কিনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে নববিবাহিত যুবকের। এছাড়া চার স্থানে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে কিশোরগঞ্জে ব্যবসায়ীসহ দুজন, নারায়ণগঞ্জে অটোচালক, বগুড়ায় কলেজছাত্র এবং নাটোরে শিশু রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পটুয়াখালীতে মিষ্টি কিনতে যাওয়ার পথে নববিবাহিত যুবকের মৃত্যু

**মহাদেবপুর (নওগাঁ) :** নিহতরা হলেন—মহাদেবপুর উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের মাজেদ আলীর ছেলে শাকিল হোসেন, কালুশহর গ্রামের মৃত আ. লতিফের ছেলে জাহিদুল ইসলাম ও মান্দা উপজেলার সতিহাটের নুর আলম। পেশায় তারা তিনজনই রংমিস্ত্রি। চৌবাড়িয়ায় স্কুলঘর রং করে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তারা। ওই স্থানে পৌঁছলে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে একজন এবং আহতাবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজন মারা যান।

**বাউফল (পটুয়াখালী) :** নিহত যুবক ইকবাল হোসেন ভেন্ডেলপার কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তিনি উপজেলার সূর্যমনি ইউনিয়নের ইন্দ্রকুল গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে। দুদিন আগে পাশের গ্রামের বিথী নামে তরুণীকে বিয়ে করেন তিনি। সোমবার বন্ধুদের নিয়ে মোটরসাইকেলে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য স্থানীয় নুরাইনপুর বাজারে মিষ্টি কিনতে যাচ্ছিলেন। পথে মাহেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান।

**কিশোরগঞ্জ :** মাইক্রোবাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—কুলিয়ারচর উপজেলার রামদি গ্রামের জুতা ব্যবসায়ী হেলাল ভূঁইয়া এবং একই উপজেলার দাঁড়িয়াকান্দি এলাকার অটোচালক। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকালে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের কুলিয়ারচর উপজেলার আলী আকবরী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) :** বন্দরে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে অটোচালক মাসুদ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে মদনপুর- মদনগঞ্জ সড়কের নয়ামাটি ভাওতি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাসুদ বন্দরের ধামগড় ইউনিয়নের কুড়িপাড়া খালপাড় এলাকার আবদুল মালেকের ছেলে।

**বগুড়া :** ট্রাকচাপায় কলেজশিক্ষক জহুরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে শহরের গোদারপাড়ায় সেফওয়ে মোটেলের সামনে বগুড়া-নওগাঁ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিক্ষক জহুরুল ইসলাম জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল. উপজেলার বানিয়া চাপড় গ্রামের মৃত সামস উদ্দিনের ছেলে। তিনি বগুড়ার শিবগঞ্জ বিএম কলেজের প্রভাষক ছিলেন।

**নাটোর :** নলডাঙ্গায় স্কুলে যাওয়ার সময় অটোর ধাক্কায় শিশু ফাতেমা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বাঁশিলা গ্রামের মসজিদ মোড়ে নলডাঙ্গা-শেরকোল সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফাতেমা ওই উপজেলার বাঁশিলা ইছলাপাড়া গ্রামের সেলিম সরদারের মেয়ে। সে ওই গ্রামের রিয়াজুল জান্নাত একাডেমির শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী।

যুগান্তর
রোববার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# পল্লবীতে গ্যাসের আগুনে দগ্ধ আরও ১ জনের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পল্লবীতে গ্যাসের আগুনে দগ্ধ আরও একজন মারা গেছেন। তার নাম মোছা. স্বপ্না বেগম। তিনি পেশায় গার্মেন্টস কর্মী। শুক্রবার বিকালে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে মারা যান তিনি। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। স্বপ্নার শরীরের ১৪ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।

এ নিয়ে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫। তারা হলেন একই পরিবারের আব্দুল খলিল, তার স্ত্রী রুমা আক্তার ও দুই ছেলে মোহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ। এ ছাড়া স্বপ্নার স্বামী শাহজাহানকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৪ নভেম্বর পল্লবী থানাধীন মিরপুর-১১ নম্বরের 'সি' ব্লকের একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৫ জনসহ ৭ জন দগ্ধ হন। তাদেরকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দগ্ধ খলিলের ভায়রা ভাই আব্দুল হালিম জানান, বাসায় কোনোভাবে পুরো কক্ষটি গ্যাসে আচ্ছন্ন হয়েছিল। মশার উৎপাতের কারণে খলিল রাত ৩টার দিকে কয়েল ধরানোর জন্য দিয়াশলাই ধরাতেই আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে তারা সবাই দগ্ধ হন। আশপাশের লোকজন তাদেরকে ভোরে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসেন।

শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৩, ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ ২৮, ১৪৩১ বণিক বার্তা

# ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১০ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গাজীপুরে ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মাঝে চাপা পড়ে অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় যশোর, মাগুরা, পঞ্চগড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফরিদপুরে আরো ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**মাগুরা :** যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আনোয়ার বিশ্বাস (৫০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার শিমুলিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক সদর উপজেলার নরসিনহাটি গ্রামের আকবর বিশ্বাসের ছেলে।

**পঞ্চগড় :** মোটরসাইকেলের ধাক্কায় কালু মিঞা (৮০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে মারা যান তিনি। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় পঞ্চগড় সদর ইউনিয়নের জগদল এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** বাসচাপায় মোহাম্মদ ফয়সাল মিয়া (২০) নামে এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশার দুই যাত্রী। গতকাল দুপুরে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফয়সাল মিয়া রামরাইল ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের মধ্যপাড়ার মৃত মাহফুজ মিয়ার ছেলে। বাসচালক তৌহিদুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মোজাফফর হোসেন।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. মারগুব তৌহিদ জানান, সিলেট অভিমুখী বিআরটিসির একটি বাস বিপরীতমুখী অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক মারা যান।

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১২, ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ ২৭, ১৪৩১ বণিক বার্তা

# হবিগঞ্জে চারজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মাইক্রোবাস, ডাম্প ট্রাক ও পিকআপের ত্রিমুখী সংঘর্ষে হবিগঞ্জেই নিহত হয়েছেন চারজন। এছাড়া কুড়িগ্রামে তিনজন, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত নয়জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**হবিগঞ্জ :** জেলার মাধবপুরে মাইক্রোবাস, পিকআপ ও ডাম্প ট্রাকের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে। এতে শিশুসহ নিহত হয়েছে চারজন। আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসে থাকা আরো চারজন। গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বারঘরিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মাধবপুর উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের মানিক মিয়ার মেয়ে রাইসা (১১ মাস), একই গ্রামের ফজিলাতুন্নেছা (৬৫), বিজয়নগর উপজেলার বুদন্তী গ্রামের রিয়াদ মিয়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর গ্রামের মাইক্রোবাস চালক পাভেল মিয়া (২০)। খাটিয়াতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. মারগুব তৌহিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, মাধবপুর উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের আবু হানিফ, তার মা সাফিয়া খাতুন, আত্মীয় ফজিলাতুন্নেছা, মানিক মিয়া, তার স্ত্রী রুমা খাতুন ও তাদের মেয়ে রাইসা সৌদি আরবে ওমরাহ হজ শেষে মঙ্গলবার রাতে দেশে ফেরেন। রাতেই ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাদের রিয়াদ মিয়া ও পাভেল মিয়া মাইক্রোবাসে করে আনতে যান। ফেরার পথে মাধবপুরের বারঘরিয়া নামক স্থানে একটি বালিবাহী ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় আরেকটি পিকআপ এসে মাইক্রোবাসকে ধাক্কা দিয়ে উল্টে যায়। এতে মাইক্রোবাসে থাকা ফজিলাতুন্নেছা, রিয়াদ মিয়া, শিশু রাইসা ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মাইক্রোবাস চালক পাভেল মিয়া মারা যান।

**কুড়িগ্রাম :** জেলার সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের ঘুন্টিঘর এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহতরা হলেন ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নের মাহিগঞ্জ চান্দনীয়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী, তার স্ত্রী মোমেনা বেগম (৪৫) ও মেয়ে মুন্নি আক্তার (২৫)।

পুলিশ জানায়, সোনাহাট থেকে একটি অটোরিকশায় মোহাম্মদ আলী, তার স্ত্রী মোমেনা বেগম, মেয়ে মুন্নি আক্তার ও জামাতা শহর আলী ভূরুঙ্গামারী যাচ্ছিলেন। ঘুন্টিঘর এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে চালকসহ চার যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের ভূরুঙ্গামারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুন্নিকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মোমেনাও মারা যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মোহাম্মদ আলীসহ তিনজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে মারা যান মোহাম্মদ আলী। ভূরুঙ্গামারী থানার ওসি মুনিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

**নওগাঁ :** জেলার পোরশায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে নূর বানু (৬০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টায় উপজেলার মাটিন্দর ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নূর বানু উপজেলার আমদা গ্রামের জিল্লুর রহমানের স্ত্রী। পোরশা থানার ওসি শাহীন রেজা জানান, যাত্রী নিয়ে পোরশা থেকে নওগাঁর উদ্দেশে যাচ্ছিল ওই বাস। পথে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে ঘটনাস্থলেই নূর বানু মারা যান। আহত হন বাসে থাকা আরো তিন যাত্রী।

**নারায়ণগঞ্জ :** রূপগঞ্জের মুররাপাড়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মো. রিয়াদ (২৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কাজল নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াদ একটি বেসরকারি কোম্পানির বিক্রয় বিভাগে চাকরি করতেন। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার বুনিয়াদী এলাকায়।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৩, ২০২৪

# নারায়ণগঞ্জে ঝুট গুদামে অগ্নিকাণ্ড

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি ঝুট গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার রাত ৩টার দিকে বিলাসপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সদর উপজেলা ও হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট প্রায় ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নির্বাপণ করে। তবে আগুনে গার্মেন্টসের ঝুট, কাপড়ের রোল, ইনটেক ও হাফ কাটা কাপড় পুড়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নারায়ণগঞ্জ সদর (মণ্ডলপাড়া) ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহজাহান।

তিনি বলেন, 'বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে প্রায় ৮ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। সেখান থেকে ২০ লাখ টাকার মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥

## কামড় খেয়ে রাসেলস ভাইপার নিয়ে হাসপাতালে

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের জাজিরায় পদ্মা নদীর চরে কৃষিজমিতে কাজ করতে গিয়ে রাসেলস ভাইপারের কামড়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আশরাফুল ইসলাম (৪০) নামের এক শ্রমিক। এ সময় যে সাপটি তাকে কামড়ে দেয়, সেটাকে মেরে সঙ্গে নিয়েই হাসপাতালে আসেন তিনি। পরে ডাক্তার সাপটিকে রাসেলস ভাইপার বলে চিহ্নিত করে আশরাফুলকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। বৃহস্পতিবার উপজেলার পালেরচর ইউনিয়নের পদ্মা নদীর চরে এ ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিক আশরাফুল ইসলাম কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার ঝগড়ার চর গ্রামের মতিয়ারের ছেলে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আশরাফুল বলেন, 'দুপুরে পদ্মা নদীর চরে খেতে কাজ করার সময় সাপটি তার পায়ে কামড় দেয়। এ সময় চিৎকার করলে লোকজন এগিয়ে এসে সাপটি মেরে ফেলে। পরে সাপসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে চিকিৎসক জানান, এটি রাসেলস ভাইপার।' মেডিকেল অফিসার ডা. মো. নাজিমুদ্দিন বলেন, সাপটা দেখে রাসেলস ভাইপার বলে চিহ্নিত করি।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 15 December 2024

## বাসের ধাক্কায় এনজিওকর্মীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, কুয়াকাটা

পটুয়াখালীর মহিপুরে গ্রীণ লাইন পরিবহন নামের একটি বাসের ধাক্কায় সাগর শিকদার অনু (২৭) নামের এক এনজিও কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে কলাপাড়া-কুয়াকাটা মহাসড়কের মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত সাগর মনোহরপুর গ্রামের জয়দেব শিকদারের ছেলে। সে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা গুড নেইবার্সের নৈশ প্রহরী এবং অফিস সহায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলো। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মহিপুর থানার ওসি তরিকুল ইসলাম।

যুগান্তর
শনিবার ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

# ট্রাকচাপায় মায়ের মৃত্যু বাঁচল কোলের শিশু

যুগান্তর ডেস্ক

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন গৃহবধূ রাহিনুল বেগম। এ সময় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় তার কোলে থাকা দুই বছর বয়সি শিশুপুত্র। শুক্রবার বিকালে উপজেলার সেনাক্যাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় নয় স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ১০ জন। তাদের মধ্যে রাজধানীর ডেমরায় শিক্ষার্থী, ঢাকার ধামরাইয়ে অটোচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুবক, নারায়ণগঞ্জে শিশু, লক্ষ্মীপুরে গৃহবধূ, মৌলভীবাজারে মোটরসাইকেল চালক, চট্টগ্রামে কিশোর এবং গাজীপুরে বৃদ্ধ ও ময়মনসিংহে পথচারীসহ দুজন রয়েছেন। দুর্ঘটনায় হবিগঞ্জে আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

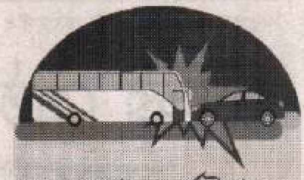

নয় স্থানে দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী ও যুবকসহ ঝরল আরও ১০ প্রাণ

**ঢাকা :** ডেমরা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র ইমরান শিকদার নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ডেমরার গলাকাটা ব্রিজের সামনের মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইমরানের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার পাথালিয়া এলাকায়। তার বাবার নাম মুক্তার হোসেন। তিনি ডেমরার রানীমহল লালিশাহ মাজার এলাকায় থাকতেন ও নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজে পড়তেন।

**ধামরাই (ঢাকা) :** ধামরাইয়ে বাসের ধাক্কায় চালক আমিনুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও আটজন। বৃহস্পতিবার সকালে কেলিয়া ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আমিনুল উপজেলার সোমভাগ ইউনিয়নের মৃত পলান মিয়ার ছেলে।

**হবিগঞ্জ ও বানিয়াচং :** স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তানকে মোটরসাইকেলে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন সদ্য প্রবাস ফেরৎ স্বামী সোলায়মান। এ সময় দুই বছরের এক ছেলে সন্তানকে স্ত্রীর কোলে এবং সাড়ে তিন বছরের আরেক ছেলেকে মোটরসাইকেলের সামনে বসান। ওই স্থানে পৌঁছালে স্পিডব্রেকারে এসে অটোকে অভারটেক করার সময় ব্রেক দেন তিনি। মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন স্ত্রী রাহিনুল। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান গৃহবধূ রাহিনুল। তবে মায়ের কোলে থাকা শিশুপুত্র প্রাণে বেঁচে যায়। এছাড়া এদিন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে হবিগঞ্জের বাহুবল ও শায়েস্তাগঞ্জে দুর্ঘটনায় নারী ও শিশুসহ ২৫ জন আহত হয়েছেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন। শুক্রবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাহুবল উপজেলার মুগকান্দী, বাগানবাড়ি ও শায়েস্তাগঞ্জের বিরামচর এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সরাইল :** সরাইলে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নাহিদ আহমেদ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ইসলামাবাদে দুর্ঘটনা ঘটে। নাহিদ সরাইল সদর ইউনিয়নের সৈয়দটুলা গ্রামের ফুল মিয়ার ছেলে। এ সময় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

**ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) :** ফতুল্লায় ট্রাকচাপায় শিশু মিম প্রাণ হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ফতুল্লার দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিম দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকার মতি মিয়ার মেয়ে।

**লক্ষ্মীপুর ও রায়পুর :** রামগতিতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অটোর ধাক্কায় গৃহবধূ নাছিমা আক্তার নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার জমিদারহাট এলাকায় লক্ষ্মীপুর-রামগতি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাছিমা উপজেলার চরসীতা এলাকার আবদুল বারেকের স্ত্রী।

**বড়লেখা (মৌলভীবাজার) :** বড়লেখায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দাসেরবাজার ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য মুন্না আহমদ মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে দাসেরবাজারে আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্না উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নের শংকরপুর গ্রামের আব্দুল আজিদের ছেলে।

**বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) :** বোয়ালখালীতে টেম্পো-অটো সংঘর্ষে কিশোর সাইমন নিহত হয়েছে। শুক্রবার ভোরে উপজেলার আরাকান সড়কের রায়খালী ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাইমন উপজেলার পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড চরখিজিরপুর গ্রামের মৃত নুর কাদেরের ছেলে।

**কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) :** মহানগরের কাশিমপুরে কাভার্ডভ্যানে পিষ্ট হয়ে অটোচালক বৃদ্ধ মাহবুব ইসলাম নিহত হয়েছেন। শুক্রবার কাশিমপুরের সাধু নগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাহবুব নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার কালীগঞ্জ এলাকার মোকছেদ আলীর ছেলে। তিনি কাশিমপুরের হাতিমারা এলাকায় বসবাস করে অটো চালাতেন।

**ভালুকা (ময়মনসিংহ) :** ভালুকায় সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী বৃদ্ধ সুরুজ মিয়া ও যুবক সজিব মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার সিডস্টোর বাসস্ট্যান্ড ও সকালে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে শান্তিগঞ্জ-শিবগঞ্জ ব্রিজের ওপর এস দুর্ঘটনা ঘটে। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ময়মনসিংহগামী বাস পথচারী ভালুকা উপজেলার আউলাতলী গ্রামের মৃত রহমাত আলীর ছেলে সুরুজকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপরদিকে একই দিন সকালে লরি গফরগাঁও থেকে-ভালুকা আসছিল। লরিতে থাকা বালুর ওপর বসে যুবক সজিব ঘুমাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় লরি থেকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

যুগান্তর | সোমবার ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১ পৌষ ১৪৩১

# গাছে বাসের ধাক্কা ঝরল ৩ প্রাণ

## আট স্থানে সড়কে নিহত আরও ৯

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে বাসের ধাক্কায় তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গাংরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া আট স্থানে আরও ৯ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে মোটরসাইকেল আরোহী, নোয়াখালীতে যুবক, কুড়িগ্রাম ও মৌলভীবাজারে দুই ব্যবসায়ী, রাজবাড়ীতে পথচারী, ঝালকাঠিতে শিক্ষার্থী, ময়মনসিংহে অটোচালক ও যশোরে কিশোরসহ দুজন রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

**ঢাকা :** দক্ষিণখানে ট্রাকচাপায় আরোহী মাহমুদুল হাসান মাসুমের মৃত্যু হয়েছে। তিনি গাজীপুর পুবাইলে ইউনিলিভার ডিপোর পরিবহণ শাখায় চাকরি করতেন। রোববার দক্ষিণখানের শহিদনগর এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার দশবাহা গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে তিনি।

**কুমিল্লা :** নিহতরা হলেন—মুরাদনগরের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত মদন মিয়ার ছেলে যাত্রী নাছির মিয়া ও হোসেনপুর গ্রামের নসু এবং ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার রামনগর গ্রামের অতুল চন্দ্র দাসের ছেলে সুপারভাইজার শ্যামল। চট্টগ্রামে থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের উদ্দেশে ছেড়ে আসে বাসটি। গাংরায় পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারায়। ঘটনাস্থল থেকে চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিস তিনজনের লাশ উদ্ধার করে। আহত ৮ যাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠায়।

**চাটখিল (নোয়াখালী) :** চাটখিল পৌরসভায় ট্রাকচাপায় যুবক রাহুল নিহত হয়েছেন। রোববার চাটখিল-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাহুল পরকোট ইউনিয়নের দক্ষিণ দশঘরিয়া গ্রামের খোকনের ছেলে।

**রৌমারী (কুড়িগ্রাম) :** রৌমারীতে ট্রাকচাপায় ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেমের মৃত্যু হয়েছে। রোববার রৌমারী-জামালপুর মহাসড়কের রৌমারী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোয়াজ্জেমের বাড়ি রৌমারী ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকায়।

**গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) :** গোয়ালন্দে বাসচাপায় অজ্ঞাতনামা পথচারী নিহত হয়েছেন। রোববার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের দৌলতদিয়া ক্যানালঘাট এলাকায় দৌলতদিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) :** কমলগঞ্জে শমশেরনগর ইউনিয়ন মোকাম বাজার এলাকায় অটোর ধাক্কায় ব্যবসায়ী আব্দুল মছব্বির নিহত হয়েছেন। শনিবার তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি শমশেরনগর ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামের বাসিন্দা।

**রাজাপুর (ঝালকাঠি) :** রাজাপুরে দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্র সোলায়মান হোসেন নিহত হয়েছে। রোববার উপজেলার গালুয়া কৃষি ব্যাংক সংলগ্ন ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোলায়মান উপজেলার ইন্দ্রোপাশা আশ্রয়কেন্দ্রের বাসিন্দা জসিম দেওয়ানের ছেলে।

**ভালুকা (ময়মনসিংহ) :** ভালুকায় ট্রাক-অটো সংঘর্ষে চালক আলমগীর প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার দুর্ঘটনাটি ঘটে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে উপজেলার গোয়ারী গ্রামে। আলমগীরের বাড়ি উপজেলার বিরুনীয় গ্রামে।

**মনিরামপুর (যশোর) :** মনিরামপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন— উপজেলার হুরগাতী গ্রামের আহাদ আলী মোড়লের ছেলে স্কুলছাত্র কিশোর আসাবুর রহমান ও যশোর সদর থানার ঝাউদিয়া গ্রামের হাফিজুর রহমান। রোববার রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়কের উপজেলার চালকিডাঙ্গা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১ পৌষ ১৪৩১, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল ৯ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ও শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) সংবাদদাতা :** চৌদ্দগ্রামে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। রবিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আলকরা ইউনিয়নের সাতচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—বাসের সুপারভাইজার কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া থানার রামনগর গ্রামের মৃত অতুল চন্দ্র দাসের ছেলে শ্যামল চন্দ্র দাস, হেলপার শিবানীপুর গ্রামের মোস্তফা ও যাত্রী মুরাদনগর থানার রামচন্দ্রপুর কদমতলী গ্রামের মৃত মদন মিয়ার ছেলে নাসির মিয়া। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মো. জসিম উদ্দিন। চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ মেহেদী হাসান সুজন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আহত ও নিহতদের উদ্ধার করা হয়েছে। মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ মো. জসিম উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত তিন জনের লাশ ও গাড়িটি উদ্ধার শেষে ফাঁড়িতে নেওয়া হয়েছে।

**জামালপুর প্রতিনিধি :** জামালপুরে সিএনজি-পিকাপের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. শামীম। রবিবার সকালে জামালপুর-শেরপুর বাইপাস সড়কের রাণী কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জামালপুর সদর থানার ওসি আবু ফয়সাল মোহাম্মদ আতিক দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে পিকআপটি চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি।

বণিক বার্তা
সোমবার, ডিসেম্বর ১৬, ২০২৪

# কুমিল্লায় তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৩

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের কয়েকটি স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় তিনজন ও যশোরে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া রাজধানীর দক্ষিণখান, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি, বরগুনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, রাজবাড়ী ও জামালপুরে আরো আটজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**কুমিল্লা :** চৌদ্দগ্রামে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সুপারভাইজার ও হেলপারসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত সাতজন। গতকাল দুপুরে উপজেলার গাংরা-পদুয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন মিয়া বাজার হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মেহেদী হাসান। নিহতরা হলেন মুরাদনগর থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত মদন মিয়ার ছেলে মো. নাছির মিয়া (৬০), ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার রামনগর গ্রামের অতুল চন্দ্র দাসের ছেলে ও বাসের সুপারভাইজার শ্যামল (৫৫)। তবে নিহত হেলপারের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকাগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেয়। এ সময় দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ। যাত্রীদের অনেকে বাস থেকে ছিটকে পড়ে যান। দুর্ঘটনার পর পরই চালক আহত অবস্থায় পালিয়েছেন।

**গোপালগঞ্জ :** জেলার কাশিয়ানীতে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মাজরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহবুর মোল্যা (৩৫) ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কালেশ্বরদী গ্রামের মৃত মোকাম্মেল মোল্যার ছেলে।

কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই রোমান মোল্যা জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক খুলনায় যাচ্ছিল। কাশিয়ানী উপজেলার মাজরা এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেন। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলে চালক মাহবুর মোল্যা মারা যান।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৯, ২০২৪

# সাত জেলায় সড়কে ঝরল ১১ প্রাণ

**বণিক বার্তা ডেস্ক**

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে দুটি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন চারজন। এছাড়া টাঙ্গাইলে দুজনসহ বরিশাল, মেহেরপুর, নীলফামারী, চট্টগ্রাম ও পাবনায় আরো সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**নীলফামারী:** ডাম্প ট্রাকের চাপায় পূর্ণিমা রায় (২৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সোয়া ৬টার দিকে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের দারোয়ানী বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পূর্ণিমা সদর উপজেলার কুন্দপুকুর ইউনিয়নের ছোট এলোংমারী গ্রামের মানিক রায়ের স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে কর্মস্থল উত্তরা ইপিজেডে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। নীলফামারী সদর থানার ওসি এমআর সাঈদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

**চট্টগ্রাম:** জেলার হাটহাজারীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোহাম্মদ খাইরুল বশর (৮৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের হিম্মত মুন্সী রাস্তার মাথায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত খাইরুল বশর ফটিকছড়ির খিরাম ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। নাজিরহাট হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন এ তথ্য জানিয়েছেন।

**পাবনা:** যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় শিপন (২২) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন বাঁসের ১০ যাত্রী। গতকাল সকালে সদর উপজেলার জালালপুর ক্যাডেট কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিপন সদর উপজেলার রাজাপুর এলাকার ওয়াজ আলীর ছেলে।

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
৪ পৌষ ১৪৩১

# চকরিয়ায় ব্রিকস মেশিনে পিষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

**চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি**

কক্সবাজারের চকরিয়ায় অটোব্রিকস তৈরির মিক্সার মেশিনে পিষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তরছপাড়ায় মাস্টারমাইন্ড অটোব্রিকস সেন্টারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৭টায় লাশ হাসপাতালে আনলে ঘটনাটি জানাজানি হয়। নিহত দুই শ্রমিক হলেন উপজেলার ফাঁশিয়াখালী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড দক্ষিণ ঘুনিয়া এলাকার মো. শাহজাহানের ছেলে মো. শাহিন (১৮) ও পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের করাইয়াঘোনার রুহুল কাদেরের ছেলে কামরানুল ইসলাম জিহান (২০)। স্থানীয় লোকজন জানায়, সরকারি কোনো দপ্তর থেকে অনুমতি না নিয়ে মিক্সার মেশিনের হলো ব্লক তৈরির কারখানাটি চালু করা হয় দুই বছর আগে। এই মেশিনে বালু ও সিমেন্ট মিশিয়ে ব্লক তৈরি করায় একদিকে ওই কারখানার শ্রমজীবীরা জীবনের ঝুঁকিতে থাকে, অপর দিকে কারখানা থেকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করে। ফলে কারখানাটি তৈরির পরপরই স্থানীয় লোকজন প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করে। কিন্তু কোনো দপ্তরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মিক্সার মেশিনটি বন্ধ করে দুই শ্রমিক পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ সেটি চালু হয়। এ সময় মেশিনের ভেতরে আটকে পড়া শাহিন ও জিসান পিষ্ট হন। ঘটনাটি প্রথমে মালিকপক্ষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অপর শ্রমিকরা তাদের দুই সহকর্মীকে পুরো শরীর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে রাত সাড়ে ৭টায় চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। তাদের চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ায় চেনার উপায় ছিল না। কিন্তু শ্রমিকদের নিকটাত্মীয়রা নিহত দুই শ্রমিকের পরিচয় শনাক্ত করেন। এ সময় হাসপাতালে স্বজনদের আহাজারিতে কয়েকশ মানুষ জড়ো হয়।

সমকাল
১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কা, ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ **সমকাল ডেস্ক**

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় তিন নারীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভৈরবের জগন্নাথপুর সেতুর কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার নীলকুটি এলাকা থেকে গতকাল সকালে তিন নারী ও এক পুরুষ যাত্রী নিয়ে অটোরিকশাটি ভৈরব যাচ্ছিল। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভৈরবের জগন্নাথপুর সেতুর কাছে পেছন থেকে একটি কাভার্ডভ্যান ধাক্কা দিলে অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে চালকসহ চার যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নিহতরা হলেন– কুলিয়ারচর উপজেলার পশ্চিম জগৎচর গ্রামের দুদু মিয়ার মেয়ে হালিমা খাতুন তাঁর বড় বোন কটিয়াদী উপজেলার কুড়িখাই গ্রামের মজলু মিয়ার স্ত্রী ছফুরা খাতুন, জগৎচর গ্রামের আব্দুর রহিমের স্ত্রী শাহানা বেগম, অটোরিকশাচালক নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার পিরিজকান্দি গ্রামের পরশ মিয়ার ছেলে শাহীন আলম এবং একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে অটোরিকশার যাত্রী রাজন মিয়া।

হাইওয়ে থানার ওসি মো. সাজু মিয়া জানান, ৫ জনের লাশের মধ্যে শাহীন ও রাজনের বাবা প্রশাসনের কাছে আবেদন করে ছেলেদের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই নিয়ে গেছেন। তিন নারীর লাশ হাইওয়ে থানায় রয়েছে। তাদের বয়স ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে।

## সড়ক দুর্ঘটনায় চার বাইক আরোহীসহ নিহত আরও ৫

**বিভিন্ন স্থানে নিহত আরও ৫**

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শাকিল আহমেদ রোববার রাতে হাসপাতালে মারা গেছেন। তিনি বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী কাজী বাড়ির কাজী শাহ আলমের ছেলে। ১৪ নভেম্বর দশমিনা কলেজ রোডে ট্রাকের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়।

ফরিদপুরের নগরকান্দায় বিজয় দিবস পালন করে বাড়িতে ফেরার পথে গতকাল মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় খালিদ মাতুব্বর নামের এক ছাত্রদল কর্মী নিহত হয়েছে। সে নগরকান্দা পৌরসভার জগদিয়া বালিয়া গ্রামের বেলায়েত মাতুব্বরের ছেলে। এ ছাড়া ভাঙ্গায় বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন।

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বেপরোয়া গতির যাত্রীবাহী বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার ফকির মজনু শাহ সেতুসংলগ্ন ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সাকিব মোল্লা এবং আবির আহম্মেদ আনান।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন **সমকাল প্রতিবেদক ও প্রতিনিধি**)

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Friday 20 December 2024

# ইট তৈরির মিক্সার মেশিনে পিষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

**প্রতিনিধি, চকরিয়া (কক্সবাজার)**

কক্সবাজারের চকরিয়ায় ইট তৈরীর মিক্সার মেশিনে পিষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের তরছপাড়াস্থ মাস্টার মাইন্ড নামে ইট তৈরির কারখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই শ্রমিক হলেন- উপজেলার ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঘুনিয়া এলাকার মো. শাহজাহানের ছেলে মো. শাহিন এবং পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের করাইয়াঘোনা এলাকার রুহুল কাদেরের ছেলে কামরানুল ইসলাম জিহান।

চকরিয়া থানার এসআই মোস্তাকিম বলেন, মরদেহদুটো উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চকরিয়া থানার ওসি মো. মনজুর কাদের ভুঁইয়া জানান, ঘটনাটি শুনেই হাসপাতালে পুলিশের একটি টিম পাঠিয়েছি।

বণিকবার্তা
শুক্রবার, ডিসেম্বর ২০, ২০২৪

# সড়ক দুর্ঘটনায় কক্সবাজারে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানসহ নিহত ৫

## পাঁচ জেলায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানি

**বণিক বার্তা ডেস্ক ■**

কক্সবাজারের পেকুয়ায় ডাম্প ট্রাকের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা স্বামী-স্ত্রী-সন্তানসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় আরো পাঁচজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে অন্তত ২০ পর্যটক আহত হয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**কক্সবাজার:** ফিরোজ আহমদ (৪৯) চকরিয়া পৌর শহরের হাসপাতাল রোডে একটি মোটর পার্টস ও গ্যারেজে চাকরি করতেন। গতকাল অটোরিকশা করে সপরিবারে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পেকুয়া উপজেলার টৈটং ইউনিয়নের হাজীবাজার এলাকায় একটি ডাম্প ট্রাক তাদের অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে ফিরোজ আহমদ, তার স্ত্রী শাহিন আকতার (২৯) ও তাদের ছয় মাস বয়সী ছেলে জাহেদুল ইসলাম, সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক পেকুয়ার ধনিয়াকাটা এলাকার মনিরুল মান্নান (২২) এবং উজানটিয়া ইউনিয়নের সোনালি বাজার এলাকার আবদুর রহমান (৩২) নিহত হন। এ ঘটনায় ফিরোজের আরো দুই সন্তান শাহেদ (৭) ও জান্নাত (৪) আহত হয়েছে। তারা চকরিয়া উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ফিরোজ চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মধ্যম মাদার্শা এলাকার বাসিন্দা।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) জসিম উদ্দিন চৌধুরী জানান, সকাল ৭টার দিকে পেকুয়া এবিসি এলাকায় ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার পাঁচজন নিহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে।

**নারায়ণগঞ্জ:** জেলার বন্দরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে হাসান (৩০) নামে এক কাভার্ড ভ্যান চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর সাড়ে ৪টায় মদনগঞ্জ-মদনপুর সড়কের বন্দর রেললাইন বাসস্ট্যান্ডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাসান বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শাহাদাত হোসেন।

**পাবনা:** বালুবাহী ট্রলির ধাক্কায় পুলিশের এক কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরেক কনস্টেবল। গতকাল দুপুরে পাবনা সদর উপজেলার ভাঁড়ারা ইউনিয়নের শ্রীপুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ট্রলির চালক ও তার সহকারীকে আটক করেছে। নিহত কনস্টেবল মাসুদ রানা (২৮) সুজানগর উপজেলার কামালপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন।

**বরিশাল:** উজিরপুরে ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শামীম হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১টার দিকে উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রলিচালক মো. আবু বক্কর (২৫) তাড়াবাড়ি গ্রাম থেকে সাকিব (২৩) ও শামীম হোসেনকে নিয়ে পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ট্রলির সামনে থাকা একটি ব্যাটারিচালিত রিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

**শেরপুর:** ঝিনাইগাতীতে ট্রাকের ধাক্কায় হাবিবুর রহমান হাবিব (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৫টার দিকে ঝিনাইগাতী-শেরপুর সড়কের ডাকাবর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাবিবুর রহমান উপজেলার দক্ষিণ শালচূড়া গ্রামের জালাল মিয়ার ছেলে। তিনি একটি মসজিদে ইমামতি করতেন। ভোরে মসজিদে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

**নাটোর:** জেলার হয়বতপুরে বাসচাপায় ইসমাইল নামে এক মাদ্রাসা ছাত্র নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে ইসরাফিল নামে এক শিশু। গতকাল রাত সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার হয়বতপুর বাজারে নাটোর-ঢাকা মহাসড়ক পার হওয়ার সময় শিশু দুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে জানান নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুর রহমান।

**খাগড়াছড়ি:** পাহাড়ে ধাক্কা লেগে একটি বাস উল্টে অন্তত ২০ পর্যটক আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে সদর উপজেলার আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাড়িতে থাকা কয়েকজন পর্যটক জানান, অনলাইনভিত্তিক ট্যুর গ্রুপের মাধ্যমে তারা ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি যাচ্ছিলেন। আলুটিলা হয়ে খাগড়াছড়ি শহরের দিকে যাওয়ার পথে বাসটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়।

খাগড়াছড়ির ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক সুমন জাহিদ জানান, বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে তারা ধারণা করছেন। তখন বাসটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Friday 20 December 2024

# ডাম্প ট্রাক ও অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৫

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, কক্সবাজার**

কক্সবাজারের পেকুয়ায় ডাম্প ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন দুজন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার দিকে পেকুয়া এবিসি আঞ্চলিক মহাসড়কের ধনিয়াকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, অটোরিকশাচালক পেকুয়ার ধনিয়াকাটার ছৈয়দ আলমের ছেলে মনিরুল মান্নান, চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকার ফিরোজ ও তার স্ত্রী শারমিন এবং তাদের শিশু সন্তান। নিহত অপরজনের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানাযায়, পেকুয়া থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে হাজি বাজার এলাকায় গেলে বিপরীতমুখী ড্রাম্পারের ধাক্কা দিলে এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চার জনের মৃত্যু হয়। অপর নিহত শিশু চট্টগ্রামে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেন স্বজনরা।

দুর্ঘটনায় বিষয়ে পেকুয়া থানার ওসি সিরাজুল মোস্তফা বলেন, টইটং এর হাজির বাজার এলাকায় সিএনজি ডাম্পার মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ ৫ নিহত হয়। ঘটনাস্থলে থেকে ডাম্পারটি জব্দ করা হয়।

কক্সবাজার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ট্রাফিক জসিম উদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকাল ৭টার দিকে পেকুয়া এবিসি এলাকায় মিনি ট্রাক (ডাম্প ট্রাক) ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ৪ জন নিহত হয়। আরও দুইজন গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি দুইটি জব্দ করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৮ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Monday 23 December 2024

# সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক নিহত

**জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট**

বাগেরহাটের রাস্তায় পণ্যবাহী দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শামীম সরদার (৪২) নামে একজন ট্রাক চালক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার এ ঘটনায় অপর ট্রাকচালক গুরুতর আহত হন। পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের বাগেরহাট সদর উপজেলার বেমরতা গোডাউন এলাকার আমতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পণ্যবাহী ট্রাক দুটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এ সময় ঘটনাস্থলে ট্রাক চালক শামীম নিহত হন।

যুগান্তর | শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর ২০২৪
৫ পৌষ ১৪৩১

# পেকুয়ায় একই পরিবারের তিনজনসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে একই পরিবারের তিন সদস্যসহ পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার টৈটং হাজী বাজার এলাকায় আনোয়ারা-বাঁশখালী-পেকুয়া-চকরিয়া (এবিসি) আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া নয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ৯ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীর মতিঝিলে ও গাজীপুরে দুই নারী, পাবনায় পুলিশ সদস্য, নওগাঁ ও মৌলভীবাজারে দুই যুবক, নারায়ণগঞ্জে চালক, বরিশালে যাত্রী এবং সিরাজগঞ্জ ও নাটোরে দুই শিশু রয়েছে। খাগড়াছড়িতে সড়কে পর্যটকসহ ২৪ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কালিয়াকৈরে নারীর মৃত্যু, গাড়িতে আগুন

নয় স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৯ প্রাণ

**ঢাকা :** মতিঝিলে বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারী নিহত হয়েছেন। তার বয়স আনুমানিক ৪০। পরনে ছিল নীল প্যান্ট ও বেগুনি রংয়ের ফুল হাতা গেঞ্জি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মতিঝিল মেট্রো রেলস্টেশনের নিচের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**পেকুয়া (কক্সবাজার) :** নিহতরা হলেন—চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মধ্যম মাদার্শা এলাকার ফিরোজ আহমদ, তার স্ত্রী শাহিন আক্তার, তাদের ছয় মাস বয়সি সন্তান জাহেদুল ইসলাম, অটোচালক পেকুয়ার ধনিয়াকাটা এলাকার মৃত ছৈয়দুল আলমের ছেলে মনিরুল মান্নান ও উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের নতুনঘোনা পেকুয়ার চর এলাকার বজল আহমদের ছেলে আব্দুর রহমান। ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যায় অটোটি। এতে অটোচালকসহ চার যাত্রী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার পথে একজন মারা যান।

**কালিয়াকৈর (গাজীপুর) :** কালিয়াকৈরে ট্রাকচাপায় শ্রমিক শেফালী খাতুন নিহত হয়েছেন। উপজেলার অকিলচালা এলাকায় মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়কে বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শেফালি মধ্যপাড়া ইউনিয়নের চানপুর গ্রামের নাহিদ হোসেনের স্ত্রী।

**পাবনা :** ট্রলিচাপায় পুলিশের কনস্টেবল মাসুদ রানা প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাবনার সদর উপজেলার ভাঁড়ারা ইউনিয়নের শ্রীপুর বাজারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাসুদ সুজানগর উপজেলার কামালপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। তিনি নওগাঁর উলিপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

**রাণীনগর (নওগাঁ) :** রাণীনগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক হাসান আলী প্রামাণিক নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে উপজেলার রানীনগর-আবাদপুকুর সড়কের সোনাকানিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসান উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

**কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) :** কুলাউড়া উপজেলার আছুরিঘাট এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক দুলাল আহমদের মৃত্যু হয়েছে। দুলাল উপজেলা জয়চন্ডি ইউনিয়নের দক্ষিণ গিয়াসনগর গ্রামের মৃত শফিক মিয়ার ছেলে।

**বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) :** বন্দরে ট্রাক-কাভার্ডভ্যান সংঘর্ষে চালক হাসান নিহত হয়েছেন। হাসান বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ভোরে বন্দর থানার মদনগঞ্জ-মদনপুর সড়কের বন্দর রেললাইন বাসস্ট্যান্ডের সামনে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

**উজিরপুর (বরিশাল) :** উজিরপুরে ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী শামীম হোসেন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার উপজেলার পূর্ব জয়শ্রী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) :** শাহজাদপুর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় শিশু মাহিম ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়ক পার হওয়ার সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মাহিম উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের টেকুয়ারপাড়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী জাহেদুল ইসলামের ছেলে।

**নাটোর :** সদর উপজেলার হয়বতপুর বাজারে বৃহস্পতিবার মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসচাপায় শিশু ইসমাইল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। ইসমাইল স্থানীয় ইব্রাহিমপুর গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৬ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 21 December 2024

# কলমাকান্দায় সড়কে চালক নিহত

প্রতিনিধি, কলমাকান্দা (নেত্রকোনা)

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় লরি উল্টে চালক নিলয় দাস ২০ নি/হ/ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ভোরে কলমাকান্দা ঠাকুরাকোনা সড়কের আশারানী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লড়ি চালক কলমাকান্দা সদর ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেম্বার গুজাকুলিয়া গ্রামের যতিন্দ্র দাসের ছোট ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ভোরে কলমাকান্দা থেকে বালু ভর্তি লড়ি নিয়ে ঠাকুরাকোনার দিকে যাওয়ার পথে লড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে যায় খাদে। পড়ে যাওয়া লড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায় নিলয় দাস।

পরে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে লড়ি চালক নিলয়কে মৃত উদ্ধার করে কলমাকান্দায় নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ ফিরোজ হোসেন বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে লাশ মর্গে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪,

নারায়ণগঞ্জ

# ডাইং কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় একটি ডাইং কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গতকাল সোমবার দুপুরে পিলকুনি পুলপাড় এলাকায় অবস্থিত বিসমিল্লাহ্ ডাইংয়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে হাজীগঞ্জ ও পাগলা ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ওবায়দুল ইসলাম জানান, ডাইং কারখানার বয়লার মেশিন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হাজীগঞ্জ ও পাগলা ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন প্রথম আলোকে জানান, আগুনে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তদন্তের পর অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

যুগান্তর | শনিবার ২১ ডিসেম্বর ২০২৪
৬ পৌষ ১৪৩১

# খুঁটিতে কারের ধাক্কা তিন শিক্ষার্থী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বৈদ্যুতিক খুঁটিতে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সিলেটে তিন শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার জৈন্তাপুর উপজেলার সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের দামড়ি ব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ১১ স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ১৪ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নাটোরে শিশুসহ দুজন, বাগেরহাটে চালক, রাজশাহী ও দিনাজপুরে তিন যুবক, হবিগঞ্জে পর্যটক, গোপালগঞ্জ ও কুমিল্লায় তিন ব্যবসায়ী, বগুড়ায় পুলিশ পরিদর্শক, ময়মনসিংহে ইমাম, লক্ষ্মীপুরে কিশোর এবং নারায়ণগঞ্জে নারী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের

**বাগেরহাট :** বাগেরহাটে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক শামীম সরদার নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের গোভাটিন আমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

NEW AGE SATURDAY, DECEMBER 21, 2024.

# Seven killed in road accidents in four districts

**Staff Correspondent**

AT LEAST seven people were killed in separate road accidents in Sylhet, Bagerhat, Dinajpur and Rajshahi from Thursday evening to Friday.

Three youths were killed as a car hit an electrical pole along Sylhet-Tamabil highway at Jaintapur upazila in Sylhet on Friday morning, reported New Age staff correspondent in Sylhet.

The deceased are Tahmid Ahmed, 20, Tahmid's cousin Mahin, 17, and Hafizur Rashid, 19, police said.

Tamabil Highway Police Station officer-in-charge Habibur Rahman said that the accident took place near the tourist spot Jaflong at around 10:30am when a Sylhet-bound private car hit an electric pole after its driver lost control over the steering.

'The car was smashed after hitting the electric pole leaving four passengers, including its driver, critically injured,' the police officer said.

He said that Tahmid and Mahin died on the spot immediately after the accident while Hafizur died at noon after being admitted to Sylhet MAG Osmani Medical College Hospital in a critical condition.

In Bagerhat, a truck driver was killed in a road accident in the Godaown Amtola area on the Bagerhat-Pirojpur regional highway under the sadar upazila on Friday, reported Bangladesh Sangbad Sangstha.

The deceased is Shamim Sarder, 45, hailed from Morrelganj upazila in the district.

The accident took place when two trucks collided head-on in the area leaving truck driver Shamim dead on the spot and another injured.

Critically injured truck driver was sent to Khulna Medical College Hospital for better treatment.

The body was sent to Bagerhat Sadar Hospital morgue for autopsy.

Police seized the vehicles from the spot.

United News of Bangladesh reported that at least three people were killed in separate road accidents in two districts on Thursday and Friday.

In Dinajpur's Birganj upazila, two motorcyclists were killed in a collision with a truck on Friday morning.

The accident occurred at around 8:30am in the Kabirajhat area, said Abdul Gafur, officer-in-charge of Birganj police station.

Madhav Roy, 19, died on the spot, while Dipu Roy, 22, succumbed to his injuries at the Upazila Health Complex.

In Rajshahi's Charghat upazila, a head-on collision between a truck and three motorcycles left one youth dead on the spot on Thursday evening.

Charghat model police station inspector Abdul Khalek said that the accident occurred in front of Charghat Technical College and School at around 7:00pm.

The deceased is Prabhat, 32, hailed from Gaur Shaharpur village.

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪
৯ পৌষ ১৪৩১

# কুমিল্লায় খুঁটিতে বাইকের ধাক্কায় নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিন যুবক নিহত হয়েছেন। টাঙ্গাইলের সখীপুরে চার ঘণ্টার ব্যবধানে পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণ গেছে। এদিকে নয় জেলায় ঝরেছে আরও ১২ প্রাণ। এদের মধ্যে নাটোরে চালক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে গৃহবধূ, গাজীপুরে কাশিমপুরে শিক্ষার্থী, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে নারী, নড়াইলে লোহাগড়ায় চালকের সহকারী, টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে শিক্ষক, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ভ্যানচালক, মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ীতে শিশু, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে যুবক ও ফরিদপুরের মধুখালীতে এক নারী রয়েছেন। এদিকে, সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা ড. কেরামত আলীসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ফরিদপুরের ভাঙ্গায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় ভ্যানচালক নাহিদ শেখ নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় ভাঙ্গা উপজেলার ধান গবেষণা অফিসের সামনে বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাটোর : নাটোরে ঘনকুয়াশার কারণে ছয় ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ট্রাকচালক ও পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। সোমবার ভোরে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের নাটোর সদর উপজেলার ডাল সড়ক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছয় ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১০ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 25 December 2024

# নাসিরনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নজরুল মিয়া নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত নির্মাণ শ্রমিক নজরুল মিয়া গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার পাখিমারা গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। নাসিরনগর থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, গতা সোমবার উপজেলার বুড়িশ্বর ইউনিয়নের বুড়িশ্বর-গঙ্গানগর সড়কে ব্রিজের কাজে পাইলিংয়ের পাইপ নামাতে গিয়ে বিদ্যুতের মেইন লাইনের তারে হেলে পড়লে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন নির্মাণ শ্রমিক নজরুল মিয়া। পরে তাকে উদ্ধার করে নাসিরনগর উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক নজরুল মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
সোমবার । ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# শ্রীপুরে কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুজন নিহত

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর শহরে বোতাম তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দগ্ধ পাঁচজনকে গুরুতর অবস্থায় রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস।

গতকাল রবিবার দুপুরে শ্রীপুর পৌর শহরের ভাংনাহাটি এলাকার এম অ্যান্ড ইউ ট্রিমস লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

কারখানাটির উৎপাদন ব্যবস্থাপক আবদুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় কালের কণ্ঠকে জানান, হতাহতরা কারখানার কেউ নন। তাঁরা কারখানার ভেতর রঙের কাজ করছিলেন। কারখানার সব শ্রমিক অক্ষত রয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

ফায়ার সার্ভিস ও কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে কারখানার কেমিক্যাল গুদামে হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার পর কেমিক্যালভর্তি কয়েকটি ড্রাম বিস্ফোরিত হয়। এতে খোকন (২৩), রাব্বি (২৩), জাকির (৩৪), রনি (২৫) ও লুৎফর রহমান (৩৮) দগ্ধ হন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

তবে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থাপক আবদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুজন দগ্ধ হয়েছেন। বাকি সবাই আহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই রঙের কাজ করছিলেন।'

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আল মামুন জানান, দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। ১টা ৫৬ মিনিটে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থল পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। আগুনে কেমিক্যালভর্তি ড্রাম বিস্ফোরিত হচ্ছিল। আগুনের মাত্রা বেড়ে গেলে গাজীপুর থেকে তিনটি এবং রাজেন্দ্রপুর থেকে দুটি ইউনিট আগুন নেভাতে আসে। সাতটি ইউনিট টানা আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বিকেল ৪টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে কারখানার ভেতর থেকে দুটি দগ্ধ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তবে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থাপক আবদুর রহমানের দাবি, নিহত দুজন রংমিস্ত্রি ছিলেন। তিনি দাবি করেন, 'কারখানার মোট শ্রমিক ২৫০ জন। দুপুরে খাওয়ার বিরতির সময় শ্রমিকরা বাইরে থাকা অবস্থায় কারখানায় আগুন লাগে। এ কারণে কারখানার সব শ্রমিক অক্ষত আছেন। কারখানার কোনো শ্রমিক নিখোঁজ নন।'

দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক আরিফুল ইসলাম জানান, কারখানার ভেতর পাঁচজন রংমিস্ত্রিসহ দৈনিক মজুরিভিত্তিক আরো কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুন লাগার পর কেমিক্যালভর্তি কয়েকটি ড্রাম বিস্ফোরিত হলে তিন রংমিস্ত্রিসহ পাঁচজন দগ্ধ হন। দগ্ধ বাকি দুজনও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক।

আরিফুল ইসলাম আরো জানান, তবে নিহতরা রংমিস্ত্রি নাকি দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক; তা কেউ নিশ্চিত করতে পারেননি। আগুনে তাঁদের মুখসহ শরীর ঝলসে যাওয়ায় মরদেহ বিকৃত হয়ে গেছে।

শ্রীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মণ্ডল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগুন নেভানোর পর দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ভেতরে আরো মরদেহ রয়েছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তা নিশ্চিতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিহত দুজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।'

যুগান্তর
সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
৮ পৌষ ১৪৩১

### কেমিকেল গুদামে বিস্ফোরণ

# শ্রীপুরে বোতাম কারখানায় আগুন, নিহত ১

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরের দক্ষিণ ভাংনাহাটি গ্রামে বোতাম তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার বেলা দেড়টার দিকে এমঅ্যান্ডইউ ট্রিমস কারখানায় আগুন লাগে। এ ঘটনায় কারখানার ভেতর থেকে একজনের দগ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আরও অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের প্রচেষ্টায় বিকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আল মামুন একজনের লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তার পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি।

কারখানার শ্রমিক রুহুল আমিন বলেন, হঠাৎ কারখানার কেমিকেল গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ হয়। কারখানার লোকজন আতঙ্কিত হয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। তাতে কয়েকজন আহত হন।

শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. হুমায়ুন কবির বলেন, কেমিকেল গুদামে মজুত ড্রাম বিস্ফোরণ হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি, রাজেন্দ্রপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি এবং গাজীপুরের তিনটি ইউনিট কাজ করে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের কয়েকটি টিম কাজ করছে। কারখানার ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# বোতাম কারখানায় আগুনে নিহত তিনজনই রংমিস্ত্রি

### পরিবারপ্রতি দেওয়া হবে ১০ লাখ টাকা

● শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বোতাম তৈরির কারখানার গুদামে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে নিহত তিন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহতরা সবাই রংমিস্ত্রি। তারা চুক্তিভিত্তিক কাজ করতে এসেছিলেন। সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল।

নিহতরা হলেন–দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার লোহাচড়া গ্রামের মৃত আবদুর রউফ সরকারের ছেলে মো. সোহাগ সরকার (৩২), গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামের মো. রফিক মাতব্বরের ছেলে শাওন (২২) ও লালমনিরহাট সদর উপজেলার তালুকহারাটি গ্রামের মোহাম্মদ বাবুল মিয়ার ছেলে মো. মজমুল হক (২১)।

নিহত সোহাগ সরকারের চাচাতো ভাই খাইরুল ইসলাম জুয়েল জানান, সোহাগ সাত বছর ধরে রঙের কাজ করেন। তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে টাঙ্গাইলের ইটুভাতা এলাকায় থাকতেন। দুর্ঘটনার খবরটি তাকে ফোনে জানানো হয়।

নিহত শাওনের বড় ভাই সৈয়দ জানান, শাওন ঢাকায় থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রংমিস্ত্রির কাজ করতেন। আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পরে থানায় গিয়ে ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হন।

ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, নিহতদের পরিচয় পাওয়া গেছে। দুজনের স্বজন থানায় এসেছেন। অন্য একজনের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। নিহতরা কারখানার শ্রমিক ছিলেন না, তারা চুক্তিভিত্তিক রঙের কাজ করতেন।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডে নিহত তিন শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। প্রতি পরিবারে ১০ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বুধবার । ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ।

# সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল মঙ্গলবার সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ময়মনসিংহে উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জে যুবক, ভাঙ্গায় ভ্যানচালক। আহত হয়েছে আক্কেলপুরে তিন গরু ব্যবসায়ী। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত–

**ময়মনসিংহ :** বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন মাস আগে। বিয়ের সময় হাতে লাগানো মেহেদীর রং এখনো শুকায়নি। কিন্তু তার আগেই সড়ক দুর্ঘটনায় না ফেরার দেশে চলে গেলেন আব্দুল্লাহ আল-মামুন নামের এক যুবক। তিনি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার উপসহকারী প্রাণী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে ময়মনসিংহের নান্দাইলের বাঁশহাটি এলাকায়।

**কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) :** কেরানীগঞ্জের রোহিতপুরে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সোহাগ নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সোহাগ মুগারচর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

**ভাঙ্গা (ফরিদপুর) :** ভাঙ্গায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. নাইম মণ্ডল নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি ভাঙ্গা পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ছিলাধরচর মহল্লায়।

যুগান্তর যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১১ পৌষ ১৪৩১

বৃহস্পতিবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১১ পৌষ ১৪৩১

## রূপগঞ্জে সোনালী পেপার মিলে আগুন

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

রূপগঞ্জ উপজেলার তারাব পৌরসভার যাত্রামুড়া টাটকী এলাকার সোনালী পেপার মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুর দেড়টায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কাঁচপুর ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিটের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফীন বলেন, কাঁচপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের কর্মীরা আধাঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

## সিদ্ধিরগঞ্জে নির্মাণাধীন ভবন থেকে নিচে পড়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের কদমতলী এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের তিনতলা থেকে লোহার অ্যাঙ্গেল উঠানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নিচে পড়ে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টায় কদমতলী এলাকার ফয়সাল আহমেদের নির্মাণাধীন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- নীলফামারীর ডিমলা থানাধীন দক্ষিণপাড়া গ্রামের ভেজাল বর্মনের ছেলে ছায়াপদ (৩৫) ও একই থানাধীন পাথরখুড়া গ্রামের মৃত হরিদাসের ছেলে নিলু দাস (৬০)। তারা উভয়েই কদমতলী এলাকায় মনিরের বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় দুই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহীনুর আলম।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চারতলা ওই ভবনের তিনতলা থেকে লোহার অ্যাঙ্গেল উঠানোর সময় বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিক নিচে পড়ে যায়। এ সময় তারা মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এর পর স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহীনুর আলম জানান, তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার তাদের মৃত্যু ঘোষণা করেন। লাশ ওই হাসপাতালেই রয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ঘটনায় কেউ অভিযোগ দিতে থানায় আসেনি। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

# থেমে থাকা গাড়িতে ধাক্কা, ঝরল ২ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় চালক ও হেলপার প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার উপজেলার রুশিগাড়ি আলিশা ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীর উত্তরায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, ফরিদপুরে সেনা সদস্য, কুড়িগ্রাম ও ময়মনসিংহে দুই যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**ঢাকা :** উত্তরা পূর্ব থানার সামনে ট্রাকের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি (৫০) মারা গেছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ব্যক্তিটি রাস্তা পার হতে গেলে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

**দিনাজপুর :** নিহতরা হলেন— চালক ইসমাইল হোসেন ও হেলপার বাবু মিয়া। ইসমাইল বগুড়ার শেরপুর উপজেলা সদরের অধিবাসী এবং বাবু ধুনট উপজেলার বেড়ইবাড়ী গ্রামের মৃত মাহতাব উদ্দিনের ছেলে। ওই স্থানে পৌছালে থেমে থাকা গাড়িতে ট্রাকটি ধাক্কা দিলে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। উদ্ধার করে

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৩ পৌষ ১৪৩১, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

# এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় দুমড়ে গেল তিন গাড়ি, নিহত ৬

## পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ৯ জনের প্রাণহানি

ইত্তেফাক ডেস্ক

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজায় বাসের ধাক্কায় মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের ছয় জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া পাবনার সাঁথিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন নছিমনের চার শ্রমিক, কুমিল্লার দাউদকান্দিতে মহাসড়কে বাইক থেকে ছিটকে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে, খুলনার ডুমুরিয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন এক গৃহবধূ এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এক যুবক ও যুবতি নিহতের ঘটনা ঘটেছে।

সাঁথিয়া (পাবনা) সংবাদদাতা: গতকাল সাঁথিয়া-মাধবপুর সড়কের রাঙ্গামাটি নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় নছিমনে থাকা চার কৃষিশ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন পাঁচ জন। নিহতরা হলেন রাঙ্গামাটি গ্রামের আলতাবের ছেলে খোকন (২৭), ছোন্দহ গ্রামের নজিমুদ্দিনের ছেলে ধনী (৫০), সাইদের ছেলে রাসেল (২৭) ও ইমাম শেখের ছেলে আব্দুল জলিল।

থানার ওসি আ. লতিফ জানান, ভোরে কৃষিশ্রমিকরা পেঁয়াজ লাগানোর জন্য নছিমনযোগে অন্য এলাকায় যাচ্ছিলেন। তাদের ইঞ্জিনচালিত নছিমন ঐ স্থানে এলে সাঁথিয়াগামী মালবাহী ট্রাক চাপা দেয়।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১১ পৌষ ১৪৩১

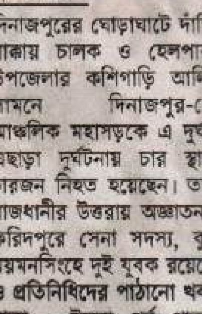
ইকরাম হোসেন

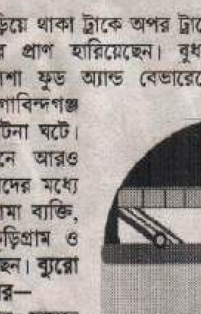
সুমন মিয়া

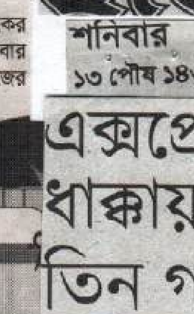
রিফাত মিয়া

### সড়ক দুর্ঘটনা ও টায়ার বিস্ফোরণ

# সৌদি আরবে গফরগাঁওয়ের ৩ যুবক নিহত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

সৌদি আরবের মদিনা শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ও মোটর ওয়ার্কশপে টায়ার বিস্ফোরণে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। তিনজনেরই বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায়। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন ইকরাম হোসেন ও মোহাম্মদ রিফাত মিয়া। মোটর ওয়ার্কশপে বিস্ফোরণে নিহতের নাম সুমন মিয়া। শনিবার সকালে পৃথক দুর্ঘটনায় তারা প্রাণ হারান।

ইকরাম হোসেনের বাড়ি উপজেলার নিগুয়ারি ইউনিয়নের কুরচাই গ্রামে। বাবার নাম আবু সাঈদ। মোহাম্মদ রিফাত মিয়ার বাড়ি লংগাইর ইউনিয়নের পূর্ব গোলাবাড়ি গ্রামে। বাবার নাম খোকা মিয়া। রিফাত এক সন্তানের বাবা। সুমন মিয়ার বাড়ি উপজেলার পাইথল গ্রামে। তার বাবার নাম বদর উদ্দিন ওরফে তোতা মিয়া।

ইকরাম ২০২৩ সালের ২২ ডিসেম্বরে সৌদি আরব যান। সেখানে রাস্তায় ক্লিনারের কাজ করতেন। শনিবার সকালে বাসায় ফেরার পথে পেছন থেকে অন্য একটি গাড়ি তাদের গাড়িকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ইকরাম ও রিফাত।

সুমন প্রায় ১১ বছর আগে চাকরি নিয়ে সৌদি আরব যান। মদিনা শহরের একটি মোটর ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। দুই বছর আগে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল। তিনি দুই সন্তানের বাবা।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৯ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 24 December 2024

# ৫ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু-কিশোরসহ নিহত ৬

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

যশোরের চৌগাছায় ইঞ্জিনচালিত ভ্যানচাপায় এক শিশু, নোয়াখালীর সেনবাগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক কিশোর, পটুয়াখালীর বাউফলে অ্যাম্বুলেন্স-সিএনজি সংঘর্ষে এক কৃষি কর্মকর্তা, ভোলার লালমোহনে সড়ক পার হতে গিয়ে এক পথচারী এবং নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

নাটোর : নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়েছেন। নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের ডালসড়ক এলাকায় ৬টি ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনায় হোসাইন নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন।

এ সময় ৯ জন আহত হন। গত রোববার সকাল ৭টায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ট্রাকচালক হোসাইন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সিদ্দিকের ছেলে। ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। অপরদিকে, নাটোর সদরের নাটোর-রাজশাহী মহসড়কের চানপুর এলাকায় গত রোববার ভোরে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এক নারী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন পবা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক ফিরোজ হোসেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৩ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 28 December 2024

# শ্রীনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রংমিস্ত্রির মৃত্যু

প্রতিনিধি, শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ)

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আবু বক্কর সিদ্দিক(৩৫) নামে রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের পুটিমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক উপজেলার পুটিমারা গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, পুটিমারা গ্রামের মৃত রহমান খার ছেলে ফেরদৌসের একতলা বিল্ডিংয়ে রংয়ের কাজ করার জন্য ঝাড়ু দিচ্ছিল আবু বক্কর সিদ্দিক। এসময় বিল্ডিং ঘেঁষে পূর্ব পার্শ্বে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের তারের উপর পড়লে দগ্ধ হয় নীচে পড়ে তার মৃত্যু হয়।

শ্রীনগর থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) মো. কাইয়ুম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, নিহতের পরিবার এব্যাপারে কোন মামলা মোকদ্দমা করবে না। আমরা পল্লিবিদ্যুৎকে বলবো যাতে দ্রুত ওখান থেকে কারেন্টের তারগুলো সরানোর ব্যবস্থা করে।

বণিক বার্তা
রোববার, ডিসেম্বর ২৯, ২০২৪

# গাজীপুরে ওষুধ কারখানায় ড্রাম বিস্ফোরণে চার শ্রমিক দগ্ধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী বিসিক এলাকায় একটি ওষুধ কারখানায় কেমিক্যালের ড্রাম বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে কারখানায় আগুন লেগে চার শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল বিকাল ৪টার দিকে ব্রিস্টল ফার্মা লিমিটেড কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন হরিণাচালা এলাকার মৃত জাহেদুল ইসলামের ছেলে রেদোয়ান আহমেদ (২৫), একই থানার বাইমাইল এলাকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে হৃদয় আহমেদ স্বাধীন (১৭), রফিকুল ইসলামের ছেলে খালিদ আব্দুল্লাহ (১৯) ও আরমান হোসেন (২২)। তারা সবাই ওই কারখানার শ্রমিক।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, চার শ্রমিক নামাজের জন্য অজু করতে যান। এ সময় পাশে টিনশেডের একটি কক্ষে বিদ্যুতের সুইচের পাশে রাখা কেমিক্যালের ড্রাম বিস্ফোরণ হয়। এতে ওই চার শ্রমিক দগ্ধ হন। কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই কারখানার লোকজন আগুন নিভিয়ে ফেলে। দগ্ধ চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।

ব্রিস্টল ফার্মা লিমিটেড কারখানার প্ল্যান ম্যানেজার রাজিব ভৌমিক জানান, কীভাবে এ ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছেন তারা।

এ বিষয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর সাইফুল ইসলাম জানান, কোনাবাড়ী বিসিক এলাকায় ব্রিস্টল ফার্মা লিমিটেড কারখানার ভেতর মিথানল ক্লোরাইড ভর্তি ড্রাম রাখা ছিল। হঠাৎ করে একটি ড্রাম বিস্ফোরণে আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই কারখানার লোকজন আগুন নিভিয়ে ফেলে। তবে কেমিক্যালের ড্রামের পাশেই বিদ্যুতের সুইচ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে এ বিস্ফোরণ হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার,২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১১ পৌষ ১৪৩১

# সিদ্ধিরগঞ্জে ছাদ থেকে পড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিণ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে ভবনের ছাদ থেকে পড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এরা হলেন—নীলফামারীর ডিমলা থানার মৃত ভেজাল বর্মণের ছেলে ছায়া পদ ও একই থানার হরিসের ছেলে নীল দাস। বুধবার বিকালে নাসিক ৭ নং ওয়ার্ডস্থ কদমতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ৭ নং ওয়ার্ডের কদমতলী পুকুরপাড় এলাকায় ৬ তলা ভবনের নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিল ভিকটিমরা। কাজের সময় ৩ তলার ছাদ থেকে পড়ে বিদ্যুতের তারের সঙ্গে স্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে অন্য শ্রমিকরা ভিকটিমদের নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহিনুর আলম জানান, এ ঘটনায় কেউ অভিযোগ করেনি। পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০২৪

# ঢাকাসহ ৫ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানীর উত্তরায় ট্রাকের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুরে দুজন, রাজবাড়ী, কুড়িগ্রাম ও মাগুরায় একজন করে নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন। গতকাল দিন ও তার আগের রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**কুড়িগ্রাম :** ভূরুঙ্গামারীতে দ্রুতগতির ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ভূরুঙ্গামারী থেকে বাগভাণ্ডার যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম তুফান ইসলাম রাসেল (২৫)।

স্থানীয়রা জানান, শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটি নিয়ে ভূরুঙ্গামারী থেকে বাগভাণ্ডার যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। এ সময় চালক তুফান ইসলাম রাসেল গাড়ির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে ভটভটিচালকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

**দিনাজপুর :** ঘোড়াঘাটে মহাসড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে অন্য একটি ধানবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় ইসমাইল হোসেন (৬০) ও বাবু মিয়া (৪৫) নামে দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর পরই মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটি পালিয়ে যায়। নিহত দুজন ধানবোঝাই ট্রাকের চালক ও তার সহকারী। গতকাল ভোরের দিকে উপজেলার ৩ নং সিংড়া ইউনিয়নের দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মহাসড়কে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। ভোরের দিকে অপর একটি ট্রাক এটির পেছনে ধাক্কা দিলে ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক ইসমাইল হোসেন নিহত হন এবং তার সহকারী বাবু মিয়া গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ট্রাকের কেবিন থেকে ইসমাইল ও বাবুকে উদ্ধার করেন। আহত বাবুকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।

ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, 'ধানবাহী ট্রাকটি পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।'

**মাগুরা :** সদর উপজেলার কাটাখালী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নওশের আলী (৬৫) নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কাটাখালী বাজারের ব্যবসায়ী হান্নান মোল্যা জানান, গতকাল সকালে বাইসাইকেলে নিজ গ্রাম থেকে নওশের আলী কাটাখালী বাজারে নিজের চায়ের দোকানে আসছিলেন। পথে যশোরমুখী একটি পিকআপ ভ্যান তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪,

# শীতের সড়কে ঝরল ৭ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

শীতের সড়কে থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল। গত বুধবার রাত থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল সকালে ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আতাহার এলাকায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় সাবেক এক পৌর কাউন্সিলর নিহত হন। দিনাজপুরের বিরামপুর মহাসড়কের মির্জাপুর মোড়ে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। এর আগে গত বুধবার রাতে ময়মনসিংহের গফরগাঁও-ভালুকা সড়কে ট্রাক-অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক নারী প্রাণ হারান। বিস্তারিত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

**ময়মনসিংহে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৪ :** ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা সড়কের গাছতলা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত সিএনজি চালকসহ আহত হয়েছেন আর দুজন। নিহতরা হলেন নেত্রকোনা জেলা সদর উপজেলা বাহাদুরপুর গ্রামের খোরশেদ মিয়ার ছেলে বিদ্দা মিয়া (৪২), লাভনী আক্তার (১৮) একই উপজেলার সাতপুড়িকান্দা গ্রামের আব্দুর রশিদ (৬৫) ও তার স্ত্রী বকুল বেগম (৬০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সিএনজিটি ময়মনসিংহে পাটগুদাম ব্রিজ মোড় থেকে ছয়জন যাত্রী নিয়ে নেত্রকোনার দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা সড়কের গাছতলা বাজার এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ড্রাম ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সিএনজির যাত্রী বিদ্দা মিয়া ও লাভনী আক্তার মারা যান। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় বাকি চারজনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুর রশিদ ও তার স্ত্রী বকুল বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার নাজমুস সাখাওয়াত বলেন, এ ঘটনায় আহত দুজন হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আরও দুজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জে সাবেক পৌর কাউন্সিলর নিহত :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আতাহার এলাকায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় নাচোল পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর মুসা মিয়া (৬৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ওসি রইস উদ্দিন জানান, সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থেকে মোটরসাইকেলযোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আসছিলেন নাচোল পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও নাচোল বাসস্ট্যান্ড এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে মুসা মিয়া। সকাল ১০টার দিকে আমনুরা সড়কের আতাহার এলাকায় একটি দ্রুতগতির ট্রাক্টর ধাক্কা দিলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

**গফরগাঁওয়ে ট্রাকের চাপায় নারী নিহত :** ময়মনসিংহের গফরগাঁও-ভালুকা সড়কে ট্রাক-অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ফাতেলা বেগম (৫২) নামে এক অটোরিকশা যাত্রী নিহত হয়েছেন। তিনি যশরা ইউনিয়নের বখুরা-আঠারদানা গ্রামের আব্দুল কাদেরের স্ত্রী। গত বুধবার রাতে উপজেলার রাওনা ইউনিয়নের ভারইল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই অটোরিকশা যাত্রী। তারা হলেন খোপাঘাট গ্রামের নুরুল আমিনের স্ত্রী সেলিনা আক্তার (৫০) ও তার মেয়ে টুনি আক্তার (১৮)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গফরগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাক্তার ফারহানা ফারুক বৃষ্টি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ গফরগাঁও থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

**বিরামপুরে ট্রাকচালক নিহত :** বিরামপুর মহাসড়কের মির্জাপুর মোড়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন।

দিনাজপুর থেকে কাগজের পুরাতন কার্টুন নিয়ে একটি ট্রাক জয়পুরহাট অভিমুখে যাচ্ছিল। বিরামপুরের মির্জাপুর মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে কার্টুনবাহী ট্রাকের চালক গোলাম রব্বানী (৪০) গুরুতর আহত হন। তাকে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাহরিয়ার পরিভেজ রব্বানীকে মৃত ঘোষণা করেন। রব্বানী জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার বফলগাড়ী গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে। বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক জানান, নিহতের পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সড়ক আইনে মামলা হয়েছে।

বণিক বার্তা রোববার, ডিসেম্বর ২৯, ২০২৪

# বগুড়ায় চারজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১১

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় বাবা-মেয়েসহ তিনজন ও মোটরসাইকেল থেকে পড়ে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ, রাজধানীর ডেমরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, গাজীপুর, গাইবান্ধা ও ঝালকাঠিতে আরো সাতজন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে বরিশালে যাত্রীবাহী দুটি বাস ও জ্বালানি তেলবাহী লরির সংঘর্ষে ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**বগুড়া :** কাহালুতে ট্রাকচাপায় বাবা-মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার দরগাহাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার বুড়ইল গ্রামের আবদুস সামাদের ছেলে অটোরিকশাচালক শাহীনুর রহমান (৪০) ও তার মেয়ে হুমাইরা খাতুন (৭) এবং অটোরিকশার যাত্রী একই উপজেলার ভাগদুর্গা গ্রামের রিয়াজুল ইসলামের ছেলে ফারুক হোসেন (৩০)।

কাহালু থানার ওসি শাহীনুজ্জামান শাহীন জানান, শাহীনুর রহমান তার স্ত্রী জুলেখা খাতুন (৩৫) ও মেয়ে হুমাইরাসহ কয়েকজন যাত্রী উপজেলার বিবিরপুকুরের দিকে যাচ্ছিলেন। দরগাহাট এলাকায় রেডিও স্টেশনের সামনে অটোরিকশার এক্সেল ভেঙে যায়। এ সময় তারা সবাই রাস্তায় পড়ে যান। পেছনে থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়। কাহালু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চারজনকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহীনুর রহমান, তার মেয়ে হুমাইরা ও অন্য যাত্রী ফারুক হোসেন মারা যান। ফারুকের স্ত্রী জুলেখা খাতুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অন্যদিকে গতকাল সকালে যুবায়ের হোসেন তার মোটরসাইকেলে স্ত্রী রেশমী খাতুনকে (২৫) নিয়ে বালিয়াদীঘি থেকে সুখানপুকুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে সুখানপুকুরের চামুরপাড়া এলাকায় পেছন থেকে রেশমী খাতুন রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় বালিবাহী একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** জেলার আখাউড়ায় বাসচাপায় মো. সাদ্দাম হোসেন (৩২) নামে এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে দিগন্ত পরিবহনের একটি বাস দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক সাদ্দাম মারা যান। তিনি বিজয়নগর উপজেলার কাশিনগর লিচুবাগান গ্রামের মো. আবদুল হোসেনের ছেলে। আখাউড়া থানার ওসি মো. ছমিউদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সমকাল শুক্রবার। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# দম্পতিসহ নিহত একই পরিবারের চারজন

■ সমকাল ডেস্ক

ময়মনসিংহে বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সড়কে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গাছতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহে নিহতরা হলেন– আবদুর রশিদ (৬০), তাঁর স্ত্রী বকুলা বেগম (৫৬), বকুলার ছোট ভাই বিদ্যা মিয়া (৪২) ও তাঁর পুত্রবধূ লাবনী আক্তার। তারা নেত্রকোনা সদর উপজেলার বাহাদুরপুর এলাকার বাসিন্দা। পরিবারটি গাজীপুরের শ্রীপুরের গরগরিয়া মাষ্টারবাড়ি এলাকায় থাকেন। সেখানে পোশাক কারখানায় কাজ করেন। আবদুর রশিদের শ্বশুর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে দেখতে পরিবারের সবাই নেত্রকোনা যাচ্ছিলেন।

শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, নেত্রকোনা থেকে বালুবাহী একটি ডাম্প ট্রাক ময়মনসিংহ যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অটোরিকশায় চালকসহ ছয়জন ছিলেন। ঘটনাস্থলে দু'জন মারা যান। অন্যদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আরও দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

## ময়মনসিংহে ডাম্প ট্রাক অটোরিকশা সংঘর্ষ

## বিভিন্ন স্থানে ঝরল আরও ৩ প্রাণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নাচোল সড়কের ঝিলিমে ট্রাকের ধাক্কায় নাচোল পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র মুসা মিয়া (৬৫) নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য। গতকাল সকালে সদর উপজেলার ঝিলিম এলাকার এরফান গ্রুপের পেট্রোল পাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নাটোরের সিংড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ফজলার রহমান (৫৫) নামের সাবেক এক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিনগ্রাম বাঁশবাড়িয়া সড়কের ছাতুরটাগ নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে এবং ইটালী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য।

দিনাজপুরের বিরামপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে বিরামপুরের মির্জাপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গোলাম রব্বানী (৪০) জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার বফলগাড়ী গ্রামের নূর ইসলামের ছেলে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা]

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১ ডিসেম্বর ২০২৪

## রূপগঞ্জে সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন শিল্পাঞ্চল সংবাদদাতা শফিকুল ইসলাম মীরকে সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। মাদক, ভূমিদস্যুতা, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপকর্মের সংবাদ প্রকাশ করায় সন্ত্রাসীরা গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় বাড়ি ফেরার পথে ভুলতা এলাকায় তিনি দুই দফা সন্ত্রাসীদের কবলে পড়েন।

পুলিশ জানায়, উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের সাওঘাট এলাকার ভূমিদস্যুতা, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সন্ত্রাসী সিয়ামসহ তার সহযোগীরা শফিকুল ইসলাম মীরের চাচাতো ভাই মনির হোসেনের ভাড়াটিয়া গার্মেন্টস শ্রমিক জহিরুল ইসলামকে মারধর করে একটি মোবাইল ফোনসেট ও তার সঙ্গে থাকা ৪ হাজার ৮৩০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। খবর পেয়ে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম মীর মোবাইল ফোন ও টাকা লুটে নেওয়ার বিষয়টি সিয়ামকে জিজ্ঞাসা করেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে সিয়ামসহ তার সহযোগীরা শফিকুল ইসলাম মীরের ওপর হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা তার সঙ্গে থাকা নগদ টাকা, ডিএসএলআর একটি ক্যামেরা, মোবাইল ফোনসেট, স্বর্ণের আংটিসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়। পরে ঘটনাটি ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জকে অবহিত করে শফিকুল ইসলাম মীর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে সন্ত্রাসীরা রামদা, রোহার রড, দা, ছুরি, চেলা, চাপাতি, এসএস পাইপ ও অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দ্বিতীয় দফা হামলা চালায়। এ সময় শফিকুল ইসলামের ডাকচিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে শফিকুল ইসলামকে উদ্ধার করে রূপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম মীরের ওপর হামলার ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি।

বণিক বার্তা রোববার, ডিসেম্বর ১, ২০২৪

### গাজীপুরে বাসচাপায় কারখানার নিরাপত্তাকর্মী নিহত

## ৪ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরের বোর্ডবাজার থানার কুনিয়া-তারগাছ এলাকায় গতকাল রাতে আজমেরী পরিবহনের বাসচাপায় পোশাক কারখানার এক সিকিউরিটি গার্ড (নিরাপত্তাকর্মী) নিহত হয়েছেন। এর জেরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ওই পরিবহনের চারটি বাসে আগুন দিয়েছে এবং ওই এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় পৌনে ৩ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গাছা থানার ওসি আলী মোহাম্মদ রাশেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতের নাম মুন্নাফ মালিথা (৫২)। তিনি ঝিনাইদহের মহেশপুর থানার মাইলবাড়িয়া মাঝপাড়া এলাকার ফকির চাঁদ মালিথার ছেলে। তিনি তারগাছ এলাকার অনন্ত ক্যাজুয়াল পোশাক কারখানার সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে কারখানা ছুটির পর শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার করাচ্ছিলেন মুন্নাফ মালিথা। রাত সোয়া ৭টার দিকে ঢাকাগামী দ্রুতগতির আজমেরী পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাত সাড়ে ৭টার দিকে শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা আজমেরী পরিবহনের চারটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় ওই মহাসড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে যেতে থাকলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেয়। খবর পেয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে রাত সোয়া ১০টার দিকে যানচলাচল শুরু হয়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভান। ততক্ষণে বাস চারটি আগুনে পুড়ে যায়।

যুগান্তর | সোমবার ২ ডিসেম্বর ২০২৪
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## রূপগঞ্জে সাংবাদিককে সন্ত্রাসীদের গুলি

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ *(নারায়ণগঞ্জ)*

রূপগঞ্জে দ্বিতীয় দফায় হত্যার উদ্দেশ্যে আবারও জাহাঙ্গীর মাহমুদ নামের এক সাংবাদিককে হত্যার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া ও গুলি করার ঘটনায় জনমনে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা উদ্ধার করেছেন। রোববার রাত সাতটার দিকে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের নতুন বাজার এলাকায় ওই সাংবাদিকের বাড়িতে এ গুলির ঘটনা ঘটে। সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদ দৈনিক কালবেলা পত্রিকার রূপগঞ্জ প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদ জানান, তিনি কালবেলা পত্রিকায় কর্মরত থাকা অবস্থায় ইয়াসিন মিয়া ওরফে ফেন্সি ইয়াসিনের বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় মাদক, চাঁদাবাজি, জমি দখলসহ অপরাধ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। মাসুদুর রহমান ওরফে কাইল্লা মাসুদ গ্রুপের হয়ে কাজ করছে ইয়াসিন ওরফে ফেন্সি ইয়াছিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গত ১৫ দিন ধরে ইয়াসিন মিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ জাহাঙ্গীর মাহমুদের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। সংবাদ প্রকাশের জের ও দাবিকৃত চাঁদার টাকা না দেওয়ায় (১৬ নভেম্বর) রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ইয়াসিন মিয়া ওরফে ফেন্সি ইয়াসিনের নেতৃত্বে কাজল, রাব্বিল, রকি, ইমনসহ ৪০/৫০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইট দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ ও মাথা থেঁতলে দেয়। হামলাকারীরা বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকা ত্যাগ করে। এ ঘটনায় রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক কালের কণ্ঠের সাংবাদিক রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

সংবাদ
Dhaka : Monday 2 December 2024

## চাঁদপুরে অটোরিকশা চালককে হত্যা করে ব্যাটারি ছিনতাই

প্রতিনিধি, চাঁদপুর

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণের খাদেরগাঁও ইউনিয়নে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালককে শ্বাসরোধ করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পরে দুর্বৃত্তরা তার অটোরিকশার ব্যাটারি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। গত শনিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মঈন উদ্দিন (১৬) উপজেলার উপাদি উত্তর ইউনিয়নের ডিঙাভাঙা গ্রামের নাছির উদ্দীন মিয়াজীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, খাদেরগাঁও ইউনিয়নের বেলতী গ্রামের খালেরপাড়ে মঈনের লাশ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজন। পরে তারা থানায় খবর দেন। তখন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ওই সময় তার পরনে জিন্সের প্যান্ট ও গেঞ্জি ছিল।

নিহত মঈন উদ্দিনের বাবা নাছির উদ্দিন বলেন, শুক্রবার বিকেল তিনটার দিকে মোবাইলে কল পেয়ে আমার ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে না আসায় আশপাশে খোঁজাখুজি শুরু করি। রাতে মোবাইলে কল দিয়ে তাকে না পেয়ে আমি উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান করি। পরে শনিবার সকালে ভাঙ্গারপাড় এলাকায় এলে লোকজনের মুখে শুনতে পাই বেলুতী এলাকায় মানুষ মারা গেছে। পুলিশের গাড়ি বেলুতী গ্রামে গেছে শুনে আমিও সেখানে যাই। গিয়ে দেখি আমার ছেলের নিথর দেহটা পড়ে আছে।

যুগান্তর
সোমবার ২ ডিসেম্বর ২০২৪

## কেরানীগঞ্জে রংমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে যুবক রনিকে (৩৫) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন খোলামোড়া জিয়ানগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রোববার কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলা হয়েছে।

নিহত রনি রংমিস্ত্রির কাজ করতেন। গ্রামের বাড়ি। মুন্সীগঞ্জ জেলায়। বাবা মৃত আব্দুল মালেক। পরিবার নিয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন খোলামোড়া জিয়ানগর এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় রনিকে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কেরানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে একদল যুবক। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করলে নিয়ে আসা যুবকরা হাসপাতাল থেকে চলে যায়। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। নিহতের স্ত্রী রুমি বেগম বলেন, আমার স্বামী রং মিস্ত্রির কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো শনিবার সকাল ১০টায় কাজের জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। রাত ৯টার দিকে শুনি আমার স্বামীকে উপজেলা হাসাপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখি আমার স্বামীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমি ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমার একটি ১২ বছর বয়সের ছেলে আছে। আমি এখন তাদের নিয়ে কোথায় যাব। আমি এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার এসআই এসএম তৌহিদুর বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করি। নিহতের শরীরে বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩ ডিসেম্বর ২০২৪
১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## কালিয়াকৈরে জুয়েলারি দোকান কর্মচারীর রহস্যজনক মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সাহেব বাজার এলাকায় জুয়েলারি দোকানের কর্মচারী নগর পালের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। রোববার বিকালে জুয়েলারি তৈরির কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নগর পাল (৪৫), টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার বেতজুরা এলাকার শষ্ঠী পালের ছেলে। তিনি উপজেলার কালিয়াকৈর বাজার এলাকায় মা কালি জুয়েলার্সের নারায়ন সাহার কর্মচারী তিনি ওই দোকানেই থাকতেন। ওই ঘটনায় লাশ নিহতের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে কালিহাতী থানা পুলিশ।

জানা যায়, নিহত নগর পাল ৩ বছর ধরে নারায়ন সাহার জুয়েলারি দোকানে স্বর্ণ কারিগর হিসেবে কাজ করে আসছেন। রোববার সকালে ওই জুয়েলারি দোকানে মালিকের সঙ্গে নগর পালের কথা কাটাকাটি হয়। তর্কের একপর্যায়ে কর্মচারীর গায়ে হাত তোলে জুয়েলারি মালিক নারায়ন সাহা। নারায়ন সাহার কারখানার ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে নগর পাল আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে তিনি ও দোকানের অন্যান্য কর্মচারী নগর পালকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে তিনি ওই রাতেই কালিয়াকৈর থানা পুলিশকে বিষয়টি অবহিত না করে নারায়ন সাহা গোপনে নিহতের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের কালিহাতী পাঠিয়ে দেয়। এ সময় নিহতের স্বজনরা জানতে পারেন ঘটনার দিন মালিক নারায়ন সাহা নগর পালকে মারধর করেছেন। কালিয়াকৈর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. জুবায়ের জানান, নিহতের স্বজনের অভিযোগ নিহত ব্যক্তি মারধর করায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

যুগান্তর
রোববার ৮ ডিসেম্বর ২০২৪

## ময়মনসিংহে গালি দেওয়ায় শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

### নরসিংদীতে যুবক গ্রেফতার

ময়মনসিংহ ব্যুরো

ময়মনসিংহ নগরীর নওমহল এলাকায় নির্মাণ শ্রমিক রমজান আলী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। এ ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হত্যাকারী আমিনুর ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার হত্যাকারী আমিনুর ইসলামকে নরসিংদীর শাহেপ্রতাপ মোড়ের ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমেনুল রশিদ। তিনি জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি আমিনুর জানায়, অক্টোবরে সে রংপুর থেকে ময়মনসিংহে এসে এই ভবনে রডমিস্ত্রি হিসাবে কাজ শুরু করে। এই কাজে তাকে সহযোগিতা করার জন্য তার শ্বশুর ও চাচা শ্বশুরকে সে সঙ্গে নিয়ে আসে।

যুগান্তর
বুধবার ৪ ডিসেম্বর ২০২৪
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## ঘোড়াঘাটে অটোচালক খুন

### বালিয়াকান্দি ও ফরিদগঞ্জে ৩ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

ঘোড়াঘাটে চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার আমবাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া বালিয়াকান্দিতে দুই শিক্ষার্থী ও ফরিদগঞ্জে নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে চালককে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার লোহারবন্দর এলাকার স্কুল পাড়ার একটি আম বাগান থেকে ওই চালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ভরত চন্দ্র দাস (৫৫) কালুপাড়া পিটালী গাছা গ্রামের মৃত কালীদাস চন্দ্রের ছেলে। পরিবারের সদস্যরা জানান, ভরত চন্দ্র সোমবার বিকালে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। মঙ্গলবার সকালে আমবাগানে তার লাশ পাওয়া যায়। ওসি নাজমুল হক জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ওই চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তার লাশ দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে দুই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় লামিয়া আক্তার (১৪) নামে এক ছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়। সে উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের গঙ্গারামপুর গ্রামের আলম লস্করের মেয়ে। পরিবারের সদস্যদের দাবি বড় বোনের সঙ্গে ঝগড়ার পর লামিয়া আত্মহত্যা করেছে। সে নারুয়া মুন্সী ইয়ার উদ্দিন আহম্মেদ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এদিকে সোমবার একই ইউনিয়নের চর ঘিকোলা গ্রামে অনিমেশ বিশ্বাস (১৫) নামে এক ছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে ওই গ্রামের অপূর্ব বিশ্বাসের ছেলে। পরিবারের সদস্যদের দাবি মায়ের ওপর অভিমানে সে আত্মহত্যা করেছে। অনিমেশ নারুয়া লিয়াকত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ওসি জামাল উদ্দিন বলেন, লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজবাড়ী মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সাবিনা আক্তার নামে দুই সন্তানের জননীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে পুলিশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চাঁদপুরে পাঠানো হয়েছে। সাবিনা আক্তার পূর্ববড়ালী গ্রামের কাউসার হোসেনের স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে। জানা গেছে, সোমবার রাতে ঘরে সাবিনা আক্তারের লাশ ঝুলতে দেখে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওসি শাহ আলম লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩ ডিসেম্বর ২০২৪

## রাজধানীতে চালককে হত্যা করে রিকশা ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর সবুজবাগ বেগুনবাড়ি গ্রিন মডেল টাউন এলাকায় বিধান মন্ডল (১৯) নামের এক ব্যাটারিচালিত রিকশাচালককে হত্যা করে তার রিকশাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। রোববার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

সবুজবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এনামুল হক মিঠু জানান, রাত সোয়া ১২টার দিকে গ্রিন মডেল টাউনের ই-ব্লক ১২ নম্বর রোডে গলার রশি পেঁচানো অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সোমবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের খালাত ভাই সুজন মন্ডল বলেন, রোববার সন্ধ্যায় সুজন মন্ডল রিকশা নিয়ে বের হন। রাতে আর বাসায় ফেরেননি। ভোররাতে পুলিশের মাধ্যমে খবর পেয়ে থানায় গিয়ে বিধানকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যা করে তার রিকশাটি নিয়ে গেছে। বিধান ডেমরায় থাকতেন। তার বাবার নাম মহাদেব মন্ডল।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৩ ডিসেম্বর ২০২৪।

## প্রকাশ্যে সৌদিফেরত যুবককে কুপিয়ে হত্যা

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

সদ্য সৌদিফেরত এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রোববার রাতে রাঙ্গুনিয়ার সরফভাটা ইত্যাদি চত্বর এলাকায় ওবায়দুল্লাহ মাতব্বরের বাড়ির সামনে প্রকাশ্যে ওই যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নিহত মোহাম্মদ সেকান্দর মামুন (৪১) বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি সরফভাটা ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলামের ছেলে। কয়েক দিন আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন এই বিএনপি নেতা। এদিকে ঘটনার পর থেকে সরফভাটায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও হত্যাকাণ্ডে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কুপিয়ে হত্যাকাণ্ডের খবর নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানা পুলিশ। এ বিষয়ে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ওসি মো. জাহেদুল ইসলাম বলেন, নিহত মামুনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার সন্ধ্যায় দিকে সরফভাটা এলাকার দুই গ্রুপের নেতারা আগের সংঘটিত একটি ঘটনার মীমাংসা করার জন্য সালিশ বৈঠকে বসেন।

NEW AGE
TUESDAY, DECEMBER 3, 2024, AGRAHAYAN 18, 1431 BS

# Auto-rickshaw driver killed in city

**Staff Correspondent**

THE police recovered the body of a battery-run auto-rickshaw driver from an empty plot at Green Model Town of Sabujbagh in the capital early Monday.

The deceased is Bidhan Mondal, 19, a resident of Demra area in Dhaka.

Confirming the matter, Sabujbagh police station officer-in-charge Md Yeasin Ali said that on information, police recovered Bidhan's body at about 12:30am on Monday.

The body was handed over to the family after autopsy at Dhaka Medical College Hospital, he said.

'Unidentified miscreants killed him and left him there. The police are investigating the incident to find out those involved,' he added.

Sabujbagh police station sub-inspector Mohammad Enamul Haque said that the back of the victim's head was bruised and there were scratches on his face.

The deceased's cousin, Sujan Mondal, said that Bidhan's father bought the rickshaw for his son only a few days ago.

'He left the house with the auto-rickshaw after having dinner on Sunday evening and did not return home,' he added.

OC Yeasin Ali said that it was not confirmed whether it was a mugging incident.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৭ ডিসেম্বর ২০২৪

## খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে মাছ কোম্পানির শ্রমিক আহত

■ খুলনা অফিস

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে ইমরান মানিক (২৫) নামে মাছ কোম্পানির এক শ্রমিক আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রূপসা উপজেলার মডার্ন সি ফুডের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত ইমরান রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামের বেলায়েত হোসেনের ছেলে। পুলিশ এ ঘটনায় রাসেল নামে একজনকে আটক করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে মডার্ন সি ফুডের শ্রমিক ইমরান মানিক একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন। এ সময় একটি প্রাইভেট কার ও একটি মোটরসাইকেল ঐ দোকানের সামনে আসে। প্রাইভেট কারে থাকা সন্ত্রাসীরা মডার্ন সি ফুডের শ্রমিক ইমরান মানিককে লক্ষ্য করে একটি গুলি ছোড়ে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি তার পায়ে লাগে। গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলকে ধাওয়া দেয়। এ সময় প্রাইভেট কারে থাকা সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলেও মোটরসাইকেলে থাকা সন্ত্রাসীকে ধরে ফেলে স্থানীয়রা। স্থানীয়রা তাকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের নিকট সোর্পদ করে।

যুগান্তর
রোববার ৮ ডিসেম্বর ২০২৪
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## আশুলিয়ায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে শ্রমিক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

আশুলিয়ায় দুর্বৃত্তের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে শিমুল মিয়া আবির নামের এক পোশাক কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জসিম উদ্দিন। এর আগে শুক্রবার গভীর রাতে আশুলিয়ার ভাদাইলের দক্ষিণ পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিমুল মিয়া আবির যশোর জেলার অভয়নগর থানার লেবুগাতি এলাকার মো. মনসুর সরদারের ছেলে। তিনি জামগড়া স্টার লিং ক্রিয়েশন নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। এ ঘটনায় তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলেও তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানায়নি পুলিশ। স্থানীয়রা জানায়, রাতে নতুন ইপিজেডের পেছনে ভাদাইলের দক্ষিণ পশ্চিমপাড়া এলাকার বালুর মাঠে ছিলেন শিমুল মিয়া। হঠাৎ কয়েকজন এসে তাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এ সময় শিমুল নিস্তেজ হয়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নারী ও শিশু হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪

## পল্লবীতে বাসায় কাজের কথা বলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ, আটক ২

### কিশোরী হাসপাতালে ভর্তি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর পল্লবী থানার মাদ্রাসা ক্যাম্প এলাকায় বাসায় কাজের কথা বলে ডেকে নিয়ে হাত-পা-মুখ বেঁধে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সাগর (২৪) ও তার সহযোগী ফজলে রাব্বি (২১) নামে দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ঐ কিশোরীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।

ধর্ষণের শিকার ঐ কিশোরী বলে, আমি বাসাবাড়িতে কাজ করি। সকাল ১০টায় কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে এক যুবক আমাকে কাজ দেওয়ার কথা বলে একটি বাসায় নিয়ে যায়। আমাকে জানায়, সে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চাকরি করে। পরে আমার হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে।

জানা গেছে, অজ্ঞান অবস্থায় ঐ কিশোরীকে মিরপুর পূরবী এলাকায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুর্মিটোলা হাসপাতালে পাঠায়। পরে সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিক্যালে পাঠানো হয়।

পল্লবী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন বলেন, আমরা খবর পেয়ে অভিযুক্ত সাগর ও তার সহযোগী ফজলে রাব্বিকে আটক করেছি। তাদের দুজনের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

সংবাদ
রোববার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Sunday 8 December 2024

## নোয়াখালীতে পিটিয়ে কৃষককে হত্যা

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নুর হক বাবুল নামে এক কৃষককে কোদালের ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহত মো. নুরুল হক বাবুল (৬০) বেগমগঞ্জ উপজেলার মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়নের ১নম্বর ওয়ার্ডের লেদির বাপের বাড়ির মৃত আনোয়ার উল্যার ছেলে। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন।

গত শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে একই উপজেলার মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশতলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহতের ছেলে নুরুল আমিন স্বপন জানান, গত ১৩ বছর আমাদের বাড়ির সামনের ৩৩ শতাংশ জায়গা নিয়ে প্রতিবেশী মুন্নার সাথে আমাদের বিরোধ ছিল। কিছুদিন সামাজিকভাবে সালিশি বৈঠকে বিষয়টি মীমাংসা হয়। ওই সালিশে ৩৩ শতাংশ জায়গার মধ্যে আমাদেরকে ১০ শতাংশ জায়গা দেয়া হয়। বাকি ২৩ শতাংশ জায়গা মুন্নাকে দেওয়া হয়। এখন মুন্না বলে তিনি সালিশি বৈঠকের সিদ্ধান্ত মানেন না। এরপর গত শুক্রবার বিকেলে মুন্না আমাদের সামনের অংশের জায়গা দখল করে দেওয়াল নির্মাণ শুরু করে। খবর পেয়ে বাবা আর আমি ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে আমাকে আটকে রেখে মুন্না, রাব্বি, রনি, নজরুল, জাহাঙ্গীর, নুরুল হুদা আমার বাবার সাথে হাতাহাতি শুরু করে। একপর্যায়ে কোদালের (ডান্ডা) লাঠি দিয়ে বাবার কাঁধে আঘাত করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 8 December 2024

## আশুলিয়ায় ছুরিকাঘাতে পোশাক শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, সাভার (ঢাকা)

সাভারের আশুলিয়ায় সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে শিমুল মিয়া (২৮) নামে এক পোশাক শ্রমিককের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ।

গতকাল বেলা ১টার দিকে আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) কামাল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। এর আগে গত শুক্রবার রাতে সাভারের আশুলিয়ার ভাদাইলের দক্ষিণ পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিমুল মিয়া আবির যশোর জেলার অভয়নগর থানার লেবুগতি এলাকার মনসুর সরদারের ছেলে। সে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার স্টার লিং ক্রিয়েশন নামের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

তবে আটককৃতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

পুলিশ জানায়, শিমুল একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। তার ঘরের বসেই হত্যার পরিকল্পনাকারীরা মাদক সেবন করছিল। তার কিছু সময় পরে ঘর থেকে বের হয়ে শিমুল ভাদাইলের দক্ষিন পশ্চিমপাড়া এলাকার বালুর মাঠে যায়। এ সময় কয়েকজন সন্ত্রাসী এসে শিমুল মিয়াকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় শিমুলকে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ঘটনায় আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) কামাল হোসেন বলেন, হাসপাতাল থেকে শিমুলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, মাদক সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। তার মূল পরিকল্পনাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

## ৭৯ জেলেসহ মাছ ধরার দুটি জাহাজ ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

চট্টগ্রাম অফিস

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানার ভেতর থেকে ৭৯ জেলে-নাবিকসহ বাংলাদেশি দুটি মাছ ধরার জাহাজ ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। মাছ ধরার জাহাজ দুটির নাম 'এফভি মেঘনা-৫' ও 'এফভি লায়লা-২'। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাহাজ দুটির সর্বশেষ অবস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের বিশাখাপত্তম বন্দরে। সেখানে ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে জাহাজ দুটি হস্তান্তর করে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ইতিমধ্যে উভয় দেশের সরকারি পর্যায়ে (জি টু জি) জাহাজ দুটিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে জানায় বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএফএ) সূত্র।

মহাপরিচালক শিপিং কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম ইত্তেফাককে বলেন, খুলনা অঞ্চলের স্থলভাগ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় গত সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ঐ সময় বাংলাদেশের মাছ ধরার জাহাজ দুটি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার ভেতরেই মাছ ধরছিল। ধরে নিয়ে যাওয়া জাহাজ দুটিতে নাবিক জেলের সংখ্যা ছিল ৪২ ও ৩৬ জন। বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে বলে জানান মহাপরিচালক শিপিং। সর্বশেষ জানা গেছে, বাংলাদেশের জাহাজ দুটি ভারতের সীমানায় মাছ ধরছে এই সন্দেহে ভারতের কোস্ট গার্ড তাদের জাহাজসমেত ধরে নিয়ে যায়। অপর একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশের মাছ ধরার জাহাজ দুটি যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানার মধ্যেই যে ছিল তা প্রামাণ্যসমেত সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছে জাহাজ দুটির মালিকপক্ষ।

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশন অফিস সেক্রেটারি আবিদ হাসান সাংবাদিকদের বলেন, এফভি লায়লা-২ ফিশিং জাহাজটির মালিক সিদ্দিকুর রহমান। তাদের অপারেশন 'কোম্পানির নাম 'এসআর ফিশিং'। এফভি মেঘনা-৫ ফিশিং জাহাজের মালিক এম এ ওয়াহেদ, অপারেশন কোম্পানির নাম সিঅ্যান্ডএ অ্যাগ্রো লিমিটেড। তিনি বলেন, ভারতীয় কোস্ট গার্ড মাছ ধরার জাহাজ দুটিকে বিশাখাপত্তম বন্দরে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে। এ ব্যাপারে জিটুজি কথাবার্তা চলছে। এদিকে সিঅ্যান্ডএ অ্যাগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপক (অপারেশন) আনসারুল হক গতকাল দুপুরে জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে। ঐ সময় জাহাজ দুটি ভারতের উড়িষ্যার দিকে যাচ্ছিল বলেও তিনি জানিয়েছিলেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

## কালিয়াকৈরে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

### লাশ নিয়ে ঠেলাঠেলি

গাজীপুর ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পশ্চিম পাশে হানিফ স্পিনিং মিলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই যুবক মৌচাক জামতলা এলাকার তানভির হোসেন নান্নু মিয়ার ছেলে তাজবির হোসেন শিহান (২৬)। নিহত শিহান উত্তরার একটি কল সেন্টারে চাকরি করতেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভোরে শিহান বাড়ি থেকে বের হয়ে মৌচাক বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলেন। মাজার রোডের মাথা থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাকে পাঁচজন যুবক ধাওয়া করে মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পশ্চিম পাশে হানিফ স্পিনিং মিলের সামনে পাকড়াও করে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে মৌচাক পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলেও সকাল সাড়ে ৬টায় পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে এলেও লাশ উদ্ধার না করে হাইওয়ে পুলিশকে উদ্ধারের জন্য ডাকে। এদিকে সকাল ৮টার দিকে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও লাশ হাইওয়ে পুলিশ উদ্ধার করবে না বলে জানালে হাইওয়ে পুলিশ ও থানা পুলিশের মাঝে লাশ উদ্ধার নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগে। পরে কালিয়াকৈর থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ ঘটনাস্থলে এসে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে পাঠায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

## রসুন খেতে কৃষকের খালে বৃদ্ধের লাশ

প্রতিদিন ডেস্ক

রাজবাড়ীতে রসুন খেতে কৃষকের এবং গোপালগঞ্জে খালে পাওয়া গেছে বৃদ্ধের লাশ। মুন্সিগঞ্জে নির্মাণাধীন ভবন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক শ্রমিকের লাশ। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ছেলেকে পানিতে ফেলে হত্যার পর পুলিশে ধরা দিয়েছেন বাবা। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

**রাজবাড়ী :** কালুখালীর হরিণবাড়িয়ার চরে রসুন খেত থেকে সোমবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে কদম আলী (৫৫) নামে এক কৃষকের লাশ। তার বাড়ি পশ্চিম হরিণবাড়িয়া গ্রামে। ওসি জাহেদুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **গোপালগঞ্জ :** কোটালীপাড়ার খালে পাওয়া গেছে সতীশ রায় (৭৫) নামে এক বৃদ্ধের লাশ। **মুন্সিগঞ্জ :** গজারিয়ায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে টিটু মিয়া (১৬) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। **রূপগঞ্জ :** নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গতকাল জুলফিয়ার জিহাদ(৬) নামে এক শিশুকে পানিতে ফেলে হত্যা করে পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছেন মানসিক বিকারগ্রস্ত বাবা।

সংবাদ
বুধবার ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Wednesday 11 December 2024

## চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

জেলা বার্তা পরিবেশক, নোয়াখালী

নোয়াখালীতে বাথরুমের সেপটি ট্যাংকি থেকে রবিন হোসেন নামে এক ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার দুপুরে নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাপ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের চুলডগি এলাকার জামালের বাড়ির বাথরুমের সেপটি ট্যাংকি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মো. রবিন হোসেন (১৬) একই ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের রাম হরিতালুক গ্রামের মাকু মিয়া সওদাগর বাড়ির মো. ইউনুসের ছেলে।

সুধারাম থানার ওসি কামরুল ইসলাম বলেন, গলায় কাপড় পেঁচিয়ে রবিনকে হত্যা করা হয়। নিহতের সৎ মা গত ৫ ডিসেম্বর প্রথমে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। পরে পুলিশ ভিকটিমকে না পেয়ে সেটিকে অপহরণ মামলা হিসেবে রুজু করেন। এর পর পরই ভিকটিমের মোবাইলফোনের সূত্র ধরে দুইজনকে আটক করা করা হয়। তারা ভিকটিমের মোবাইলফোন ব্যবহার করছিল।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১২ ডিসেম্বর ২০২৪

মিটফোর্ড হাসপাতাল

## পরিচালকের বিরুদ্ধে নারী কর্মচারীকে নির্যাতনের অভিযোগ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতাকর্মী তাহমিনা বেগমকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাজহারুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় পরিচালকের পদত্যাগ দাবি করে বুধবার সকালে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে কর্মচারীরা। ভুক্তভোগী কর্মচারী তাহমিনা বেগম যুগান্তরকে বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দিনের বেলা নিরিবিলি জায়গায় কাজ করার আবেদন জানাতে চেয়েছিলেন। বুধবার সকালে তিনি পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাজহারুল ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চান।

তাহমিনার অভিযোগ, অনুমতি না দিয়ে পরিচালক তার আইডি কার্ড ছিনিয়ে নেন এবং হাতে থাকা ছড়ি ও আনসার সদস্যের লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। পরে আনসার ও ওয়ার্ড মাস্টারকে তাকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আনসার সদস্যরা তার চুল ধরে টেনে তাকে বের করে দেন। এ সময় তিনি গুরুতর আহত হন। মিটফোর্ড হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোজাফফর হোসেন বাবুল জানান, চিকিৎসক ও কর্মচারীরা পরিচালকের ভয়ে তটস্থ থাকেন। তিনি কথায় কথায় কর্মচারীদের গায়ে হাত তোলেন। কোনো কর্মচারী অপরাধ করলে তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু আনসার দিয়ে তাকে পিটিয়ে আহত করার অধিকার তার নেই। তার পদত্যাগের দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

## চালককে মারধর, বিএনপি নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার

সাময়িক বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা হলেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

তর্কাতর্কির জের ধরে নারায়ণগঞ্জে অনুসারীদের নিয়ে বাস ভাঙচুরের পর চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছেন বাসযাত্রী এক সাংবাদিকও। গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সানারপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত বিএনপি নেতা হলেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন। মারধরের শিকার বাসচালককে তিনি নিজের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে যান। পরে গতকাল রাতে ইকবালকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিএনপি। শুক্রবার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের ওই আদেশ দেওয়া হয়।

মারধরের শিকার ওই বাস চালকের নাম মো. নয়ন। তিনি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কে আসিয়ান এসি বাস সার্ভিসের একজন চালক।

বাসচালক ও ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুর ১২টায় ঢাকার গুলিস্তান থেকে যাত্রী নিয়ে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয় আসিয়ান পরিবহনের বাসটি। রাজধানীর সায়েদাবাদ এলাকায় যানজটে গাড়ির সামনে হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল এসে থামলে দ্রুত ব্রেক কষেন চালক। এতে গাড়িতে থাকা যাত্রীদের ঝাঁকুনি লাগে। এ নিয়ে ওই বিএনপি নেতা চালককে ধমক দেন। তখন চালক পাল্টা তর্ক জুড়লে বিএনপি নেতা চালককে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। পরে গাড়িটি সানারপাড় এলাকায় এলে আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষমাণ ৩০ থেকে ৩৫ জন লোক গাড়িটির গতিরোধ করে গাড়ি ভাঙচুর করেন। পরে তাঁরা চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে মারধর করেন।

সময়ের আলো শুক্রবার।১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

## বনানীতে বাসা থেকে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর বনানী আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে মারিয়া (১৬) নামের এক গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, গৃহকর্মী মারিয়া সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত বুধবার রাত ১১টার দিকে বনানী ৯ নম্বর রোডের এফ ব্লকের ৪৯ নম্বর বাসার ছয় তলার একটি কক্ষ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত মারিয়ার ফুফু নাজমা পারভীন জানান, তাদের বাড়ি মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার বিল্লাপাড়া গ্রামে। মারিয়ার বাবা রিকশা চালক বাহারুল ইসলাম এবং মা মনিরা খাতুন গৃহিণী। তিনবোন এক ভাইয়ের মধ্যে মারিয়া ছিল বড়। গত দেড় বছর ধরে মারিয়া বনানীতে মোমিন আলী-জাহানারা আলী দম্পতির বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। মারিয়ার ফুফু নাজমা নিজেও ওই বাসায় কাজ করেন বলেও জানান।

নাজমা আরও জানান, মারিয়ার ছোট বোনকে কাজে দিতে চায় তার মা। কিন্তু মারিয়া তার ছোট বোনকে কাজে দিতে না করেন। এ বিষয় নিয়ে মারিয়ার সঙ্গে তার মায়ের কিছুদিন ধরে ঝগড়া হচ্ছিল। এ কারণে গতকাল রাত ৯টার দিকে সবার অগোচরে ছয় তলার একটি কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে উড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয়। পরে তারা দেখতে পেয়ে নিজেরাই মরদেহটি নিচে নামিয়ে পুলিশে খবর দেয়।

এ বিষয়ে বনানী থানার এসআই ইয়াসির আরাফাত জানান, গত রাতে খবর পেয়ে বনানীর ওই বাসায় গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহটি ফ্লোরে শায়িত অবস্থায় ছিল। মায়ের সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে বুধবার রাতে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে মারিয়া। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

## ছয় দিন পর বিলে ভেসে উঠল কৃষকের লাশ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে নিখোঁজের ছয় দিন পর বিল থেকে লিটন মিয়া (৪৪) একজনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার কালোহা বিলে বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে লাশটি পাওয়া যায়। লিটন পাইকড়া ইউনিয়নের বানকিনা গ্রামের আতশ আলীর ছেলে ও পেশায় কৃষক ছিলেন। কালিহাতী থানার ওসি আবুল কালাম ভুঁইয়া বলেন, বিলে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন এলাকাবাসী। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। ঘটনাটি তদন্ত করে নেওয়া হবে আইনি ব্যবস্থা। জানা যায়, লিটন বানকিনা এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে জুয়া খেলতেন। গত ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কালোহা পশ্চিমপাড়ায় তিনি জুয়া খেলতে বসেন। লোকজনের সাড়া পেয়ে জুয়ারিরা বিলের দিকে পালিয়ে যান। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসী অনেক খোঁজাখুঁজির পর থানায় জানান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলেরা বিলে মাছ ধরতে গিয়ে লাশ ভাসতে দেখেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩
Dhaka : Sunday 8 Dcember 2024

## প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে কৃষকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, জামালপুর

জামালপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে মন্তাজ আলী নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় শামসুল হক নামে একজন আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার বিকাল ৫টা জামালপুর সদর উপজেলার নরুন্দি ইউনিয়নের শ্রী বাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক মন্তাজ আলী শ্রী বাড়ি এলাকার মৃত জোনাব আলীর ছেলে এবং আহত শামসুল হক একই এলাকার মৃত আকবর আলী ছেলে।

জামালপুর সদর থানার ওসি আবু ফয়সল মো.আতিক বলেন, নিহত কৃষকের মরদেহ বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 15 December 2024

## উখিয়ার ৪ জেলের হদিস মেলেনি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, কক্সবাজার

মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া কক্সবাজারের উখিয়ার ৪ জেলের কোন হদিস মিলেনি। এ নিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যরা রয়েছে চরম উৎকন্ঠায়। গত শুক্রবার বিকালে উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ৫ জেলে মিলে সীমান্তের নাফনদীতে মাছ ধরতে যায়।

তারা গতকাল সকালে ফেরার কথা থাকলেও ফিরেনি। এর মধ্যে জানাজানি হয় তাদের ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মির সদস্যরা। এদের মধ্যে নাফ-নদীতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে একজনের মরদেহ। মরদেহটি ধরে নিয়ে যাওয়া ৫ জনের একজন। গত এক মাসেও অপর ৪ জনের কোন হদিস মিলেনি। মরদেহ পাওয়া জেলে পালংখালী ইউনিয়নের আঞ্জুমানপাড়ার মৃত মোহাম্মদ হোসেন এর ছেলে জৈনদুল বশর।

হদিস না পাওয়া অপর চারজন হলো, পূর্ব ফারিরবিল এলাকার মনজুর আলমের ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ, নুর মোহাম্মদের ছেলে লুৎফুর রহমান, জিয়াবুল হকের ছেলে সাইফুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আবদুল্লাহর ছেলে ইউচুফ জালাল।

ইউসুফের বাবা মনজুর আলম জানায়, এক মাস হলেও কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষেও কিছু জানানো হয়নি। ছেলে জীবিত নাকি মারা গেছে এ চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা কান্না করে সময় অতিবাহিত করছে।

পালংখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গফুর উদ্দিন চৌধুরী জানায়, ৪ জনকে ফেরত আনতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হলেও কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই ৪ জনের ভাগ্যে কি ঘটেছে বলা মুশকিল। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে আরাকান আর্মির সাথে যোগাযোগ করে তথ্য জানা জরুরি।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) যারীন তাসমিন তাসিন বলেন, নিখোঁজ জেলেদের বিষয়ে আমরা কাজ করছি।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪
২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## ট্রাকচাপায় মিশুক চালক নিহত, বন্দরে সড়ক অবরোধ

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে শাহ সিমেন্টের ট্রাকচাপায় এক মিশুক চালক নিহতের ঘটনায় মদনগঞ্জ-মদনপুর সড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার বন্দরের ধামগড় ভাংতি এলাকায় সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। এ সময় শাহ সিমেন্টের শতাধিক ট্রাক আটক রাখলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার সকালে মদনগঞ্জ-মদনপুর সড়কের ধামগড় ভাংতি এলাকায় শাহ সিমেন্টের ট্রাকের চাপায় মাসুদ (৩০) নামে এক মিশুক চালকের মৃত্যু হয়। নিহত মিশুক চালক মাসুদ উপজেলার ধামগড় কুড়িপাড়া এলাকার মালেক মিয়ার ছেলে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪,

## বাজারে যাওয়ার পথে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বারী শেখ (৫৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বহুলি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত বারী শেখ সদর উপজেলার বহুলী গ্রামের হাজী আবদুর রহমানের ছেলে।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া জানান, কিছুদিন আগে বহুলী গ্রামের নুরনবী জোর করে বারী শেখের জমি দখল করে নেয়। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে বাড়ি থেকে বহুলী বাজারের দিকে যাওয়ার পথে বারী শেখের ওপর হামলা চালায় নুরনবী ও তার লোকজন। একপর্যায়ে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এরপর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, এ ঘটনায় এরই মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সমকাল
বুধবার। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ 7

## মধ্যরাতে প্রহরীকে মারধর করে দলিলপত্র লুট

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জ জেলা দলিল লেখক কার্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মীকে মারধর করে দলিল লেখকদের লকার ভেঙে গ্রাহকের নথিপত্র নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলিল লেখক সমিতির সহসভাপতি বশির আহমেদ বাবু। এ ঘটনায় অর্ধশতাধিক দলিল খোয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

জানা গেছে, দলিল লেখক সমিতির নিজস্ব কোনো ভবন না থাকায় ২০১৬ সালে জেলা প্রশাসকের ভবনসংলগ্ন বেসরকারি গণগ্রন্থাগার ভবনের নিচতলা ভাড়া নেয় দলিল লেখক সমিতি। সেখানে শতাধিক দলিল লেখক কাজ করে আসছেন। গত সোমবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে লকার ভেঙে অর্ধশতাধিক দলিল নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার সকালে দলিল লেখক সমিতির ভবনে ঢুকতেই লোহার গেটের ডান ও বাম পাশে সহসভাপতি বশির আহমেদ বাবু এবং সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলীর ব্যবহৃত লকার দুটি ভাঙা দেখা যায়। লকারে থাকা কাগজপত্রসহ দলিলাদি ছড়ানো-ছিটানো।

নিরাপত্তা কর্মী মোকসেদ আলী জানান, রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তাঁকে (নিরাপত্তা কর্মী) মারধর করে জিম্মি রেখে দলিল লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তারা মুখোশ পরা এবং হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাঁকে একটি কক্ষে বন্দি করে বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয় তারা।

দলিল লেখক সমিতির সহসভাপতি বশির আহমেদ বাবু বলেন, 'লকার গ্রাহকের দলিলাদি দিয়ে ভরা ছিল। যারা এ ঘটনা ঘটিয়ে দলিলগুলো নিয়ে গেছে, তাদের কোনো লাভ হবে না। কিন্তু আমার এবং গ্রাহকের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।'

সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক জানান, অর্ধশতাধিক দলিল খোয়া গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গ্রাহকরা দলিল নিতে এলে আর আসল দলিল পাবেন না। ফের সার্টিফায়েড কপি অফিস থেকে উত্তোলন করে দিতে হবে। গ্রাহকরা ভোগান্তির শিকার হবেন।

এ বিষয় মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমানুল্লাহ জানান, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ তদন্ত করছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর
সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
৮ পৌষ ১৪৩১

## বড়লেখায় সীমান্তের জিরো লাইনে চা শ্রমিকের লাশ

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

বড়লেখায় ভারতীয় সীমান্তের জিরো লাইন থেকে রোববার দুপুরে এক চা শ্রমিকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম গোপাল বাক্তি। শনিবার পাহাড় থেকে বাঁশ আনতে গিয়ে নিখোঁজ হন গোপাল। তিনি বড়লেখা উপজেলার নিউ সমনবাগ চা বাগানের মোকাম সেকশনের সাবেক ইউপি সদস্য অখিল বাক্তির ছেলে।

স্বজনদের অভিযোগ, অসাবধানতাবশত সীমান্তের জিরো লাইনের কাছে গেলে বিএসএফ গুলি করে গোপাল বাক্তিকে হত্যা করেছে। তার সঙ্গে আরও কয়েক শ্রমিক ছিলেন। বিএসএফের গুলির ভয়ে তারা পালিয়ে রক্ষা পান। বিজিবি গোপালের লাশ উদ্ধার করে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪,

## মগবাজারে ছুরিকাঘাতে ২ যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মগবাজারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম হাবিবুল্লাহ (১৮)। গতকাল রবিবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে মগবাজার ওয়্যারলেস মোড় এলাকায় ছুরিকাঘাতের শিকার হন হাবিবুল্লাহ। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে মারা যান তিনি।

এদিকে বড় মগবাজার এলাকায় পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব (২৪) নামে এক গার্মেন্টস কর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাতিরঝিল থানা এলাকার বড় মগবাজার মোড়ল গলিতে হামলার এ ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | রোববার ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ ৭ পৌষ ১৪৩১

# শেরপুরে অটোচালককে হত্যার অভিযোগ

যুগান্তর ডেস্ক

শেরপুরে একজন অটোরিকশা চালককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া নাটোর, নীলফামারীর ডোমার ও চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আরও তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। শুক্র ও শনিবার তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : **শেরপুর** সদর উপজেলার চরভাবনা কান্দাপাড়া গ্রামের পতিত জমি থেকে শুক্রবার দুপুরে দেলোয়ার হোসেন নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দেলোয়ার হরিণধরা পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হাসমত আলীর ছেলে। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশা চালক। একই এলাকার মামুন গংরা পূর্বশত্রুতার জের ধরে দেলোয়ারকে পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে দেলোয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। শুক্রবার এলাকাবাসী তার লাশ চরভাবনা কান্দাপাড়া গ্রামের একটি পতিত জমিতে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। **নাটোরে** শনিবার তরুণ কুমার দাস নামে এক ভবঘুরের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বড় হরিশপুর কাশিমপুর মহাশ্মশানের ভোগ ঘরের বারান্দায় তার লাশ পড়েছিল। তরুণ কুমার দাস পৌর এলাকার আলাইপুর এলাকার কালীপদ দাসের ছেলে। সদর থানার ওসি মাহবুব রহমান বলেন, তরুণ কুমারকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। শ্মশান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সত্য নারায়ণ টিপু বলেন তরুণ দাস মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। **ডোমারে** ভরসা আক্তার লিশা নামে দুই সন্তানের জননীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মটুকপুর ইউনিয়নের মেম্বারপাড়া এলাকার সরকারি ফরেস্ট বাগানের ইপিল গাছ থেকে শনিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লিশা মেলাপাঙ্গা এলাকার দুলু মিয়ার মেয়ে ও ডিমলা উপজেলার ঠুটার ডাঙ্গা বাকরোসা ডাঙ্গা এলাকার মো. সাদ্দাম হোসেনের স্ত্রী। ৬ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। **ফরিদগঞ্জে** জোহা আক্তার নামে এক স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জোহা গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের রামপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। চরদুঃখিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের পূর্ব লাড়ুয়া গ্রামে তার নানার বাড়ি থেকে শুক্রবার রাতে লাশ উদ্ধার করা হয়। জোহা চরদুঃখিয়া পূর্ব ইউনিয়নের সন্তোষপুর গ্রামের ওমান প্রবাসী জহিরুল ইসলামের মেয়ে।

**নাটোর ডোমার ফরিদগঞ্জে তিন লাশ উদ্ধার**

যুগান্তর | শনিবার ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ ৬ পৌষ ১৪৩১

# ফতুল্লায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আহমেদ সিয়াম নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শিহাচর তক্কারমাঠ এলাকায় শুক্রবার রাত ১০টায় এ ঘটনা ঘটে। সিয়াম ফতুল্লার পিলকুনী এলাকার পাঁচতলা বরিশাল টাওয়ারসংলগ্ন আব্দুল হালিম মিয়ার ছেলে। সিয়ামের মা কাঞ্চন বেগম বলেন, দুই মাস অসুস্থ ছিল সিয়াম। সুস্থ হওয়ার ১৫ দিন পর সে একটি হোসিয়ারি কারখানায় কাজে যোগ দেয়। রাত ১০টার দিকে কয়েকজন ছেলে বাসায় এসে জানায় সিয়ামকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়েছে। খানপুর হাসপাতালে গিয়ে সিয়ামের লাশ পেয়েছি। হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। স্থানীয়রা বলেন, সিয়াম স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা শরিফ হোসেন শামীমের সাথে ছাত্রলীগের সভা সমাবেশ করতেন। তবে সিয়ামের কোনো পদপদবি নেই। হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে শরিফ হোসেন শামীম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, সিয়ামের ডান পাশের উরুতে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# ছুরিকাঘাতে গার্মেন্টকর্মী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মগবাজার মোড়ল বাড়ি এলাকায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রাকিব (২৪) নামে এক গার্মেন্টসকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাত সাড়ে ১১টায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেকে গতকাল ওই যুবকের খালু রফিকুল ইসলাম বলেন, রবিবার রাতে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে রাকিব। পরে বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। মগবাজার মোড়লবাড়ির গলিতে যাওয়া মাত্রই দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেকে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, রাকিবের বাড়ি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। তার বাবা আজিজুল ইসলাম। তিনি গাজীপুরে থাকতেন।

সময়ের আলো | রোববার। ২২ ডিসেম্বর ২০২৪।

# শ্মশানের প্রহরীকে হত্যা করে দানবাক্সের টাকা লুট

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোর কেন্দ্রীয় মহাশ্মশানের প্রহরী তরুণ দাসকে হত্যা করে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মন্দিরের ভেতর থেকে দানবাক্সর টাকাসহ পুরোনো কাঁসা-পিতলের মালামাল লুট করা হয়। খবর পেয়ে মন্দির চত্বর থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তরুণ দাসের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুর রহমান।

শনিবার সকালে নাটোর শহরের বড়হরিশপুর এলাকায় কাশিমপুর মহাশ্মশানে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তরুণ দাস শহরের আলাইপুর এলাকার কালী চন্দ্র দাসের ছেলে বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তরুণ দাস নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার রহস্য উদঘাটনে কাজ শুরু করেছে। এ ছাড়া রাজশাহী থেকে সিআইডির ক্রাইম সিনের সদস্যরা রওনা দিয়েছেন। তারা ঘটনাস্থলে এলে আলামত সংগ্রহ করে মরদেহ

## শ্মশানের প্রহরীকে হত্যা করে দানবাক্সের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, জড়িতদের চুরির সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও আশ্বাস দেন নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুর রহমান।

এ বিষয়ে জানার জন্য নাটোর কেন্দ্রীয় মহাশ্মশানের সহসভাপতি সুবল কুমার দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মন্দিরের গার্ড শ্মশানের ভেতরে প্রবেশ করলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তরুণ দাসের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি তিনি শ্মশান কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে এসে পুলিশে খবর দেন।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ আসার পর শ্মশান কর্তৃপক্ষ মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন, দুর্বৃত্তরা মন্দিরের ভেতরে তালা ভেঙে দানবাক্সসহ পুরোনো কাঁসা, পিতলের মালামাল নিয়ে গেছে। নিহত তরুণ দাস প্রায় ১৫ বছর ধরে রাতে শ্মশানে থাকতেন বলে জানিয়েছেন তার ছোট ভাই।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২২ ডিসেম্বর ২০২৪

# অপহৃত অটোচালক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে অপহৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ মোস্তফা (২৪) র‍্যাবের অভিযানে উদ্ধার হয়েছেন। এ সময় র‍্যাব মামুন (৩৯) নামে এক যুবককে আটক করেছে। মামুন টুঙ্গীবাড়ী থানার দিঘীরপাড় গ্রামের বাসিন্দা। র‍্যাব-১০-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোস্তফাকে অপহরণ করে মামুনসহ তার সহযোগীরা। পরে তার বাবার কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এ ঘটনায় মোস্তফার বাবা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। পরে র‍্যাব-১০-এর অভিযানিক দল শুক্রবার রাতে আবদুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে মোস্তফাকে উদ্ধার এবং মামুনকে গ্রেপ্তার করে।

সংবাদ
শনিবার ১৩ পৌষ ১৪৩১
Saturday 28 December 2024

# জাহাজে ৭ খুন: সারাদেশে নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতি

সংবাদ ডেস্ক

চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে জাহাজে সাতজন খুনের ঘটনায় প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন, হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবিতে দেশব্যাপী কর্মবিরতি শুরু করেছেন নৌযান শ্রমিকেরা। বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে মালবাহী, তেল-গ্যাসবাহী, বালুবাহীসহ সবধরনের পণ্যবাহী নৌযানের শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন।

বাংলাদেশ লঞ্চ লেবার অ্যাসোসিয়েশন মোংলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ার চৌধুরী বলেন, 'চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে এমভি আল বাখেরা জাহাজে মাস্টারসহ সাত শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ও হত্যাকারীদের শনাক্তসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশহিসেবে কর্মবিরতি করছি। গত বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে মালবাহী, তেল-গ্যাসবাহী, বালুবাহীসহ সবপ্রকার পণ্যবাহী নৌযানের শ্রমিকেরা কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।'

বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. মামুন হাওলাদার বাদশা বলেন, 'নিহত শ্রমিকদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য সরকারিভাবে ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা, সব নৌপথে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।' যতদিন পর্যন্ত হত্যার বিষয়ে সঠিক বিচার না হবে তত দিন এই কর্মবিরতি চলবে বলে জানান এই শ্রমিক নেতা।

চাঁদপুর শহরের বাণিজ্যিক এলাকা পুরান বাজারে গতকাল রাত পর্যন্ত পণ্য ওঠানামা করলেও আজ সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে। ওই এলাকার রনাগোয়াল এলাকায় বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর অবস্থায় আছে। ওইসব জাহাজের মাস্টার, চালক ও বেশ কয়েকজন সুকানি ও খালাসি পাড়ে এসে অবস্থান নিয়েছেন।

চাঁদুপরে কর্মবিরতিতে থাকা এমভি এনডিই-১০ জাহাজের মাস্টার রাশেদুল ইসলাম বলেন, 'আমি এক যুগ জাহাজে চাকরি করছি। এই ধরনের ঘটনা কখনও দেখিনি। এই ঘটনায় সাতজন মায়ের বুক খালি হয়েছে। এটি নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও ঘটেছে। তবে তখন হয়তো দু-একজন খুন হয়েছে। এই রুটে চলাচল করে দেখেছি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ, চাঁদপুরের হাইমচর, মাঝের চর এলাকা ডাকাতের অভয়ারণ্য। এসব এলাকায় সবসময় ডাকাতির ঘটনা ঘটে।'

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের মালিকানাধীন এমভি এনডিই-৯ জাহাজের চালক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আজ(গতকাল) ভোররাতে আমরা চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুরে এসে অবস্থান নিয়েছি। আমাদের নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে আমরা কর্মবিরতিতে আছি। আমরা এই সাত খুনের বিচার, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও নৌপথের নিরাপত্তা দাবি করছি।'

একই কোম্পানির এমভি এনডিই-১০ জাহাজের প্রধান চালক বাবুল মিয়া বলেন, 'নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মবিরতি চলবে।'

নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন চাঁদপুর জেলা কমিটির সভাপতি হারুনুর রশিদ বলেন, 'আমাদের কর্মবিরতি অব্যাহত আছে। এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ডাকা হয়নি।'

কোস্ট গার্ড চাঁদপুর স্টেশন কমান্ডার লেফট্যানেন্ট ফজলুল হক বলেন, 'চাঁদপুর নৌ সীমানায় আমাদের নিয়মিত টহল আছে। আগের চাইতে এখন টহল আরও জোরদার করা হয়েছে।'

এদিকে সারা দেশের সঙ্গে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি নৌ বন্দরে কর্মবিরতি শুরু করেছেন নৌযান শ্রমিকেরা। নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিতরির ফলে স্থবির হয়ে পড়েছে শাহজাদপুরে স্থাপিত উত্তরাঞ্চলের একমাত্র নৌবন্দরটি।

বাঘাবাড়ি নৌবন্দর হয়ে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় জ্বালানি তেল, সারসহ বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ হয়ে থাকে। নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতির ফলে জ্বালানি তেলসহ সব পণ্য পরিবহন বন্ধ রয়েছে।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য শ্রমিকদের কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হয়। মুন্সিগঞ্জে লঞ্চঘাটের কাছে ধলেশ্বরী নদীতে অবস্থান নিয়ে সব পণ্যবাহী জাহাজ শ্রমিকেরা এই কর্মবিরতি পালন করছেন বলে জানাগেছে।

সমকাল
মঙ্গলবার । ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# চালককে হত্যার পর অটোরিকশা নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

■ আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মো. বিল্লাল মিয়া নামে এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার লালপুর ইউনিয়নের বায়েক এলাকার একটি সড়ক থেকে বিল্লালের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত বিল্লাল (৬০) উপজেলার আড়াইসিধা গ্রামের মাধুর বাড়ির মৃত আ. জব্বার মিয়ার ছেলে। তিনি আড়াইসিধা ইউনিয়ন রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন।

বিল্লালের বড় ভাই রহমতউল্লাহ জানান, রোববার বিকেলে বাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন বিল্লাল। এরপর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়নি। তবে রাত ১২টা পর্যন্ত স্থানীয় লোকজন তাঁকে রিকশা চালাতে দেখেছে।

স্থানীয় একটি সূত্রের ভাষ্য, রোববার রাতে উপজেলার যাত্রাপুর গ্রামে মেলা হচ্ছিল। যাত্রীর আশায় বিল্লাল হয়তো মেলায় ছিলেন। সেখান থেকে যাত্রীবেশে ছিনতাইকারী তাঁর অটোরিকশায় ওঠে এবং নির্জন স্থানে নিয়ে হত্যা করে রিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়। সোমবার সকালে স্থানীয় লোকজন লালপুর ইউনিয়নের বায়েক এলাকার একটি পুরোনো আশ্রমের কাছে রাস্তার ওপর তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে।

আশুগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (তদন্ত) সজল কান্তি দাশ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, যাত্রীবেশে ছিনতাইকারীরা বিল্লালকে নির্জন স্থানে নিয়ে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনিয়ে নেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৩ পৌষ ১৪৩১, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

# মতলব উত্তরে কৃষককে কুপিয়ে জখম

■ মতলব উত্তর (চাঁদপুর) সংবাদদাতা

মতলব উত্তর উপজেলায় মাদক ব্যবসায় বাধা দেওয়ায় এক কৃষককে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার গজরা ইউনিয়নের মধ্য কৃষ্ণপুর গ্রামে একটি পরিত্যক্ত দোকানের সামনে পাকা রাস্তায় ঐ গ্রামের মৃত কেরামত আলী প্রধানের ছেলে কৃষক সুফি আলমকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে মাদক ব্যবসায়ীরা। মতলব উত্তর থানার ওসি মো. রবিউল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সুফি আলমের স্ত্রী লিপি বেগম জানান, আমার স্বামীকে বিভিন্ন সময় নেশার টাকার জন্য হুমকি দিয়েছেন কয়েক জন লোক। গত বৃহস্পতিবার রাতে আমার স্বামী খাবার খেয়ে দোকানের কাছে যাওয়ার সময় তারা হামলা চালায়। আমার স্বামী এখন মৃত্যুশয্যায়। এ ঘটনায় প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছি। গজরা ইউপি সদস্য মো. সফিকুর রহমান জানান, ইদানীং কৃষ্ণপুরে কিছু ছেলে সন্ধ্যার পরে সংঘবদ্ধভাবে আড্ডা দেয়। তাদের চালচলন আচার-আচরণে সন্দেহ হলে বিষয়টি তাদের অভিভাবককে আমি জানিয়েছিলাম। আজকের এ ঘটনাটি খুব দুঃখজনক। মতলব উত্তর থানার ওসি মো. রবিউল হক জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

সংবাদ
শনিবার ১৩ পৌষ ১৪৩১
: Saturday 28 December 2024

## ঘরে গৃহকর্মীর রক্তাক্ত লাশ, 'ছুরি হাতে পালাল যুবক'

### নিহতের ২ কান কাটা, মুখে, চোয়াল ও গলায় ছুরির আঘাতের চিহ্ন

প্রতিনিধি, ফেনী

ফেনীতে ষাটোর্ধ্ব এক গৃহপরিচারিকার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে ফেনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ফলেশ্বর এলাকার একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে বলে ফেনী মডেল থানার ওসি মর্ম সিংহ ত্রিপুরা জানান। নিহত মাসুদা বেগম (৬৫) ফেনী সদর উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের পিঠাপাশারী এলাকার মোস্তফা ভূঁঞা বাড়ির সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী। তিনি গত দুই দশক ধরে ৬ নং ওয়ার্ডের ফলেশ্বর এলাকার গোলাম ফারুক কমিশনারের বাড়িতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ওসি বলেন, 'ফেনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর গোলাম ফারুক ও তার ভাই গোলাম কিবরিয়া বকুলের বাসায় দীর্ঘদিন ধরে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাসুদা বেগম। অন্য সময়ে এ বাড়িতে লোকজন থাকে না। গত এক সপ্তাহে ফারুক ও গোলামের স্বজনরা বাড়িতে আসেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে

## ঘরে গৃহকর্মীর রক্তাক্ত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

চারতলা ভবনের নিচতলায় মাসুদার ঘর থেকে চিৎকার শুনে ওপর থেকে নেমে আসেন বকুলের স্ত্রী সোনিয়া আক্তার। এ সময় মাসুদার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

'পরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে সুযোগ বুঝে রক্তাক্ত ছুরি হাতে নিয়ে এক যুবক ওই ঘর থেকে পালিয়ে যায়। তখন ওপর তলা থেকে কয়েকজন নিচে নেমে আসলে বকুলের ঘরের সোফার নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহপরিচারিকা মাসুদার মরদেহ দেখতে পায়। এ সময় তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এসে মরদেহ উদ্ধার করে।'

নিহত মাসুদার ছেলের বউ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, 'আমার শাশুড়ি সাবেক পৌর কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা গোলাম ফারুক ও তার ভাই গোলাম কিবরিয়া বকুলের বাসায় ২০ বছর ধরে গৃহপরিচারিকার কাজ করে আসছেন। গত সোমবার ওই বাড়ির লোকজন ঢাকা থেকে বাড়ি এলে তাকে কাজের জন্য ডেকে আনা হয়।'

নিহত মাসুদার আরেক ছেলের বউ রাহেনা আক্তার বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেলে শাশুড়ির চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ ও পান কিনে দিয়ে তিনি বাড়ি চলে যান। রাতে ফারুক কমিশনারের স্ত্রী মোবাইল ফোনে আমাদের তাদের বাড়িতে যেতে বলেন। বারবার কারণ জিজ্ঞেস করলেও তারা আমাদের কিছু বলেনি। পরে এখানে এসে দেখি বকুল স্যারের ঘরের সোফার নিচে আমার শাশুড়ির রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। শাশুড়ি বলেছিলেন, কাজ শেষে পরদিন শুক্রবার বাড়িতে ফিরে যাবেন।' গোলাম কিবরিয়া বকুলের স্ত্রী সোনিয়া আক্তার বলেন, 'আমরা দুই জা মিলে ভবনের তৃতীয় তলার বাসায় ছিলাম। হঠাৎ আওয়াজ শুনে নিচে এসে ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখতে পেয়েছি। মাসুদাকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে চোর-ডাকাত সন্দেহে বাড়ির অন্যদের জানানোর জন্য উপরে উঠতেই দরজা খুলে দৌড়ে এক যুবককে পালিয়ে যেতে দেখেছি।'

ফেনী মডেল থানার ওসি মর্ম সিংহ ত্রিপুরা বলেন, 'নিহতের দুইকান কাটা, মুখে, চোয়ালে, গলাসহ একাধিক স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনা তদন্তে থানা পুলিশের পাশাপাশি ডিএসবি, পিবিআই ও সিআইডি ঘটনাস্থলে এসে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ ও তদন্তের কাজ শুরু করেছে।'

তিনি বলেন, 'ওই ভবনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, রাত ৯টা ১৩ মিনিটে কালো প্যান্ট ও সাদা চেক শার্ট পরা এক যুবক ভবনে প্রবেশ করছে।

আবার ৯টা ১৭ মিনিটে ওই যুবক ভবন থেকে ছুরি হাতে দৌড়ে বের হয়ে যায়। অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবককে শনাক্তে কাজ চলছে। এ ঘটনায় নিহতরের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।'

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪

## পাহাড়ে গাছ লাগানোর সময় ১৯ শ্রমিক অপহরণ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কক্সবাজার

কক্সবাজারের টেকনাফে বন বিভাগের পাহাড়ে কাজ করার সময় ১৯ জন শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। অপহৃতদের উদ্ধারে কাজ করছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গতকাল সকালে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের জাদিমুড়া এলাকা থেকে তাদের অপহরণ করা হয়। অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন। তিনি বলেন, '(সোমবার) সকালের দিকে টেকনাফের হ্নীলা জাদিমোরা পাহাড়ে গাছের চারা রোপণ করতে গেলে বন বিভাগের কাজে নিয়োজিত ১৯ শ্রমিককে অপহরণ করে গহীন পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।' অপহৃতরা হলেন আইয়ুব খান (১৮), আইয়ুব আলী (৫০), আনসার উল্যাহ (১৮), আয়াত উল্যাহ (২২), সামছু (৪৫), ইসলাম (২১), সামছু (৪০), ইসমাইল (৩৫), মোহাম্মদ হাসিম (৪০), নূর মোহাম্মদ (২১), সৈয়দ আমিন (৩০), সফি উল্যাহ (৩০), আইয়ুব (৫০), মাহাতা আমিন (১৮), সাইফুল ইসলাম (২২), সৈয়দ (৫০) ও রফিক (৩৩)। বাকি দুই শ্রমিকের নাম ও পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

টেকনাফ বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বলেন, 'প্রতিদিনের মতো বন বিভাগের পাহাড়ের বাগানে কাজ করতে গেলে ১৯ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায় একটি ডাকাত দল। এ ঘটনায় আমরা এপিবিএন পুলিশ, উপজেলা প্রশাসনসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

কক্সবাজার জেলা পুলিশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সূত্রে জানা গেছে, গত এক বছরের বেশি সময়ে টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৫০ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। তাদের মধ্যে ৯১ জন স্থানীয় বাসিন্দা, ৫৯ জন রোহিঙ্গা নাগরিক।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

## পল্টনে গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর পল্টনে একটি বাসায় লিমা (১৬) নামে এক গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ এর কারণ খুঁজছে। গতকাল রবিবার দুপুর ১২টার দিকে লিমাকে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন দায়িত্বরত চিকিৎসকরা।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, পল্টন এলাকা থেকে লিমাকে ঢামেকে আনা হয়। যারা নিয়ে এসেছিলেন তারা হাসপাতালকে লিমার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি। জানা গেছে, গৃহকর্মী লিমা ভবন থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি জানাতে অস্বীকার করে গৃহকর্তারা। লিমার দুই পা ভাঙা ছিল। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত জানতে পল্টন থানা তদন্ত করছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

## কুপিয়ে হত্যা দোকান কর্মচারীকে

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুরে গৌতম বসু (২৫) নামে এক দোকান কর্মচারীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে সহকর্মীর বিরুদ্ধে। জেলা শহরের পুরান বাজারে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। গৌতম সদর উপজেলার পূর্ব রাস্তি এলাকার হারান বসুর ছেলে। পুরান বাজার যাদব ঘৃত মিষ্টান্ন ভান্ডারের কর্মচারী ছিলেন তিনি। ওসি আল মামুন বলেন, অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান চলছে। এদিকে সদর উপজেলার পূর্ব চিড়াইপাড়ায় আম বাগানে গাছে শিকল দিয়ে ঝুলানো অবস্থায় গতকাল মিজান সরদার (৫০) নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

**ছয় দিন পর ভাসল লাশ**

**মেলান্দহ:** উপজেলায় নিখোঁজের ছয় দিন পর গতকাল স্কুলছাত্র শাওন আহমেদের (১৪) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

## মাদারীপুরে কৃষকের লাশ উদ্ধার

■ টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের পূর্ব চিড়াইপাড়া এলাকায় আমগাছে শিকল প্যাঁচানো অবস্থায় মিজান সরদার (৫০) নামে এক কৃষকের ঝুলন্ত লাশ শনিবার উদ্ধার করেছে মাদারীপুর সদর থানাপুলিশ।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# রাজধানীতে দুর্বৃত্তদের অতর্কিত হামলায় চার সাংবাদিক আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় চার সাংবাদিকের ওপর হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলামোটর প্লানার্স টাওয়ার এলাকায় দৈনিক জনবাণী পত্রিকার কার্যালয়ের পাশে এ ঘটনা ঘটে। এতে পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন সম্পাদক আতাউর হোসেন আহত হন। সন্ধ্যা ৬টায় তাদের ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে আহত সবাই চিকিৎসা নেন।

আহত সাংবাদিক বশির হোসেন খান বলেন, বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ করে ২০-২২ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল অতর্কিত হামলা চালায়। তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ধারণা করছি পূর্বপরিকল্পিতভাবে তারা আমাদের ওপর হামলা করে। আমরা তাদের কাউকে চিনতে পারিনি। ঘটনার আগে রমজান নামে এক ব্যক্তি জনবাণী পত্রিকার কার্যালয়ে গিয়ে হুমকি দিয়েছিল। তখন আমরা বাইরে থেকে অফিসে যাচ্ছিলাম। আমাদের অফিসে না পেয়ে দুর্বৃত্তরা আমাদের খোঁজে বের হয় এবং রাস্তায় পেয়ে হামলা চালায়।

পরিকল্পিতভাবে এ হামলা করা হয়েছে জানিয়ে বশির হোসেন খান, তারা (হামলাকারীরা) আমাদের পেয়ে প্রথমে নাম জিজ্ঞেস করে। এরপর হামলা চালায়। এমনভাবে এসেছিল যে, মনে হয়েছে দূর থেকে কেউ দেখিয়ে দিয়েছে। হামলায় সম্পাদকের মাথা, হাত ও পিঠে ক্ষত হয়েছে।

আহতরা জানান, প্রাথমিকভাবে বিষয়টি শাহবাগ থানাকে মোবাইলে জানানো হয়েছে। এই ব্যাপারে মামলা করা হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মারধরের শিকার চার সাংবাদিক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

যুগান্তর
রোববার ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪
১৪ পৌষ ১৪৩১

স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি

# টঙ্গীতে স্বামীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে টঙ্গীর দত্তপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ সন্ধ্যায় লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মৃত যুবকের নাম সুমন মিয়া। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার পুরাহাতা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। ঘটনার পর সুমনের স্ত্রী আকলিমা বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. বয়েজিদ নেওয়াজ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সুমন পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। স্ত্রী আকলিমা বেগমের পরকীয়ার বিষয়টি জেনে যান সুমন। এ নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো। শনিবার সকালে স্ত্রী আকলিমার সঙ্গে ফের বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান সুমন। একপর্যায়ে নিজ কক্ষে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এরই মধ্যে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে ওই কক্ষ থেকে সুমনের সাড়া না পেয়ে পাশের লোকজনদের ডাকেন পরিবারের সদস্যরা। পরে পুলিশের খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ওই কক্ষের সিলিংয়ের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে এ ঘটনাকে প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার ঘটনা বলে ধারণা করছে পুলিশ।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১১ পৌষ ১৪৩১

# বাংলামোটরে দুর্বৃত্তদের হামলায় চার সাংবাদিক আহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বাংলামোটরে দুর্বৃত্তদের হামলায় চার সাংবাদিক আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে প্ল্যানার্স টাওয়ারসংলগ্ন দৈনিক জনবাণী পত্রিকার অফিসের পাশে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন সম্পাদক আতাউর হোসেন।

আহত সাংবাদিক বশির হোসেন খান বলেন, বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পত্রিকার কার্যালয়ের পাশে ২০-২২ জনের একটি দল লাঠিসোটা ও রড নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপর হামলা করা হয়। এর আগে হামলাকারীরা পত্রিকার কার্যালয়ে গিয়ে আমাদের খোঁজ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, আহত চার সাংবাদিক প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

যুগান্তর
শনিবার ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪
১৩ পৌষ ১৪৩১

# শ্রীনগরে পুঁকুর থেকে অটোচালকের লাশ উদ্ধার

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

শ্রীনগরে পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় মো. আবুল হোসেন নামে এক অটোচালকের গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার হরপাড়া গ্রামের দীপক দেবনাথের বাড়ির পুকুর থেকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত আবুল হোসেন পরিবার-পরিজন নিয়ে ওই গ্রামের পরিমল মণ্ডলের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তার বাড়ি রংপুরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকায় বসবাস করতেন। তার স্ত্রী জানান, গত এক সপ্তাহ ধরে স্বামী আবুল হোসেন নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে থানায় জিডি করা হয়েছে। থানার ওসি মোহাম্মদ কাইয়ুম উদ্দিন চৌধুরী জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

NEWAGE SUNDAY, DECEMBER 1, 2024.

# Tea garden workers threaten tough movement for wages

Zaman Monir · Sylhet

TEA garden worker leaders on Saturday threatened to launch a tougher movement if initiatives were not taken immediately to pay their wage arrears and reopen the gardens.

They issued the threat at a rally held under the banner of Bangladesh Tea Workers Federation in front of Sylhet International Cricket Stadium in the city in the afternoon to express their solidarity with the movement that has been running for more than a month to press home the demands.

The organisation leaders alleged at the rally that workers of the tea gardens, including Lakkatura, Kewachhara and Daldali, run under the National Tea Company, are not getting their wages for three months, forcing them to lead an inhuman life.

They said that after the fall of past fascist government, the tea garden workers expected that discrimination against them would be ended.

But they are still among the worst sufferers, they said.

BTWF Sylhet district president Biren Singh chaired the rally that was addressed, among others, by Sylhet District Bar Association former president EU Shahidul Islam, Shahjalal University of Science and Technology professor Nazia Chowdhury, Bangladesh Sramik Karmachari Federation central committee secretary Ujjwal Roy, Cha Sramik Odhikar Andolan convener Hridesh Modi and Hiluachhara Tea Garden panchayet committee president Madan Ganju.

প্রথম আলো • সোমবার, ২ ডিসেম্বর ২০২৪,

# মজুরি বন্ধ ৩ মাস, দুর্দশায় চা-শ্রমিকেরা

**ন্যাশনাল টি কোম্পানি**

ছয় সপ্তাহ মজুরি ছাড়াই কাজ করেন শ্রমিকেরা। এরপর বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ*

সিলেট শহরতলির লাক্কাতুরা চা-বাগানের ৫৪০ শ্রমিক তিন মাস ধরে বেতন পান না। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের পক্ষে পরিবারের জন্য খাবার জোটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁদের একজন অরুণ মুদি (৩৪) ক্ষোভ নিয়ে বলেন, 'তিন মাস ধরি বেতন বন্ধ। পরিবার নিয়া বড় অভাবে আছি। একবেলা খাইলে দুইবেলা উপাস থাকি। সংসার আর চলতাছে না।'

শুধু লাক্কাতুরা নয়; তিন মাস ধরে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) ১২টি চা-বাগানের সাড়ে ১২ হাজার শ্রমিকদের বেতন বন্ধ আছে। পরিচালনা বোর্ডের কার্যক্রমে সমস্যার কারণে চার মাস আগে শ্রমিকদের তলব (সাপ্তাহিক মজুরি) প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও প্রায় ছয় সপ্তাহ মজুরি ছাড়াই কাজ করেন শ্রমিকেরা। এরপর বেতনের দাবিতে তাঁরা কর্মবিরতি শুরু করেন। বাংলাদেশে মোট চায়ের ৭ শতাংশ উৎপাদন হয় এনটিসির এই ১২টি বাগানে।

এনটিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহমুদ হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, আসলে তহবিলের অভাবে মজুরি দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সরকারের সহযোগিতায় অচলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা চলছে। দ্রুতই এর সমাধান হবে বলে তিনি আশা করছেন।

**খাবারের জন্য হাহাকার**

গত শনিবার বিকেলে লাক্কাতুরা চা-বাগানে গেলে শ্রমিকেরা জানান, একজন শ্রমিক দৈনিক মাত্র ১৭০ টাকা মজুরি পান। তিন মাস ধরে তা-ও পাচ্ছেন না। বাগান কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে সামান্য আটা দিচ্ছে। এর বাইরে জেলা প্রশাসন দুই দফায় কিছু চাল দিয়েছে। এখন খাবারের জন্য ঘরে ঘরে আহাজারি চলছে।

চা-শ্রমিকদের সংহতি সমাবেশ। শনিবার সিলেটে। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা বলেন, সিলেটে এনটিসির অধীনে লাক্কাতুরা, কেওয়াছড়া ও দলাদলি—এই তিনটি বাগান আছে। এসব বাগানে ১ হাজার ১৮০ শ্রমিকসহ এনটিসির অধীনে বিভাগে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার শ্রমিক কর্মরত। তাঁদের ওপর নির্ভরশীল অন্তত ৫০ হাজার মানুষ। সবাই এখন খাদ্যসংকটে ভুগছে।

লাক্কাতুরা চা-বাগানের শ্রমিক অনিতা মুদির (৩২) স্বামী ২০২০ সালে মারা গেছেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও শাশুড়িকে নিয়ে তাঁর সংসার। পরিবারে দেবর ও দুই জা আছেন। অনিতা বলেন, 'কুনু রুজি-রোজগার নাই। দেবর টুকিটাকি কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালাইতাছে। বাইচ্ছার চাহিদা দিতে পারতাছি না।'

**ক্ষুধা মেটাতে বাগানের বাইরে শ্রমিকেরা**

শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মজুরি ছাড়াই ছয় সপ্তাহ শ্রমিকেরা কাজ করেন। একপর্যায়ে ২১ অক্টোবর থেকে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেন। শ্রমিকদের কেউ বাগানের বাইরে, কেউ লেবুবাগানে কাজ করছেন। শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বাইরের লোকজন কম টাকা দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। বিকল্প না থাকায় শ্রমিকেরা অল্প টাকায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

মৌলভীবাজারে এনটিসির সাতটি বাগান আছে। এ ছাড়া ফাঁড়ি বাগান আছে তিনটি। চা-শ্রমিকনেতা রামভজন কৈরী বলেন, এনটিসির বাগানগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। ৮০ ভাগের বেশি মানুষ তিনবেলা খেতে পারছে না। ২০ ভাগ পরিবারের কেউ বাগানের বাইরে, কেউ লেবুবাগানে কাজ করেন। অনেক শ্রমিক হওয়ায় বাইরের লোকজন সুযোগ নিচ্ছেন। তাঁরা কম টাকায় কাজ করাচ্ছেন। বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে শ্রমিকেরা অল্প টাকায় কাজ করছেন।

**চোখে অন্ধকার দেখছেন কমলারা**

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার চন্ডিছড়া চা-বাগানের শ্রমিক কমলা অধিকারী তিন মাস ধরে মজুরি পান না। তিনি বলেন, 'বেতন হবে-হচ্ছে আশায় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার-কর্জ করে জীবন যাপন করছি। ইতিমধ্যে অনেক দেনা বেড়েছে। এখন কী করব ভেবে চোখে অন্ধকার দেখছি।'

গতকাল সকালে চন্ডিছড়া চা-বাগানের ঘোষনগর লাইনে গিয়ে চা-শ্রমিক আরতি মৃধাকে (৪৫) বিভিন্ন গাছগাছালির ডালপালা কেটে স্তূপ করতে দেখা যায়। পাশে আরেক নারী সেগুলোর আঁটি বাঁধছিলেন। আরতি বলেন, 'ভাতের জোগান নেই ঘরে, ভালো থাকি কী করে?' লাকড়িগুলো দেখিয়ে জানান, 'পাশের বাজারে নিয়ে বিক্রি করব। যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহলে দুপুরের খাবারের জন্য চাল কিনব।' তিনি দুঃখ করে বলেন, অনেক দিন ধরে কাজ নেই। ছেলেমেয়েসহ চারজনের পরিবার। একমাত্র তিনিই উপার্জনক্ষম। তাঁর কাজ না থাকায় পুরো পরিবার কষ্টে আছে।

সংবাদ
রোববার ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
Sunday 1 December 2024

## মৌলভীবাজারে রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন

প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার

ভাড়ার তালিকা, স্থায়ী স্ট্যান্ডসহ ব্যাটারিচালিত রিক্সা উচ্ছেদ বন্ধের দাবি ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান উচ্ছেদ বন্ধ এবং দ্রব্যমূল্য কমানো, বর্তমান বাজারদরের সমন্বয় করে রিক্সা ভাড়া পুনর্নির্ধারণ, রিকশা ও ভ্যান শ্রমিকসহ শ্রমজীবী জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্রের রেশনিং চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানে মৌলভীবাজারের কালেঙ্গায় রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত শুক্রবার কালেঙ্গায় এলাকায় মৌলভীবাজার জেলা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন কালেঙ্গা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট-এনডিএফ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সভাপতি ডা. আব্দুস শহীদ সাগ্নিক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রজত বিশ্বাস।

এছাড়াও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ সিলেট জেলা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক রমজান আলী পটু, ধ্রুবতারা সাংস্কৃতিক সংসদ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেশ শর্মা, মৌলভীবাজার জেলা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. সুহেল মিয়া, মৌলভীবাজার জেলা হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তারেশ চন্দ্র দাশ, চা-শ্রমিক সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হরিনারায়ন হাজরা, রিকশা শ্রমিকনেতা দুলাল মিয়া, আশরাফুল আলম খোকন, খোকন মিয়া, ইদ্রিস মিয়া প্রমুখ।

সম্মেলনে মো. গিয়াস উদ্দিনকে সভাপতি ও মো. ইদ্রিস মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন কালেঙ্গা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক রজত বিশ্বাস। সম্মেলন উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল কালেঙ্গা বাজার প্রদক্ষিণ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১ ডিসেম্বর ২০২৪

### বার্ষিক ছুটির টাকার দাবি

## আশুলিয়ায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় বার্ষিক ছুটির পাওনা টাকা ও সাত কর্মকর্তার অপসারণ দাবিতে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আশ্বাসে তারা মহাসড়ক ছেড়ে দেন শ্রমিকরা। শনিবার সকালে আশুলিয়ার শ্রীপুর এলাকার শিন শিন গ্রুপের জেনস প্লাস লিমিটেড কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিক এ সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটায়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, বার্ষিক ছুটির পাওনা টাকা ও সাত জন কর্মকর্তার অপসারণ চেয়ে দুই মাস ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন কারখানাটির শ্রমিকরা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এসব দাবি না মেনে তালবাহানা করতে থাকে। পরে গত বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে কাজ বন্ধ করে দিয়ে কারখানার ভেতরে শান্তিপূর্ণ কর্মবিরতি শুরু করেন শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে নিয়ে দুই জন কর্মকর্তাকে অপসারণ করেন এবং শ্রমিকদের দাবিকৃত টাকার মধ্য থেকে নামমাত্র কিছু টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া শুরু করেন। বাকি টাকা শনিবার দেবে বলে আশ্বাস দেয় কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীকালে মালিকপক্ষ কোনো ঘোষণা ছাড়াই গতকাল শনিবার কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। তাই বাধ্য হয়েই আমরা সড়কে নেমেছি।

এদিকে শনিবার সকালে কারখানায় এসে শ্রমিকরা প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও মালিক পক্ষ তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। মহাসড়কে অবস্থান নেওয়ার কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

যুগান্তর | সোমবার ২ ডিসেম্বর ২০২৪

## রূপগঞ্জে কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ও ধোঁয়া বন্ধের দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন, *রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)*

রূপগঞ্জে যেন্দা নামক একটি ব্যাটারি শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, ধোঁয়া ও কারখানার দূষিত পানি ফেলে সরকারি খাল দখল করে জলাবদ্ধতা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী।

রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের তারাবো পৌরসভার মৈকুলি এলাকায় এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যেন্দা ব্যাটারি কারখানা কর্তৃপক্ষ অপরিকল্পিতভাবে কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, ধোঁয়া ও কারখানার দূষিত পানি সরকারি খালে ফেলায় মৈকুলিসহ আশপাশের ৫ গ্রামের বিভিন্ন বয়সের প্রায় কয়েকশ মানুষ শ্বাসকষ্ট, হাঁপানিসহ বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ১ ডিসেম্বর ২০২৪
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## বাস শ্রমিককে ধরে নিয়ে মারধর ববি শিক্ষার্থীদের

### বাস চলাচল বন্ধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বরিশাল ব্যুরো

তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে বাস শ্রমিক হৃদয়কে ধরে নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি) কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা-ঝালকাঠি মহাসড়কে আধাঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। শনিবার দুপুর আড়াইটায় বরিশাল নগরীর রূপাতলী বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন গোলচত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব জিয়া উদ্দিন সিকদারসহ সেনাবাহিনী এবং পুলিশ সদস্য ও বাস মালিক সমিতির নেতারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে আটকে রাখা শ্রমিককে ছেড়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আহতকে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীদের মারধরের শিকার শ্রমিক হৃদয় রূপাতলী বাস মালিক সমিতির এমকে পরিবহণের চালকের সহযোগী (হেলপার)।

মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব ও রূপাতলী বাস মালিক সমিতির সদস্য জিয়া উদ্দিন সিকদার জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা ওই শ্রমিককে ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত। দুপক্ষকে নিয়ে বিষয়টি স্থায়ীভাবে সমাধান করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪

# পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে কারখানা কর্মকর্তাদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানার কর্মকর্তাদের ধাওয়া-পালটাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় চার জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতদের কারখানার ভেতরে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার দুপুরে খাবার বিরতির পর কোনাবাড়ী জরুন এলাকায় ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম বলেন, 'কারখানা আজকের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।'

জানা গেছে, ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লি. কারখানায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ৬৪ জন শ্রমিককে টার্মিনেশন দেওয়া হয়। টার্মিনেশন দেওয়া শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। এদিকে, শ্রমিকদের অভিযোগ তাদের নাম বিজিএমইএ কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার কারণে তাদের অন্য কোনো কারখানায় চাকরি হচ্ছে না। তাই বিজিএমইএ কালো তালিকা থেকে নাম অপসারণের দাবিতে ছাঁটাইকৃত শ্রমকিরা রবিবার দুপুর ৩টার দিকে কারখানার মূল ফটকে এসে কর্মরত শ্রমিকদের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এর পরেই ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লি. কারখানার কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পালটাধাওয়া শুরু। এ সময় আশেপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে, মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। এ বিষয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার সারওয়ার আলম জানান, কোনাবাড়ী এলাকায় ইসলাম কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের ধাওয়া-পালটাধাওয়া হয়। এ ঘটনায় বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে শিল্প পুলিশ রয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে সেনাবাহিনী, মেট্রোপলিটন পুলিশ ও শিল্প পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩, ২০২৪

# কাজে ফিরছেন এনটিসির চা বাগানের শ্রমিকরা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মৌলভীবাজার

বকেয়া মজুরির দাবিতে দেড় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) ১২টি চা বাগান। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সরকারি এ কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের কার্যক্রম ভেঙে পড়ে। ব্যাংক থেকে অর্থের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকদের তলব (সাপ্তাহিক মজুরি) প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। এর পরও প্রায় ছয় সপ্তাহ মজুরি ছাড়াই কাজ করেন শ্রমিকরা। তারপর থেকেই বেতন দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন। রোববার ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকরা চলমান আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। বৃহস্পতিবার থেকে কাজে ফেরার ঘোষণাও দিয়েছেন তারা। দীর্ঘদিন চা বাগানের উৎপাদন বন্ধ থাকায় ক্ষতির মুখে পড়েছে কোম্পানি ও শ্রমিকরা। দেড় মাসের কর্মবিরতির কারণে কোম্পানির ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহমুদ হাসান।

শ্রমিকরা জানান, তিন মাস ধরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এনটিসির ১২টি চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন বন্ধ রয়েছে। বকেয়া মজুরির দাবিতে ২১ অক্টোবর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন শ্রমিকরা। এতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় বাগানগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম। অনটনে পড়েন শ্রমিক-কর্মচারীরা। এনটিসির অধীনে সিলেট বিভাগের ১২টি চা বাগানে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত। তাদের ওপর নির্ভরশীল অন্তত ৫০ হাজার মানুষ। সবাই খাদ্য সংকটে পড়ে। রোববার শ্রীমঙ্গলে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে সংকট সমাধানে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হয়।

শ্রমিক নেতা নিপেন পাল জানান, ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে অচলাবস্থার সমাধান হয়েছে। আগামী বুধবার শ্রমিকদের ছয় সপ্তাহের বকেয়ার মধ্যে দুই সপ্তাহের মজুরি দেয়ার পর বৃহস্পতিবার থেকে কাজে যোগদান করবেন তারা। আর বাকি চার সপ্তাহের মজুরি আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

তিনি বলেন, 'শ্রমিকরা এখন ক্ষুধার্ত। আমরা সেটি বিবেচনা করে আপাতত কাজে ফেরার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। কর্মবিরতি চলাকালে ক্ষুধা নিবারণে শ্রমিকদের অনেকে লেবু বাগানে কাজ করেছেন। শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বাইরে সবাই কাজও পাচ্ছেন না। এ কারণে অনেকে না খেয়ে দিন পার করছেন। এসব বিবেচনা করে আমরা সমঝোতায় এসেছি।'

এনটিসি সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৫১ শতাংশ ও বাকিটা বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানাধীন চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টি কোম্পানি। ১২টি বাগানের সঙ্গে ফাঁড়ি বাগানসহ রয়েছে ১৮টি চা বাগান। বাগানগুলো সিলেট বিভাগের তিন জেলা মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেটে অবস্থিত। এসব বাগানে ৭ হাজার ৫১৪ জন নিয়মিত শ্রমিক কাজ করেন।

এদিকে উৎপাদন বন্ধ থাকায় ক্ষতির মুখে পড়ে কোম্পানিটি। টানা দেড় মাসের কর্মবিরতির সময় কোম্পানির ২০ কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহমুদ হাসান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'সংকট শুরু হয় কভিডের পর থেকে। চা উৎপাদন খরচ বাড়ে, তবে অকশনে চায়ের দাম কমে। এ অবস্থায় কোম্পানি লোকসানের মধ্যে পড়ে। সবশেষ শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন দিতে না পারায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি।' ভবিষ্যতে যাতে এমন সংকটের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের আশ্বাস দেন তিনি।

সংকট নিরসনে মধ্যস্থতাকারী বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর শ্রীমঙ্গলের উপপরিচালক মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'সুন্দর একটি সমাধান হয়েছে। বকেয়া ছয় সপ্তাহের মজুরি তো আছেই, পাশাপাশি কর্মবিরতির সময় আরো ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। শ্রমিকরা সেই সময়ের মজুরিও দাবি করেন। সেটি কোম্পানির বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এছাড়াও শ্রমিকদের দাবি ছিল মজুরি থেকে বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য বিল না কাটার জন্য। সেগুলোও মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।'

NEWAGE DECEMBER 7, 2024,

# Water transport workers urged to wage movement

**Staff Correspondent**

LEADERS of Bangladesh Noujan Sramik Federation on Friday at a discussion called on the workers in the sector to be united for realising their demands.

Noujan Sramik Federation organised the discussion at the National Press Club auditorium where labour leader Mohammad Shah Alam Bhuiyan chaired.

Labour leader Chowdhury Ashiqul Alam called on the young workers of the river transports to be united and wage movements to realise their demands.

Noujan worker leaders Atiqul Islam Titu, M Jahangir Hussain, Rajat Biswas, Asfar Hossain Chowdhury and others spoke at the discussion.

About one thousand young noujan workers attended the programme, a press release said.

শনিবার, ডিসেম্বর ৭, ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ ২২, ১৪৩১ বণিক বার্তা

### পরিশোধ করা হয়নি বকেয়া মজুরির প্রথম কিস্তি

# কাজে যোগ দেননি এনটিসির আট বাগানের চা শ্রমিকরা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মৌলভীবাজার

বকেয়া মজুরির দাবিতে দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে কর্মবিরতি পালন করছেন ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) শ্রমিকরা। এতে বন্ধ রয়েছে কোম্পানির ১২টি বাগানে চা উৎপাদন। বৃহস্পতিবার শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির প্রথম কিস্তি পরিশোধের কথা ছিল। তবে কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধ করতে পারেনি। এজন্য গতকাল আটটি বাগানের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি।

এনটিসি সূত্রে জানা গেছে, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সরকারি এ কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের কার্যক্রম ভেঙে পড়ে। ব্যাংক থেকে অর্থের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর পরও প্রায় ছয় সপ্তাহ মজুরি ছাড়াই কাজ করেন শ্রমিকরা। তারপর থেকেই বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন। তবে সংকট নিরসনে রোববার ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হয়। বৃহস্পতিবার বকেয়া মজুরির প্রথম কিস্তি পরিশোধের শর্তে শ্রমিকরাও কাজে ফেরার ঘোষণা দেন। দেড় মাসের কর্মবিরতির কারণে কোম্পানির ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহমুদ হাসান।

শ্রমিকরা জানান, তিন মাস ধরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এনটিসির ১২টি চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন বন্ধ রয়েছে। বকেয়া মজুরির দাবিতে ২১ অক্টোবর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন শ্রমিকরা। এতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় বাগানগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম। অনটনে পড়েন শ্রমিক-কর্মচারীরা।

এনটিসির অধীনে সিলেট বিভাগের ১২টি চা বাগানে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত। তাদের ওপর নির্ভরশীল অন্তত ৫০ হাজার মানুষ। সবাই খাদ্য সংকটে পড়ে। রোববার শ্রীমঙ্গলে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে সংকট সমাধানে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ চা বাগান স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সহসাধারণ সম্পাদক আলমগীর চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'কোম্পানির আর্থিক সংকটের কারণে চা শ্রমিকদের পাশাপাশি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মজুরি বন্ধ ছিল। বাগানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিন মাসের মধ্যে এক মাসের বকেয়া বেতন ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে দেয়া হবে। বাকিগুলো আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।'

এনটিসি সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৫১ শতাংশ ও বাকিটা বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানাধীন চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টি কোম্পানি। ১২টি বাগানের সঙ্গে ফাঁড়ি বাগানসহ রয়েছে ১৮টি চা বাগান। বাগানগুলো সিলেট বিভাগের তিন জেলা মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেটে অবস্থিত। এসব বাগানে ৭ হাজার ৫১৪ জন নিয়মিত শ্রমিক কাজ করেন।

এনটিসির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) শফিকুর রহমান মুন্না বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায়নি। ফলে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেয়া সম্ভব হয়নি। আশা করছি, আগামীকাল বা সোমবারের মধ্যে ব্যাংক ঋণ পাওয়া গেলে মজুরি দেয়া শুরু করা যাবে।'

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪,

# শ্রমিকদের দুপক্ষের সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ১২

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকদের দুপক্ষের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় শ্রমিক, দুই সাংবাদিক, এক পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার দুপুর ১২টার দিকে জেলার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের এসআই রাশেদ হোসেন, ডেইলি বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিন্নাতুল ইসলাম জিন্না, আজকের দর্পণ পত্রিকার সাংবাদিক এসআর শরিফুল ইসলাম রতনসহ ৮-৯ জন শ্রমিক আহত হন। আহত শ্রমিকদের নাম জানা যায়নি।

শ্রমিকরা জানান, লালমনিরহাট জেলা বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব নিয়ে দুপক্ষের সৃষ্টি হয়। একটি পক্ষ সংগঠনের পুরনো রেজিস্ট্রেশন নম্বর (২৪৯৩) বহাল রাখার দাবি এবং বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিক ইউনিয়নের নতুন রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি ওমর ফারুক বাবলু। অন্য পক্ষে শ্রমিক ইউনিয়নের নতুন রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন চালক মাহফুজার, বকুল ও তাদের সহযোগীরা।

শ্রমিক নেতা বাবলুর ভাষ্য মতে, ৫ আগস্টে স্বৈরাচার সরকার পতনের পর থেকেই মাহফুজার, বকুলসহ বেশ কিছু শ্রমিক আওয়ামী দোসরদের নিয়ে শ্রম আইন লঙ্ঘন করে দ্বৈত শ্রমিক ও বহিরাগতদের নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের নতুন রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার প্রক্রিয়া চালান। এর প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল রবিবার সাধারণ নিবন্ধিত শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী মিছিল ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। বাবলু বলেন, 'আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলটি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় মানববন্ধনের জন্য পৌঁছালে বাস টার্মিনালে আগে থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী অবস্থান নিয়ে থাকা মাহফুজার, বকুল ড্রাইভার গং আমাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে আমাদের কয়েকজন আহত হন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

তবে ইটপাটকেল ছুড়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করেছে অন্যপক্ষ। তাদের দাবি, বাবলুর নেতৃত্বে মিছিল থেকেই বাস টার্মিনালে থাকা শ্রমিকদের ওপর ঢিল ছোড়া হয়। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাস টার্মিনালে থাকা শ্রমিকরা নতুন করে শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন বলেও জানান তারা।

আহত সাংবাদিক এসআর শরিফুল ইসলাম রতন বলেন, শ্রমিকদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনার ভিডিও ধারণ করার সময় আমাকে ও ডেইলি বাংলাদেশের প্রতিনিধি জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নার ওপর হামলা চালায় একটি পক্ষ। সাংবাদিকদের ওপর হামলা করার বিষয়টি নিয়ে ভিডিও দেখে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

লালমনিরহাট সদর থানার ওসি আবদুল কাদের বলেন, পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শ্রমিকদের একটি গ্রুপ প্রতিবাদ মিছিল ও একটি পক্ষ সমাবেশ করছিল। উভয় পক্ষই বাস টার্মিনাল এলাকায় মুখোমুখি হলে প্রথমে ইটপাটকেল ছোড়ার ঘটনা ও পরে সংঘর্ষ এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওই এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩, ২০

# আমিন জুট মিল চালুর দাবিতে সাবেক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

ইজারা বাতিলের পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন শুরুর দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন চট্টগ্রামের অবসায়িত আমিন জুট মিলসের স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিকরা। গতকাল মিলের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অবিলম্বে সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন শুরু না করলে দেশব্যাপী পাটকল শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়।

পাট শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মান্নান বলেন, 'দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ও মানুষের কর্মসংস্থান তৈরিতে পাট খাত বছরের পর বছর অবদান রেখেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে দেশের শিল্প ধ্বংস করা হয়েছে। পাট খাতকে রক্ষা করতে দ্রুত ইজারা দেয়া মিলগুলোর ইজারা বাতিলের পাশাপাশি বন্ধ মিলগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করতে হবে।'

আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে দেশের স্বর্ণালী সময়ের এ শিল্প খাতকে নতুন করে বিশ্ব দরবারে হাজির করতে বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আমিন জুট মিলস সিবিএ সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তফা, ননসিবিএ সম্পাদক শামসুল আলম, ননসিবিএর যুগ্ম সম্পাদক জমির আলী, শ্রমিক নেতা মো. কামাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম শাহিন, যুবদলের যুব সংগঠক শফিউল ইসলাম শামু, এইচএম ইকবাল, আমিন টেক্সটাইল মিলসের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সংগঠক মোহাম্মদ শাহজাহান, আমিন শিল্পাঞ্চল বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের অন্যতম খাত পাট শিল্পকে ষড়যন্ত্র করে বন্ধ করা হয়েছিল। ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন অনিয়ম প্রতিহত করে শ্রমিকদের কল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করছে। আমিন জুট মিলস, আমিন টেক্সটাইলসহ বন্ধ সব পাট ও বস্ত্রকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চালু, অবৈধ ইজারা প্রক্রিয়া বাতিল ও দৈনিকভিত্তিকসহ সব শ্রমিকের বকেয়া পাওনা দ্রুত পরিশোধের দাবি জানান তারা।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৫ ডিসেম্বর ২০২৪।

# গাজীপুরে পুনরায় নিয়োগের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

## কারখানা ছুটি ঘোষণা

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে একটি পোশাক কারখানার ছাঁটাই করা শ্রমিকরা পুনরায় চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। বুধবার কোনাবাড়ী বিসিক শিল্পনগরীর রেজাউল অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেডের কারখানার ছাঁটাই হওয়া ৮৭ জন শ্রমিক পুনরায় চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে সকাল থেকে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে কারখানার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, কারখানায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে গত মঙ্গলবার ৮৭ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। বুধবার সকালে কাজে যোগ দিয়ে শ্রমিকরা বিষয়টি জানতে পারেন। এ সময়ে ছাঁটাই হওয়া ৮৭ শ্রমিক পুনরায় চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

অবস্থানরত শ্রমিকরা জানান, কিছুদিন আগে কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ছাঁটাই করায় পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে তারা। ছাঁটাই প্রক্রিয়া অন্যায় এবং শ্রম আইন লঙ্ঘন করে করা হয়েছে। তাই শ্রমিকরা তাদের পুনঃনিয়োগের দাবিতে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু পুনরায় তাদের নিয়োগের দাবিতে কারখানার প্রধান ফটকে এসে বিক্ষোভ করছেন। নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর কোনাবাড়ী জোনের পুলিশ পরিদর্শক মোর্শেদ জামান জানান, সকাল থেকেই ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা কারখানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শ্রমিকদের সঙ্গে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কারখানা আজকের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

NEW AGE

DECEMBER 11, 2024.

# Truck workers block Satrasta in Dhaka

**Staff Correspondent**

A GROUP of truck workers blocked the road at Dhaka's Satrasta intersection in the Tejgaon Industrial Area for over an hour on Tuesday protesting at the reported arrest of Bangladesh Truck-Covered Van Drivers Union president Talukder Mohammed Monir.

They blocked the Satrasta intersection at about 6:30pm on one of the important roads in the city disrupting traffic movement in Tejgaon and its adjacent areas.

The road was cleared at about 7:45pm, police said, adding that the blockade caused immense traffic congestion on the Mohakhali-Mogbazar road.

Tejgaon Residential Area police station officer-in-charge Gazi Shamim said that workers blockaded the road protesting at the arrest of truck workers' leader Talukder Monir.

'We have heard that Monir was arrested in a case filed with the Paltan police station,' added the police officer.

Protesting workers, however, alleged that Monir was arrested in a false case and demanded his immediate release.

Paltan police station officer-in-charge Saleh Uddin Miah said that a case was filed against Monir with his police station but he knew nothing more about it.

He said that the case was being investigated by the Police Bureau of Investigation.

PBI chief Md Mustafa Kamal said that he knew nothing about Monir's arrest.

ইত্তেফাক

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

দৈনিক নয়াদিগন্তের সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম মীর ও দৈনিক কালবেলার সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদের উপর হামলা, নির্যাতন, গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয় সাংবাদিকরা। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতা এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। রূপগঞ্জ উপজেলা প্রেস ক্লাব, রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাব, আড়াইহাজার প্রেস ক্লাব, সোনারগাঁও প্রেস ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয় সাংবাদিকরা এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। রূপগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিকদের ব্যানারে ভুলতা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন দৈনিক সংবাদের মফস্বল সম্পাদক আলম হোসেন, রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মীর আব্দুল আলীম প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১১/১২/২০২৪

# তেজগাঁওয়ে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

পল্টন থানার হত্যা মামলায় বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান ড্রাইভার্স ইউনিয়নের সভাপতি তালুকদার মো. মনিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল সড়কে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। জানা গেছে, শ্রমিকরা বিক্ষোভ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে জড়ো হন। এরপর তিব্বত ও সাতরাস্তা মোড় দখলে নেন। এতে আটকে যায় হাজার হাজার যানবাহন। ট্রাফিক বিভাগের তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) স্নেহাশীষ দাস বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অবরোধ করা হয় সড়ক। সর্বশেষ রাত পৌনে ৮টা পর্যন্ত যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে। পৌনে ৯টার দিকে তেজগাঁও তিব্বত ও সাতরাস্তা সড়কটিতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দেশ রূপান্তর

# সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

দৈনিক কালবেলার রূপগঞ্জ প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর মাহমুদ ও দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার রূপগঞ্জ প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম মীরের ওপর হামলা, নির্যাতন ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে এবং দায়ীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের স্থানীয় সাংবাদিকরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ের চৌরাস্তা এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে সোনারগাঁয়ে কর্মরত স্থানীয় সাংবাদিকরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের সাংবাদিকরা আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রূপগঞ্জে এখনো সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, জমি দখল, নৈরাজ্য চলছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। অন্যথায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধসহ কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। মানববন্ধনে অংশ নেন মনিরুজ্জামান মনির, আল-আমিন তুষার, রুবেল মিয়া, হাসান মাহমুদ রিপন প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

# আশুলিয়ায় শ্রমিকদের কর্মবিরতি, ১৫ কারখানায় ছুটি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় ১৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে গতকালও কর্মবিরতি পালন করেন কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল মঙ্গলবার শিল্পাঞ্চলের অন্তত ১৫টি কারখানায় সাধারন ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সকাল থেকে দুপুর পেরোলেও শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করায় কারখানাগুলোতে ছুটি ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। এ সময় শ্রমিকরা বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়াসহ তাদের দাবিগুলো মেনে নেওয়ার দাবি জানিয়ে বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়কে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। পরে শিল্প পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদেরকে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ ১-এর পুলিশ সুপার মো. মমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, কয়েকটি দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে আশুলিয়ায় বেশ কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা কাজ না করে বসে থাকায় অন্তত ১৫টি কারখনায় ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ সময় শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে বাড়িতে চলে যাওয়ায় কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪,

# বার্ষিক ৯% মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে শ্রম অসন্তোষ

## আশুলিয়ায় শ্রমিকদের কর্মবিরতি

২৫-৩০ কারখানার শ্রমিকেরা ১৫-২০% বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণসহ কয়েকটি দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা ও সাভার*

নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট ঘোষণার পর আন্দোলনে নেমেছেন সাভারের আশুলিয়ার ২৫-৩০টি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। তাঁরা ১৫-২০ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণসহ কয়েকটি দাবিতে গতকাল বুধবার কারখানায় উপস্থিত হয়ে কর্মবিরতি পালন করেন। একপর্যায়ে এসব কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে বাধ্য হয়।

আশুলিয়ায় গতকাল চতুর্থ দিনের মতো এমন ঘটনা ঘটেছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ে গত সোমবার মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে ৫ ঘণ্টা দর-কষাকষির পর নিয়মিত বার্ষিক ৫ শতাংশ মজুরির সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের বিষয়টি চূড়ান্ত করে এ-সংক্রান্ত সরকার গঠিত কমিটি। এর আগে থেকেই আশুলিয়ার একাধিক কারখানার শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন শুরু করেন। গতকাল এই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

এদিকে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে গতকাল শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শিল্প খাতে একধরনের অস্থিরতা চলছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে এই অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পতিত সরকার ও তাদের বন্ধুরাষ্ট্র জড়িত হয়ে কিছু সমস্যা তৈরি করছে।

শ্রম অসন্তোষের বিষয়ে একাধিক শ্রমিকনেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে কথা বলার সুযোগ কমে গেছে। সে জন্য বিভিন্ন দাবিতে কথায় কথায় আন্দোলনে নেমে যাচ্ছেন শ্রমিকেরা।

জানা যায়, শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন করায় নাসা গ্রুপ, হা-মীম গ্রুপ, শারমিন গ্রুপ, এজে সুপার গার্মেন্টস, মাম গার্মেন্টস, নিট এশিয়া, ডেকো ডিজাইনস, ইথিক্যাল গার্মেন্টস, নিউ এইজ গার্মেন্টস, নিউ এইজ অ্যাপারেলস, মেডলার গ্রুপ, আল মুসলিম অ্যাপারেলস, সেতারা গ্রুপ, ডেবনিয়ার গার্মেন্টস, দা রোজ ড্রেসেস, বান্দো ডিজাইন, স্টার্লিং ক্রিয়েশন, উইন্ডি ও এনভয় গ্রুপের কারখানা গতকাল বন্ধ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

**অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ নাসা গ্রুপের একটি কারখানার সামনে নোটিশ দেখছেন এক ব্যক্তি। গতকাল দুপুরে আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায়।** ছবি : প্রথম আলো

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আল মুসলিমের এক নারী শ্রমিক বলেন, 'আমাদের মজুরি ১৫ পারসেন্ট বাড়াইতে হবে। বেতন ২৫ হাজার টাকা দিতে হবে। ছুটির টাকাও মাস শেষে দিতে হবে।'

আশুলিয়ায় শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকেরা অতিরিক্ত ৪ শতাংশ ইনক্রিমেন্টে সন্তুষ্ট নন। তাই ২৫-৩০ কারখানার শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে বসে ছিলেন। স্টার্লিং ক্রিয়েশন নামের একটি কারখানা লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে শ্রমিকদের একটি অংশ।

শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়ে বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ত্রিপক্ষীয় কমিটিতে ইনক্রিমেন্টের বিষয়টি ফয়সালা হওয়ার পর শ্রম অসন্তোষের বিষয়টি দুঃখজনক। অতিরিক্ত ৪ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট বাস্তবায়ন করতে অনেক কারখানা আর্থিকভাবে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে।

এদিকে বার্ষিক মোট ৯ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি পেলে তাতে সহকারী অপারেটর (গ্রেড-৪) পদের শ্রমিকদের মজুরি বাড়বে ৯০৫ টাকা। এ ছাড়া জুনিয়ার অপারেটরদের ৯৯৯ টাকা, অপারেটরদের ১ হাজার ৬৪ এবং সিনিয়র অপারেটরদের মজুরি বাড়বে ১ হাজার ১৩৩ টাকা। জানুয়ারির মজুরির সঙ্গে বাড়তি এই অর্থ পাবেন শ্রমিকেরা।

জানতে চাইলে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন *প্রথম আলোকে* বলেন, '১৮ দাবি বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে হাজিরা ভাতা ও ইনক্রিমেন্ট বেড়েছে। আশা করছি, ১ বছরে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। তাই শ্রমিকদের সহনশীল হওয়া দরকার।'

---

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১২ ডিসেম্বর ২০২৪
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দাবি

# আশুলিয়ায় ৩৫ পোশাক কারখানায় ছুটি, ২টি বন্ধ

**আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি**

বার্ষিক ১৫ শতাংশ 'ইনক্রিমেন্ট' দাবিতে বুধবার শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় কর্মবিরতি পালন করেছেন ৩৫টি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা। এগুলোর মধ্যে ছুটি ঘোষণা করা কারখানাগুলো হলো হা-মীম গ্রুপ, শারমিন গ্রুপ, মেডলার গ্রুপ, নেক্সট কালেকশন, আল-মুসলীম, সেতারা গ্রুপসহ ৩৫টি। এছাড়াও বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে নাসা ও ট্রাউজার লাইন পোশাক কারখানা শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

বুধবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করে উৎপাদন বন্ধ রেখে ১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দাবি করে কারখানা থেকে বেরিয়ে যান। পরে কারখানাগুলো ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিকরা ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট প্রত্যাখ্যান করে ১৫ শতাংশের দাবি জানান। তাই তারা সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করে দুপুরে কারখানা থেকে বেরিয়ে যান।

এ ব্যাপারে শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মো. মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, শ্রমিকরা বুধবার সকাল থেকে ১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন। এ ঘটনায় প্রায় ১৯টি পোশাক কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া আরও ১৫-১৬টি কারখানার শ্রমিকরা কাজ না করে বেরিয়ে যান। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকরা কোনোরকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করেছেন। কোনোরকমের বিশৃঙ্খলা এড়াতে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোতায়েন রয়েছেন। এ ব্যাপারে বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অরবিন্দ ব্যাপারী বিন্দু বলেন, সম্প্রতি ইনক্রিমেন্ট ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করেছে সরকার, শ্রমিকরা বছরের শুরুতেই এই ইনক্রিমেন্ট পাবেন। সেজন্য শ্রমিকদের উচিত হবে কলের চাকা সচল রাখা এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের কথার ফাঁদে পা না দেওয়া।

বণিকবার্তা শুক্রবার, ডিসেম্বর ১৩, ২০২৪

## বার্ষিক মজুরি ১৫ শতাংশ বাড়ানোর দাবি

# আশুলিয়ায় এবার ২৯ পোশাক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সাভার

সরকার ঘোষিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ প্রত্যাখ্যান করে তৃতীয় দিনের মতো আশুলিয়ায় কর্মবিরতি পালন করেছেন শ্রমিকরা। আন্দোলন ও কর্মবিরতির কারণে গতকালও শিল্পাঞ্চলে অন্তত ২৯টি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ ছিল।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সূত্রে জানা গেছে, শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় নো ওয়ার্ক, নো পের ভিত্তিতে বন্ধ রয়েছে আটটি কারখানা। সবেতন শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছে আটটি কারখানা কর্তৃপক্ষ। এছাড়া কাজ না করে শ্রমিকরা চলে গেছেন বা কাজ বন্ধ করে বসে ছিলেন এমন কারখানার সংখ্যা ১৩।

কারখানা মালিকরা জানান, মজুরি বাড়ানোর দাবিতে গতকাল বেলা ১টা পর্যন্ত আশুলিয়ায় অন্তত ১৪টি কারখানার শ্রমিকরা কাজ না করে চলে গেছেন। এছাড়া ১১টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা রয়েছে। এর মধ্যে নাসা গ্রুপ, ট্রাউজার লাইন ও আল মুসলিম কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া নিউ এইজ গার্মেন্টস, নিউ এইজ অ্যাপারেলস, মেডলার অ্যাপারেলস ও ব্যান্ডো ডিজাইন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। নিট এশিয়া লিমিটেড, নেক্সট কালেকশন লিমিটেড, ডেকো ডিজাইন লিমিটেড, শারমীন ফ্যাশন, শারমীন অ্যাপারেলস, ইথিক্যাল গার্মেন্টস, আগামী ফ্যাশন, ক্রসওয়্যার, ফ্যাশন ফোরাম, মুন রেডিওয়্যার লিমিটেডসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা কারখানায় এলেও কাজ না করে চলে গেছেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এসব কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এর মধ্যে অধিকাংশ কারখানায় তিনদিন ধরে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

শিল্প পুলিশ জানায়, শ্রমিকরা বেতন বাড়ানোর দাবিতে কর্মবিরতি পালন করলেও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন না। পুলিশ সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের জন্য কাজ করছে।

এ বিষয়ে আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'গতকাল শিল্পাঞ্চলে ১৩টি কারখানার শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রাখেন। এর মধ্যে ১০টি কারখানা কর্তৃপক্ষ গতকালের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এছাড়া মঙ্গলবার বন্ধ ঘোষণা করা হয় ১১টি কারখানা।'

আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলছেন, আগে বেতন বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ। এর সঙ্গে ৪ শতাংশ যোগ করে নতুন বছরের জন্য সরকার ইনক্রিমেন্টের ঘোষণা দিয়েছে। তবে তাদের দাবি ১৫ শতাংশ। এছাড়া আরো ছয়টি দাবি রয়েছে। সেগুলো হলো ২০২৪ সালের অর্জিত ছুটির টাকা ডিসেম্বরের মধ্যেই পরিশোধ ও যোগদানের তারিখ থেকে ওই ছুটির টাকা দেয়া। তিনদিন ছুটি পাস করলে হাজিরা বোনাস দেয়া ও মেডিকেল ছুটি দিলে কোনো রকম হাজিরা বোনাস না কাটা; ১০০ শতাংশ গ্রেড দেয়া। রমজানে কোনো জেনারেল ডিউটি না করানো। রমজানে ৮ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করালে ইফতারির জন্য ১২০ টাকা করে দেয়া; আন্দোলনরত কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না; আন্দোলনকারী বা অন্য কোনো শ্রমিক স্বেচ্ছায় চলে গেলে সেই শ্রমিকের ফিঙ্গার ব্লক বা ক্রস চিহ্ন দেয়া যাবে না। শ্রমিকরা চাকরি ছেড়ে দিলে শেষ কর্মদিবসে তার সব পাওনা নগদ দিয়ে দেয়া।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের গার্মেন্টস অ্যান্ড সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মামুন মিন্টু বণিক বার্তাকে বলেন, 'শ্রমিকদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির দাবি যৌক্তিক। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত নয়। শ্রমিকরা কিছু কিছু কারখানায় এমনিতে ১০ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট পান। মজুরির সঙ্গে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট কমপক্ষে ১০ শতাংশ বাড়ালে বাস্তবসম্মত হবে। সরকারকে এ দাবি মেনে নিতে হবে।'

একই দাবিতে মঙ্গল ও বুধবারও কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিকরা। তাদের বুঝিয়ে কাজে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে বেশ কয়েকটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

যুগান্তর
শনিবার ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

## পাওনা টাকা পরিশোধ না করায়

# ডেমরায় পুস্তক নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ডেমরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর ডেমরায় অনুপম প্রিন্টার্স নামে এক ছাপাখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন পুস্তক নির্মাণ শ্রমিকেরা। পুস্তক শ্রমিক ঐক্য ও ছাত্র-শ্রমিক ঐক্য যৌথভাবে শুক্রবার সন্ধ্যায় কোনাপাড়া চৌদ্দগ্রাম টাওয়ার সংলগ্ন ওই ছাপাখানার সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। পাওনা টাকা পরিশোধ না করে ছাপাখানায় নিয়োজিত ঠিকাদারদের চুক্তি বাতিল, শ্রমিকদের হয়রানি ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদেই এ বিক্ষোভ করা হয় বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ সময় পুস্তক নির্মাণ খাতকে মজুরি বোর্ডের আওতায় নেওয়ার দাবি জানান শ্রমিকেরা। সূত্র জানায়, অনুপম প্রিন্টার্স নবম শ্রেণির ২ লক্ষাধিক বই ছাপানোর জন্য শ্রমিকসহ কাজের চুক্তি করেন ঠিকাদার জনৈক আব্দুল মোতালেব ও মানিকের সঙ্গে। প্রথম ধাপে দেড় লাখেরও বেশি পুস্তক ছাপানো হয়। পরবর্তীতে ৭৫ পাতার বাংলা সাহিত্য বইয়ের মাঝখানে ৩৬ পাতা ভুলবশত ইসলাম শিক্ষা বইয়ের অংশ ছাপা হয়ে যায়। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আসলে তারা কাজ বন্ধ করে ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেন।

আব্দুল মোতালেব ও মানিক বলেন, যতটুকু কাজ করেছি সে হিসাবে পাওনা হয়েছে সাড়ে ৭ লাখ টাকা। পরিশোধ করা হয়েছে সাড়ে ৪ লাখ টাকা।।

অনুপম প্রিন্টার্স মালিক আবুল কাশেম বলেন, তারা আমার প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী না। পাওনার বিষয়টি আমি হিসাব করে মিটিয়ে দেব।

ডেমরা থানার নবনিযুক্ত ওসি মাহমুদুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪,

# বিভিন্ন কারখানায় কর্মবিরতি, আরও ৮টি বন্ধ ঘোষণা

**সাভারের আশুলিয়া**

**নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার**

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় গতকাল বৃহস্পতিবারও শ্রমিকেরা নানা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন। সরকার-ঘোষিত তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি ৯ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা বার্ষিক মজুরি ১৫ শতাংশ ও ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছেন।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গতকাল আরও আটটি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে গত বুধবার বন্ধ করা হয় ১১টি কারখানা।

পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্যমতে, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ১৩ (১) ধারায় গতকাল বন্ধ কারখানার সংখ্যা ৮। কারখানাগুলো হলো এজে সুপার গার্মেন্টস লিমিটেড, মাম গার্মেন্টস লিমিটেড, ফিরোজা গার্মেন্টস লিমিটেড, নাসা সুপার গার্মেন্টস লিমিটেড, নাসা বেসিক লিমিটেড, ট্রাউজার লাইন লিমিটেড, আল মুসলিম অ্যাপারেলস ও এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। তবে গতকাল কারখানায় কাজ না করে চলে গেছেন বা কাজ বন্ধ আছে আশুলিয়ায় এমন কারখানার সংখ্যা ১৩টি। সবেতনে ছুটি আছে ৮টি কারখানায়।

শ্রম আইন-২০০৬-এর ১৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো শাখা বা বিভাগে বেআইনি ধর্মঘটের কারণে মালিক ওই শাখা বা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারবেন এবং এমন বন্ধের ক্ষেত্রে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকেরা কোনো মজুরি পাবেন না।

বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মী ও একাধিক কারখানার শ্রমিকেরা জানান, বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা কয়েক দিন ধরে শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বা ইনক্রিমেন্ট ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি, ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা, বার্ষিক অর্জিত ছুটির বকেয়া পুরো টাকা প্রতিবছর পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন।

---

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১২, ২০২৪

বার্ষিক মজুরি ৯% প্রত্যাখ্যান

# শ্রমিক অসন্তোষে আশুলিয়ায় ২৫ কারখানায় ছুটি ঘোষণা

**বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সাভার**

বার্ষিক মজুরি ৯ শতাংশ বাড়ানোর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছেন আশুলিয়ার বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। ১৫ শতাংশ বাড়ানোর দাবিতে গতকালও কর্মবিরতি পালন করেছেন তারা। এ অবস্থায় শিল্পাঞ্চলের অন্তত ২৫টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

৯ ডিসেম্বর পোশাক শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি ৫ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত হয় শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে, যা চলতি মাস থেকেই কার্যকর হবে। তবে আশুলিয়ার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে বার্ষিক বেতন-ভাতা বাড়ানো, অর্জিত ছুটির বকেয়া টাকা প্রতি মাসে পরিশোধসহ সাত দফা দাবি জানিয়ে কয়েক দিন ধরে কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলছেন, আগে বেতন বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শাতংশ। এর সঙ্গে ৪ শতাংশ যোগ করে নতুন বছরের জন্য সরকার ইনক্রিমেন্টের ঘোষণা দিয়েছে। তবে তাদের দাবি ১৫ শতাংশ। এছাড়া আরো ছয়টি দাবি রয়েছে।

গার্মেন্টি মালিকদের সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে হা-মীম গ্রুপ, শারমীন গ্রুপ, মেডলার, নেক্সট কালেকশন, আল মুসলীম, সেতারা গ্রুপসহ বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা সাত দফা দাবিতে কাজ বন্ধ রাখেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে নাসা ও ট্রাউজার লাইন পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ব্যান্ডো ডিজাইন, হা-মীম ও নিট এশিয়া, নিউ এইজ, ডেকো, আল মুসলিম, এথিক্যালসহ আরো কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা কাজ না করে বের হয়ে যান।

শিল্প পুলিশ জানায়, শ্রমিকরা কোনো বিশৃঙ্খলা করছেন না। তবে বর্ধিত বেতনে তারা সন্তুষ্ট নন। তাদের দাবি ১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট। এজন্য তারা কাজ বন্ধ রেখেছেন। অনেকে আবার কারখানা থেকে বের হয়ে গেছেন। সকালে ১২টি পোশাক কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। পরে আরো সাতটি কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া আরো ১৫-১৬টি কারখানায় শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বুঝিয়ে কাজে ফিরতে বললে তারা কারখানা থেকে চলে যান। সব মিলিয়ে ৩৫টি কারখানায় গতকাল উৎপাদন বন্ধ ছিল।

শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করলেও বিশৃঙ্খলা করছেন না। মূলত বর্ধিত ইনক্রিমেন্টে সন্তুষ্ট নন শ্রমিকরা। তাই কাজ বন্ধ করে অনেকেই বেরিয়ে গেছেন।'

একই দাবিতে মঙ্গলবারও কর্মবিরতি পালন করেন বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এদিন সকাল ৯টার দিকে প্রথম কর্মবিরতি শুরু করেন নরসিংহপুর এলাকার নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা। এরপর দুপুরে কর্মবিরতিতে যান একই এলাকার নিউ এইজ, শারমিন ও হা-মীম গ্রুপসহ আরো বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় তারা বার্ষিক বেতন-ভাতা ১৫ শতাংশ বাড়ানোর পাশাপাশি ছুটির বকেয়া টাকা ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধের দাবি জানান। শ্রমিকদের বুঝিয়ে কাজে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে ১৫টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

---

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ডিসেম্বর ২০২৪

# আশুলিয়ায় শ্রমিকদের কর্মবিরতি, ১০ কারখানায় সাধারণ ছুটি

**■ ইত্তেফাক রিপোর্ট**

শিল্পাঞ্চল সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন পরিশোধ, বার্ষিক ১৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি ও ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণসহ বিভিন্ন দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে কারখানায় অবস্থান নিয়ে কর্মবিরতিসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন বেশ কয়েকটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল সোমবার ১০টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা কারখানার মধ্যে রয়েছে নাসা সুপার গার্মেন্টস লিমিটেড, নাসা বেসিক লিমিটেড, এ জে সুপার গার্মেন্টস লিমিটেড, আল মুসলিম অ্যাপারেলস, ট্রাউজার লাইন লিমিটেড, শারমিন গ্রুপ, ডেকো গ্রুপ, প্রীতি গ্রুপ, ছেইন অ্যাপারেলসসহ আরো পাঁচ-ছয়টি কারখানা।

শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করায় কারখানাগুলোতে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। দাবি আদায়ে শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশের পর কাজ না করায় বাধ্য হয়ে কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মো. মমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বাৎসরিক ছুটির টাকা, বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধিসহ কয়েকটি দাবিতে সোমবার সকাল থেকে আশুলিয়ায় বেশ কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করে। বেলা ১১টার দিকে নিউএইজ, আল মুসলিম ও নাসা গ্রুপের তিনটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময় দুপুরের ছুটির পর শারমিন গ্রুপ, ডেকো গ্রুপ, প্রীতি গ্রুপ, ছেইন অ্যাপারেলসসহ আরও পাঁচ-ছয়টি কারখানাসহ অন্তত ১০টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কারখানাগুলোর সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করেছে।

---

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# বেক্সিমকো গার্মেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

**■ গাজীপুর প্রতিনিধি**

গাজীপুরে অবস্থিত বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের গার্মেন্টস কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের গত নভেম্বর মাসের বেতন পরিশোধ করতে দেরি হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে শনিবার কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

শনিবার এই সপ্তাহের মধ্যে বেতন পরিশোধের কথা উল্লেখ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান জানান, নোটিশে চলতি সপ্তাহের মধ্যে বেতন পরিশোধ করে কারখানা খোলা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪,

# পুলিশের লাঠিপেটা, ৭ ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকেরা

## কারখানা খোলার দাবি

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ ঘোষণা করা ১৬টি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ।

**প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। গতকাল সকালে গাজীপুরের জিরানী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল শনিবার সড়ক অবরোধ করেছিলেন বেক্সিমকোর শ্রমিকেরা। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও লাঠিপেটার পর সড়ক ছাড়েন তাঁরা। এতে প্রায় সাত ঘণ্টা পর বেলা সাড়ে তিনটার দিকে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে গাজীপুর মহানগরীর সারাব এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ ঘোষণা করা ১৬টি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সকাল নয়টা থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। একপর্যায়ে তাঁরা ওই সড়কের চক্রবর্তী এলাকায় অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকেরা বলেন, সকাল নয়টার দিকে শ্রমিকেরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কের জিরানী ও চক্রবর্তী এলাকায় কাঠের গুঁড়ি ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। এ ছাড়া আশপাশ থেকে ময়লা-আবর্জনা এনে সড়কে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের। দুর্ভোগে পড়েন চলাচলকারীরা।

খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ, কাশিমপুর থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। দফায় দফায় বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও শ্রমিকেরা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও লাঠিপেটা করে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। শ্রমিকেরা এলাকা ত্যাগ করলে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ধাওয়া দিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়া হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার গত ২৪ নভেম্বর 'বেক্সিমকো শিল্প পার্কের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা-বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এই উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়।

এরপর ১৫ ডিসেম্বর সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ কমিটির তৃতীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে আরও দুই মাস জনতা ব্যাংক থেকে ঋণসহায়তা দেওয়া হবে। তারপর আর কোনো সহায়তা নয়। উপদেষ্টা কমিটির এ সিদ্ধান্তের পর ওই দিনই ১৬ কারখানা বন্ধ ঘোষণা (লে-অফ) করে বেক্সিমকো।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪,

# গাজীপুরে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

**প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় বন্ধ ঘোষণা করা দুটি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। গতকাল রোববার সকাল নয়টার দিকে এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড নামের কারখানা দুটির সামনের সড়কে জড়ো হয়ে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। ১০ ঘণ্টার বেশি সময় পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সেখান থেকে সরে যান তাঁরা।

কারখানা দুটি কোনাবাড়ী-আমবাগ আঞ্চলিক সড়ক লাগোয়া। শ্রমিকেরা কারখানার মূল ফটকে বিক্ষোভ শুরু করলে এ সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে শ্রমিকেরা সড়ক ছেড়ে কারখানার মূল ফটকের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

এম এম নিটওয়্যারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মনোয়ার হোসেন বলেন, গত ৩ নভেম্বর শিল্প পুলিশের এক সদস্যকে আঘাত করেন শ্রমিকেরা। এ ঘটনায় শিল্প পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। ওই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেন। কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে পরদিন ১৮ ডিসেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান জানান, বিষয়টি সমাধানের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪,

# গাজীপুরে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

**গাজীপুর প্রতিনিধি**

## বকেয়া বেতন দাবি

এক মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তারা টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকালে মহানগরীর টঙ্গীর আউচপাড়া এলাকায় শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, টঙ্গীর আউচপাড়া এলাকায় তারা টেক্সটাইল লিমিটেড নামে একটি কারখানা রয়েছে। চলতি মাসের অর্ধেকের বেশি সময় পার হলেও এখনো বেতন দেওয়া হয়নি। এর আগে বেতনের দাবি জানালে কারখানা কর্তৃপক্ষ গত ১০ তারিখ থেকে বন্ধের নোটিস দেয়। নোটিসে বলা হয় ১৫ ডিসেম্বর বেতন দিয়ে ১৮ তারিখ (গতকাল) থেকে কারখানা খুলে দেওয়া হবে। তবে কর্তৃপক্ষ কারখানা খুলে না দিয়ে গতকাল আবার নতুন করে নোটিস টানিয়ে দিয়েছে। সেখানে তারা বলেছে ২২ তারিখ বেতন দিয়ে ২৩ তারিখ থেকে কারখানা খুলে দেওয়া হবে। সকালে শ্রমিকরা কারখানায় যোগদান না করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের আউচপাড়া এলাকায় অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন ওই পথে চলাচলকারীরা। অধিকাংশ লোকজন হেঁটে তাদের গন্তব্যে রওনা দেয়।

কারখানা শ্রমিক সালমা আক্তার বলেন, মালিক দীর্ঘদিন ধরে প্রতি মাসেই বেতন দিতে গড়িমসি করে। আমাদের দাবি বেতন পরিশোধ করে কারখানা কারখানা দ্রুত খুলে দেওয়া হোক।

শ্রমিক ইসমাইল হোসেন জানান, মঙ্গলবার সকালে তারা বিক্ষোভ করেছিলেন তখন পুলিশ বলেছিল তাদের বেতন আদায় করে দিবে কিন্তু দিতে পারেনি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক কৃপা সিন্ধু বালা বলেন, শ্রমিকদের এক মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। মঙ্গলবার বেতন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকরা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে সেনাবাহিনীর সহায়তায় শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ওই মহাসড়কে যানচলাচল শুরু হয়।

সমকাল
সোমবার | ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

# বালু শ্রমিকদের রেশনিং প্রথা চালুর দাবি

■ **ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি**

ময়মনসিংহ জেলা বালু শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভায় রেশনিং প্রথা চালুর দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা। এ সময় ব্রহ্মপুত্র নদে বালু উত্তোলনে সব বাধা দূর করতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তারা। গতকাল রোববার বিকেলে ময়মনসিংহ নগরীর কাচারীঘাট ব্রহ্মপুত্র নদ এলাকায় সাধারণ সভায় এই দাবি জানানো হয়।

সভায় শ্রমিক নেতারা বলেন, শ্রমিকের অধিকার প্রশ্নে প্রশাসনের উদাসীন ভূমিকার কারণে নদের বালু উত্তোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে একটি শ্রেণি। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় বালু শ্রমিকরা নিজের অধিকারের প্রশ্নে রাজপথে কঠোর হতে বাধ্য হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বালু শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল কাশেম। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অর্থসম্পাদক রুহুল আমিন। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মাহাবুব বান ছাইফ, সংগঠনটির আইন উপদেষ্টা এমদাদুল হক মিল্লাত, জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, কার্যকরী সভাপতি কমল বসাক, ছাত্র ইউনিয়নের জেলা শাখার সভাপতি গোকুল সূত্রধর মানিক, শ্রমিক নেতা রুবেল মিয়া প্রমুখ।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

# তেজগাঁওয়ে শ্রমিকদের রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল ব্যাহত

## বকেয়া বেতনের দাবি

শ্রমিকেরা দুই ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ করেন। এতে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বকেয়া বেতনের দাবিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কিছু অস্থায়ী কর্মী গতকাল মঙ্গলবার প্রায় দুই ঘণ্টা রাজধানীর তেজগাঁওয়ে রেলপথ অবরোধ করে রাখেন। এতে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তিন দাবিতে এসব অস্থায়ী শ্রমিক রেলপথ অবরোধ করেন। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ, সব শ্রমিকের বেতন পরিশোধ এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি।

অস্থায়ী এসব কর্মী (টিএলআর) প্রাত্যহিক কাজের ভিত্তিতে মজুরি পান। তাঁরা রেলের কর্মচারী নন। তাঁরা রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরের পোর্টার, গেটকিপার (ট্রাফিক/ইঞ্জিনিয়ারিং), খালাসি, ওয়েম্যান, অফিস সহকারী, ওয়েটিং রুম কেয়ারটেকারসহ বিভিন্ন পদে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত।

গতকাল বেলা পৌনে ১১টা থেকে তেজগাঁও এলাকায় রেলপথ আটকে অবস্থান নেন শ্রমিকেরা। পরে তাঁদের বুঝিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে রেলপথ কর্তৃপক্ষ। দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে তাঁরা অবরোধ তুলে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানায়, ঢাকা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন বলেন, অস্থায়ী শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বেলা পৌনে ১১টা থেকে রেলপথ অবরোধ করলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১২টা ৫০ মিনিটে তাঁরা অবরোধ তুলে দিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

এর আগে গত ২৫ মার্চ বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন এসব অস্থায়ী শ্রমিক।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২ পৌষ ১৪৩১, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# তানোরে শ্রমিক মারধরের জেরে রাজশাহী থেকে বাস চলাচল বন্ধ

■ **স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী**

তানোরে শ্রমিকদের মারধরের ঘটনার জেরে রাজশাহী থেকে সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুর ১টা থেকে রাজশাহী থেকে কোনো রুটে বাস ছেড়ে যায়নি। বাইরের জেলা থেকে আসা বাসগুলোও রাজশাহী ছেড়ে যেতে পারেনি।

সোমবার সকালে রাজশাহীর তানোর উপজেলায় চালকসহ পাঁচ জন বাস শ্রমিককে সিএনজি অটোরিকশা চালকেরা মারধর করে। এতে বাসচালক স্বপন আলী, বাবর, শাহীন, নুরুজ্জামান ও কন্ডাক্টর জিয়া আহত হন। তাদের মারধরের বিষয়টি জানাজানি হলে বাস শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। দুপুর ১টার দিকে বাস শ্রমিকেরা নগরীর শিরোইল বাস টার্মিনাল এলাকায় লাঠিসোঁটা হাতে রাস্তায় নেমে আসেন। তারা নগরীর রেলগেটের সিএনজি স্ট্যান্ডের দিকে অগ্রসর হলে রাজশাহীর শ্রমিক নেতা হেলাল উদ্দীন তাদের উত্তেজিত না হওয়ার অনুরোধ করেন। অনুরোধ উপেক্ষা করে কিছু শ্রমিক রেলগেটের দিকে যেতে থাকেন। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী এসে শ্রমিকদের শান্ত করে। এ সময় শ্রমিকরা রাজশাহী থেকে আন্তঃজেলা রুটের বাস চলাচল বন্ধ করে দেন।

রাজশাহী মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি বলেন, তানোরে বাস শ্রমিকদের পিটিয়ে আহত করার ঘটনায় পুলিশ এখনো মামলা নেয়নি। মারধরে জড়িত অটোরিকশা চালকদের কাউকে গ্রেফতারও করেনি। তাই শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তানোর থানার ওসি মিজানুর রহমান মামলা ও গ্রেফতার না করার অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, 'মামলা নেওয়া হচ্ছে। তারা অভিযোগ দিয়ে গেছেন। সেটা লিখতে তো সময় লাগবে।'

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪।

# সব বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

## শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অবিলম্বে পাটকলসহ সব বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের (স্কপ) নেতারা। তাঁরা বলেছেন, করোনাকালে আখচাষি ও চিনিকল শ্রমিকদের কথা বিবেচনা না করে লোকসানের অজুহাতে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকল বন্ধ করেছিল। তবে আন্দোলনের মুখে চিনিকলগুলো চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এখন পাটকলসহ অন্যান্য বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে আন্দোলন জোরদার করতে হবে। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়। সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হারুনুর রশীদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক নেতা আবদুল্লাহ কাফী রতন। শ্রমিক নেতা মানস নন্দীর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন টাস্কফোর্সের সদস্য অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, শ্রমিক নেতা আ ক ম জহিরুল ইসলাম, শামীম ইমাম, মীর মোফাজ্জল হোসেন ও আব্দুল আলী, কৃষক নেতা আলতাফ হোসেন, টাস্কফোর্সের সদস্য কামরুজ্জামান ফিরোজ প্রমুখ।

আবদুল্লাহ কাফী রতন বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থান আমাদের নতুন পথ দেখিয়েছে। বৈষম্যবিরোধী লড়াই সমাজে বিস্তৃত হয়েছে। অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় শিল্প ও শ্রম খাতে বৈষম্যবিরোধী লড়াই নতুন উদ্দীপনা পেয়েছে। জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ বন্ধ চিনি ও পাটকল খুলে দিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও পাট মন্ত্রণালয়ে দাবি জানিয়েছিল। সরকারের চিনিকল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিজয় শুরু হয়েছে।'

তিনি বলেন, বন্ধ চিনিকলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার পর টাস্কফোর্স ছয়টি চিনিকল পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়ার প্রস্তাব করে। প্রথম পর্যায়ে শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকল, দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চগড় ও পাবনা চিনিকল এবং তৃতীয় পর্যায়ে কুষ্টিয়া ও গাইবান্ধার রংপুর চিনিকল খুলে দেওয়ার প্রস্তাব প্রতিবেদন শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। পরে প্রধান উপদেষ্টা প্রতিবেদনের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বরের স্থগিতাদেশ ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রত্যাহার করা হয় এবং তিনটি পর্যায়ে বন্ধ চিনিকলগুলো খুলে দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

কাফী বলেন, শাসকশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদনির্ভর নয়া উদারবাদী নীতির লক্ষ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেওয়া। ক্ষমতাসীনদের এ নীতি সরাসরি শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের ওপর আক্রমণ। এ আক্রমণ শুধু শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন দিয়ে মোকাবেলা করা যাবে না। এ লড়াই জাতীয় সম্পদ রক্ষার লড়াই। জনগণের সম্পদ জনগণের মালিকানায় রাখার লড়াই। লুটেরা ধনিক ও তাদের অনুগ্রহভোগী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে লড়াই। সাম্রাজ্যবাদ ও লুটেরা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের গণবিরোধী নীতিকে রুখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

তিনি আরো বলেন, 'পাটকলসহ অন্যান্য বন্ধ কারখানা উপযুক্ত আধুনিকীকরণের মাধ্যমে খুলে দেওয়ার লড়াই জারি থাকবে। আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে অবিলম্বে বন্ধ পাটকলগুলো খুলে দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।'

কালের কণ্ঠ  সোমবার। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

সাভারের আশুলিয়ায় কয়েকটি পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকদের শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল শ্রম উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করতে যায় জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

ছবি : কালের কণ্ঠ

বুধবার। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪। ১০ পৌষ ১৪৩১  সময়ের আলো

# এস আলম গ্রুপের ছয় কারখানা বন্ধ ঘোষণা

● আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের আলোচিত-সমালোচিত এস আলম গ্রুপের ছয়টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার সময় কর্ণফুলী উপজেলার কালারপুল এলাকায় এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেডে গিয়ে দেখা যায়, শতাধিক শ্রমিক কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করছিলেন। মঙ্গলবার সকালে গ্রুপটির মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিনের স্বাক্ষরে এসব কারখানা বন্ধের বিষয়ে নোটিস দেওয়া হয়।

বন্ধ ঘোষণা করা ছয়টি কারখানা হলো–এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ, এস আলম পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেড, এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেড, এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেড, এস আলম পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড ও ইনফিনিটি সিআর স্ট্রিপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এর মধ্যে দুটি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার কালারপুল, তিনটি ইছানগর ও একটি বাঁশখালীতে অবস্থিত।

এতে উল্লেখ করা হয়, এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড ও এস আলম পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেডের সব শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অনিবার্যকারণবশত আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে। তবে নিরাপত্তা বিভাগ, ডেলিভারি সেকশন ও জরুরি বিভাগ (ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক) খোলা থাকবে। নোটিসে কারখানা খোলার তারিখ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নোটিসের মাধ্যমে জানানো হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের একজন কর্মকর্তা জানান, এস আলম গ্রুপের এই দুই কারখানায় নিয়োগপ্রাপ্ত এবং ক্যাজুয়াল মিলে ৭০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। হঠাৎ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন কারখানার শ্রমিকরা। তবে মোট ছয় কারখানায় কতজন শ্রমিক আছে তা জানা যায়নি। তবে নোটিস জারির পর কোনোরকম আন্দোলন হয়নি বলেও জানান এই কর্মকর্তা। তবে বিভিন্ন কারখানায় বিক্ষোভের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের ডিজিএম রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা নোটিস পেয়েছি, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। এস আলম গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার আশীষ কুমার নাথ জানিয়েছেন, সব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এলসি খুলতে না পারায় আমদানি করা কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম গ্রাহক এস আলম গ্রুপ। ২০১৭ সালে এস আলম গ্রুপ পেপারভিত্তিক ফার্মের মাধ্যমে ব্যাংকটির শেয়ার কিনে ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বর্তমানে তারা এস আলম গ্রুপের ঋণপত্র খুলতে শতভাগ মার্জিন চাচ্ছেন।

সমকাল মঙ্গলবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪।

# গাজীপুরে পোশাক শ্রমিক, সাভারে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ও কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর ও সাভারে পৃথক দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিক এবং সিআরপি নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-আরিচা এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে গতকাল সোমবার সকাল থেকে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন অসংখ্য যাত্রী।

গাজীপুর নগরীর কোনাবাড়ী মেট্রো থানা এলাকায় এদিন বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সকাল ৯টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা। ফলে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশ, কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের সমঝোতা বৈঠক হয়। কারখানা খুলে দেওয়ার শর্তে বিকেলে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে দেন।

শ্রমিকরা জানান, গত ১৮ ডিসেম্বর এম এম নিটওয়্যার ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানা দুটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। গত রোববার সকালেও কারখানা খুলে দিতে তারা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে ওই দিন বিকেলে শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছিল। এ সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের শর্ত সাপেক্ষে কাজে যোগদানের আহ্বান জানায়। কিন্তু শ্রমিকরা তা না মেনে গতকাল সকালে প্রথমে দুই কারখানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। পরে তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় শ্রমিকরা বিনা শর্তে কারখানা খুলে দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানান।

এদিকে সাভারে ঠিকানা পরিবহনের বাসচাপায় সিআরপি নার্সিং কলেজের ছাত্র প্রত্যয় সরকার নিহতের ঘটনায় বাসচালক ও সহযোগীর গ্রেপ্তারের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকাল সোয়া ১০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত তারা মহাসড়কের উভয় পাশ অবরোধ করে রাখেন। এ সময় শত শত যানবাহন আটকা পড়লে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

পরে সেনাবাহিনী ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসচালক ও তার সহযোগীকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে দুপুর ৩টার দিকে অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা।

গত শনিবার সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাকিজার সামনে ঠিকানা পরিবহনের বাসচাপায় নিহত হন সিআরপির নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থী প্রত্যয়। তিনি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

TUESDAY, DECEMBER 24, 2024,
NEW AGE

# Workers block highway over factory closures in Gazipur

**United News of Bangladesh** · Gazipur

WORKERS blocked Dhaka-Tangail highway in Konabari area of Gazipur city on Monday, demanding the reopening of two closed factories.

Workers of MM Knitwear Limited and Mamun Knitwear Limited staged demonstrations on the highway at about 9:25am, said superintendent of Gazipur industrial police-2 Md Mizanur Rahman.

Police and protesting workers said that the authorities declared the indefinite closure of MM Knitwear and Mamun Knitwear Limited on December 18.

On Sunday, workers gathered at the factory gates to demand their reopening and they temporarily ended the protests after the factory authorities agreed to discuss the matter later in the afternoon.

During the meeting, the authorities proposed reopening the factories under certain conditions but the workers rejected the offer.

On Monday morning, workers resumed their protests in front of the factories and later blocked the highway, leading to severe traffic congestion.

The protesting workers demanded unconditional reopening of the factories and withdrawal of cases filed against them.

On December 17, workers stopped their duties demanding the withdrawal of a case filed against them.

Later, the authorities declared the indefinite closure of the factories on the following day.

The case was filed on November 3 when some workers allegedly assaulted a member of the industrial police.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৯ পৌষ ১৪৩১, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

# গাজীপুরে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন দুইটি পোশাকশ্রমিকরা। তবে দাবি মেনে নেওয়ায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন তারা। এদিকে, তিন ঘণ্টা অবরোধের কারণে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন অসংখ্য মানুষ।

পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, গত ১৮ ডিসেম্বর শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক কোনাবাড়ীর এম এম নিটওয়্যার ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানা দুইটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সোমবার সকাল ১১টার দিকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন ঐ দুই কারখানার শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়ে দূরপাল্লার অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহন। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ঐ সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার থেকে কারখানা খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

Dhaka • Wednesday • December 25, 2024
o. DA 1589 • Poush 10, 1431 BS • Jamadius Sani 22, 1446 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

# Six industrial enterprises of embroiled S Alam shut

## Suddenly laid-off staffers stage factory-gate demos

### S Alam Group warns of international arbitration unless asset-investment issues not settled in time

**NAZIMUDDIN SHYAMOL**

CHATTOGRAM, Dec 24: Gates of six factories here of the embroiled S Alam Group, including power plant and sugar refinery, were shut on the staffs indefinitely without citing grounds.

Witnesses said the suddenly laid-off staffers kept staging factory-gate demonstrations, in one of troubles of recent times in some big businesses following the interim government's anti-graft crackdown.

The factories are S Alam Refined Sugar Industries, S Alam Power Plant Ltd, S Alam Cold Rolled Steels Ltd, S Alam Cold Rolled Steels Ltd (SALAMCRST), S Alam Power Generation Ltd, and Infinity CR Strips Industries Lt.

Of them, edible-oil and sugar factories were shut by issuing notices and the four others verbally.

The notices, signed by Mohammad Borhan Uddin, head of human resources and administration department of the group, were issued Tuesday. However, security, delivery and emergency departments of the factories will remain functional as per company decision.

"Soon after the announcement of the closure, workers staged demonstrations in front of the factories demanding that the factories be kept open," says spot accounts of the scenes.

The factories are located in Kalapool and Ichhanagar areas on the banks of the Karnaphuli River and Gandamara area under Banshkhali upazila.

Wishing not to be quoted by name, an official of the group said the interim government had been given a six-month timeframe to settle the issues of assets and investments of the conglomerate.

"If the issues are not settled in the stipulated time, the group will move to international arbitration," he said.

Sources said Mohammad Borhan Uddin, Head of Human Resources and Administration Department of S Alam Group, gave notice of closure of its factories from tomorrow (Wednesday).

**Workers gather outside S. Alam Cold Rolled Steels Limited on Tuesday, as the authority of S Alam Group announced the closure of its six factories, including Cold Rolled Steels Limited, in Chattogram. — FE Photo**

The notice was issued this (Tuesday) afternoon.

The closure notice was served to all the workers, officers and employees of S Alam Refined Sugar Industries Limited and S Alam Power Plant Limited. S Alam's factories. Other factories are also situated at the same area. The notices were also served at the rest of the factories today.

The notice reads the factories S Alam Refined Sugar Industries Limited and S Alam Power Plant Limited and other factories will remain closed from tomorrow (Wednesday) "until further notice". As per the instructions of the authorities, the opening date of the factory will be informed through further notice.

Confirming the matter, Rafiqul Islam, Deputy General Manager (DGM) of S Alam Refined Sugar Industry Limited, said an official decision had been made on the factory-closure notice.

On the other hand, workers are shocked by getting the notice this afternoon. They said just before the end of the office time, the management served the notice and compelled the workers to get out.

Shamsu Meah, a worker, said without any notice or announcement, the office authorities came suddenly in the afternoon and announced the closure of all activities of the factory from tomorrow (Wednesday). "None of us could accept such a sudden decision of the factory authorities."

The agitated workers said, "Now our only demand is that we insist on opening the factory immediately, otherwise the workers give notice of a greater movement."

Meanwhile, the authorities and their men cleared the factory and gate areas of the factories by forcing to leave the workers from the spot, locals said.

The workers brought out processions nearby. They have also given threat for further movement if the authority would not withdraw the notices.

On December 18 the notice was given by Saiful Alam Masud. In the notice that was given to the interim government it was stated that Saiful Alam Masud would start an international legal battle to recover this loss.

However, he would not do it as a Bangladeshi citizen, but as a Singaporean citizen. The notice cites the Bilateral Investment Agreement of 2004 between Bangladesh and Singapore.

S Alam's family has been living permanently in Singapore since 2011. They got citizenship of the country between 2021 and 2023. They renounced their citizenship of Bangladesh in 2020.

*nazimuddinshyamol@gmail.com*

প্রথম আলো • বুধবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪,

# বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, গাজীপুর

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেতনের দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা পশ্চিম পাড়া এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এর ফলে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, উপজেলার চন্দ্রা পশ্চিম পাড়া এলাকার টু এক্সেল লিমিটেড নামে একটি কারখানায় তিন শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। গত নভেম্বর ও চলতি মাসের বেতনের দাবিতে কয়েক দিন ধরেই শ্রমিকেরা কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করছিলেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের মঙ্গলবার বেতন দেওয়ার কথা জানায়। কিন্তু সারা দিন পেরিয়ে গেলেও বেতন না পেয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় শ্রমিকেরা আবার আন্দোলন শুরু করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকেরা চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এতে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গাজীপুর শিল্পপুলিশের পরিদর্শক (ওসি) আজাদ রহমান জানান, মালিকপক্ষের আশ্বাসে রাত সাড়ে ৮টায় শ্রমিকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

# ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

## বকেয়া বেতনের দাবি

● গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মালেকেরবাড়ি এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রিভেরা কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজ লি. কারখানার শ্রমিকরা। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তারা। আগামী ৩০ ডিসেম্বর বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে ৩০ মিনিট পর সড়কে অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে কয়েক কিলোমিটার তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে হাজারও মানুষ।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, গত সেপ্টেম্বরে ওই কারখানায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কাজ শুরু করেন তারা। গত দুই মাসের বেতন বকেয়া আছে তাদের। কয়েক দফায় বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিয়েও পরিশোধ করেননি কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পঞ্চমবারের মতো আশ্বাস দিয়েও বকেয়া পরিশোধ করেনি। সন্ধ্যায় কারখানায় প্রবেশ করতে গেলে বাধার সম্মুখীন হয় শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করে বকেয়া বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ সদুত্তর না দেওয়ায় তারা মহাসড়কে বিক্ষোভ শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গাজীপুর মেট্রোপলিটন গাছা থানা পুলিশ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এসে যৌথ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। পরে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ওই কারখানার কন্ট্রাক্টর জাহিদুল ইসলাম বলেন, গত ২ মাসের বকেয়া ৭ লাখ ৮৩ হাজার ৯০০ টাকা। পঞ্চমবারের মতো কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া সময়ে বকেয়া পাওনা বুঝে পেতে কারখানায় যাই শ্রমিকদের নিয়ে। কর্তৃপক্ষ বকেয়া পরিশোধে কোনো সদুত্তর দিতে না পারায় বিক্ষুব্ধ

### ঢাকা-ময়মনসিংহ

শেষ পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকরা সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে ওই কারখানার প্রজেক্ট ম্যানেজার নবী হোসেন বলেন, কারখানা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর নজরুল ইসলামের বেঁধে দেওয়া আগামী ৩০ ডিসেম্বর বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে ৩০ মিনিট পর সড়কে অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকরা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-২-এর পরিদর্শক ক্রিপা সিন্ধু বালা জানান, কর্মীরা বেতন পাবে কন্ট্রাক্টরের কাছে, কন্ট্রাক্টরকে কিছু টাকা দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ওই টাকা শ্রমিকদের দেননি কন্ট্রাক্টর জাহিদ। বকেয়ার জন্যে সড়কে ২০ মিনিট অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকরা।

# এস আলমের কারখানা বন্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

## ১০ দফা দাবি

● আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামভিত্তিক শিল্প গ্রুপ বহুল আলোচিত এস আলম গ্রুপের ৯টি কারখানা হঠাৎ বন্ধের ঘোষণার প্রতিবাদে ওই গ্রুপের বেশ কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার কোনো নোটিস ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য ২৫ ডিসেম্বর থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে গ্রুপটির মানবসম্পদ বিভাগ। এই ঘোষণার পর কর্ণফুলীর কালারপুল এলাকায় অবস্থিত এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেডের সব প্রতিষ্ঠানের কয়েকশ শ্রমিক একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এ বিক্ষোভ প্রায় ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত চলমান ছিল। পরে বিক্ষোভ থেকে তারা ১০ দফা দাবি পেশ করে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন

### এস আলমের কারখানা বন্ধে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের কাছে। এ সময় আগামী ৭ জানুয়ারি তাদের সঙ্গে আলোচনা কথা বলে শ্রমিকদের প্রাথমিকভাবে সান্ত্বনা দেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেডের শ্রমিকরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে আসছি। হঠাৎ একটি নোটিসের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাদেরকে সাধারণ ছুটির কথা জানানো হয়। ৯টি প্রতিষ্ঠানে আমরা ১৩ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজে কর্মরত আছি। এই অবস্থায় আমরা কোথায় যাব, ভেবে কূল পাচ্ছি না। মালিকপক্ষের প্রতি আমাদের অনুরোধ প্রতিষ্ঠান চালু রেখে আমাদের যাবতীয় বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য। অন্যথায় আগামী ৭ তারিখের পর এই আন্দোলন আরও কঠিন হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা। এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকরা বলেন, সরকার এলসি বন্ধ রাখাতে প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। মালিকপক্ষ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তারা আশা ব্যক্ত করেন। এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলসের ডিজিএম মোহাম্মদ শফির কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। মালিকপক্ষের নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইত্তেফাক

শনিবার
১৩ পৌষ ১৪৩১, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

# শ্রমিক ধর্মঘটে নৌপথে পণ্য পরিবহন বন্ধ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে সারা দেশে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেছেন পণ্যবাহী নৌযান শ্রমিকরা। এতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে নৌপথ। বন্ধ হয়ে গেছে জ্বালানি তেল, সারসহ সব ধরনের পণ্য পরিবহন। বিভিন্ন বন্দরে আটকা পড়েছে শত শত মালবাহী জাহাজ। পণ্য ওঠা-নামা বন্ধ রয়েছে। তবে ধর্মঘটের আওতামুক্ত থাকায় যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল করছে। চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে জাহাজে সাত খুনের প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন, হত্যার বিচার ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন।

ফেডারেশনের সভাপতি মো. শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে মাঝেরচর এলাকায় এমভি আল-বাখেরা জাহাজে সন্ত্রাসী

### শ্রমিক ধর্মঘটে নৌপথে

কায়দায় মাস্টারসহ সাত শ্রমিক হত্যার ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন, হত্যাকারীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার, মৃত শ্রমিকদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য সরকারিভাবে ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা, সব নৌপথে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি ডাকাতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে তেল-গ্যাস-বালুবাহীসহ সকল প্রকার পণ্যবাহী নৌযানের শ্রমিকরা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে। তবে যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনা করে আপাতত সব ধরনের যাত্রীবাহী নৌযান কর্মবিরতির আওতামুক্ত থাকবে।

**চট্টগ্রাম অফিস** জানায়, মধ্যরাত থেকে চট্টগ্রামে কার্গো জাহাজ ও লাইটারেজ জাহাজের শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করায় দিনভর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট ও বাংলাবাজার ঘাটে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরেও কোনো লাইটারেজ জাহাজ অপেক্ষমাণ মাদার ভেসেল থেকে পণ্য নামায়নি। এতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহল ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শীর্ষস্থানীয় স্টেকহোল্ডারগণ।

**চাঁদপুর প্রতিনিধি** জানান, কর্মবিরতি পালন করছেন জেলার নৌযান শ্রমিকরা। শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চাঁদপুর নৌ অঞ্চলের হরিণা ফেরিঘাট, পুরান বাজার, বড় স্টেশন মোলহেড ও লঞ্চঘাট এলাকায় বহু পণ্যবাহী লাইটার জাহাজ নোঙর অবস্থায় দেখা গেছে। পণ্য উঠা-নাম বন্ধ রয়েছে। শ্রমিকরা জাহাজে সাত খুনের বিচার ও বিভিন্ন দাবিসহ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নৌপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

কর্মবিরতিতে থাকা এমভি এনডিই-১০ জাহাজের মাস্টার রাশেদুল ইসলাম বলেন, 'আমি প্রায় এক যুগ জাহাজে চাকরি করছি। আমি দেখেছি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ, চাঁদপুরের হাইমচর, মাঝেরচর এলাকা ডাকাতের অভয়ারণ্য। এসব এলাকায় সব সময় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এটা বন্ধ করতে হবে।' জাহাজটির প্রধান চালক বাবুল মিয়া বলেন, 'আমরা জেনেছি সাত খুনের ঘটনার দিন নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ডকে কয়েক বার ডাকা হয়েছে। কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেননি। নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মবিরতি চলবে।'

যুগান্তর | শনিবার ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪
১৩ পৌষ ১৪৩১

### পণ্যবাহী নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতি

# চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরসহ অচল ৪৫ ঘাট

**যুগান্তর ডেস্ক**

পণ্যবাহী নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরসহ সারা দেশে অন্তত ৪৫টি ঘাট অচল হয়ে পড়েছে। চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে জাহাজে সাত খুনের বিচার ও নৌপথে নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে এ ধর্মঘট শুরু করে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন। এতে চট্টগ্রাম বন্দরে সাড়ে চার লাখ টন এবং সারা দেশে প্রায় ১০ লাখ টন পণ্য জাহাজে আটকে আছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে—সয়াবিন বীজ, সার, গম, মসুর ডাল, মটর ডাল, কয়লা ইত্যাদি। এতে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন আমদানিকারকরা।

নৌপরিবহণ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইউসুফ বিষয়টি সমাধানের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমোডর আরিফ আহমেদ মোস্তফা এবং নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দায়িত্ব দিয়েছেন।

এ বিষয়ে নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম যুগান্তরকে বলেন, সাত খুনের ঘটনায় আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি। ইতোমধ্যে আসামি গ্রেফতার হয়েছে। তারপরও এমন ধর্মঘট অনভিপ্রেত। তারা আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে তাদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছি। বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনে সভাপতি মো. শাহ আলম বলেছেন, আমরা যে দাবি জানিয়েছিলাম তার আংশিক পূরণ হয়েছে। আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**চট্টগ্রাম :** চট্টগ্রাম বন্দর ও লাইটার জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের তথ্য অনুযায়ী, নৌ-যান শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে ২০টি বড় জাহাজে খালাসের অপেক্ষায় আটকে আছে প্রায় সাড়ে চার লাখ টন পণ্য। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে—সয়াবিন বীজ, সার, গম, মসুর ডাল, মটর ডাল, কয়লা ও সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার ইত্যাদি। এছাড়া দেশের ৪৫টি ঘাটে ৭৩৮টি জাহাজে আটকা পড়ে প্রায় ১০ লাখ টন পণ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাহাজ আটকা পড়েছে যশোরের নওয়াপাড়া ঘাট, নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ঘাট, মেঘনা ঘাট ও সিরাজগঞ্জের ঘোড়াশাল ঘাটে। এ ছাড়া বন্দরের বহির্নোঙরে বড় জাহাজ থেকে ৩৫টি জাহাজে বোঝাই করা হয়েছিল অর্ধলাখ টন পণ্য, যা আটকে আছে। বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে চট্টগ্রামেও সকল প্রকার নৌযান বন্ধ রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য নৌপথ নিরাপদ হবে না, সাত খুনের বিচার হবে না ততক্ষণ আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ নেই। বিগত সময়েও আশ্বাস দিয়ে আমাদের দাবিগুলো সরকার পূরণ করেনি। আমাদের যদি বেঁচে থাকার অধিকার না থাকে, তাহলে কেন আমরা ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দেব?।

**মোংলা (বাগেরহাট) :** মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে গম, সার, কয়লা ও ক্লিংকারসহ ১৩টি জাহাজ অবস্থান করছে। এসব জাহাজের পণ্য খালাস করতে আসা লাইটার বা কার্গো জাহাজে পণ্য বোঝাই হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে শুক্রবার মধ্য রাত থেকে খালাস বন্ধ হয়ে যায়। বন্দরের স্টিভিডস্ ও শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স নুরু অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী এইচ এম দুলাল জানান, নৌযান শ্রমিকদের ধর্মঘটে বন্দরে অবস্থানরত সব বাণিজ্যিক জাহাজের পণ্য খালাস বন্ধ রয়েছে। এতে জাহাজে অলস সময় পার করছে পণ্য খালাসে নিয়োগ করা শ্রমিকরা। আর তাদের বসিয়ে রেখে মজুরি পরিশোধ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এ ধর্মঘটে বড় অঙ্কের ক্ষতির মুখে পড়েছেন পণ্য আমদানিকারকরা। কারণ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতি জাহাজের ভাড়া প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা। আর এ ডেমারেজ ক্ষতিপূরণ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের ঘাড়েই উঠবে।

**মুন্সীগঞ্জ :** ধলেশ্বরী নদীতে নৌযানে অবস্থান নিয়ে কর্মবিরতি পালন করছে শ্রমিকরা। নৌযান শ্রমিক ইউনিয়ন মুন্সীগঞ্জ জেলা সভাপতি মো. তাইজুল ইসলাম বাদশার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ শিকদার।

**শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) :** বাঘাবাড়ী নৌ-বন্দর হয়ে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় জ্বালানি তেল, সারসহ বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ হয়ে থাকে। নৌযান শ্রমিকদের কর্মবিরতির ফলে জ্বালানি তেলসহ সব পণ্য পরিবহণ বন্ধ রয়েছে।

**বরিশাল :** বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে মালবাহী, তেল-গ্যাসবাহীসহ সব পণ্যবাহী নৌযানের শ্রমিকরা কর্মবিরতি শুরু করে। এ সময় শ্রমিকরা সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা, সব নৌপথে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

**সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) :** শীতলক্ষ্যার তীরে জাহাজ নোঙর করে কর্মবিরতি পালন করে শ্রমিকরা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় নিতাইগঞ্জে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় জাহাজি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সবুজ শিকদার মাস্টার বলেন, আমরা এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য এবং এর সঙ্গে অন্য কারা জড়িত ছিল সেটা সরকারের প্রশাসনের সঠিক তদন্ত দাবি করছি।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪
১২ পৌষ ১৪৩১

### বকেয়া বেতনের দাবি

# কালিয়াকৈরে ফের পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, অবরোধ

**কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের পশ্চিম চন্দ্রা এলাকার টু এক্সেল কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। সড়ক অবরোধের ফলে সড়কের ওই স্থানের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। খবর পেয়ে পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে সোম ও মঙ্গলবার ওই কারখানার শ্রমিকরা একই দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। উপজেলার পশ্চিম চন্দ্রা এলাকার টু এক্সেল নামের তৈরি পোশাক কারখানার তিন শতাধিক শ্রমিক নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছে। সোমবার বেতন পরিশোধ করার কথা থাকলেও ওই দিন কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ না করেই কারখানা ছুটির আগেই পালিয়ে যায়। পরে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বেতন না পেয়ে শ্রমিকরা রাত ৯টার দিকে চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেয়। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার পাশে কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

সমকাল শুক্রবার । ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

# বকেয়া বেতনের দাবিতে ফের মহাসড়ক অবরোধ

■ **কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

### আগামী ৩১ ডিসেম্বর বেতন পরিশোধ করার আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার

কালিয়াকৈর উপজেলার পশ্চিম চন্দ্রা এলাকার টু এক্সেল কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ফের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়কের পশ্চিম চন্দ্রা ওয়ালটন এলাকায় অবরোধ করায় যানজটে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।

এ কারখানার শ্রমিকরা চারদিন ধরে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেতনের জন্য কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করলেও মালিক পক্ষ শ্রমিকের বেতন পরিশোধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। গত বছর নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি পশ্চিম চন্দ্রা এলাকায় একটি ভবন ভাড়া নিয়ে টু এক্সেল নামে একটি পোশাক কারখানা চালু করেন। কারখানাটি চালু করার পরই তিন শতাধিক শ্রমিক নিয়োগ দেন তিনি।

পুলিশ, শ্রমিক ও এলাকাবাসী জানান, তিন শতাধিক শ্রমিক চারদিন ধরে দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কখনও কারখানার সামনে আবার কখনও মহাসড়কে আন্দোলন করছেন। শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধের কয়েকটি তারিখ দেন। কিন্তু গত বুধবার বিকেল পর্যন্ত বেতন পরিশোধ না করায় বৃহস্পতিবার আবারও বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। এ সময় কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়কের পশ্চিম চন্দ্রা ওয়ালটন এলাকায় ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যানবাহনের যাত্রীরা। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। পরে পুলিশ মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ৩১ ডিসেম্বর বেতন পরিশোধ করার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যায়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিয়াদ মাহমুদ বলেন, পশ্চিম চন্দ্রা এলাকার টু এক্সেল কারখানার শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবারও সড়ক অবরোধ করায় জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েক দিন ধরেই কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার বেতন পরিশোধের তারিখ দিলেও বেতন পরিশোধ করছেন না তারা। এতে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ৩১ ডিসেম্বর বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যায়।

শের সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৪ পৌষ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 29 December 2024

# মালিকদের দ্বন্দ্বে ১০ দিন ধরে বন্ধ বাস চলাচল, বেকার অর্ধশত শ্রমিক, জনভোগান্তি

প্রতিনিধি, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)

একে একে ১০ দিন কাটলেও দিনাজপুর বাস মালিক গ্রুপ ও পার্বতীপুর বাস মালিক সমিতির দ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা নেই। এতে বন্ধ রয়েছে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী-রংপুর ও ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর রুটে সরাসরি বাস চলাচল। রুটটির সহজপথ সড়ক হওয়ায় বাস চলাচল না করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষার্থী এবং চাকরিজীবীসহ সাধারণ যাত্রীরা।

এদিকে সড়কটিতে বাস চলাচল না করায় বেকার হয়ে পড়েছেন বাসশ্রমিক এবং কুলিসহ অর্ধশত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী। নিরুপায় হয়ে রংপুর, পার্বতীপুর এবং সৈয়দপুরে সড়কপথে যেতে যাত্রীরা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কিংবা সিএনজি চালিত বাহনের ওপর নির্ভর করছেন। এতে অর্থ ও সময় দুই-ই বেশি ব্যয় হচ্ছে তাদের। গত ১৮ ডিসেম্বর (বুধবার) থেকে দুই মালিক পক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে ফুলবাড়ী থেকে রংপুরের মধ্যে সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ থাকায় স্ট্যান্ডে বাস রেখে বেকার হয়ে অলস সময় কাটছে ফুলবাড়ী-রংপুর সড়কে চলাচলকারী বাসগুলোর চালকদের।

সরেজমিন দেখা যায়, ফুলবাড়ী বাসস্ট্যান্ডে সারি সারি বাস পড়ে আছে। শ্রমিকরা স্ট্যান্ড চত্বরে গল্পগুজব করে সময় পার করছেন। সকলের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বেকার হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন শ্রমিকরা। ফুলবাড়ী মিলু পরিবহনের সুপারভাইজার নূর আলম মন্ডল বলেন, ফুলবাড়ী-রংপুরের মধ্যে সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা যেমন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন, তেমনি পরিবহনের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কবে থেকে এই রুটে বাস চলাচল আবার স্বাভাবিক হবে তা-ও বলা যাচ্ছে না।

দিনাজপুর জেলা মোটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ফুলবাড়ী স্ট্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ এটিএম মাহাবুবুল আলম বুলবুল বলেন, দুই মালিক পক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে দশ দিন ধরে ফুলবাড়ী থেকে সরাসুরি রংপুর, পার্বতীপুর এবং সৈয়দপুর রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়েছে।

কবে এই দ্বন্দ্বের অবসান হবে তাও বলা যাচ্ছে না। পার্বতীপুর মালিক সমিতি তাদের এলাকার ওপর দিয়ে ফুলবাড়ী থেকে রংপুরগামী বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়ে পার্বতীপুর উপজেলার মহেশপুর থেকে রংপুর রুটে বাস চলাচল করাচ্ছেন।

পার্বতীপুর বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফয়জার রহমান বলেন, পুরো দিনাজপুর জেলায় ২টি মালিক সমিতি রয়েছে। ফুলবাড়ী থেকে রংপুর সড়কে পার্বতীপুর মালিক সমিতির ১০টি বাস চলাচলের কথা। কিন্তু বিগত আওয়ামী লীগের শাসনামলে দিনাজপুর বাস মালিক গ্রুপ পার্বতীপুর মালিক সমিতির মাত্র একটি বাস চলাচলের সুযোগ দেয়। বর্তমানে পার্বতীপুর মালিক সমিতির আরও ১০টি বাস এ রুটে চলাচলের জন্য দিনাজপুর বাস মালিক গ্রুপকে চিঠি দিলেও সেখান থেকে কোনো উত্তর না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর (বুধবার) পার্বতীপুর এলাকার ওপর দিয়ে ফুলবাড়ী থেকে রংপুরের মধ্যে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

দনাজপুর বাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মো. শাহেদ রিয়াজ বলেন, বাস চলাচল বন্ধের বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম জানান, এ ব্যাপারে বাস মালিকের দুই পক্ষকে নিয়ে বিষয়টি সুরাহার চেষ্টা চলমান রয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪,

জাহাজে ৭ খুন

# নৌশ্রমিকদের ধর্মঘটে নদীবন্দরগুলো ছিল অচল, রাতে স্থগিত

বিশেষ প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি আল-বাখেরা নামের একটি জাহাজের সাত শ্রমিক হত্যার বিচার, প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন, নৌ নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন দাবিতে নৌশ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘট স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে ধর্মঘট স্থগিত করার এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

এর আগে কর্মবিরতি প্রত্যাহারে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নৌপরিবহন অধিদপ্তরে নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম। বৈঠক শেষে রাত নয়টার দিকে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি মো. শাহ আলম সাংবাদিকদের ধর্মঘট স্থগিতের কথা জানান।

গত সোমবার চাঁদপুরের মাঝেরচরে মেঘনা নদীতে নোঙর করে রাখা জাহাজ এমভি আল-বাখেরা থেকে পাঁচ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় আরও দুজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেন নদীপথে পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত জাহাজের শ্রমিকেরা।

চট্টগ্রাম বন্দর ও লাইটার জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কর্মবিরতির কারণে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে দেশের ৪৫টি ঘাটে যাওয়া ৭৩৮ জাহাজে আটকা পড়ে আছে প্রায় ১০ লাখ টন পণ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাহাজ আটকা পড়েছে যশোরের নওয়াপাড়া ঘাট, নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ও মেঘনাঘাট, সিরাজগঞ্জের ঘোড়াশাল ঘাটে।

এ ছাড়া বন্দরের বহির্নোঙরে বড় জাহাজ থেকে ৩৫টি জাহাজে বোঝাই করা হয়েছিল ৫০ হাজার টন পণ্য, যা শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে আটকে আছে। আবার বন্দরের বহির্নোঙরে ২০টি বড় জাহাজে খালাসের অপেক্ষায় আটকে আছে প্রায় সাড়ে চার লাখ টন পণ্য। বহির্নোঙরে নতুন করে যেসব জাহাজ নোঙর করেছে, সেগুলোতেও পণ্য খালাস করা যাচ্ছে না।

শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে গতকালও নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদীতে লাইটার জাহাজ চলাচল বন্ধ ছিল। একই কারণে গতকালও চাঁদপুরের ঘাটগুলোয় নতুন করে ভেড়েনি পণ্যবাহী জাহাজ। যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়ায় ভৈরব নদের ঘাটে চার শতাধিক পণ্যবোঝাই নৌযান অলস পড়ে থাকতে দেখা যায়। বন্ধ ছিল নৌযান চলাচলও।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও যশোর*]

সময়ের আলো শুক্রবার। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪।

জাহাজে সাত খুন

# বিচারের দাবিতে কর্মবিরতির ঘোষণা নৌযান শ্রমিকদের

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

চাঁদপুরে জাহাজে সাত খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং জড়িতদের বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে নৌযান শ্রমিকরা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি মো. শাহ আলম। এই কর্মবিরতিসহ পণ্যবাহী নৌযান ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

শাহ আলম বলেন, আকাশ মণ্ডল এমভি আল-বাখেরা জাহাজের আট স্টাফকে ঠান্ডা মাথায় কুপিয়েছেন এবং বিশাল একটি জাহাজ একাই চালিয়েছেন, এটা সম্ভব না। এটা তার একার কাজ হতে পারে না। আকাশ মণ্ডলের মাত্র এক মাসের বেতন বকেয়া ছিল। সামান্য বকেয়ার জন্য এই ঘটনা বোধগম্য নয়। আমরা এ ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন এবং এর সঙ্গে অন্য কারা ছিল তার সঠিক তদন্ত দাবি করছি। এ ছাড়া আমরা আমাদের সারা দেশে ১০ হাজার ছোট-বড় পণ্যবাহী নৌযান ও লক্ষাধিক শ্রমিকের নিরাপত্তাও দাবি করছি। যারা ওই জাহাজে হতাহতের শিকার হয়েছেন সরকারের পক্ষ থেকে জনপ্রতি ২০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণও দাবি করছি। গত সোমবার এমভি আল-বাখেরা জাহাজ থেকে পাঁচজনের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আর তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জাহাজের মালিক মাহবুব মোর্শেদ বাদী হয়ে চাঁদপুরের হাইমচর থানায় মামলা করেছেন।

মঙ্গলবার রাতে র‍্যাব সদর দফতরের গোয়েন্দা শাখা, র‍্যাব-১১ ও ৬-এর যৌথ অভিযানে বাগেরহাটের চিতলমারী এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ওই জাহাজের লস্কর আকাশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বুধবার দুপুরে কুমিল্লা নগরীর শাকতলা এলাকায় র‍্যাব-১১-এর সিপিসি-২ কুমিল্লা কার্যালয়ে ব্রিফিং করে ঘটনার বিস্তারিতে তুলে ধরা হয়। বিকালে চাঁদপুরে পুলিশের কাছে আকাশকে হস্তান্তর করে র‍্যাব। আকাশ বর্তমানে ৭ দিনের রিমান্ডে আছেন।

বণিক বার্তা
সোমবার, ডিসেম্বর ৩০, ২০২৪

# বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

নভেম্বরের বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় তারা কোনাবাড়ী-জরুন আঞ্চলিক সড়ক ২ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন।

গতকাল বেলা ১১-১টা পর্যন্ত স্বাধীন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় সড়কের উভয় পাশে যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। কারখানা কর্তৃপক্ষ আজ বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যান। বেলা সোয়া ১টার পর ওই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কারখানার শ্রমিকরা জানান, ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের নভেম্বরের বেতন এখনো পরিশোধ করেনি। বিভিন্ন সময় বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলেও কর্তৃপক্ষ তাদের কথা রাখেনি।

এ ব্যাপারে স্বাধীন গার্মেন্টসের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) সেলিম বলেন, 'শ্রমিকদের নভেম্বরের বেতন বকেয়া রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে বেতন দেয়া সম্ভব হয়নি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু তালেব জানান, গত নভেম্বরের বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা সকাল থেকে কারখানার অভ্যন্তরে কাজ বন্ধ করে বসে থাকেন। এক পর্যায়ে বেলা ১১টার দিকে পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। পরে কর্তৃপক্ষ বেতন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তারা অবরোধ তুলে নেন। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৬ পৌষ ১৪৩১, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

# কেয়া কসমেটিক্সের চার কারখানা বন্ধ ঘোষণা

## ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে অবস্থিত কেয়া কসমেটিক্স গ্রুপের চারটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারখানা চারটি হলো কেয়া নিট কম্পোজিট, কেয়া স্পিনিং, কেয়া কটন ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস্ লিমিটেড। গতকাল সোমবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করতে এসে কারখানাগুলোর প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে চাকরি হারানো ৫ হাজার শ্রমিক।

শ্রমিকরা জানান, বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে তারা গত ৬ ডিসেম্বর থেকে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। কাজ বন্ধ রেখে রবিবারও বিক্ষোভ করেন তারা। সোমবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে মেইন গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। এতে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে সকাল ৯টার দিকে কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কারখানার সামনে অবস্থানের পর তারা বাইমাইল এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান করছিল।

কারখানা বন্ধের নোটিশে কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকার কারণে কারখানা এবং শ্রমিকদের জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে ৩০ ডিসেম্বর হতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৩ (১) ধারা মোতাবেক কারখানার সকল কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। আগামী ১৫ জানুয়ারি শ্রমিকদের সকল বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

কোনাবাড়ী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম জানান, কেয়ার ঐ চার কারখানায় ৫ হাজারের মতো শ্রমিক ছিল। শ্রমিকদের বুঝিয়ে অবরোধ মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
সোমবার ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪
১৫ পৌষ ১৪৩১

বকেয়া বেতনের দাবি

# ভালুকায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন, নাইট বিল অ্যালাউন্সসহ বিভিন্ন দাবিতে লাভেলো আইসক্রিম কারখানার শ্রমিকরা ময়মনসিংহের ভালুকায় প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। ওই সময় দাবি আদায়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। রোববার সকালে উপজেলার মেহেরাবাড়ি এলাকায় শ্রমিকরা ওই অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। পরে, বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মেহেরাবাড়ি এলাকায় লাভেলো নামের ওই আইসক্রিম কারখানাটির অবস্থান। কারখানাটিতে দুই থেকে আড়াইশ শ্রমিক কর্মরত। দুই মাসের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য দাবিতে রোববার সকলে কাজ ফেলে কারখানার সামনে অবস্থান নেয় শ্রমিকরা। পরে, সকাল ৯টার দিকে তারা কারখানার লাগোয়া ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে নেমে আসে এবং অবস্থান নেয়। ওই সময় ন্যায্য দাবি আদায়ে তারা বিক্ষোভ করতে থাকে। শ্রমিকদের অবরোধে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওই স্থানের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন মহাসড়কে যাতায়াতকারী যাত্রীসাধারণ। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন, ভালুকা মডেল থানা, হাইওয়ে ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সাথে কথা বলেন। পরে ৩১ ডিসেম্বর বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাসে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে যায়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪,

# কেঁয়ার শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

## কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

কয়েক দিন ধরে কেয়া নিট কম্পোজিট লিমিটেডের শ্রমিকেরা নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করে আসছেন।

**প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল সোমবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। এতে ওই মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। গতকাল বিকেল পাঁচটা থেকে অবরোধ শুরুর পর রাত আটটার দিকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক ছেড়ে দেন।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কয়েক দিন ধরে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী জরুনে অবস্থিত কেয়া নিট কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করছেন। গতকাল সোমবার সকাল থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক কারখানার সামনে কোনাবাড়ী-কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। বিকেলে আঞ্চলিক সড়ক থেকে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কারখানা থেকে

কেয়া নিট কম্পোজিটের শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ। গতকাল বিকেলে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে। ছবি : প্রথম আলো

প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূরে কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন।

এর মধ্যেই গতকাল দুপুরে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশে বলা হয়, কর্তৃপক্ষ কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে সব কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করছে।

খবর পেয়ে কোনাবাড়ী থানা-পুলিশ, গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা চালান।

ওই কারখানার শ্রমিক হাসান আলী বলেন, গত নভেম্বর মাসের বেতন চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও বেতন দেয়নি। এ মাসও প্রায় শেষ। এখন বেতন চাওয়ায় কর্তৃপক্ষ কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে।

আরেক শ্রমিক জাহানারা বেগম বলেন, বেতন না পেয়ে ঘরভাড়া দিতে পারিনি। বাড়ির পাশের একটি দোকান থেকে বাকি খাই, সেই টাকাও দিতে পারিনি। কোনাবাড়ী থানার পরিদর্শক আতিকুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। শ্রমিকেরা এখন গত মাসের বেতন এবং কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। সকাল থেকে তাঁরা আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন।

আতিকুল ইসলাম আরও বলেন, মঙ্গলবার কারখানার মালিককে ডেকে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করা হবে। এমন আশ্বাসে রাত আটটার দিকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক ছেড়ে যান। এরপর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ওই পথে চলাচলকারীদের।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪

# গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি এবং পৃথক আইনের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় তাদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি ও গৃহশ্রমিক সুরক্ষা আইনের দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট জনেরা। গতকাল রবিবার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গৃহকর্মীদের একটি সম্মেলন থেকে এ দাবি করা হয়েছে। ১ হাজারের বেশি গৃহকর্মী এই সম্মেলনে যোগ দেন। গৃহকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত সুনীতি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নারীর প্রতি নির্যাতন, হয়রানি ও সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে ১৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কর্মজীবী নারী ও জাতীয় গৃহকর্মী ফোরাম বাংলাদেশ। যেখানে সহযোগিতা করেছে অক্সফাম ইন বাংলাদেশ ও কানাডা সরকার।

অনুষ্ঠানে সারা দেশের গৃহকর্মীদের সঙ্গে সরকারের কর্মকর্তা, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ২টা থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে গৃহকর্ম পেশাটি এখনো আমাদের দেশে সম্মানজনক কোনো পেশা হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং গৃহকর্মীরা শ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম আইনেও অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে গৃহকর্মীরা শ্রমিকের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং গৃহকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

আয়োজনের অংশ হিসেবে সেখানে গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের মেলা আয়োজন করা হয়। যেখানে অনাবাসিক গৃহকর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গৃহকর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরো কথা বলেন অক্সফাম ইন বাংলাদেশ-এর পরিকল্পনা পরিচালক মাহমুদা সুলতানা, গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম বাংলাদেশের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তরের লেবার ইন্সপেক্টর ইফফাত আরা, শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতীয় পর্যায়ে ২১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় গৃহকর্মী ফোরাম বাংলাদেশ গঠিত হয়। যারা সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন, লড়ছেন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। সুনীতি প্রকল্প থেকে গৃহকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ৯ ডিসেম্বর ২০২৪।

## শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান
# গৃহকর্মীদের অধিকার শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গৃহকর্মীদের অধিকার শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ। তিনি বলেছেন, 'গৃহকর্ম এখনো দেশে সম্মানজনক কোনো পেশা হিসেবে স্বীকৃত নয়। গৃহকর্মীরা শ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত নন। ফলে গৃহকর্মীরা শ্রমিকের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বঞ্চনার দ্রুতই অবসান হবে।'

গতকাল রবিবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কর্মজীবী নারী ও জাতীয় গৃহকর্মী ফোরাম, বাংলাদেশ আয়োজিত গৃহকর্মী সম্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান এসব কথা বলেন।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, এই সমাবেশে গৃহকর্মীরা প্রমাণ করেছেন এখন তারা ঘর থেকে বের হয়ে সংগঠিত হতে পারেন এবং শক্তি অর্জন করতে পারেন। গৃহকর্মীর হাত শুধু সেবা করে না, মুষ্টিবদ্ধ করে দাবিও জানাতে পারে। সব শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রম সংস্কার কমিশন কাজ করে বলেও জানান তিনি।

সংবাদপত্রে বিল্‌স
DHAKA THURSDAY DECEMBER 19, 2024
POUSH 4, 1431 BS
The Daily Star

# Domestic workers seek legal protection, dignity

## Share ordeal at Star-CAMPE roundtable

STAFF CORRESPONDENT

"When I am thirsty, my employers do not let me drink water from a clean glass. They only offer me a dirty one that is designated for house helps. Even though I clean their sofa everyday, I am not allowed to sit on it. During Eid or other festivals, if I ask for a holiday, they refuse. If I accidentally break anything, they demand compensation from me," said Laiza Banu*, a domestic worker who resides in a slum in the capital.

"There are no fixed working hours. Even when I am sick, if I ask for a leave, they threaten to fire me. If I lose my job, then how will I raise my children and pay for their education?" she added.

Another domestic worker from the same slum, Salma Akhter* said that she was forced to keep working even when she was pregnant. If she even makes the slightest of mistakes, her employers torture her physically by slapping her. Other times, they just make her feel stupid.

The two house helps shared the stories of their struggles at a roundtable titled "Protect domestic workers and improve their quality of life: What we can do?" which took place at The Daily Star Centre in the capital yesterday.

The event was jointly organised by The Daily Star and Campaign for Popular Education (CAMPE) in collaboration with Oxfam in Bangladesh and sponsored by the European Union.

Alongside Laiza and Salma, numerous other house helps were present at the event and shared their own stories and struggles. They demanded that their profession be included under Bangladesh Labour Law as soon as possible so that their rights are secured.

Other speakers stressed the need for the immediate implementation and monitoring of The Domestic Workers' Protection and Welfare Policy, 2015.

Women and Children Affairs Adviser Sharmeen S Murshid, the chief guest of the event, said that this issue should have been solved years ago.

"How can people neglect the humiliation faced by domestic workers from a human perspective? We must understand that as fellow human beings, they also need health, education and holidays. The state can only protect them by making laws. Often times, many children are also engaged in domestic work, which should be completely banned as they are more likely to be abused," she noted.

"We are trying to create a structure through the Ministry of Women and Children Affairs to address the violence faced by house helps. There can also be a separate authority for domestic workers as well," she added.

Participants at the roundtable titled "Protect domestic workers and improve their quality of life: What we can do?", jointly organised by The Daily Star and CAMPE at The Daily Star Centre yesterday.
PHOTO: RASHED SHUMON

## Domestic workers

FROM PAGE 3

Rasheda K Choudhury, executive director of CAMPE, mentioned that domestic workers lack rights, dignity and security. Since there is no legal recognition, no field can be created for them. In the case of child domestic workers, this situation is even worse. Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies and chairperson of the Labour Reform Commission, said, "Most house helps are migrants who come to the capital from various cities and villages. They are also the ones subjected to the most harassment and torture. If we had a register of all these workers, it would help us to track them and reduce multiple complications. Moreover, they should be included in the government's equality scheme. Additionally, they should be given various trainings to improve their skills."

"If we truly want a Bangladesh free of discrimination, we must first eliminate this discrimination that exists in every household," he added.

Dr Fouzia Moslem, president of Bangladesh Mahila Parishad, stressed the need for recognising care services and the value of domestic helps.

Shirin Parveen Haq, founding member of Naripokkho and Abul Hossain, acting coordinator of Domestic Workers Rights Network also spoke at the event moderated by Muhammad Tanjim Ferdous, in-charge of NGO and Foreign Mission at The Daily Star.

*Names have been changed to protect the identities of the individuals.*

NEW AGE

MONDAY, DECEMBER 16, 2024,

# Addressing migrants' rights in labour sector reform demanded

Staff Correspondent

RIGHTS activists at a discussion on Sunday demanded that labour sector reforms should take into account migrant workers' rights to protect the foreign exchange earners from vulnerabilities.

The International Labour Organisation held the discussion title 'Honouring the contribution of migrant workers and respecting their rights' in the capital Dhaka.

ILO director in Bangladesh Tuomo Poutiainen said that this was an opportunity to address the challenges that the migrants face.

The changes to be done would bring huge returns for the sector considering migrant workers' contribution to the world economy, he said.

Refugee and Migratory Movements Research Unit founding chair Tasneem Siddiqui said that in recruiting process workers faced various problems, but the high migration cost was the main one.

She blamed politicisation and bureaucratic nexus for many hurdles that migrant workers face.

Centre for Policy Dialogue director Khondaker Golam Moazzem said that the migration sector was one of the lowest receiver in the budgetary allocation, which got only 0.15 per cent of the total allocation although remittance was the main pillar of country's economy.

Brac associate director Shariful Islam Hasan said that the country's migration governance was not system driven rather person driven.

Labour migration expert Asif Munir said that the government should hold public hearing to address grievances and publish annual reports on migration situation.

Bangladesh Nari Sramik Kendra executive director Sumaiya Islam urged the government to operate a 24-hour call centre to address problems of migrants.

Bangladesh Association of International Recruiting Agencies secretary general Ali Haider Chowdhury said that migration cost from Bangladesh was certainly higher for air fare, medical cost, training and all other expenditures in Bangladesh.

Labour sector reform commission member Shakil Akhter Chowdhury, Infolady Social Enterprise Limited chief executive officer Ananya Raihan, government officials, activists and academics also spoke the event.

DHAKA TUESDAY DECEMBER 24, 2024
POUSH 9, 1431 BS
The Daily Star

# Labour leaders demand emergency fund for laid-off apparel workers

STAR BUSINESS REPORT

A group of labour leaders of the local garment sector yesterday urged the government to form an emergency fund to provide financial benefits to the laid-off workers, as many are still deprived.

The union leaders made the demand at a meeting with the members of the Labour Reform Commission at the Department of Labour in Dhaka.

To press home their multiple demands, the leaders gave the example of over 40,000 laid-off workers at 16 textile and garment factories of Beximco Group.

They said the Beximco workers will now face trouble in obtaining the service benefits as the group has been struggling to pay the workers since the arrest of its vice-chairman Salman F Rahman.

The Beximco management announced the termination of workers recently, citing a lack of work orders.

Many other factories may also lay off workers amid the current economic situation, the leaders said.

Uncertainty about accessing service benefits increases when workers are laid off in such circumstances, and an emergency fund could be of great help in ensuring these workers receive their due service benefits, they said.

The leaders emphasised that neither the government nor the owners alone can fully cover the service benefits; instead, a fund jointly formed by the government and the owners can serve this purpose.

The Labour Reform Commission has been holding a series of meetings with the workers and stakeholders. Some 12 meetings have so far been held, said Syed Sultan Uddin Ahmed, chairman of the commission.

The commission will hold 60 meetings with different sectors to receive recommendations for the legal protection of workers and setting a national minimum wage, he said.

In yesterday's meeting, the union leaders said the workers are not properly getting help from the central fund, which was set up for garment workers' welfare in 2016 where the country's apparel makers contribute 0.03 percent of their export proceeds in each fiscal year.

The leaders also spoke about establishing a better working environment and introducing a rationing system for the workers, said the chief of the commission, the tenure of which will end in mid-February next year.

The labour law should be reformed to ensure that workers receive justice, he said.

Closing factories is not a solution, and established factories need assistance to remain operational, he also stated.

The government should also be aware that many may close factories and terminate workers in order to receive bank loan waivers, Ahmed said.

The government should identify whether the owners are laying off the workers wilfully or there is any valid reason, he said.

In the meeting, Montu Ghosh, president of Garments Workers' Trade Union Centre, suggested introducing strong provisions in the labour law so that the workers get payments in time.

THE BUSINESS STANDARD

MONDAY 23.12.2024

# Prioritise workers' rights for sustainable ship-breaking industry: Stakeholders

LABOUR RIGHTS – CHATTOGRAM

TBS REPORT

Allocate 10% of the revenue from the sector for worker welfare, they urge govt

Workers' rights must be prioritised to achieve a sustainable future for the country's ship-breaking sector, and for its transformation into a green model, stakeholders and industry experts have said.

Addressing workers' rights is not only a legal obligation but also a moral imperative, they said at a view-exchange meeting on rights, safety, and challenges in the ship-breaking industry held at a hotel in Chattogram yesterday, organised by the Bangladesh Institute of Labour Studies and chaired by the Ship-breaking Workers' Trade Union Forum Convener Tapan Dutta.

At the meeting, ensuring minimum wages, safe workplaces, and healthy living conditions for workers were identified as fundamental requirements for transforming the ship-breaking industry into an environmentally sustainable sector.

At present, the government earns annual revenue

## Prioritise workers' rights

B.C

CONTINUED FROM PAGE 3

of Tk1,200-1,400 crore from the ship-breaking industry. If at least 10% of the revenue was allocated to address workers' welfare, many of the existing issues could be resolved, proposed the participants.

They said it is mandated by labour laws and the conventions of the International Labour Organisation (ILO) that workers are provided with appointment letters and service books. "Unfortunately, workers in the ship-breaking industry are often denied these rights. Instead, companies recruit workers through contractors, leaving them without proper documentation, fair wages, or essential benefits such as accommodation, healthcare services, paid weekends, bonuses, and insurance."

Also, the Ship Recycling Board, which was established to regulate and formalise the ship-breaking industry, needs to be made fully operational, they stressed.

In his keynote presentation, Fazlul Kabir Mintoo, coordinator of the BILS-DTDA Project's OSH Centre and member secretary of Shipbreaking Workers' Trade Union Forum, underscored the need for collaboration among industry owners, the government, and labour organisations to ensure workers' welfare.

Social security measures for workers, including gratuity, pensions, welfare funds, provident funds, and insurance are essential, he said.

He also highlighted the importance of ensuring education, healthcare, and housing facilities among workers' families, as well as creating alternative employment opportunities for workers who lose their jobs due to contractual appointments.

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

Dhaka : Friday 13 December 2024

# শিশুশ্রম থাকলে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ সম্ভব নয়: শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিশুশ্রম রেখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, 'ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করে যে কোনো কাজই শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে আইন ও নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।'

গতকাল ঢাকার একটি হোটেলে শিশুশ্রম বিষয়ক 'চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্লাটফর্ম (সিএলইপি)'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে মানবাধিকার কমিশন, সমাজ সেবা অধিদপ্তর ছাড়া আরও ২১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আইনে নিষিদ্ধ হলেও শিশুশ্রমকে এখনও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারার অভিযোগ করেন বক্তারা বলেন, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুশ্রম নিরসন অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। শিশুশ্রম নিয়ে সরকারি বেসরকারি কোনো পর্যায়েই কোনো সঠিক ডাটা নেই বলে অভিযোগ তাদের।

সৈয়দ সুলতান বলেন, 'বাল্যবিবাহ নিয়ে প্রশাসন মাঝেমধ্যে সক্রিয় হলেও শিশুশ্রম নিয়ে প্রশাসনকে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় কোনো ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি।' এই সমস্যা সমাধানে সরকারকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে, বেসরকারি পর্যায়ে এত বড় দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, 'সামর্থ্যবানরা যদি কমপক্ষে একটি শিশুর দায়িত্ব নেয় তবে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে। এই সমস্যা দূর করতে শুধু সরকারকে দায়ী করলেই হবে না, এরসঙ্গে জড়িত সব সংগঠনকেই এর দায় নিতে হবে। তবে সরকারকে এই বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।' শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সুপারিশ করবেন বলে জানান শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান।

THE FINANCIAL EXPRESS

Wednesday • December 25, 2024

IMPROVING WORKING CONDITIONS

# DIFE makes 11-point reform proposal

**FE REPORT**

The Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) on Tuesday put forward an 11-point reform proposal, including increasing penalty for violation of labour law and making labour license mandatory before starting any factory production.

The DIFE in a meeting with Labour Reform Commission held at Shrama Bhaban in the city also proposed measures to ensure a decent working environment for all workers -- both in the formal and informal sectors, amending labour laws and ensuring their enforcement.

Earlier on November 18, the interim government formed the Labour Reform Commission headed by Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), to make required recommendations aiming to reform the country's labour sector and ensure workers' rights and welfare.

The DIFE's other suggestions include establishing offices in 64 districts across the country and a large number of offices of deputy inspector general in labour-intensive areas, increasing compensation for workplace accidents, formation of a labour intelligence agency to address labour issues and avoid workers' unrest, ensuring payment of workers' wages within seven working days of the month and notifying the area inspectors, ensuring punishment for sexual harassment at workplaces, introducing a provision for imposing 'administrative fines' or 'spot fines' by labour inspectors in cases of violation of labour laws, allowing inspectors to seek assistance from law enforcement agencies if necessary, and making it mandatory for factories to set up breastfeeding corners.

Speaking in the meeting, Commission Chairman Mr Ahmed said, "The Labour Reform Commission is working to ensure safety of workers in both formal and informal sectors."

In his speech, DIFE Inspector General Omar Md Imrul Mohsin said, "A harmonious coordination between employers and workers is very important for the development of the labour sector. Necessary reforms and their enforcement are essential to ensure workers' welfare."

Labour Reform Commission members Dr Mahfuzul Haque, Dr Zakir Hossain, AKM Nasim, Chowdhury Ashiqul Alam, Shakil Akhtar Chowdhury, Taslima Akhtar and DIFE Additional Inspector General Arif Ahmed Khan, President of Bangladesh Trade Union Sangha Rashedul Alam, Secretary General of Bangladesh Employers Federation Farooq Ahmed, Executive President of BKMEA Fazle Shamim Ehsan and BGMEA member ANM Saif Uddin, among others, were also present in the meeting.

*munni_fe@yahoo.com*

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২৪, ২০২৪

সংস্কার কমিশনের কাছে প্রস্তাব

# বছরে ১৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি চায় শ্রমিক সংগঠনগুলো

**নিজস্ব প্রতিবেদক ■**

গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোতে সম্পূর্ণ বেতনের ৬৫ শতাংশ বেসিক নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। একই সঙ্গে দুই বছর পর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণ ও বছরে ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে তারা। গতকাল শ্রম সংস্কার কমিশনের কাছে এসব প্রস্তাব উথাপন করে তৈরি পোশাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নগুলো।

রাজধানীর শ্রমভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব প্রস্তাব উথাপন করা হয়। বর্তমানে শ্রমিকদের মূল মজুরি গ্রেডভেদে পূর্ণ বেতনের ৫৩ থেকে ৫৮ শতাংশ। শ্রমিক নেতারা বলছেন, মূল মজুরির ভিত্তিতেই ওভারটাইম, বোনাস এবং চাকরি অবসানকালীন সুবিধার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে মূল বেতন কম থাকায় প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন তারা। সেজন্য মূল মজুরি পূর্ণ বেতনের অন্তত ৬৫ শতাংশ করা প্রয়োজন।

এছাড়া বাজারমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা ও জীবনমান বজায় রাখার জন্য বছরে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

শ্রম সংস্কার কমিশনের কাছে মোটা দাগে ১১টি প্রস্তাব পেশ করেছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। এর মধ্যে রয়েছে মজুরি কাঠামো, শ্রম আইন ও বিধিমালা, চাকরির নিরাপত্তা, সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ন্যায্য রূপান্তর ইত্যাদি।

মতবিনিময় সভায় শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'দরকষাকষির সুযোগ, পোশাক খাতে ভয়ডরহীন ও ইউনিয়ন চর্চার পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ নেয়া না হলে আজকের সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। স্বয়ংক্রিয়করণের কারণে অনেক শ্রমিক চাকরিচ্যুত হওয়ার শঙ্কায় আছেন। তাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে চাকরির সুরক্ষা দিতে হবে।'

## কালের কণ্ঠ

। মঙ্গলবার। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪।

### শ্রম সংস্কার কমিশনের বৈঠক

# অটোমেশনে চাকরি হারানো শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কারখানা পর্যায়ে ভয়ভীতিহীন দর-কষাকষি চর্চার মাধ্যমে ইউনিয়ন গঠন না হলে শ্রম খাতে অস্থিরতা কমানো সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সুলতান উদ্দিন আহমেদ। এ ছাড়া অটোমেশনের কারণে চাকরি হারানো শ্রমিকদের দক্ষ করে তোলারও পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, সরকার পতনের পর নানা দাবিতে উত্তাল হয় দেশের পোশাক কারখানাগুলো। এ সময় ঘটে ভাঙচুর ও প্রাণহানির ঘটনাও। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় শ্রম অধিকার সংস্কার কমিশন। গতকাল সোমবার শ্রম ভবনে গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময়সভার আয়োজন করে শ্রম অধিকার সংস্কার কমিশন। যেখানে গার্মেন্টস প্রতিনিধিরা শ্রম খাত সংস্কারে তুলে ধরেন নানা প্রস্তাব।

এ সময় শ্রমিক প্রতিনিধিরা, কমিশনের কাছে বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরলে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সুলতান উদ্দিন বলেন, কারখানা মালিকদের সঙ্গে ভয়ডরহীনভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলোর আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। না হলে গার্মেন্টস খাতে অস্থিরতা কমানো সম্ভব নয়। অটোমেশনের কারণে চাকরি হারানো শ্রমিকদের দক্ষ করে তুলতে হবে। এ ছাড়া শ্রম খাতে সংস্কারে লিঙ্গবৈষম্য ও জলবায়ুকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানায় কমিশন।

## সময়ের আলো

। বুধবার। ৪ ডিসেম্বর ২০২৪।

# পরিচ্ছন্নতা ও গৃহকর্মী বঞ্চনার কথা থাকবে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ বলেছেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও গৃহকর্মীদের কথাও উল্লেখ থাকবে। তাদের বঞ্চনার কথা মূল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হবে এবং সেই আলোকেই সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে। সব শ্রেণির সব শ্রমিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের আলোকেই কমিশন শ্রম আইন ও নীতিগুলোর পর্যালোচনা, শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির, কর্মসংস্থান উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, কাজের নিরাপত্তার বিধান ও মজুরির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিজয় নগরের শ্রমভবনের সম্প্রীতি সভা কক্ষে শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে অংশীজনদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় দেশের সবচেয়ে অবহেলিত শ্রমজীবী গোষ্ঠী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং গৃহশ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করেছে কমিশন।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদের (নির্বাহী পরিচালক, বিলস) সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহশ্রমিক ও নেতৃবৃন্দ। শ্রম কমিশনের আরও সদস্যের মধ্যে আইনজীবী অ্যাডভোকেট একেএম নাসিম (সাবেক সভাপতি, লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন), ড. মাহফুজুল হক (সাবেক শ্রম সচিব), ড. তাসলিমা আখতার, সভাপ্রধান গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি ও আলোকচিত্রীসহ অন্যরা।

সভায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্ব শেষ করে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের এলাকা থেকে আগত পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং শ্রম ভবনের নারীকর্মীরা তাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক অবস্থান, বেতন বৈষম্য, তাদের সন্তানদের সুযোগের অভাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দুঃখ ও বঞ্চনা তুলে ধরেন, তুলে ধরেন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা। তাদের নেই কোনো সামাজিক স্বীকৃতি, তারা নিজের পরিচয় দিতে লজ্জিত-বোধ করে। ভবনের একজন নারীকর্মী জানান, সরকারি অফিসে কাজ করা সত্ত্বেও তাদের বেতন পেতে দেড় থেকে দুই মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তারা পান না কোনো মাতৃত্বকালীন ছুটি। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পক্ষ থেকে কমিশনকে তাদের লিখিত সুপারিশ প্রদান করার কথা জানানো হয়।

সভার গৃহশ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন ভালো-খারাপ অভিজ্ঞতা কমিশনের কাছে তুলে ধরেন। তাদের সামাজিক মর্যাদা, বেতন, যৌন নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। একজন গৃহশ্রমিক জানান তাদের 'বুয়া' বলে সম্বোধন করার কারণে তারা নিজের সুন্দর নামটিও আর মনে করতে পারেন না। তারা কমিশনের কাছে দাবি রাখেন তাদেরকে যেন আইনের আওতায় আনা হয়।

## দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

# নারী শ্রমিকদের ঐক্যই তাদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করবে

## —শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের ঐক্যই শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করবে বলে মনে করেন সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ।

গতকাল মঙ্গলবার বনানী পার্কে অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ, সুনীতি প্রকল্প ও সহযোগী সংস্থাদের আয়োজনে ১৬ দিনব্যাপী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিক, বিশেষত গৃহকর্মী, নারী মৎস্যজীবী, চা-বাগান শ্রমিক ও তৈরি পোশাক খাতের প্রায় তিন শতাধিক নারী শ্রমিক অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে সুলতান উদ্দিন চলমান ১৬ দিনব্যাপী এই প্রচারাভিযানে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও বিভিন্নভাবে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও সমস্যাগুলো একই। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের অধিকার রক্ষায় সবাইকে একত্রিত হতে হবে। এই ঐক্যই শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করবে। অনুষ্ঠানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশিষ দামলে, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা, ইউরোপিয়ান ডেলিগেশন ইন বাংলাদেশের প্রকল্প ব্যবস্থাপক লায়লা জেসমিন প্রমুখ।

সংবাদপত্রে বিলস
NEWAGE
MONDAY, DECEMBER 30, 2024,

# Protection of marginalised workers urged

## *INGOs meet labour reform commission*

**Staff Correspondent**

A GROUP of international non-governmental organisations working in Bangladesh on Sunday called on the recently-formed Labour Reform Commission to protect the rights of the workers, in particular those who are more deprived than their fellows in both formal and informal sectors.

While visiting labour reform commission chief Syed Sultan Uddin Ahmed and other members at Shrama Bhaban at Bijoynagar in Dhaka city, Oxfam Bangladesh and partners spoke about the challenges particularly of those workers, both of formal and informal sectors, who were the most disempowered.

Having called on the government to ratify the ILO Conventions 189, 190, and 188, they also said that the government should implement minimum wage standards, expand social protections, and strengthen workplace safety enforcement, said a press release.

During the meeting, they also gave the reform commission a paper titled 'Empowering invisible hands: recommendations for labour reforms to protect informal and marginalised workers in Bangladesh'.

The paper points out that marginalised workers in various sectors face severe challenges. 'Domestic workers earn an average of Tk 5,311 monthly, far below their Tk 10,801 expenses, with 96 per cent reporting insufficient wages and 67 per cent facing abuse,' the paper states, adding that home-based garment workers earn as little as 50 paisa per piece, with 71 per cent experiencing gender-based discrimination.

Reform commission chief Syed Sultan Uddin Ahmed and other members, Mehzabin Ahmed, Tarek Aziz and Shahajadi Begum, Oxfam in Bangladesh official Md Sariful Islam, and European Union programme manager in Bangladesh Laila Jasmin Banu, among others, were present during the visit.

The meeting concluded with a strong call for collaboration among government, employers and civil society to create a future of dignity and equity for all workers.